যাত্রিকের গতি

অর্থাৎ

ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্রাবিবরণ।

THE

PILGRIM'S PROGRESS

FROM THIS WORLD

TO THAT WHICH IS TO COME.

BY JOHN BUNYAN.

CALCUTTA;

PUBLISHED AT 23 CHOWRINGHEE ROAD.



ভূমিকা।

যাত্রিকের গতি ও ধর্ম্মযুদ্ধ নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকদ্বয়ের রচয়িতা যোহন বনিয়ন ১৬২৮ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বেড-ফোর্ড নগরের নিকটবর্ত্তী এল্‌ষ্টো নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবধি যৌবনকাল পর্য্যন্ত তিনি ঈশ্বরের সেবা না করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নিন্দা করিতেন। তিনি অতিশয় নীচ ও দুষ্কর্ম্মাশক্ত লোকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন এবং বিশ্রামবার পালন করিতেন না। তিনি এমন দুঃসাহসী ছিলেন যে, এক দিন একটি সর্প ধরিয়া প্রহার করিতেং তাহাকে আধমারা করিয়া মুখে অঙ্গুলি দিয়া তাহার বিষ দন্ত বাহির করেন। দুই বার তিনি জলমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পায়েন। এই রূপে অনেক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হইতে তিনি আশ্চর্য্য রূপে অনেক বার রক্ষা পায়েন। তাঁহার পিতা কাংস্যকার ছিলেন; সুতরাং তিনিও সেই ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ডে গৃহ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। একবার লেষ্টর নগর অবরোধ কার্য্যে তিনি যাইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে এক জন বন্ধু তাঁহার পরিবর্ত্তে এই কার্য্যে যাইতে স্বীকার হয়েন। সেই বন্ধু গেলেন। রাত্রিকালে যখন প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বন্দুকের গুলি লাগিয়া তিনি হত হয়েন। ইহাতেও আশ্চর্য্যরূপে বনিয়নের জীবন রক্ষা হয়।

কিছু কাল পরে তিনি এক ধর্ম্মপরায়ণা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই যুবতীর দুই খানি ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত আর কোন সম্পত্তি ছিল না। বনিয়ন অবকাশ কালে এই

দুই খানি পুস্তক পড়িতে লাগিলেন; তাহাতে যদিও তিনি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেন না, তথাপি বিশ্রাম বারে ভজনালয়ে যাইতে লাগিলেন। পরে কোন দরিদ্র, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ লোকের পরামর্শে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তিত হইল না, কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহারের অনেক সংশোধন হইল। এক দিন কয়েকজন স্ত্রীলোক একটী বারাণ্ডায় বসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। বন্যেন তাহা শুনিতে পাইলেন; তদবধি তাঁহার অন্তঃকরণ নম্র হইতে লাগিল। সেই স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি এই রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন;—"আমার বোধ হইয়াছিল, যেন সেই স্ত্রীলোকেরা কোন রম্য পর্ব্বতের পার্শ্বে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন, কিন্তু আমি হেমন্ত কালীয় ঝড়ে বাহিরে বসিয়া শীতে ও হীমানিতে কষ্ট পাইতেছিলাম। তাঁহাদের নিকটে যাইবার আমার বড় বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু সেই পর্ব্বত অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। আমি পর্ব্বতে যাইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট বার২ প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু ইতস্ততঃ গমন করিয়া কোন দ্বারের সন্ধান পাইলাম না; আমি অনেক দিন বিফলযত্ন রহিলাম। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর প্রাচীরের এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্র দেখিতে পাইয়া তাহাতে অগ্রে মস্তক, পরে স্কন্ধ প্রবেশ করাইলাম। এই রূপে অতি কষ্টে সেই স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া সূর্য্যকিরণ সেবন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলাম।"

সাতাইস বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বেডফোর্ড নগরের মণ্ডলীভুক্ত হইলেন। খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ পাওয়াতে, তিনি তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উপদেশ এমন তেজোযুক্ত ছিল

যে, শতং লোক তাহা শ্রবণ করিবার জন্য একত্রিত হইত। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস স্বদেশে প্রত্যানীত ও পৈতৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইলে অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায় বনিয়নও কারাবদ্ধ হইলেন, ও দ্বাদশ বৎসর কারাগারে রহিলেন। সেই কারাগারে দুঃখের সাগরে ভাসিতেং তিনি এই পুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করেন। বনিয়ন কখনও কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন নাই, তথাপি তাঁহার পুস্তক এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, যত ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত হইয়াছে, যাত্রিকের গতি নামক পুস্তকও প্রায় সেই সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি বেডফোর্ড নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইয়া পূর্ব্বমত সুসমাচার প্রচার করিতেন। তিনি অনেকবার লণ্ডন মহানগরে যাইতেন, এবং অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রাস্তায় ধর্ম্ম প্রচার করিলে এক সহস্র অপেক্ষা অধিক শ্রোতা উপস্থিত হইত। বিশ্রামবারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ কখনং তিন সহস্র লোক একত্র হইত। অবশেষে ১৬৮৮ অব্দে লণ্ডন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যাত্রিকের গতি।

প্রথম ভাগ।

---

১ অধ্যায়।

আমি এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে২ এক পর্ব্বত-গুহাতে উপস্থিত হইয়া, শায়িত ও নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন শতছিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি নিজগৃহের প্রতি বিমুখ এবং পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ ভারাক্রান্ত হইয়া, এক খানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। পুস্তক পাঠ করিতে২ সে ভীত ব্যক্তির ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে২ রোদন করিতে লাগিল। (যিশা ৬৪; ৬। লূক ১৪; ৩৩। গীত ৩৮; ৪।) পরে মনদুঃখের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, আমি কি করিব বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। (প্রেরিত ২; ৩৭। ১৬; ৩০। হব ১; ২,৩।)

সে এই অবস্থায় নিজগৃহে উপস্থিত হইল, এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারেরা পাছে ঐ দুঃখ জানিতে পারে, এ কারণ যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিল। কিন্তু ক্রমে২ তাহার মনোদুঃখ অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে, সে অধিককাল তাহা সংবরণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে স্ত্রী পুত্রাদির নিকটে আপন মনোদুঃখের সমস্ত বিবরণ এই রূপে ভাঙ্গিয়া বলিল; হে প্রিয়তমে কান্তে, হে আমার ঔরসজাত সন্তান, আমি তোমাদিগের নিতান্ত মঙ্গলেচ্ছু; কিন্তু আমার পৃষ্ঠে যে গুরুতর বোঝা দেখিতেছ, ইহাদ্বারাই আমি আপনার বিনাশ আপনি উপস্থিত করিলাম। দেখ, স্বর্গহইতে নির্গত অগ্নিধারা আমা-

দিগের এই নগর ভস্ম হইবে, ইহার নিশ্চয় সংবাদ আমি পাইয়াছি। অতএব এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কিছুই ভরসা দেখি না। যদি আমাদের উদ্ধারের কোন পথ না পাওয়া যায়, তবে সেই ভয়ানক অগ্নিতে, হে প্রিয় বৎসগণ এবং হে প্রিয়তমা স্ত্রী, তোমাদের সকলের সহিত আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এই রূপ কথোপকথনানন্তর ঐ কথা পরম্পরা প্রকাশ হওয়াতে তাহার কুটুম্ববর্গ শুনিয়া বিপরীত বিবেচনাতে বড় চমৎকৃত হইল, কেননা তাহার ঐ সকল কথা সত্য বিবেচনা না করিয়া, প্রলাপ বোধ করিল। অতএব আগামী রাত্রিতে নিদ্রা হইলেই ভাল হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে তাহাকে শীঘ্র২ শয়ন করাইল; কিন্তু তাহার তন্দ্রামাত্র হইল না, বিশেষতঃ দিবসের অপেক্ষাও অধিক ব্যাকুল হইয়া সে সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিল। প্রভাত হইলে রাত্রিতে কি প্রকার ছিল, জানিবার জন্যে কুটুম্ববর্গ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক উদ্বিগ্ন হইয়াছি; অনন্তর তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিল, ইহার ভয়প্রদর্শক বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, নিষ্ঠুরাচরণ করিলেই সারিতে পারে। সুতরাং কখন কখন তাহাকে বিদ্রূপ ও কখন২ বিনয় এবং কখন২ বা তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। এইরূপ আচরণ করাতে সে কুটুম্ববর্গের নিমিত্তে দুঃখিত হইয়া তাহাদের জন্যে প্রার্থনা এবং আপন দুর্দ্দশার কারণ বিলাপ করণার্থে নিজ কুঠরীতে একাকী যাইতে লাগিল, এবং কখন২ ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া পুস্তক পাঠ ও কুটুম্ববর্গের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই রূপে সে কিয়দ্দিনযাপন করিল।

কিন্তু প্রতিদিন ক্ষেত্রে গিয়া পূর্ব্ব রীত্যনুসারে পুস্তক পাঠ করাতে, দাহ্য বস্তু পাইলে অগ্নি যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি

তাহার মনোদুঃখাগ্নি ক্রমে২ প্রজ্জ্বলিত হইল। আমি পরিত্রাণের নিমিত্তে কি করিব? এই কথা বলিয়া সে পূর্ব্বানুরূপ রোদন করিতে লাগিল। (প্রেরিত ১৬ ; ৩০, ৩১।)

অপর দেখিলাম, যেন ঐ ব্যক্তি পলায়মান পুরুষের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কোন্ দিকে পলায়ন করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারাতে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রোদন করিতেছ কেন?

সে উত্তর করিল, মহাশয়, আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমার হস্তস্থিত এই পুস্তকরূপ দর্পণে স্পষ্টই দেখিতেছি যে, আমি নিতান্ত দোষীকৃত, আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এবং মরণান্তে আমাকে বিচারে যাইতে হইবে ; (ইব্রী ৯ ; ২৭।) কিন্তু মরিতে আমার কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাই, (ইয়ো ১৪ [illegible] বিচার সহ্য করিতেও আমার কোন প্রকার সাধ্য নাই। (যিহি ২২ ; ১৪।)

মঙ্গলব্যঞ্জক। যদি এই সংসারে পদে২ দুঃখ, তবে মরিতে তোমার ইচ্ছা হয় না কেন? সে বলিল, আমার মৃত্যুতে আশঙ্কা এই যে, পৃষ্ঠের গুরুতর বোঝার ভারে পাছে আমি কবর হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইয়া নরকে পতিত হই। (যিশা ৩০ ; ৩৩।) আরও বলি, আমি যদি কারাগারে যাইতে প্রস্তুত নহি, তবে বিচারস্থানে এবং বিচারস্থান হইতে দণ্ড স্থানে যাইতেও প্রস্তুত নহি ; অতএব এই সকলের নিমিত্তে ভীত হইয়া আমি রোদন করিতেছি।

মঙ্গলব্যঞ্জক। তোমার অবস্থা যখন এমন হইয়াছে, তখন কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছ? সে বলিল, মহাশয়, কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, দাঁড়াইয়া আছি। তখন মঙ্গলব্যঞ্জক "আগামী ক্রোধ হইতে পলায়ন কর," এই কথা সম্বলিত একখানি পত্র তাহাকে দিলেন। (মথি ৩ ; ৭।)

সে ঐ পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে মঙ্গলব্যঞ্জকের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আমি কোন্ দিকে পলায়ন করিব ? মঙ্গলব্যঞ্জক এক বৃহৎ মাঠের দিগে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ঐ দ্বার দেখিতে পাইতেছ ? (মথি ৭ ; ১৩, ১৪।) সে বলিল, না। মঙ্গলব্যঞ্জক পুনর্ব্বার কহিলেন, ঐ জাজ্বল্যমান আলোক দেখিতে পাইতেছ কি না ? (গীত ১১৯ ; ১০৫। ২পিত ১ ; ১৯।) সে বলিল, হাঁ ; কিছু যেন দেখিতে পাইতেছি। তখন মঙ্গব্যঞ্জক কহিলেন, ঐ আলোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বেগে গমন কর ; ঐ স্থানে পৌঁছিলে যে দ্বার দেখিতে পাইবে, সেই দ্বারে ঘা মারিলে তোমার কর্ত্তব্য যে কিছু, সকলি বলিয়া দেওয়া যাইবে।

---

২ অধ্যায়।

মঙ্গলব্যঞ্জকের কথায় নির্ভর করিয়া সে অত্যন্ত বেগে দৌড়িতে লাগিল। নিজ বাটী হইতে কিছু দূর গমন করিলে পরে, তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারেরা এই সমাচার পাইয়া, তাহাকে ফিরাইবার জন্যে পশ্চাৎ২ দৌড়িল ; সে তাহা দেখিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, হে জীবন২, হে অনন্ত পরমায়ু২, বলিয়া কাঁদিতে২ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, এবং পশ্চাৎ ফিরিয়াও না দেখিয়া, মাঠের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। (আদি ১৯; ১৭।)

পরে তাহার আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসিরা ঐ সংবাদ পাইয়া (যিরি ২০; ১০।) গৃহহইতে বাহিরে আসিয়া দেখে, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে। তাহাতে কেহ২ ফিরাইবার জন্যে তাহাকে ধমকাইয়া তিরস্কার করিল, এবং কেহ২ বিনয় বাক্যে ফির২ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তথাপি সে ঐ সকল কথা তুচ্ছবোধ করিয়া চলিল। ইহা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একগুঁইয়া এবং সুখনম্য নামে দুই জন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিল, আমরা উহাকে বলদ্বারা এখনই ফিরাইয়া আনিব। সে দূরবর্ত্তী হইলেও

তাহারা পশ্চাৎ গমনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এমন বেগে দৌড়িল যে, অল্প ক্ষণের মধ্যে তাহার লাগাইল ধরিল। সে প্রতিবাসিদিগকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রতি-বাসিগণ, কি নিমিত্তে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, তোমাকে ফিরাইয়া লইতে। সে বলিল, ভাই, আমি কোন প্রকারে সেখানে ফিরিয়া যাইব না; তোমরা যে ধ্বংস্যনগরে বসতি কর, তাহা আমারও জন্মভূমি বটে, কিন্তু ঐ স্থানের নিতান্ত ধ্বংস হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানিয়াছি। আর ঐ স্থানে থাকিলে পরকালে তোমরা যে কবরাপেক্ষা গভীর স্থানে অর্থাৎ গন্ধকমিশ্রিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অবিলম্বে মগ্ন হইবে, তাহাও আমি দেখিতেছি; অতএব, হে প্রতিবাসিগণ, তোমরা বরং আমার সঙ্গে আইস।

একগুঁইয়া। এ কেমন কথা! আমরা আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসি সজ্জন লোকদিগকে এবং সাংসারিক সুখভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া কি অনাথ হইয়া তোমার সঙ্গে যাইব?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, ভাই, তাহাই কর; কেননা আমি যে সুখভোগের চেষ্টাতে আছি, তাহার এক কণিকার সহিতও তোমাদের এই বর্ত্তমান সুখভোগের তুলনা হইতে পারে না। (২ করি ৪; ১৮।) তোমরা যদি আমার সহিত আইস, ও এই পথের পথিক হও, তবে অনায়াসে পরম সুখভাজন হইয়া, আমার সদৃশ বিষয় পাইবে। কেননা আমি যে স্থানে যাই-তেছি, সেখানে সুখের সীমা নাই; ইহাতে যদি তোমাদের প্রত্যয় না হয়, অন্ততঃ আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা জানিবার নিমিত্তে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখ। (লূক ১৫; ১৭।)

একগুঁইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, সেই স্থানে এমন বস্তু কি আছে যে, তুমি তাহার লোভে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ?

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, আমি স্বর্গস্থ এক অধিকারের চেষ্টায়

আছি, ঐ অধিকার অক্ষয়, নির্ম্মল ও অজর ; (১ পিত ১ ; ৪।) যাহারা সেই অধিকারের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নিরূপিত সময়ে দত্ত হইবার নিমিত্ত তাহা স্বর্গে রক্ষিত হইতেছে। (ইব্রী ১১ ; ১৬।) যদ্যপি দেখিতে চাহ, আমার এই পত্র পড়িয়া দেখ।

এই কথা শুনিয়া একগুঁইয়া তিরস্কার করিয়া বলিল, তোর পুস্তক তুই লইয়া যা। এখন আমাদের সহিত ফিরিয়া যাবি কি না, বলিতে পারিস্ ?

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, আমি যাইতে পারিব না, কারণ আমি সম্প্রতি পারমার্থ ভূমির চাসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (লূক ৯ ; ৬২।)

তখন একগুঁইয়া সুখনম্যকে ডাকিয়া বলিল, ভাই প্রতিবাসি, আইস, আমরা এই ক্ষিপ্তকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে যাই ; কেননা এরূপ কতকগুলিন বাতুল ও বাচাল লোক আছে, তাহারা যখন যাহা মনে করে, তখন তাহাদের এমনি বোধ হয়, যাহারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কারণ দেখাইতে পারে, এমন্ বহুদর্শী ও বিজ্ঞ লোক অপেক্ষাও তাহারা জ্ঞানবান।

সুখনম্য। কথা বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ বিদ্রূপ করিও না, কেননা খ্রীষ্টীয়ান যাহা বলিতেছে, যদি সত্য হয়, তবে আমাদের বিষয় অপেক্ষা ইহার চেষ্টিত বিষয় যে উত্তম, ইহা নিশ্চয়। অতএব আমার বোধ হয়, আমার এই প্রতিবাসির সহিত যাওয়া শ্রেয়ঃ।

এই কথা শুনিয়া একগুঁইয়া বলিল, এই জগতে ইহার মত আরো কি দুই এক জন অজ্ঞান আছে ? এ তো পাগল, তোমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, নিশ্চয় কি ? অতএব তুমি আমার কথা শুন এবং যদি বুদ্ধিমান হও আপন গৃহে ফিরিয়া চল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, সুখনম্য, এ কথা মানিও না, আমার সহিত আইস ; আমি যে২ বিষয় বলিয়াছি, সকলই সত্য, তদ্ভিন্ন অনেক ঐশ্বর্য্য আছে। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমার এই পত্র পাঠ করিয়া দেখ। তন্মধ্যে যাহার

লিখিত আছে, তাহা সত্য কি না, বিবেচনা করিয়া দেখ, কেননা যিনি এ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তিনি আপন রক্ত-দ্বারা ঐ বাক্য দৃঢ় করিয়াছেন। (ইব্রী ৯; ১৭-২১।)

পরে সুখনম্য একগুঁইয়াকে বলিল, ওহে প্রতিবাসি, এই সজ্জনের সকল কথাই আমার সত্য বোধ হইতেছে; অতএব আমি এই সাধুর সঙ্গে যাইতে বাঞ্ছা করি। ইহার যে দশা, আমারও সেই দশা হইবে। অনন্তর খ্রীষ্টীয়ানকে বলিল, কেমন, হে প্রিয় সঙ্গি খ্রীষ্টীয়ান, ঐ বাঞ্ছিত স্থানের উত্তম পথ তুমি জানত? খ্রীষ্টীয়ান বলিল, মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি আমাকে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে ত্বরায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থানে পঁহুছিলে পর আমরা পথের বিষয় জানিতে পাইব।

সুখনম্য। তবে ভাই, এই বেলা চল; আমরা শীঘ্র করিয়া যাই। অনন্তর তাহারা দুই জনে একত্র চলিল।

তখন একগুঁইয়া বলিল, তবে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, এমন অজ্ঞানের সঙ্গে যাইতে চাহি না।

একগুঁইয়া ফিরিয়া গেলে খ্রীষ্টীয়ান এবং সুখনম্য দুই জনে মাঠের মধ্য দিয়া গমন করিতে২ পরস্পর আনন্দিত হইয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, সুখনম্য, এখন কেমন আছ? আমার সহিত তুমি আসিয়াছ বলিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু সেই অদৃশ্য বস্তুর প্রতাপে ও ভয়ে আমি যেরূপ মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা যদি ঐ একগুঁইয়া পাইত, তবে এরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে পারিত না।

সুখনম্য। প্রিয় সখে খ্রীষ্টীয়ান, এখন আমরা দুই জন ব্যতিরেকে এখানে আর জনমানব নাই, অতএব আমাদের গন্তব্য স্থানের বস্তু কি প্রকার, আর কি প্রকারেই বা তাহা

ভোগ করিতে পারা যায়, ইহা বিস্তারিতরূপে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত কর।

খ্রীষ্টীয়ান। এই সকল বিষয় মনে যত ভাল রূপে অনুভব করা যায়, জিহ্বাদ্বারা আমি তত ব্যক্ত করিতে পারি না; তবে তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই জন্যে আমার পুস্তক হইতে তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ শুনাইব।

সুখনম্য। তোমার পুস্তকমধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, তাহা যে সত্য, ইহা কি তুমি জান?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, জানি; কেননা সত্যবাদি ঈশ্বর এ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। (তীত ১ : ২।)

সুখনম্য। ভাল, এ পুস্তকে কিং লিখিত আছে? খ্রীষ্টীয়ান বলিল, অনন্তকাল ভোগ করা যায়, এমন অসীম রাজ্য এবং অনন্ত জীবন আমাদের লাভ হইবে, ইহাই লিখিত আছে। (যিশা ৪৫ ; ১৭। যোহ ১০ ; ২৭-২৯।)

সুখনম্য। ভাল২, ইহা ছাড়া আর কি আছে?

খ্রীষ্টীয়ান। তদ্ভিন্ন তেজস্বি মুকুট আছে, এবং যাহা পরিধান করিলে শরীর তেজঃপুঞ্জ হয়, এমন তেজোময় বস্ত্র আছে। (তীম ৪ ; ৮। প্রকা ২২ ; ৫। মথি ১৩ ; ৪৩।)

সুখনম্য। আহা, এ সকল অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ভাল, ভাই, এতদ্ভিন্ন কি আর কিছু আছে?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ; সেখানে কোন দুঃখের লেশ নাই এবং ক্রন্দন মাত্রও নাই। কারণ সে স্থানের কর্ত্তা আপনি আসিয়া সকলের নেত্রজল মোচন করিবেন। (যিশা ২৫ ; ৮। প্রকা ৭ ; ১৬, ১৭। ২১ ; ৪।)

সুখনম্য জিজ্ঞাসিল, আমরা সেখানে গেলে আমাদিগের প্রতিবাসী কেং হইবে?

খ্রীষ্টীয়ান। যাহাদের জ্যোতিঃ প্রভাবে হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, এমন সিরাফীম এবং কিরূবদিগের সহিত

আমরা বসতি করিব। (যিশা ৬; ২। ১ থিষ ৪; ১৬, ১৭। প্রকা ৫; ১১।) সেখানে গেলে আমাদের অগ্রগত যে সহস্রং লোক সেখানে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত যে কেবল সাক্ষাৎ হইবে, তাহা নয়, স্বর্ণমুকুটধারী (প্রাকা ৪; ৪।) প্রাচীন লোকদের সহিত ও বীণাধারিণী (প্রকা ১৯; ১-৫।) পুণ্যবতী কন্যাদিগের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইবে। আর পরমেশ্বরকে প্রেম করণ প্রযুক্ত যাঁহারা জগতের লোককর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন ও পশু-কর্ত্তৃক ভুক্ত, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ, এবং সমুদ্রমগ্ন হইয়া মরিয়াছেন, এমন কত লোককে সে স্থানে সুস্থ ও অনন্ত জীবনরূপ বস্ত্র পরিহিত হইয়া বাস করিতে দেখিব। (যোহ ১২; ২৫। ২ করি ৫; ২, ৩, ৫।) সে স্থানের এরূপ আশ্চর্য্য ব্যবহার যে, সেখানে হিংস্রক লোকমাত্র নাই, সকলেই পরস্পর প্রেম করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা পরমধার্ম্মিকের ন্যায় আচরণ ও সর্ব্বদা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গমনাগমন করিয়া কিম্বা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাস করেন।

সুখনম্য। ভ্রাতঃ; কি আশ্চর্য্য কথাই শ্রবণ করিলাম! শুনিবামাত্র আমার মন আহ্লাদে পুলকিত হইল। ভাল, ঐ সকল বিষয় কি আমরা ভোগ করিতে পারি না? আর কি প্রকারেই বা তাহার অধিকারী হইতে পারি? অনুগ্রহ করিয়া বল, শুনি।

খ্রীষ্টীয়ান। সেই দেশের রাজা এই পুস্তকে লিখিয়াছেন, যাহারা ঐ সকল বিষয় নিতান্ত ভোগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগকেই বিনা মূল্যে তাহা দত্ত হইবে। (যিশা ৫৫; ১, ২। যো ৬; ৩৭। ৭; ৩৭। প্রকা ২১; ৬। ২২; ১৭।)

এই কথা শুনিয়া সুখনম্য আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিল, সখে, তবে চলিয়া আইস; আমরা সত্বর গমন করি।

খ্রীষ্টীয়ান। বন্ধো, আমার পৃষ্ঠে এক গুরুতর বোঝা আছে, সে জন্য ইচ্ছামত শীঘ্র যাইতে পারি না।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, ঐ দুই জন পরস্পর কথোপকথন সাঙ্গ করিবামাত্র অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত অকস্মাৎ মাঠের মধ্যস্থিত নৈরাশ্য নামে এক মহাপঙ্কে পতিত হইল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পঙ্কে মগ্ন হইলে উভয়েই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল; বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে গুরুতর ভার প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ পঙ্কে ডুবিতে লাগিল।

সুখনম্য। ওহে সহযাত্রি খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতঃ, তুমি এখন কোথায়?

খ্রীষ্টীয়ান। সত্য, ভাই, একি? আমি ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

সুখনম্য এই নিরাশার কথা শুনিয়া সক্রোধে সহযাত্রিকে বলিল, ভাই, তুমি কি এত ক্ষণ এই অনন্ত সুখের বিষয় বলিতেছিলে? আমাদের যাত্রার প্রথম উদ্যমেই এই, না জানি শেষে আরো কত অনন্ত সুখ আছে! অতএব আমি ভাগ্যে২ এই বেলা প্রাণ লইয়া পলাই, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া ঐ মনোহর রাজ্য ভোগ করিও। এই কথা বলিয়া সুখনম্য বলপূর্ব্বক দুই এক বার গাত্র ঝাড়া দিয়া, বহু কষ্টে পঙ্ক হইতে উঠিয়া আপন গৃহ অভিমুখে চলিয়া গেল। সুতরাং তাহার সহিত খ্রীষ্টীয়ানের আর দেখা হইল না।

এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান নৈরাশ্য পঙ্কমধ্যে একাকী পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে২ আপন বাটীর দূরস্থ অথচ ঐ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটস্থ পার্শ্বের দিগে যাইতে যত্ন করিয়া, অতিশয় শ্রমসহ পার্শ্বের কাছে গিয়া পৌঁছিল, কিন্তু পৃষ্ঠে ভারি বোঝা প্রযুক্ত পঙ্ক হইতে উঠিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, উপকারক নামে এক জন তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে কি করিতেছ?

তখন খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া বলিল, মহাশয়, আমি আগামি ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে মঙ্গলবাৰ্ত্তক

নামে এক জনকর্ত্তৃক, অমুক দ্বারে যাও, এই আজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানের দিকে গমন করিতে২ এই মহাপঙ্কে পড়িয়া, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

তাহাতে উপকারক বলিলেন, সেই পঙ্কভূমির মধ্যে২ মানুষের গমনের জন্য যে প্রস্তরখণ্ড সকল পতিত আছে, তুমি দেখিয়া২ তাহার উপর দিয়া কেন গমন কর নাই? খ্রীষ্টীয়ান বলিল, আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিকটস্থ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিলাম বলিয়া, হঠাৎ এই স্থানে পড়িয়াগিয়াছি।

উপকারক। বলিলেন, তবে হস্ত বিস্তার কর। অনন্তর তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে শুষ্ক ভূমিতে টানিয়া তুলিলেন, এবং অগ্রসর হইতে আজ্ঞা করিলেন।' (গীত ৪; ২।)

এমন সময়ে যেন আমি ঐ উপকারকের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, ধ্বংস্যনগরহইতে ঐ দ্বার পর্য্যন্ত গমনের যে পথ দেখিলাম, তাহা সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইলে নিরুপায় যাত্রিরা নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিত, তাহা না হইয়া, পঙ্ক ভূমি দিয়া নির্ম্মিত হইল কেন? তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন; শুন, ঐ মহাপঙ্ক কোন প্রকারেই শুধরান যায় না। পাপহইতে উৎপন্ন জঞ্জাল সকল আসিয়া ঐ স্থানে পতিত হয়, একারণ উহা নৈরাশ্যপঙ্ক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ পাপগ্রস্ত লোকদের আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষমতা বিষয়ে উত্তরোত্তর চেতনা হওয়াতে তাহাদের মনোমধ্যে উৎপন্ন ভয়, আশঙ্কা ও সন্দেহ ইত্যাদি মিলিত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত এই স্থানে একত্র হয়; এ কারণ এ স্থানের মৃত্তিকা এই প্রকার মন্দ।

রাজার এ রূপ অভিলাষ নহে যে, এ স্থান এমন কদর্য্য অবস্থায় থাকে। (যিশা ৩৫; ৩, ৪।) বরং রাজার আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভৃত্যেরা, এই স্থান ভাল করিবার উদ্দেশে, আজি

আঠার শত বর্ষ কাল অবিরত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ তিনি আমাকে আরো একটী কথা বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞানগোচরে ঐ স্থানে লক্ষ২ গাড়ী মাটী ফেলা হইয়াছে, ফলতঃ যে লক্ষ২ হিতোপদেশাদি রাজার অধিকারের সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বদা আনীত হইয়াছিল, তাহাও এই স্থানে দেওয়া গিয়াছে; এবং বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, যে সকল দ্রব্যে মৃত্তিকা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়, এমন অনেক দ্রব্যও ফেলা গিয়াছে, তথাপি এই স্থান শোধিত না হইয়া, আজি পর্য্যন্ত নৈরাশ্যপঙ্ক হইয়া আছে। ইহার পরে ইহা পূরণ করিবার জন্যে যথাসাধ্য পরিশ্রম ব্যয় হইলেও, এ স্থান এই রূপই থাকিবে।

ব্যবস্থাপকের আজ্ঞায় এই মহাপঙ্কের মধ্য দিয়া পাদার্পণার্থক অনেক প্রস্তর ফেলা গিয়াছে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু যে সময়ে এই স্থানে সেই জঞ্জালাদি আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ এক ঋতু গেলে অন্য ঋতুর আগমনে যখন পূর্ব্ববৎ হয়, তখন ঐ সকল প্রস্তর প্রায়ই দেখা যায় না। যদিও কখন অল্প২ দেখা যায়, কিন্তু তাহার উপর দিয়া গমন করিতে গেলে মনুষ্যেরা মাথা ঘুরিয়া পঙ্কে মগ্ন হয়; তথাপি এক বার ঐ দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে উত্তম মৃত্তিকা পাওয়া যায়। (শমূ ১২; ২৩।)

আমি এই রূপ স্বপ্ন দেখিতেছি, ইতিমধ্যে দেখিলাম, সেই সুখনম্য গিয়া বাটীতে পৌঁছিল। প্রতিবাসিগণ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া কেহ২ তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিল এবং কেহ২ কহিল, তাহা নয়; এ যখন সেই উন্মত্ত খ্রীষ্টীয়ানের সহিত প্রাণপণে গিয়াছিল, তখন ইহাকেও ক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কেহ২ বা তাহাকে ভীরু বলিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিল, তুমি অগ্রে প্রাণপণ করিয়া গিয়া শেষে অল্প দুঃখ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ; কিন্তু আমি যদি একবার তোমার মত প্রাণপণ করিয়া যাই-

তাম, কখনও অল্প দুঃখ হেতু ফিরিয়া আসিতাম না। এ রূপ কথা শুনিয়া সুখনম্য লজ্জায় তাহাদের নিকটে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। পরে সে স্বচ্ছন্দ হইলে পর, তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া অসাক্ষাতে খ্রীষ্টীয়ানকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

---

৩ অধ্যায়।

এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান মাঠের মধ্য দিয়া একাকী গমন করিতে২ অকস্মাৎ দেখিল, দূরে এক জন মনুষ্য মাঠের মধ্য দিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে ক্রমে২ নিকটে পৌঁছিয়া তাহাব সহিত মিলিল। সে ব্যক্তির নাম সাংসারিকবুদ্ধি, সে শারীরিকাচার নামক গ্রামে বাস করে। ঐ বৃহৎ গ্রাম খ্রীষ্টীয়ানের জন্ম স্থানের অতি নিকট; একারণ ধ্বংস্যনগর হইতে খ্রীষ্টীয়ানের বাহির হইয়া যাঁওনের গল্প কেবল ঐ গ্রামে নয়, অন্যান্য গ্রামেও রটিয়াছিল। অতএব খ্রীষ্টীয়ানের বিষয়ে কিছু স্মরণ করাতে সাংসারিকবুদ্ধি খ্রীষ্টীয়ানের অত্যন্ত পরিশ্রমসহ গমন ও ক্রন্দন ইত্যাদি দেখিয়া, তাহার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল, ভ্রাতঃ, এ প্রকার ভারগ্রস্ত হইয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?

খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া বলিল, মহাশয, আমি অতি দীনহীন দুরাচার; আমার মত ভারগ্রস্ত কেহ কোথায় নাই। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, ঐ সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, এই ভারি বোঝাহইতে মুক্ত হইব; একারণ সেই স্থানাভিমুখে যাইতেছি।

সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রীপুত্ত্রাদি কেহ কি আছে

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, সকলই আছে; কিন্তু এই ভারি বোঝা প্রযুক্ত তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদ করিতে আমার ভাল লাগে না, বরং বোধ হয়, যেন সংসারে আমার কেহ নাই। (১ করি ৭; ২৯।)

সাংসারিকবুদ্ধি। আমি যদি তোমাকে কোন পরামর্শ দি, শুনিবে ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ; যদি সৎপরামর্শ হয়, অবশ্য শুনিব, কেননা আমার উত্তম পরামর্শের প্রয়োজন আছে।

সাংসারিকবুদ্ধি। তবে আমি তোমাকে একটী সৎপরামর্শ দি, তুমি যে কোন প্রকারে পার, শীঘ্রই এই বোঝা-হইতে মুক্ত হও; কেননা যে পর্য্যন্ত এই ভার হইতে মুক্ত না হইবে, কোন মতে তোমার মন স্থির হইবে না। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তোমাকে যে২ উত্তম বিষয় দিয়াছেন, তদুৎপন্ন সুখও সে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, আমিও সর্ব্বদা সেই চেষ্টায় আছি, কিন্তু কোন প্রকারেই এই বোঝা এড়াইতে পারিতেছি না; আমার এই গুরুতর ভার যে হরণ করে, আমাদের দেশে এমন একটীও লোক দেখি না। তন্নিমিত্ত পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, সেই রূপ আমি এই বোঝা হইতে মুক্তি পাইবার আশাতে এই পথ দিয়া যাইতেছি।

সাংসারিকবুদ্ধি। এই বোঝাহইতে মুক্ত হওনের নিমিত্ত এই পথ দিয়া যাইতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছে ?

খ্রীষ্টীয়ান। যিনি আমাকে পরামর্শ দিয়াছেন, আমার দৃষ্টিতে তাঁহাকে অতিশয় মহৎ এবং সম্ভ্রান্ত বোধ হইয়াছে—স্মরণ হয়, তাঁহার নাম মঙ্গলবাঞ্ছক।

সাংসারিকবুদ্ধি। আঃ, তাহার পরামর্শের ফল কি ? সে তোমাকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, সেই পথের ন্যায় সঙ্কটপূর্ণ ও ক্লেশময় পথ সংসারে আর নাই। তাহার

পরামর্শানুসারে চলিলেই ইহার সত্যতা জানিতে পাইবে। আমি এখনি দেখিতে পাইতেছি, ইহার মধ্যেই তুমি সে পথের কিঞ্চিৎ ক্লেশ টের পাইয়াছ;—কেননা তোমার সর্ব্বাঙ্গে নৈরাশ্যপঙ্ক লিপ্ত দেখিতেছি। যাহারা ঐ পথ দিয়া যায়, ঐ পঙ্কই তাহাদের ক্লেশের সূত্রপাত। আমি তোমা-হইতে অনেক প্রাচীন, আমার কথা গ্রাহ্য করিও। তুমি যে পথে যাইতেছ, সে পথে কেবল ক্লান্তি, ব্যথা, ক্ষুধা, বিপদ, উলঙ্গত্ব, খড়্গ, সিংহ, সর্প, অন্ধকার ইত্যাদির ভয়, এবং মৃত্যুও আছে; আর এই সকল যে নিতান্ত সত্য, ইহা অনেক সাক্ষ্য দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে; অতএব অপরিচিত লোকের কথা শুনিয়া, নিতান্ত অবিবেচকের মত আপনাকে নষ্ট করিবে কেন?

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, যে সকল ভয়ানক বিষয় বলিলেন, তাহা অপেক্ষাও আমার এই পৃষ্ঠের ভার অধিক ভয়ঙ্কর; অতএব এই পথে গেলে আমি যদি বোঝাহইতে মুক্ত হইতে পারি, যাহা ঘটে ঘটুক, তাহাতে আমার কিছুই চিন্তা নাই।

তখন সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসিল, এই বোঝা তুমি প্রথমে কোথায় পাইয়াছিলে?

খ্রীষ্টীয়ান। আমার হস্তস্থিত এই পুস্তক পাঠ করিতে২ পাইয়াছি। তখন সাংসারিকবুদ্ধি বলিল, হাঁ; আমিও তাহা বুঝিয়াছি; অল্পবুদ্ধি লোকেরা আপন অসাধ্য কোন উচ্চ বিষয়ে হাত দিয়া হঠাৎ সমূহ মনোবৈকল্য প্রাপ্ত হয়। তোমা-কেও তদ্রূপ দেখিতেছি। সে প্রকার মনোবৈকল্যদ্বারা মনুষ্যো-রা প্রায় অমনুষ্য হয়, যেমন তুমি হইয়াছ। তাহা কেবল নয়, বরং অজ্ঞেয় বিষয় পাইবার চেষ্টাতে দুঃখ সমূহেও মগ্ন হয়।

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, আমি যাহা পাইতে চেষ্টা করি, তাহা জানি; এই ভারি বোঝাহইতে মুক্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

সাংসারিকবুদ্ধি। তুমি যদি কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আমার কথা শুন, তবে যে পথে এত আপদ আছে, সে পথে না গিয়াও তোমার বাঞ্ছিত বিষয় পাইতে পার, এমন এক সুগম পথ দেখাইয়া দিতে পারি। যে পথে তুমি যাইতেছ, তাহাতে যখন এত ঘোর আপদের আশঙ্কা, তখন সে পথে সুখ ভোগের চেষ্টাতে যাওয়া বৃথা। বস্তুতঃ আমার কথা মতে চলিলে তুমি আশু মুক্তি পাইবে, এবং আপদের পরি-বর্ত্তে মিত্রতা, সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, তবে ঐ নিগূঢ় বিষয় ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।

তখন সাংসারিকবুদ্ধি বলিতে লাগিল, শুন, এই স্থান-হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি নীতিনামক গ্রামে ব্যবস্থানুগত নামক এক জন ভদ্র লোক বসতি করেন, তিনি অতি প্রবীণ এবং সুখ্যাত, আর তোমার পৃষ্ঠে যেরূপ বোঝা আছে, এমন বোঝা মনুষ্যদিগের স্কন্ধ হইতে নামাইতে তিনি বিলক্ষণ পটু। কেননা আমার জ্ঞানত তাঁহাকে ঐ প্রকার অনেক ভাল কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহা ছাড়াও আপন২ বোঝা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ মনোবৈকল্য প্রাপ্ত লোকদিগকেও ভাল করিতে তিনি বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব তাঁহার নিকটে গেলে তুমি আশু উপকার জানিতে পারিবে। তাঁহার বাটী এখান হইতে এক ক্রোশ অন্তরও নহে। তিনি যদি ঘরে না থাকেন, তবে সভ্য নামা তাঁহার এক পুত্র আছেন, তিনিও ঐ বৃদ্ধ ভদ্র লোকের ন্যায় তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে ক্ষমতাপন্ন বটেন; এই জন্যে বলিতেছি, তুমি সেখানে গেলে অবশ্য এই বোঝা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। আর তুমি যে পূর্ব্ব বসতি স্থানে ফিরিয়া যাও, আমার এমন ইচ্ছা নাই; তথায় থাকিতে যদি না চাও, তবে এই গ্রামে থাকিয়া তোমার স্ত্রী পুত্রাদিকে আনিবার জন্যে লোক পাঠাইতে

পার। এই গ্রামে অনেক শূন্য গৃহ আছে, তাহার একটী উপযুক্ত মূল্যে ভাড়া পাইতে পারিবে, এখানে উত্তম ও সুলভ খাদ্য দ্রব্যও মিলে। আরও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় এই যে, এখানে সভ্রান্তরূপে সদ্ব্যবহার করিয়া সজ্জন প্রতি-বাসিগণের সহিত বাস ও সমধিক সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

এ কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান অল্পক্ষণ স্থগিত হইয়া শেষে বিবেচনা করিল, ইনি যাহা কহিতেছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহাঁরি পরামর্শে চলা ভাল। অতএব সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মহাশয়, সেই সৎ মনুষ্যের বাটীতে কোন পথ দিয়া যাইব ?

সাংসারিক। ঐ উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইতেছ ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

সাংসারিক। তোমাকে ঐ পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে হইবে। প্রথমে যে বাটীতে উপস্থিত হইবে, সেই বাটীই তাঁহার।

অতঃপর খ্রীষ্টীয়ান সেই ব্যবস্থানুগত ব্যক্তির বাটীতে যাইবার জন্যে পূর্ব্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে২ ঐ পর্ব্বতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল ; কিন্তু সে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ এবং পথের পার্শ্ব হইতে এক কালে সমানরূপে দণ্ডায়মান প্রযুক্ত, পাছে ইহা আমার মস্তকের উপরে পড়ে, এই ভয়ে ভীত হইয়া খ্রীষ্টীয়ান নিকটে যাইতে পারিল না, এবং সেই স্থানে কিছু কাল দাঁড়াইয়া রহিল, এবং কি করা কর্ত্তব্য, কিছু স্থির করিতে পারিল না। আর পূর্ব্বপথে অবস্থান সময় অপেক্ষা এক্ষণে ঐ বোঝা অধিকতর ভারী বোধ হওয়াতে এবং ঐ পর্ব্বত হইতে ঝলকে২ অগ্নিশিখা নির্গত হওয়াতে (যাত্রা ১৯ ; ১৬, ১৮।) খ্রীষ্টীয়ান ভাবিল, আঃ, এবার বুঝি আমি অগ্নিতে ভস্ম হইলাম! এই কথা কহিয়া সে ঐ স্থানে ঘর্ম্মাক্ত

কলেবরে ভয়ে থরং করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর সাংসারিকবুদ্ধির মন্ত্রণাতে চলিয়াছিল বলিয়া, অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিল। (ইব্রী ১২ ; ২১।)

ইতিমধ্যে মঙ্গলব্যঞ্জককে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে দেখিয়া লজ্জাপ্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ানের আকার বিবর্ণ হইল। মঙ্গলব্যঞ্জক ক্রমে নিকটে আইলেন এবং খ্রীষ্টীয়ানের প্রতি ভয়ঙ্কর সক্রোধ দৃষ্টিপাত করিয়া অনুযোগপূর্ব্বক কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, হে খ্রীষ্টীয়ান, তুমি এ স্থানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান কি উত্তর করিবে, তাহা না জানিয়া চুপ করিয়া রহিল। মঙ্গলব্যঞ্জক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ধ্বংস্য নগরের প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তিকে রোদন করিতে দেখিয়াছিলাম, তুমি কি সেই ব্যক্তি?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, মহাশয়, আমি সেই বটি।

মঙ্গলব্যঞ্জক। আমি তোমাকে ঐ ক্ষুদ্র দ্বারে যাইতে আদেশ করি নাই?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, মহাশয়, করিয়াছিলেন বটে।

তাহাতে মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, তবে তোমাকে এত শীঘ্র সে পথের বহির্গত হইয়া দাঁড়াইতে দেখিতেছি কেন?

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, নৈরাশ্যপঙ্ক পার হইবামাত্র এক জন ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন, সম্মুখস্থ গ্রামে গেলে যিনি তোমার বোঝা নামাইতে পারেন, এমন এক জন ভদ্রলোককে দেখিতে পাইবে।

মঙ্গলব্যঞ্জক। সে কি প্রকার লোক?

খ্রীষ্টীয়ান। সে ব্যক্তিকে এক জন বিশিষ্ট লোকের ন্যায় দেখিলাম। তিনি আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা করেন, তাহাতে আমি তাঁহার কথার বশীভূত হইয়া এদিগে যাইতেছিলাম, কিন্তু শেষে এই পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান

পর্ব্বত দেখিয়া, পাছে ইহা আমার ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়ে হঠাৎ স্থগিত হইয়া রহিয়াছি।

তাহাতে মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, সেই ভদ্রলোকটী তোমাকে কি বলিয়াছিল?

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি কোথায় যাইতেছ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে উত্তর দেই।

মঙ্গলব্যঞ্জক। তাহার পর সে কি কহিল?

খ্রীষ্টীয়ান। তোমার স্ত্রী পুত্রাদি আছে কি? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে আমি তাহার উত্তর করিলাম, আরও বলিলাম, পৃষ্ঠস্থিত এই বোঝা প্রযুক্ত আমি এমনি ভারগ্রস্ত হইয়াছি যে, পূর্ব্বের মত তাহাদিগেতে আমার কোন সুখ নাই।

মঙ্গলব্যঞ্জক। তাহাতে সে কি বলিল?

খ্রীষ্টীয়ান। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি তবে বোঝাহইতে শীঘ্র মুক্ত হইবার চেষ্টা কর। আমি বলিলাম, হাঁ; আমিও সেই চেষ্টায় আছি, এবং সেই হেতুক মুক্তিস্থানে গমনের উপদেশ পাইবার জন্যে ঐ দ্বারাভিমুখে যাইতেছি। আপনি আমাকে যে পথে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা উত্তম ও আপদরহিত অন্য এক পথ তোমাকে দেখাইব, তিনি এই কথা বলিলেন। আরও বলিলেন, সেই পথে গেলে, তুমি এই প্রকার বোঝা নামাইতে সক্ষম এক জন ভদ্রলোকের বাটীতে পৌঁছিবে। আমি তাঁহার সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া শীঘ্র বোঝাহইতে মুক্তি পাইবার লোভে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া এই পথে আগমন করিলাম; কিন্তু শেষে এই স্থানে আসিয়া এই সকল চাক্ষুষ দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় নিবৃত্ত হইলাম, এবং এক্ষণে কি করিব, তাহাও কিছু স্থির করিতে পারি নাই।

অনন্তর মঙ্গলব্যঞ্জক বলিলেন, সে যাহা হউক, এক্ষণে

আমি তোমাকে ঈশ্বরীয় বাক্য শুনাইব, অতএব কিঞ্চিৎ কাল দাঁড়াও। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান অমনি কম্পিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে মঙ্গলব্যঞ্জক বলিতে লাগিলেন, "সাবধান, বাক্যবাদির কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতেছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে যদি ঐ লোকেরা না বাঁচিল, তবে যিনি স্বর্গহইতে কহেন, তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইলে আমরা বাঁচিব না, ইহা কত গুণে অধিক নিশ্চয়?" (ইব্রী ১২; ১৫।) তিনি আরও বলিলেন; "বিশ্বাস হেতুই আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে, কিন্তু যদি পরাঙ্মুখ হও, তবে আমার মন তাহাতে প্রীত হইবে না।" (ইব্রী ১০ ; ৩৮।) পরে তিনি ঐ সকল কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—শুন, যে ব্যক্তি এই সকল দুঃখে গমন করিতেছে, তুমিই সেই ব্যক্তি। তুমি সর্ব্বোপরিস্থের বাক্য অবহেলা করিয়া, সৎপথহইতে পাদ-স্খলিত করিয়া, প্রায় আপনার বিনাশ আপনি ঘটাইয়াছ।

পরে খ্রীষ্টীয়ান মৃতকল্প হইয়া, তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করিতে২ বলিল, হায়, আমি নষ্ট হইলাম! তাহার এই রূপ কাতরোক্তি শুনিয়া মঙ্গলব্যঞ্জক তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, মনুষ্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে; (মথি ১২; ৩১) অবিশ্বাসী না হইয়া, বিশ্বাসী হও। (যো ২২ ; ২৭।) তখন খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ পুনরাশ্বাস পাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া, পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে২ গিয়া মঙ্গলব্যঞ্জকের কাছে দাঁড়াইল।

মঙ্গলব্যঞ্জক বলিতে লাগিলেন, কে তোমাকে ভুলাইয়াছিল, এবং কাহার নিকটেই বা সে তোমাকে পাঠাইয়াছিল, তাহার সমস্ত বিবরণ আমি তোমাকে বলিতেছি, সাবধান-পূর্ব্বক শুন! যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার নাম সাংসারিকবুদ্ধি; এবং সে এই নাম পাইবার যোগ্য পাত্র। সে কেবল সাংসারিক উপদেশ ভাল বাসে, (১ যোহ

৪; ৫।) এই নিমিত্তে সর্ব্বদা নীতি নামক গ্রামের ধর্ম্মশালায় গতায়াত করে। সে যে সাংসারিক উপদেশ এত ভাল বাসে, তাহার কারণ এই যে,তাহা মানিলে ক্রুশ এড়ান যায়। (গালা ৬ ; ১২।) অতএব জগতীস্থ লোককে সেই মতাবলম্বী করণে অত্যন্ত বাঞ্ছা প্রযুক্ত সে যথার্থ মতে যাইতে লোকদিগকে বারণ করে। তাহার উপদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় তোমার অতিশয় ঘৃণার্হ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য ;—

তোমাকে সৎপথ হইতে ফিরান প্রথম, ক্রুশকে তোমার দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ করিতে চেষ্টা করা দ্বিতীয়, আর তোমাকে ফিরাইয়া মৃত্যুর পথাবলম্বী করণের চেষ্টা তৃতীয়।

প্রথম। সে যে তোমাকে সৎপথ হইতে ফিরাইয়াছিল, এবং তুমি যে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলে, ইহা অতিশয় ঘৃণার্হ ; কেননা তদ্দ্বারা সাংসারিকবুদ্ধি মনুষ্যের কথাক্রম ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করা হয়। দেখ, প্রভু বলেন, "সঙ্কীর্ণ দ্বার [যে দ্বার দিয়া আমি তোমাকে যাইতে বলি] দিয়া প্রবেশ কর ; কারণ জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ, এবং অল্প লোকে তাহার উদ্দেশ পায়।" (লূক ১৩ ; ২৪। মথি ৭ ; ১৩, ১৪।) পরে ঐ দুষ্ট মনুষ্য সেই দ্বারহইতে ও তাহার পথহইতে তোমাকে পরাঙ্মুখ করিয়া প্রায় তোমার বিনাশ ঘটাইয়াছিল; অতএব তাহার কুপরামর্শ, এবং তাহার বাক্যে তোমার সম্মতি, এই উভয় অতিশয় ঘৃণার্হ জ্ঞান কর।

দ্বিতীয়। সে যে তোমাকে ক্রুশ তুচ্ছ করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও ঘৃণার্হ জ্ঞান করিবে ; যেহেতু "মিসর দেশের সমস্ত ধনহইতেও ঐ ক্রুশকে মনোনীত করা," (ইব্রী ১১ ; ২৫, ২৬।) তোমার কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত, যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের একাধিপতি, তিনি বলিয়াছেন, "যে কেহ আপন প্রাণ উদ্ধার করে, সে তাহা হারাইবে, এবং কেহ আমার নিকটে আসিয়া যদি আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীবর্গ

এবং নিজ প্রাণও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।" (মার্ক ৮; ৩৮। যোহ ১২; ২৫। মথি ১০; ৩৯। লূক ১৪; ২৬।) অতএব আমি বলি, সত্যবাদি ঈশ্বরের দত্ত প্রমাণানুসারে যে ক্রুশ ব্যতিরেকে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হওয়া অসাধ্য, তাহাকে মনুষ্য যদি মৃত্যুজনক বলিয়া, তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে, তবে সেই উপদেশ নিতান্ত ঘৃণা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়। ঐ দুষ্ট ব্যক্তি যে তোমাকে মৃত্যুর পথে লইয়া গিয়াছিল, ইহাও ঘৃণা করিতে হইবে। সে যাহার নিকট তোমাকে পাঠাইয়াছিল, সে কে, এবং তোমার বোঝা নামাইতে কেমন অপারক, তাহা তোমার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

তুমি বিশ্রাম পাইবার জন্যে ব্যবস্থানুগত নামক যে ব্যক্তির কাছে প্রেরিত হইয়াছিলে, সে এক দাসীর পুত্র, এবং তাহার মাতা নিজ সন্তানদের সহিত দাসত্বে আছে। (গালা ৪; ২১-৭।) যে পর্ব্বতকে ঘাড়ে পড়িতে উদ্যত দেখিয়া ভীত হইয়াছিলে, এই সিনয় পর্ব্বতস্বরূপা সেই স্ত্রী যখন আপন সন্তানদের সহিত অদ্যাপি দাসত্বে বদ্ধা আছে, তখন তাহাদের দ্বারা তুমি কি প্রকারে মুক্তির আশা করিতে পার? ব্যবস্থানুগত তোমাকে কখন ভারহইতে মুক্ত করিতে পারে না। আজি পর্য্যন্ত তাহাদ্বারা এ প্রকার বোঝা হইতে কখন কেহ মুক্ত হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। "ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াদ্বারা কেহ পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না," কেননা ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া দ্বারা কোন মনুষ্যই আপন বোঝা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব সাংসারিকবুদ্ধি মিথ্যাবাদী, ব্যবস্থানুগত ব্যক্তি প্রবঞ্চক এবং সভ্যনামা তাহার পুত্র দেখিতে সুশ্রী হইলেও এক জন প্রকৃত কপটী; এবং তোমার কোন উপকার করণে অসমর্থ। অতএব তুমি আমার কথায় প্রত্যয় কর, কেননা সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে যে সকল

কথা শুনিয়াছ, তাহাতে কোন সার নাই। কেবল সৎপথ-হইতে তোমাকে ফিরাইয়া পরিত্রাণবঞ্চিত করিবে, এই তাহার চেস্টা। এই রূপ বলিয়া মঙ্গলব্যঞ্জক আপন বাক্য দৃঢ় করিবার নিমিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আকাশ মণ্ডলের প্রমাণ চাহিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ উপরিস্থ পর্ব্বতহইতে অগ্নি এবং ঈশ্বরীয় বাণী নির্গত হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ানের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ঈশ্বরীয় বাণী এই, "যাহারা ব্যবস্থানুযায়ী, ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলেই শাপের অধীন; যেহেতুক লেখা আছে, যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থের লিখিত সমস্ত কথা পালন করিতে তাহাতে আস্থা না করে, সে শাপগ্রস্ত।" (গালা ৩; ১০।)

এই সকল কথা শুনিয়া মৃত্যু বিনা অন্য কোন আশা না থাকাতে খ্রীষ্টীয়ান বড় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল, কি কুক্ষণেই সাংসারিকবুদ্ধির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল! আর আপনি যে তাহার পরামর্শানুসারে চলিয়াছিল, একারণ আপনাকে সহস্র বার অজ্ঞান বলিয়া খেদ করিতে লাগিল এবং সাংসারিকবুদ্ধির সাংসারিক পরামর্শদ্বারা আপনি যে যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে চলিয়াছিল, ইহা মনে করিয়া বড় লজ্জিত হইল।

খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার মঙ্গলব্যঞ্জককে জিজ্ঞাসা করিল, আর আশা আছে কি? মহাশয়, আপনি কি বিবেচনা করেন? আমি কি এখন ফিরিয়া সেই ক্ষুদ্র দ্বারে যাইতে পারি? আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তন্নিমিত্তে অগ্রাহ্য এবং অপমানিত হইয়া কি সেই স্থানহইতে দূরীকৃত হইব না? আমি তাহার পরামর্শ যে শুনিয়াছিলাম, তজ্জন্য এখন বড় দুঃখিত হইযাছি; কিন্তু আমার সেই পাপের কি ক্ষমা হইতে পারে না?

তখন মঙ্গলব্যঞ্জক বলিলেন, হাঁ, তোমার পাপ অতি গুরুতর বটে, কেননা তুমি উত্তম পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষিদ্ধ

পথে গমন করিয়া, দুই প্রকার মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ। তথাপি দ্বারে যে ব্যক্তি বাস করেন, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন। কেননা মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা আছে। কিন্তু সাবধান, পুনর্ব্বার সে পথ পরিত্যাগ করিও না,—পাছে তুমি পথে বিনষ্ট হও, কেননা ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইবে। (গীত ২ ; ১২।) তৎপরে খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল ও মঙ্গলব্যঞ্জক তাহাকে চুম্বন করিয়া হাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

---

৪ অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ান অতিশয় বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহার পথিমধ্যে কাহারও সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক, বরং অন্য কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কোন উত্তর না করিয়া নিষিদ্ধ ভূমিতে বিলম্ব হওনের ভয়ে সে অতি ত্বরায় অগ্রসর হইল। পরে সাংসারিকবুদ্ধির পরামর্শে যে পথ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই পথে পুনরায় প্রবেশ করাতে তাহার মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল।

খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে ক্রমে২ গিয়া কত ক্ষণের পর দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দ্বারের উপরিভাগে লেখা আছে, "আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার খোলা যাইবে।" (মথি ৭; ৭।) খ্রীষ্টীয়ান এই কথা বলিতে২ বার বার ঐ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল;—

"পারিব কি এবে আমি প্রবেশ করিতে,
দয়া করে৷ দ্বার খুলো৷ দিবে এ দুঃখীতে?
এ অপাত্রে যদি তিনি খুলো৷ দেন দ্বার,
অনন্ত প্রশংসা উর্দ্ধে করিব তাঁহার।


KNOCK, AND IT SHALL BE
OPENED UNTO YOU.

অবশেষে হিতেচ্ছু নামে এক জন ধীর ব্যক্তি ঐ দ্বারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে দ্বারে আঘাত করে কে? তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ, এবং কি চাও?

খ্রীষ্টীয়ান। আমি একজন নিরুপায় ভারাক্রান্ত পাপী; আমি ধ্বংসানগর হইতে আসিয়াছি, এবং আগামী ক্রোধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছি। এই দ্বার দিয়া সেই পথ গিয়াছে, শুনিয়াছি; অতএব আপনি আমাকে ইহার ভিতর দিয়া যাইতে দিবেন কি না, জানিতে বাসনা করি?

হিতেচ্ছু। হাঁ, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া যাইতে দিব। অনন্তর তৎক্ষণাৎ তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

তখন খ্রীষ্টীয়ান দ্বারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে হিতেচ্ছু হাত ধরিয়া এক টান দিয়া তাহাকে ভিতরে লইলেন। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহার ভাব কি? তখন তিনি কহিলেন, এই দ্বার হইতে অল্প দূরে একটি দুর্গম গড় আছে। ঐ গড়ে বালসিবূব নামক সেনাপতি ও তাহার সহচরগণ থাকে, তাহারা এই দ্বারের নিকটে কাহাকে আসিতে দেখিলে, প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বাণ নিক্ষেপ করে।

খ্রীষ্টীয়ান। ইহাতে আমার হর্ষবিষাদ জন্মিতেছে।

পরে সে প্রবেশমাত্র হিতেচ্ছু দ্বারবান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ স্থানে আসিতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছিল?

খ্রীষ্টীয়ান। মঙ্গলব্যঞ্জক নামে একজন আমাকে এস্থানে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। আরো কহিয়াছিলেন, তোমার যাবৎ কর্ত্তব্য বিষয় সেই স্থানের দ্বারবান তোমাকে কহিয়া দিবেন; অতএব আমি সেই রূপ করিয়াছি।

তখন হিতেচ্ছু কহিলেন, তোমার সম্মুখে অনাবৃত একটি দ্বার আছে, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারো সাধ্য নাই।

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, আমার যে২ আপদ ঘটিয়াছিল, এখন তাহার অধিক সুখানুভব হইতেছে।

হিতেচ্ছু জিজ্ঞাসিলেন, তুমি যে এস্থানে একাকী আসিয়াছ, ইহার কারণ কি?

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, আমি যেরূপ আপন বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলাম, আমার প্রতিবাসিরা কেহই তেমন আপন২ বিপদ দেখিতে পায় নাই, এ কারণ আমার সহিত কেহই আইসে নাই।

হিতেচ্ছু। তোমার আসিবার কথা কি তাহাদের কেহ জানিতে পারিয়াছিল?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, আমি প্রস্থান করিলে প্রথমে আমার স্ত্রী পুত্রেরা দেখিয়া আমাকে ফিরাইবার নিমিত্তে কত ডাকিয়াছিল। প্রতিবাসিবর্গের মধ্যেও কেহ২ আমাকে ফিরাইবার নিমিত্তে রোদন করিতে২ বহু সাধ্যসাধনা করিয়াছিল, তথাপি আমি সে সকল কথা না শুনিয়া কানে অঙ্গুলি দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

হিতেচ্ছু। কেহ২ কি পশ্চাৎ২ আসিয়া তোমাকে ফিরাইবার চেষ্টা করে নাই?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, একগুঁইয়া এবং সুখনম্য ইহারা উভয়েই আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে শেষে একগুঁইয়া বিদ্রূপ করিয়া ফিরিয়া যায়; সুখনম্য আরো খানিক দূর আমার সহিত আসিয়াছিল।

হিতেচ্ছু। সে কি জন্যে এ পর্য্যন্ত আইসে নাই?

খ্রীষ্টীয়ান। সে আমার সহিত নৈরাশ্য পঙ্ক পর্য্যন্ত

আসিয়াছিলাম, সেখানে আইলে আমরা উভয়েই হঠাৎ পঙ্ক-মধ্যে পতিত হওয়াতে, আমার প্রতিবাসী সেই সুখনম্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এই পর্য্যন্ত আসিতে সাহস করিতে পারিল না; অতএব সে পঙ্কহইতে নিজ বাটীর নিকটবর্ত্তি পার্শ্বে উঠিয়া আমাকে কহিল, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া একাকী সেই উত্তমাধিকার ভোগ কর গিয়া। অনন্তর সে এক শুঁইয়ার পথে চলিয়া গেল; আমি এই দ্বারের দিগে আসিলাম।

হিতেচ্ছু। হায়, সে কেমন অভাগা! স্বর্গীয় অতুল ঐশ্বর্য্য এমন লঘু জ্ঞান করিল যে, তাহা লাভের জন্য এই সামান্য দুঃখ সহিতে পারিল না?

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, সুখনম্যের বিষয় যেমন শুনিলেন, তেমনি যদি আমার নিজ কথা সকল সত্য করিয়া কহি, বোধ হয়, তাহাতে এবং আমাতে কোন প্রভেদ থাকিবে না; কেননা সে যেমন ধ্বংসনগরস্থ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল, তেমনি আমিও সাংসারিক-বুদ্ধির সাংসারিক পরামর্শে মরণপথে গিয়াছিলাম।

হিতেচ্ছু। আঃ, সেই ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল! তোমাকে ব্যবস্থানুগত ব্যক্তির নিকটে লইয়া গিয়া কোন প্রকারে আপনার মতলব সিদ্ধ করা তাহার চেষ্টা। তাহারা দুই জনই প্রতারক। সে যাহা হউক, তাহার পরামর্শ মতে তুমি কি চলিয়াছিলে?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, তাহার পরামর্শ মতে যতদূর পারিয়াছিলাম, গিয়াছিলাম। কিন্তু ব্যবস্থানুগত ব্যক্তির অন্বেষণে গিয়া তাহার বাটীর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হইবামাত্র, ঐ পর্ব্বত আমার মস্তকের উপরে পড়িবে, এরূপ বোধ হওয়াতে আমি ভয়ে সেই স্থানে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

হিতেচ্ছু। সে পর্ব্বত অনেকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে;

এবং আরো অনেকেরও হইবে। তুমি যে তাহাদ্বারা চূর্ণ না হইয়া প্রাণে২ বাঁচিয়া আসিয়াছ, এ তোমার বড় ভাগ্য।

খ্রীষ্টীয়ান। সে সত্য। আমি সেই সময়ে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ইতোমধ্যে মঙ্গলব্যঞ্জকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতেই বাঁচি; তিনি না আইলে সে খানে আমার যে কি দশা হইত, বলিতে পারি না। তৎকালে তিনি যে আমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ। অন্যথা আমি কখন এ-স্থানে আসিতে পারিতাম না। আমি যেমন ছিলাম, সেই অবস্থাতে আসিয়াছি; ফলতঃ আপনার সহিত দাঁড়াইয়া আলাপ করিবার যোগ্যপাত্র নহি, বরং সেই পর্ব্বত চাপা পড়িয়া মরিবারই যোগ্য বটি। কিন্তু এমন হইলেও আমি যে এ স্থানে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি, ইহাতে যে আমার প্রতি কেমন অনুগ্রহ, তাহা বলিতে পারি না।

হিতেচ্ছু। এ স্থানে আসিবার পূর্ব্বে যে যাহা করুক, তাহার নিমিত্তে আমাদের কোন আপত্তি নাই, সে কোন প্রকারে বহিষ্কৃত হইবে না। (যোহন ৬; ৩৭।) হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান, তুমি আমার সহিত খানিক দূর আইস, আমি তোমাকে গন্তব্য পথের বিষয়ে শিক্ষা দিব। তুমি অগ্রে দৃষ্টি করিয়া দেখ; ঐ সংকীর্ণ পথটি দেখিতে পাও কি? পিতৃগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার শিষ্যেরা সকলে ঐ পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; উহা কেমন সোজা, বরং টেকুয়ার আড়া আছে, তথাপি ঐ পথের বক্রতা নাই; ঐ পথ দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, যাহাতে বিদেশিরা পথ হারাইতে পারে, এমত অন্য কোন পথ তো ইহাতে আসিয়া পড়ে নাই?

হিতেচ্ছু। অনেক পথ আসিয়া এই পথে মিলিয়াছে বটে,

কিন্তু সে সকল পথ বাঁকা ও প্রশস্ত, প্রকৃত পথ সোজা ও সংকীর্ণ; এই লক্ষণদ্বারা ভাল মন্দ পথ জানিতে পারিবে। (মথি ৭; ১৪।)

পরে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন খ্রীষ্টীয়ান হিতেচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি এত কাল পৃষ্ঠে এই ভারগ্রস্ত হইয়া কোন স্থানেই মুক্ত হইতে পারি নাই, কারণ সাহায্য-লাভ ব্যতিরেকে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই; অতএব এক্ষণে মহাশয় আমাকে আমার পৃষ্ঠের ভার হইতে মুক্ত করণ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন?

হিতেচ্ছু কহিলেন, মুক্তি স্থানে উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া বোঝা বহিতে থাক, সে স্থানে উপস্থিত হইলে তোমার বোঝা আপনি পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান কটিবদ্ধ হইয়া পথ-ভ্রমণে প্রস্তুত হইল। তাহাতে হিতেচ্ছু কহিলেন, তুমি এ দ্বারহইতে অল্প দূর গেলেই অর্থকারকের বাটীতে উপস্থিত হইবে, সেখানে গিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তিনি তোমাকে অনেক উত্তম বিষয় জানাইবেন।

খ্রীষ্টীয়ান বিদায় চাহিলে পর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, ইহা কহিয়া হিতেচ্ছু তাহাকে বিদায় করিলেন।

---

৫ অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ান যাইতে২ অর্থকারকের বাটী পর্য্যন্ত গিয়া বারংবার দ্বারে আঘাত করিলে, এক জন দ্বারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে হে?

খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিয়া কহিল, মহাশয়, আমি এক জন পথিক। এই বাটীর কর্ত্তার পরিচিত এক জন আমাকে আমার মঙ্গলের নিমিত্তে এই স্থানে আসিতে আদেশ

করিয়াছেন ; অতএব আমি বাটীর কর্ত্তার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করি।

সে ব্যক্তি বাটীর কর্ত্তাকে ডাকিতে গেলে অল্পক্ষণ বিলম্বে কর্ত্তা খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ, এবং কি চাও ?

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, আমি ধ্বংস্যনগর হইতে আসিয়াছি, এবং সীয়োন নামক পর্ব্বতে যাইব। এই পথের মস্তকে স্থিত দ্বারে যে ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন, তাঁহারই মুখে শুনিলাম, এ স্থানে আইলে আপনি আমাকে যাত্রার উপযোগি অনেক বিষয় দেখাইবেন ; সেই আশায় মহাশয়ের কাছে আসা হইয়াছে।

তখন অর্থকারক কহিলেন, তবে ভিতরে আইস, আমি তোমাকে হিতজনক বিষয় দেখাইব। অনন্তর ভৃত্যকে প্রদীপ জ্বালিতে আজ্ঞা দিয়া খ্রীষ্টীয়ানকে কহিলেন, তুমি আমার পশ্চাৎ২ আইস। এই রূপে খ্রীষ্টীয়ানকে একটি গুপ্ত কুঠরীতে লইয়া গিয়া একটী দ্বার খুলিতে ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন। ঐ দ্বার খুলিবামাত্র, খ্রীষ্টীয়ান কোন সুধীর লোকের চিত্র ঘরের দেওয়ালে লম্বমান দেখিল ; ঐ ছবির স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি, সর্ব্বোত্তম পুস্তক হস্তে, সত্যতার নিয়ম ইহার মুখে বিরাজমান, আর জগতের প্রতি বিমুখ, এবং ইহা মনুষ্যদিগের সহিত বিনয়কারি পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান, এবং সুবর্ণ মুকুটে তাহার মস্তক সুশোভিত।

তখন খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অর্থ কি ?

অর্থকারক। শুন, যে ব্যক্তির এই ছবি, তিনি অযুতের মধ্যে প্রধান। তিনি পৌলের ন্যায় কহিতে পারেন, "কেননা খ্রীষ্টের অধীনে যদিস্যাৎ তোমাদের দশ সহস্র শিশুপালক (দাস) থাকে, তথাচ পিতা অনেক নয় ; খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে

আমিই সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি।” “হে আমার বৎসেরা, যাবৎ তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান না হন, তাবৎ আমি পুনরায় যন্ত্রণাপূর্ব্বক তোমাদিগকে প্রসব করিতেছি।” (১ করিন্থীয় ৪; ১৫, গলাতীয় ৪; ১৯।) তিনি স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও সর্ব্বোত্তম পুস্তকহস্ত হইয়া এবং সত্যতার নিয়ম ওষ্ঠে ধারণ করিয়া মানুষের প্রতি বিনয়কারি লোকের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছ, ইহাদ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, পাপিষ্ঠদিগকে জানা এবং তাহাদের নিকট নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করা তাঁহার কর্ম্ম। জগতের প্রতি যে পশ্চাৎ করিয়া আছেন, আর তাঁহার মস্তকে যে মুকুট দেখিতেছ, ইহাতে তোমাকে জানান যাইতেছে যে, তিনি আপন কর্ত্তার সেবাতে অনুরাগপ্রযুক্ত ঐহিক বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া পারত্রিক ঐশ্বর্য্যরূপ ফল অবশ্য পাইবেন। অর্থকারক আরো কহিলেন, আমি তোমাকে সকলের অগ্রে এই ছবি দেখাইলাম, ইহার কারণ এই, তুমি যে দেশে যাইতেছ, সেই দেশের কর্ত্তা যাত্রার সমস্ত সঙ্কটস্থানে তোমাকে পথ দেখাইবার ভার যে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন, এই ছবি তাঁহার; অতএব আমি তোমাকে যাহা২ দেখাইয়াছি, সাবধান হইয়া মনে রাখিবে, কেননা যাহারা সত্য পথ বলিয়া মৃত্যুর পথে লইয়া যায়, এমন কোন২ লোকের সহিত পথে তোমার দেখা হইতে পারে।

পরে অর্থকারক, যে ঘরে কখন ঝাঁটি পড়ে নাই, এমন একটী অপরিষ্কৃত ধূলিপূর্ণ প্রশস্ত কুঠরীতে খ্রীষ্টীয়ানকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া খানিকক্ষণ দেখাইয়া, ঐ ঘর ঝাঁটি দিবার জন্যে কোন লোককে আজ্ঞা দিলেন; সে ব্যক্তি আসিয়া ঝাঁটি দিতে আরম্ভ করিলে, এমনি ধুলা উড়িতে লাগিল যে, খ্রীষ্টীয়ানের নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল। সেই স্থানে দণ্ডায়মানা একটী কন্যা অর্থকারকের আজ্ঞা

পাইয়া জল ছিঁটাইয়া দেওয়াতে ধূলি রহিত ও ঘর উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইল।

তখন খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি মহাশয়?

অর্থকারক। শুন, সুসমাচারের মধুর করুণাদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ পরিস্কৃত হয় নাই, এই কুঠরী তাহাদের মনের দৃষ্টান্ত। এই ধূলি মনুষ্যের স্বভাবজাত পাপ এবং আন্তরিক ভ্রষ্টতা, যাহা মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাই বুঝায়। তাহাতে যে প্রথমে ঝাঁটি দিল, সে ব্যবস্থা, এবং যে জল আনিয়া ছিঁটাইল, সে সুসমাচার। আর প্রথমে ঝাঁটি দেওন কালে যে অতিশয় ধূলি হওয়াতে ঘর পরিস্কৃত হইতে পারিল না, এবং তোমার নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তাহাতে তোমাকে এই জানান যাইতেছে যে, ব্যবস্থা অন্তঃকরণকে পাপ হইতে পরিস্কৃত করিতে পারে না, বরং পাপ ঘাঁটাইয়া (রোম ৭; ৯) মনের মধ্যে ইহা বৃদ্ধি করে। (রোম ৫; ২০।) ব্যবস্থা পাপ প্রকাশ ও নিষেধ করিলেও দমন করিবার শক্তি মনুষ্যকে দিতে পারে না।

আর তুমি দেখিয়াছ, ঐ কন্যাটী কুঠরীতে জল ছিঁটাইলে ঘর সুপরিস্কৃত হইল; তাহাতেও তোমাকে জানান যাইতেছে যে, যখন সুসমাচার আপন মধুর ও কোমল শক্তিসহ মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন যেমন তুমি জল সিঞ্চনদ্বারা ধূলি নিবৃত্ত করিতে ঐ কন্যাকে দেখিয়াছ, তেমনি তাহা মনোমধ্যে গিয়া পাপকে পরাজয় করে, তাহাতে বিশ্বাসদ্বারা মন পরিস্কৃত হইয়া মহামহিম রাজার উপযুক্ত বাসস্থান হয়। (যোহন ১৫; ৩, ইফি ৫; ২৬, প্রেরিত ১৫; ৯, রোম ১৬; ২৫, ২৬, যোহন ১৫; ১৩।)

আরো আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানের হাত ধরিয়া সে কুঠরীহইতে অন্য একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে

লইয়া গেলেন। সেই ঘরে দুইটী ছোট বালক ভিন্নং আসনে বসিয়াছিল, জ্যেষ্ঠের নাম অধৈর্য্য, কনিষ্ঠের নাম ধৈর্য্য। অধৈর্য্যকে অসন্তুষ্টের ও ধৈর্য্যকে সন্তুষ্টের ন্যায় বোধ হইল। তখন খ্রীষ্টীয়ান অর্থকারককে জিজ্ঞাসা করিল, অধৈর্য্যকে এমন অসন্তুষ্ট দেখিতেছি কেন? অর্থকারক কহিতে লাগিলেন, তাহার কারণ এই, বালকদের কর্ত্তার ইচ্ছা যে, তাহাদের উত্তম বস্তু সকল কিছু কালবিলম্ব করিয়া আগামী বৎসরের প্রথমে দেন, কিন্তু অধৈর্য্য সে সমস্ত এক্ষণেই চাহে; ধৈর্য্য বিলম্ব করিতে সম্মত।

ইতোমধ্যে আমি দেখিলাম, যেন কোথাহইতে এক ব্যক্তি আসিয়া এক থলিয়া টাকা আনিয়া অধৈর্য্যের পায়ে ঢালিয়া দিল, তাহাতে সে বড় আহ্লাদিত হইয়া টাকা কুড়াইয়া লইয়া ধৈর্য্যকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু আমি দেখিলাম, সে অল্প ক্ষণের মধ্যেই সেই সকল ধন উড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে কেবল ছিঁড়া নেকড়া বিনা আর কিছুই তাহার থাকিল না।

খ্রীষ্টীয়ান অর্থকারককে জিজ্ঞাসিল, মহাশয়, এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য কি? তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া বলুন।

অর্থকারক। এই দুই বালক দৃষ্টান্তস্বরূপ; অধৈর্য্য সাংসারিক এবং ধৈর্য্য পারমার্থিক মানবের দৃষ্টান্ত; কেননা অধৈর্য্য যেমন এক্ষণে, এই বৎসরে, অর্থাৎ এই জগতে তাবৎ বস্তু চাহে, তেমনি সাংসারিক লোকদেরও সমস্ত উত্তম বিষয় এক্ষণে না হইলেই নহে; তাহারা আগামী বৎসর অর্থাৎ পরকাল পর্য্যন্ত উত্তম বিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। শাখাস্থিত দুটী পক্ষি অপেক্ষা হস্তগত একটী পক্ষী উত্তম, এই প্রবাদটী পারত্রিক মঙ্গলসম্বন্ধে ঈশ্বরদত্ত সমস্ত প্রমাণ অপেক্ষা তাহাদের কাছে অধিক মান্য। সে

যাহা হউক, তুমি যেমন নেকড়া বিনা তাহার আর কিছু থাকিতে দেখ নাই, জগতের শেষে ইহাদেরও তেমনি দশা হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। ইহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হয়, ধৈর্য্যের বিবেচনা অতি উত্তম, কেননা প্রথমতঃ, সে উত্তম বস্তু পাইবার অপেক্ষায় স্থির থাকে; দ্বিতীয়তঃ, যখন অধৈর্য্যের কেবল ছিঁড়া নেকড়া বিনা আর কিছু থাকিবে না, তখন তাহার সকল উত্তম বস্তু শোভা পাইবে।

অর্থকারক। ইহাতে তুমি আরো একটী হেতু দেখাইতে পার, ফলতঃ পারত্রিক ঐশ্বর্য্য নিত্যস্থায়ি, কখন জীর্ণ বা লুপ্ত হয় না, কিন্তু ঐহিক ঐশ্বর্য্য অতি শীঘ্র নষ্ট হয়। অতএব অধৈর্য্য অগ্রে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়াতে ধৈর্য্যকে যে উপহাস করিয়াছিল, ইহাও বড় যুক্তিসিদ্ধ নহে; ধৈর্য্য শেষকালে ঐশ্বর্য্যশালী হইলে আবার তাহাকেই উপহাস করিতে পারিবে। কেননা প্রথমের পরিণাম আছে; আর শেষে যাহা হয়, তাহা বিলম্বে হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম নাই; কারণ শেষের পরে অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি প্রথমে আপন অংশ পায়, সে তাহা ব্যয় করণের অবকাশ পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন অংশ শেষকালে পাইবে, তাহার অংশ চিরস্থায়ী জানিবে। এই নিমিত্তেই ধনবান ব্যক্তির বিষয়ে লিখিত আছে, "তোমার সুখ তুমি জীবৎকালে পাইয়াছ, আর লাসার তদ্রূপ আপন দুঃখ পাইয়াছে; সম্প্রতি এই স্থানে ইহার সান্ত্বনা ও তোমার যন্ত্রণা হইতেছে।" (লূক ১৬; ২৫।

খ্রীষ্টীয়ান। আমি বুঝিতে পারিতেছি, ঐহিক বিষয়ের লোভাপেক্ষা পারত্রিক বিষয়ের আশায়, ধৈর্য্যাবলম্বন শ্রেষ্ঠতর।

অর্থকারক। হাঁ, তুমি সত্য কহিতেছ; কেননা যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা অনন্তকালস্থায়ী। (২ করিন্থীয় ৪; ১৮।) এমন হইলেও ঐহিক বিষয় এবং শারীরিক ইচ্ছা, এ উভয়ের পরস্পর নিকট সম্পর্ক থাকাতে অনায়াসে মিত্রতা জন্মে; আর পারত্রিক বিষয় এবং শারীরিক জ্ঞান, এ উভয়ের পরস্পর অপরিচয় থাকাতে ভিন্নভাব ঘুচে না। (রোম ৭; ১৫—২৫।)

স্বপ্নে আরো দেখিলাম, যেন অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানকে হাত ধরিয়া সে ঘরহইতে অন্য এক কুঠরীতে লইয়া গেলেন। ঐ ঘরের দেওয়ালের নিকটে প্রজ্বলিত অগ্নি ছিল, তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কোন ব্যক্তি অগ্নিতে বিস্তর জল সিঞ্চন করিতেছে, তথাচ তাহা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং অধিকতর প্রজ্বলিত ও তেজস্বী হইয়া উঠিতেছে।

ইহা দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান অর্থকারককে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়, ইহার অভিপ্রায় কি, আমাকে বলুন?

অর্থকারক কহিতে লাগিলেন, অন্তঃকরণে সপ্রকাশ ঈশ্বরের অনুগ্রহের কার্য্য এই অগ্নি; এবং ইহা নিবাইবার জন্যে জল নিক্ষেপ করিতেছে যে ব্যক্তি, সে শয়তান। জল দিলেও ঐ অগ্নি যে না নিবিয়া উত্তর২ আরো তেজে জ্বলিতেছে, তাহার কারণ যদি দেখিতে চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস। ইহা কহিয়া তিনি খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ দেওয়ালের পশ্চাদ্দিকে লইয়া গেলেন; সেখানে তৈলপাত্র হস্তে করিয়া নিয়ত গোপনে অগ্নিতে তৈল দান করেন, এমন এক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টীয়ান দেখিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

অর্থকারক কহিলেন, এই যে ব্যক্তিকে দেখিতেছ, ইনি খ্রীষ্ট। ইনি অন্তঃকরণের মধ্যে আরব্ধ কার্য্য অনুগ্রহরূপ তৈলদ্বারা বৃদ্ধি করিতেছেন, এ কারণ শয়তান সাধ্যপর্য্যন্ত

বাধা জন্মাইলেও প্রভুর লোকদিগের মনোমধ্যে অনুগ্রহের কার্য্য সর্ব্বদা জীবন্ত থাকে। (২ করি ১২ ; ৯।) আর এই ব্যক্তি যে দেওয়ালের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া অগ্নি রক্ষা করেন, ইহাতে তাৎপর্য্য এই যে, অন্তঃকরণের মধ্যে অনুগ্রহ কিসে রক্ষা ও বৃদ্ধি পায়, তাহা বুঝা পরীক্ষিত লোকের সুকঠিন।

তদনন্তর অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানের হস্ত ধরিয়া সেখান হইতে আর এক স্থানে লইয়া গেলেন। সে স্থানে অতি মনোহর সুদৃশ্য একটী অট্টালিকার উপরে স্বর্ণবস্ত্রে ভূষিত কতক গুলিন লোককে দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান পরমাহ্লাদিত হইল।

খ্রীষ্টীয়ান। মহাশয়, আমরা ভিতরে যাইতে পারি না কি?

অর্থকারক কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের নিকটে লইয়া গেলেন। তখন খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, মঞ্চের নিকটে এক জন মনুষ্য ঐ অট্টালিকার দ্বারে প্রবেশকারি লোকদিগের নাম লিখিবার জন্যে এক খানি পুস্তক এবং কালী কলম সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। অনেক লোক ঐ দ্বারে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা করিলেও ভয় প্রযুক্ত প্রবিষ্ট হইতে না পারাতে সকলে একত্র হইয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কারণ এই যে, আর কতক গুলিন লোক সাধ্য অনুসারে ঐ সকল যাত্রিদিগের হিংসা করণার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সশস্ত্র হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু যে সময় অস্ত্রধারী লোকদিগকে দেখিয়া অন্য সকলে ভয়যুক্ত ও পরাঙ্মুখ হইয়া রহিল, তখন খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, বৃহৎকায় এক ব্যক্তি ঐ নামলেখকের কাছে গিয়া কহিল, মহাশয়, আমার নাম লিখুন ; এই কথা কহিয়া সে মস্তকে শিরস্ত্র দিয়া আপন তলবারের কোষ খুলিয়া বেগে গিয়া দ্বারস্থ সুসজ্জ লোকদিগের মধ্যে পড়িল। তাহাতে

তাহারা তাহাকে ভয়ানক রূপে আক্রমণ করিল। কিন্তু সে তাহাতে নিরুৎসাহিত ও ভীত না হইয়া দুহাতি কাটিতে ও কোপাইতে লাগিল। এইরূপে অনেক কোপ দিয়া ও খাইয়া সে তাহাদের সকলের মধ্য দিয়া অট্টালিকার ভিতরে ধাইল। তখন অট্টালিকার ভিতরে ও উপরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের এই মনোহর ধ্বনি শুনা গেল ;—

আইস, আইস, শীঘ্র পুরীর ভিতরে,
অক্ষয় গৌরব তুমি পাইবে সত্বরে।

তাহাতে সে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগেরই ন্যায় স্বর্ণ-বস্ত্রে ভূষিত হইল। তখন খ্রীষ্টীয়ান হাস্যবদনে কহিল, আমি, বোধ হয়, ইহার অর্থ জানি।

খ্রীষ্টীয়ান। এক্ষণে আমাকে বিদায় করুন

অর্থকারক। বিলম্ব কর, তোমাকে আর কিছু দেখাই, পরে প্রস্থান করিতে পারিবে।

অনন্তর তিনি তাহার হাত ধরিয়া অন্ধকারময় কুঠরীতে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে লৌহ পিঞ্জরমধ্যে এক জন মনুষ্য বসিয়া অতিশয় শোকাকুলের ন্যায় ভূমিতে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দুই হাত গুটাইয়া মর্ম্মবেদনাব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতেছিল।

তাহা দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অর্থ কি? তাহাতে অর্থকারক কহিলেন, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

তখন খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? সে কহিল, আমি এখন যে প্রকার আছি, পূর্ব্বে এই প্রকার ছিলাম না।

খ্রীষ্টীয়ান। পূর্ব্বে কি প্রকার ছিলে?

সে কহিল, পূর্ব্বে আমি আপনার ও পরের দৃষ্টিতেই এক জন সুদৃশ্য ভক্ত ছিলাম; (লূক ৮; ১৩।) তাহাতে

আমার এমন বোধ ছিল যে, আমি স্বর্গের রাজধানীর পথিক, এবং তথায় পঁহুছিবার আশাতে মনও প্রফুল্ল ছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এখন কি প্রকার হইয়াছ?

সে কহিল, আমি ভরসাহীন হইয়াছি; আমাকে যেমন পিঞ্জরমধ্যে বদ্ধ দেখিতেছ, তেমনি নৈরাশ্যেও বদ্ধ আছি, বাহির হইতে পারি না এবং হওয়া সম্প্রতি আমার অসাধ্য।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি এমন অবস্থায় কি রূপে পড়িলে?

সে কহিতে লাগিল, মহাশয়, আমি প্রার্থনা করা এবং সতর্কতা এ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কামাদি কুইচ্ছা দমনে শিথিল হই। আমি ঈশ্বরীয় বাক্যরূপ দীপ্তির বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের দয়ার বিপরীতে পাপ করিয়াছি। পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করাতে তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এবং শয়তানের সহিত প্রণয় করাতে সে আমাতে আশ্রয় লইয়াছে। আরো ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করাতে তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমি নিজ মনকে এমন কঠিন করিয়াছি যে, তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করা আমার অসাধ্য।

এই সকল কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান অর্থকারককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, এ প্রকার লোকের কি আর কোন উপায় নাই?

অর্থকারক। উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

তখন খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার কি এখন আর কোন ভরসা নাই? চিরকালই কি তোমাকে আশাশূন্য লৌহপিঞ্জরে থাকিতে হইবে?

সে কহিল, আমার আর কিছুই উপায় নাই।

খ্রীষ্টীয়ান। কেন? মুক্তিদাতা তো পরম দয়াময়?

সে উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ মহাশয়, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া (লূক ১৯; ১৪।) পুনর্ব্বার ক্রুশে বধ করিয়াছি, (ইব্রীয় ৬; ৬।) আমি তাঁহার ধার্ম্মিক-

তাকে হেয় জ্ঞান করিয়াছি, এবং তাঁহার রক্তকে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় বোধ করিয়া অনুগ্রহনিধি পবিত্র আত্মাকে অবহেলা করিয়াছি। (ইব্রী ১০ ; ২৮, ২৯।) এই হেতু আমি আপনাকে ঈশ্বরের তাবৎ অঙ্গীকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছি ; এখন আমাকে কেবল মহাবিচার, দণ্ড এবং শত্রুনাশক অগ্নির প্রতীক্ষায় থাকিতে হইতেছে ?

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি কিসের লোভে আপনাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছ ?

সে কহিল, মহাশয়, এই বর্ত্তমান সংসারের অভিলাষ সুখভোগ ও ধনের লোভে করিয়াছি ; কেননা আমি আগে মনে করিয়াছিলাম, এই জগতের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অনেক সুখ পাইব, কিন্তু এক্ষণে সে সুখ পাওয়া দূরে থাকুক, সেই সকল বিষয় যন্ত্রণাপ্রদ কীটের ন্যায় আমাকে দংশন করিতেছে, এবং আমার অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদাহের ন্যায় ব্যথিত হইতেছে।

খ্রীষ্টীয়ান। তবে কি তুমি এখন অনুতাপ করিয়া মনঃপরিবর্ত্তন করিতে পার না ?

সে কহিল, মহাশয়, ঈশ্বর আমাকে তাহা করিতে দেন না। তাঁহার বাক্য আমাকে বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র উৎসাহ দেয় না ; তিনি আপনি আমাকে এই লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছেন ; অতএব সংসারের তাবৎ লোক একত্র হইলেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না। হা অনন্তকাল ! হায়, হায়, আমি অনন্তকালীয় দুঃখের ভার কি প্রকারে সহিব ?

অনন্তর অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানকে কহিলেন, এই মনুষ্যের দুঃখ মনে রাখিও, ইহা যেন সর্ব্বদা তোমার সাবধান হওয়ার কারণ হয়।

খ্রীষ্টীয়ান। কিন্তু এবড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন, যেন আমি এই ব্যক্তির দুর্দ্দশার কারণ এড়া-

ইবার জন্য সাবধান হইতে, সতর্ক থাকিতে ও প্রার্থনা করিতে পারি। মহাশয়, এক্ষণে কি আমার প্রস্থান করিবার সময় হয় নাই?

অর্থকারক। যাবৎ আমি তোমাকে আর একটী বিষয় না দেখাই, অপেক্ষা কর, তাহার পর বিদায় হইবে।

ইহা কহিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার আর একটী কুঠরীতে লইয়া গেলেন। সে স্থানে এক ব্যক্তি নিদ্রা-হইতে উঠিয়া কাপড় পরিতে২ থর২ করিয়া কাঁপিতেছিল, দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, এ ব্যক্তি কাঁপিতেছে কেন? অর্থকারক আপনি না কহিয়া সেই ব্যক্তিকে কম্পনের কারণ কহিতে আজ্ঞা করিলে, সে বলিতে লাগিল, আমি নিদ্রিতা-বস্থায় বড় একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন অকস্মাৎ আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল ও অতিশয় ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ হইতে আর গভীর শব্দে মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল; তাহাতে আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম। এই রূপ দেখিতে২ যেন ঐ সকল মেঘকে কেহ তাড়না করিয়া মহাবেগে দৌড় করাইতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিময় হইলে তুরীর মহাশব্দ হইতে লাগিল; আর আগ্নেয় বস্ত্র-পরি-হিত সহস্র২ স্বর্গীয় সৈন্যে বেষ্টিত এক জন মনুষ্যকে মেঘা-রূঢ় দেখিলাম। হে মৃত লোকেরা, তোমরা উঠিয়া বিচারস্থানে আইস, এই সম্বোধনরূপ মহাধ্বনি হওয়াতে শৈল সকল বিদীর্ণ এবং সমাধি সকলের মুখ মুক্ত হইল। তাহাতে সমাধিস্থ মৃত মনুষ্যগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাহিরে আইলে তাহাদের মধ্যে কেহ২ আহ্লাদে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল, এবং কেহ২ ভয়ে পর্ব্বতের নীচে লুকাইতে চেষ্টা করিল। আরও দেখিলাম, যেন ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তি এক খানি গ্রন্থ খুলিয়া পৃথিবীস্থ লোক-দিগকে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা দেওন কালে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া তাঁহার এবং

তাহাদিগের মধ্যে, অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা ও যাহাদের বিচার করা যাইবে, এই উভয় পক্ষের মধ্যে আসিয়া উপযুক্ত প্রভেদ করিল। (করি ১৫। ১ থিষ ৪; ১৬। যিহুদা ১৫ পদ। যোহ ৫; ২৮, ২৯। ২ থিষ ১; ৮-১০। প্রকা ২০; ১১-১৪। যিশায়া ২৬; ২১। মিখা ১৭; ১৬, ১৭। গীত ৫; ৪। ৫০; ১-৩। মালাখি ৩; ২, ৩। দানি ৭; ৯, ১০।) পরে ঐ মেঘোপবিষ্ট ব্যক্তি অনুচরগণের প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, তোমরা শ্যামাঘাস ও ভুষি ও নাড়াসকল একত্র করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেও। ইহা কহিবামাত্র আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারি নিকটে একটা অতলস্পর্শ গর্ত্ত মুক্ত হইল, তাহার মুখহইতে ধুম ও প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার হুহুশব্দে বাহির হইতে লাগিল। (মালাখি ৪; ১, ২। মথি ৩; ১২। ১৩; ৩০। লূক ৩; ১৭। ১ থিষ ৪; ১৩-১৮।) আমি তাঁহার অনুচরদিগকে আরো এক আজ্ঞা দিতে শুনিলাম,—আমার গোধুম সকল গোলায় একত্র করিয়া রাখ। এই কথা বলিবামাত্র দেখিলাম, অনেকে ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘারোহণ করিল। কেবল আমি অবশিষ্ট থাকিয়া ভীত হইয়া আপনাকে গোপন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন প্রকারেই পারিলাম না; কারণ সেই মেঘারূঢ় ব্যক্তি আমার প্রতি একাগ্র দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন, তাহাতে আমার জীবনের সকল পাপ স্মরণ হওয়াতে বিবেকও আমাকেই সর্ব্বতোভাবে দোষী করিতে লাগিল। (রোমী ২; ১৪, ১৫।) এইরূপে ত্রাসযুক্ত হওয়াতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তখন খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি এই স্বপ্ন দেখিয়া এত ভয়াকুল হইয়াছ কেন?

তাহাতে সে কহিল, মহাশয়, আমার বোধ হইল যেন বিচারের দিন উপস্থিত, অথচ তাহার নিমিত্তে আমি কিছু মাত্র প্রস্তুত নহি, ইহা ভাবিয়া বড় ভীত হইলাম। কেননা

দূতেরা অনেক লোককে একত্র করিয়া লইয়া কেবল আমাকে ফেলিয়া গেলেন। আরো দেখিলাম, যেন আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারি নিকটে নরককুণ্ড মুক্ত হইল, আর আমার মনও আমাকে দোষী করিতে লাগিল। বিশেষতঃ বিচারকর্ত্তা আমার প্রতি ক্রোধভাবে স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিলেন, এ কারণ আমি বড় ভীত ও মর্ম্মপীড়িত হইলাম।

অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সকল বিষয় মনে২ বিবেচনা করিয়াছ কি?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ মহাশয়, ইহার চিন্তা আমার মনের মধ্যে ভয় এবং প্রত্যাশা উভয়ই উপস্থিত করিয়াছে।

অর্থকারক। ভাল, এই সকল বিষয় তোমার মন-মাতঙ্গের পক্ষে অঙ্কুশ তুল্য হইয়া অগ্রসর হওনে তোমাকে প্রবৃত্ত করুক।

খ্রীষ্টীয়ান কটিদেশ বদ্ধ করিয়া যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে অর্থকারক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান, তোমার রাজধানী গমনে শান্তিকর্ত্তা আপনি নেতা হইয়া সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থাকুন! তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান এই গান করিতে২ যাত্রা করিল;—

দেখিনু এখানে আমি আশ্চর্য্য বিষয়,
মনোরম, ভয়ানক, উপকারী হয়।
এ বিষয়ে মনোযোগ উচিত আমার,
সদা আলোচনা আমি করিব ইহার।
সতত সজ্জন অর্থকারকের প্রতি,
সুকৃতজ্ঞ থাকি যেন এ মম মিনতি।

---

৬ অধ্যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন খ্রীষ্টীয়ান ভারগ্রস্ত হইয়া পরিত্রাণ নামক দুই ভিত্তির মধ্যগামি রাজপথে (যিশা ২৬;

১। ৬০;১৮) বেগে দৌড়িল, কিন্তু পৃষ্ঠে গুরুতর ভার প্রযুক্ত অতি কষ্টে দৌড়িল।

অনন্তর খ্রীষ্টীয়ান দৌড়িয়া একটী উচ্চ স্থানে পঁহুছিয়া একটি ক্রুশ স্থাপিত এবং তাহার তলে একটি গুহা দেখিল। খ্রীষ্টীয়ান ঐ ক্রুশের নিকটে গেলে আমি দেখিলাম, যেন তাহার পৃষ্ঠের সেই বোঝা খসিয়া গড়াইতে২ গুহার মধ্যে গিয়া পড়িল; সে বোঝা আর দেখিতে পাইলাম না।

এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান বোঝা এড়াইয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া পুলকিত চিত্তে কহিতে লাগিল, তিনি আপন দুঃখ ও মৃত্যুদ্বারা আমাকে বিশ্রাম ও জীবন দিয়াছেন। ঐ ক্রুশের দর্শনমাত্রে আপনি বোঝাহইতে মুক্ত হওয়াতে সে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ক্রুশ দেখিবার জন্য ক্ষণেক কাল চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইল, এবং যে পর্য্যন্ত চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া অনর্গল না পড়িল, পুনঃ২ দেখিতে লাগিল। (শিখ ১২ ; ১০।) এই প্রকারে খ্রীষ্টীয়ান সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও ক্রন্দন করিতেছে, ইতোমধ্যে তিন জন তেজস্বী পুরুষ আসিয়া, তোমার মঙ্গল হউক, কহিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে: (মার্ক ২ ; ৫।) দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার গাত্রের ছিন্ন বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাহাকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইলেন; (শিখ ৩; ৪।) এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহার কপালে এক চিহ্ন (ইফিষী ১; ১৩।) এবং হস্তে এক খানি মুদ্রাঙ্কিত পত্রিকা দিয়া কহিলেন, তুমি দৌড়িয়া যাইতে২ ইহা দেখিবে, এবং স্বর্গীয় রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইলে ইহা দিবে। অনন্তর তাঁহারা তিন জন প্রস্থান করিলেন। তখন খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদে তিনবার লম্ফ দিয়া এই গান করিতে২ গমন করিল

গুরুতর পাপভার পৃষ্ঠেতে বহিয়া,
আসিয়াছি এত দূর যতন করিয়া।

এ মম মনের দুঃখ হইতে এড়াতে,
এই স্থান বিনা কিন্তু না পাই দেখিতে।
আহা মরি চমৎকার স্থান দেখি এ কি!
সুখের আরম্ভ মোর হৈল এখানে কি?
যে স্থানে পড়িবে মম ভারী পৃষ্ঠভার,
সেই স্থান বুঝি এই হইবে আমার।
পৃষ্ঠভার পৃষ্ঠে বদ্ধ যে ডোরে আমার,
ভঞ্জনের স্থান এ কি হইবে তাহার?
ধন্য ক্রুশ, ধন্য গুহা, আরো ধন্য তিনি,
ক্রুশোপরি মম তরে অভিশপ্ত যিনি।

---

৭ অধ্যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান যাইতে২ নিম্ন ভূমিতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে শৃঙ্খলবদ্ধচরণ তিন জন মনুষ্যকে ঘোর নিদ্রামগ্ন দেখিল; তাহাদিগের এক জনের নাম অবিবেচক, আর এক জনের নাম অলস, এবং অন্য জনের নাম অভিমানী।

খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া কোন মতে তাহাদিগকে জাগাইতে ইচ্ছুক হইয়া নিকটে গিয়া কহিল, জাহাজের মাস্তুলের উপরে নিদ্রাগত (হিতোপ ২৩; ৩৪।) লোকের মত তোমাদিগকে দেখিতেছি, কেননা তোমাদের নীচে অতলস্পর্শ মৃত্যুসমুদ্র, অতএব জাগিয়া চলিয়া আইস; আমাকে অনুমতি দিলে আমি তোমাদিগের শৃঙ্খল মোচন করিব। নতুবা যে ব্যক্তি গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায় বেড়াইতেছে, (১ পি ৫; ৮।) সে উপস্থিত হইলে তোমরা নিশ্চয় তাহার দন্তদ্বারা বিদীর্ণ হইবে। তাহাতে তাহারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমতঃ অবিবেচক কহিল, আমি কোন আপদ দেখি না; অলস কহিল,



আর একটু নিদ্রা যাই ; অভিমানী কহিল, তুমি আপনার চর্কায় তৈল দেও। অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার নিদ্রা গেল, খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে অগ্রসর হইল।

কিন্তু তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করা ও সৎপরামর্শ দেওয়া এবং শৃঙ্খল হইতে মোচন স্বীকার করা প্রভৃতি উপকারের চেষ্টা করিলেও তাহারা তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিল, ইহাতে খ্রীষ্টীয়ানের মনোমধ্যে কিছু দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে সে তাহাই ভাবিতে২ যাইতেছিল ; ইতোমধ্যে রীত্যাবলম্বী এবং কাল্পনিক নামে দুই জন মনুষ্য ঐ সংকীর্ণ পথের বামদিগের প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ক্রমে২ খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, সে তাহাদিগের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ, এবং কোথায়ই বা যাইবে ?

তাহারা উত্তর করিল, ব্যর্থশ্লাঘা নামক নগর আমাদিগের জন্মভূমি ; সেই স্থান হইতে আসিয়াছি। যশের নিমিত্ত সীয়োন নামক পর্ব্বতে যাইতেছি।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, পথের অগ্রে যে দ্বার আছে, তাহার মধ্য দিয়া না আসিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছ কেন ? "যে ব্যক্তি দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া আর কোন দিগে উঠিয়া প্রবেশ করে, সে চোর ও দস্যু," এই কথা কি তোমরা জান না ? (যোহন ১০ ; ১।)

রীত্যাবলম্বী ও কাল্পনিক উত্তর করিল, আমাদিগের দেশ হইতে ঐ দ্বার অনেক দূর, একারণ পথ খাট করিবার জন্যে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আসা আমাদিগের দেশীয় লোকাচার।

খ্রীষ্টীয়ান। আমরা যে স্থানে যাইতেছি, সে রাজধানীর অধ্যক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কি অধিকারাতিক্রম দোষ হইতে পারে না ?

তাহারা কহিল, এ বিষয়ের নিমিত্তে তোমার এত ভাবনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা আমরা দেশাচার অনুসারে কর্ম্ম করিয়াছি; এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রমাণার্থে হাজার২ বৎসরের অধিক প্রমাণ দেখাইতে পারি।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমাদের সেই দেশাচার ব্যবস্থাসিদ্ধ হইবে কি?

তাহারা বলিল, হাজার বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত যে দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারকর্ত্তার বিচারে অবশ্য ব্যবস্থাসিদ্ধরূপে গ্রাহ্য হইবে। তদ্ভিন্ন আরো একটা কথা কহি, আমরা যখন পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছি, এরূপ জিজ্ঞাসার প্রয়োজনই বা কি? কেননা এই পথের পথিক হইলেইত হয়। তুমি দ্বার দিয়া আসিয়া যে পথে আছ, আমরা প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আসিয়াও সেই পথেই আছি। অতএব আমাদিগের অবস্থা অপেক্ষা তোমার অবস্থা উত্তম কিসে?

খ্রীষ্টীয়ান। আমি আপন কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে চলি, কিন্তু তোমরা আপনাপন ইচ্ছানুসারে চলিতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমরা পথের কর্ত্তার কাছে চোরবৎ গণ্য আছ; অতএব আমার বোধ হয়, পথের শেষে তোমরা সজ্জন গণিত হইবে না। তোমরা কর্ত্তার শিক্ষা বিনা স্বেচ্ছামতে এই পথে আসিয়াছ, এজন্য তাঁহার অনুগৃহীত না হইয়া আপনাদের দোষে বহিষ্কৃত হইবে।

এই কথা শুনিয়া তাহারা খ্রীষ্টীয়ানকে তদ্বিষয়ে বড় একটা উত্তর না দিয়া কহিল, তোমার কর্ম্ম তুমি দেখ। ব্যবস্থা ও নিয়ম সকল আমরা তোমার ন্যায় মনের সহিত মানিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর তাহারা কেহ কাহারও সহিত কথা না কহিয়া প্রত্যেক জন আপনাপন পথে গমন করিতে লাগিল। কিছু বিলম্বে তাহারা খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল,

তোমার গাত্রের বস্ত্র দেখিয়া বোধ হয়, উলঙ্গ দেখিয়া কোন প্রতিবাসী লজ্জা নিবারণের জন্যে তোমাকে উহা দিয়া থাকিবে; ইহা যদি না পাইতে, তবে তোমার সহিত আমাদিগের অবয়বের কোন ভিন্নতা থাকিত না।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমরা দ্বার দিয়া প্রবেশ কর নাই, এই জন্যে কোন ব্যবস্থা কি নিয়মদ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। (গালা ২; ১৬।) আর আমার পৃষ্ঠে এই যে বস্ত্র দেখিতেছ, ইহা যে স্থানে যাইতেছি, তাহার কর্ত্তা আমাকে দিয়াছেন। আর তোমরা যে কহিতেছ, আমার উলঙ্গতাজন্য লজ্জা নিবারণার্থে ইহা আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহাও সত্য বটে। আমার প্রতি তাঁহার যে অত্যন্ত অনুগ্রহ, তাহারও চিহ্ন এই বস্ত্র; কারণ পূর্ব্বে আমার নেকড়া বিনা আর কিছুই ছিল না। অতএব পথগমনে আমি ইহা মনে করিয়া আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করি, বিশেষতঃ আমার বোধ হয় যে, রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইলে সেই কর্ত্তা আমার গাত্রের এই বস্ত্র দেখিলে শুভদৃষ্টি করিয়া অবশ্যই আমাকে চিনিতে পারিবেন; কেননা যখন তিনি আমার নেকড়া দূর করেন, তখন এই বস্ত্র বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। আর ইহা বুঝি তোমরা দেখ নাই, যে দিন আমার পৃষ্ঠ হইতে ভার খসিয়া পড়ে, সেই দিন ঐ কর্ত্তার এক জন আত্মীয় লোক আসিয়া আমার কপালে একটি চিহ্ন দিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন আমার সান্ত্বনার নিমিত্তে পথগমনের সময়ে পড়িবার জন্যে এক খানি মুদ্রাঙ্কিত লিপি দান করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছেন, এই লিপি রাজধানীর দ্বারে সমর্পণ করিলে অবশ্য প্রবিষ্ট হইতে পারিব। আমার বোধ হয়, এই সকলে তোমাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু দ্বার দিয়া প্রবেশ কর নাই বলিয়া পাও নাই।

ইহা শুনিয়া তাহারা খ্রীষ্টীয়ানকে কিছু উত্তর না দিয়া পরস্পর দৃষ্টি করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। এই রূপে

তাহারা সকলে গমন করিল বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান অগ্রগামী হইয়া কখনং ক্রন্দন ও কখনং আত্মসান্ত্বনা করিতেং আপনা ব্যতিরেকে আর কাহারো সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সেই লিপি বারং পাঠ করিতেং হৃষ্ট মনে চলিল।

এই রূপে তাহারা ক্রমেং চলিয়া দুর্গম নামক পর্ব্বতের নীচে যে নির্ঝর আছে, তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঐ পর্ব্বতের নীচে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া দুই দিকে দুই পথ গিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র দ্বার হইতে যে সোজা পথ আইসে, সেই সঙ্কীর্ণ পথ ঐ পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান প্রাণ জুড়াইতে ঐ নির্ঝরের নিকটে গিয়া জল পান করিল; (যিশা ৪৯; ১০।) পরে এই শ্লোক গান করিতেং পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল;—

হইলেও উচ্চ এই পর্ব্বত নিতান্ত,
ইথে আরোহণে বাঞ্ছা করেছি একান্ত।
যতেক দুর্গম ইথে আছয়ে নিশ্চিত,
কদাচ তাহাতে আমি না হব ব্যথিত।
এই স্থান দিয়া যায় জীবনের পথ,
এস মম চিত্ত, হৈয়া স্থির মনোরথ।
না হইও শ্রান্ত আর ভীত এ কারণ,
হলেও দুর্গম ভাল সৎপথে গমন।
বিপথগমনে যদি অগ্রে হয় সুখ,
তবু তাহাতেই গেলে শেষে পাবে দুঃখ।

পরে অন্য দুই ব্যক্তি ক্রমেং ঐ পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পর্ব্বত গড়ান এবং অত্যন্ত উচ্চ; আর খ্রীষ্টীয়ান যে পথ ধরিল, তাহা ব্যতিরেকে পার্শ্ব দিয়া দুইটী পথও আছে। অতএব পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে সেই প্রথম পথের সহিত এই দুই পথ অবশ্য মিলিত হইবে, অনুমান করিয়া তাহারা সেই দুই পথ দিয়া গমন করিতে স্থির করিল;—

তাহার এক পথের নাম আপৎ, এবং অন্য পথের নাম বিনাশ। এক ব্যক্তি আপৎ নামক পথ ধরিয়া যাইতে২ এক মহা অরণ্যে প্রবেশ করিল; অন্য ব্যক্তি বিনাশ নামক পথ ধরিয়া গমন করিতে২ অন্ধকারাবৃত পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ সর্ব্বনাশ নামক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হওয়াতে উছোট খাইয়া পড়িল, আর উঠিতে পারিল না।

আমি খ্রীষ্টীয়ানের পর্ব্বতারোহণ দেখিতে লাগিলাম; সে প্রথমে দৌড়িয়া, পরে ধীরে২ চলিল; কিন্তু অবশেষে পথ এমন গড়ান যে, হস্তপাদদ্বারা আঁকুড়িয়া২ উঠিতে হইল। এই রূপে অর্দ্ধেক পথ গেলে পর, শ্রান্ত যাত্রিদিগের বিশ্রামার্থে সেই পর্ব্বতের কর্ত্তার আদেশক্রমে যে মনোহর একটি বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মিত ছিল, সেই স্থানে গিয়া খ্রীষ্টীয়ান বিশ্রাম করণার্থে বসিল, এবং আত্মসান্ত্বনার নিমিত্ত বক্ষস্থল হইতে চর্ম্মপুস্তক বাহির করিল, এবং ক্রুশের নিকটে যে পরিচ্ছদ পাইয়াছিল, তাহার প্রতি বারং দৃষ্টি করিতে লাগিল। এই রূপে ক্ষণেককাল আত্মসন্তোষসাধন করিতে২ পথশ্রান্তি প্রযুক্ত সে অমনি গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইল, এবং ঘুমের ঘোরে হস্ত হইতে লিপি খানি পড়িয়া গেল। এই প্রকারে সে প্রায় সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি নিকটে আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া কহিল, হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে গিয়া তাহার ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর! (হিতোপ ৬; ৬।) তখন খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ চমকিত হইয়া শীঘ্র উঠিয়া দৌড়িতে২ পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল।

এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান পর্ব্বতের উপর উপস্থিত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে ভয়শীল ও সংশয়ী নামে দুই ব্যক্তি বেগে দৌড়িতে২ আসিয়া উপস্থিত হইল। খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিপরীত পথে গমন করিতেছ,

ইহার কারণ কি ? ভয়শীল উত্তর করিল, আমরা সীয়োন রাজধানী গমনার্থী হইয়া এই দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু যত অগ্রবর্ত্তী হই, ততই আরো আপদ্‌গ্রস্ত হই, এই জন্য অগ্রসর হইতে না পারিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি।

সংশয়ী কহিল, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি, সত্য ; কেননা আমাদিগের কিঞ্চিৎ অগ্রে দুইটা সিংহ শয়ন করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রিত কি জাগ্রত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু নিকটে গেলে আমাদিগকে ক্ষণেকের মধ্যেই ছিঁড়িয়া খণ্ডং করিত, সেই ভয়ে এখনো বুক গুর্২ করিতেছে।

ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমরা আমাকে ভয়গ্রস্ত করিলে বটে, কিন্তু আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে কোথায় যাই ? আমার জন্মভূমি গন্ধকমিশ্রিত অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; সেখানে ফিরিয়া গেলে নিঃসন্দেহ আমার বিনাশ ঘটিবে। যদি কষ্ট করিয়া স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব, ইহাও নিশ্চয়। অতএব প্রাণ যাউক আর থাকুক, সীয়োনে যাইতেই হইবে ; কেননা প্রত্যাগমনে মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু অগ্রসর হওনে মৃত্যুর ভয়মাত্র, আর তদগ্রেই অনন্ত পরমায়ু ; অতএব আমি নিতান্তই অগ্রসর হইব। এই কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই দৌড়িয়া পর্ব্বতের তলে নামিল। তখন খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে যাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সেই দুই জনের কথা পুনঃ২ মনে হওয়াতে তাহা বিস্মৃত হইবার এবং আপনাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পুস্তক খানি পাঠ করিবার ইচ্ছা জন্মিলে বক্ষস্থলে হাত দিয়া দেখে, লিপি নাই। ইহাতে খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিল না, কেননা সে পূর্ব্বে যাহাদ্বারা সান্ত্বনা পাইয়াছিল, এবং যাহা রাজধানী প্রবিষ্ট হওনের অধিকারপত্র, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া কেমন করিয়া যাইবে ? খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ ভাবনা করিতেছিল, এবং কি

কর্ত্তব্য, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না; এমন সময়ে সে যে পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৃক্ষবাটিকাতে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। তখন সে জানু অবনত করিয়া অজ্ঞানকৃত পাপের ক্ষমার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া পুস্তকের অন্বেষণে ফিরিয়া গেল। প্রত্যাগমন কালে সমস্ত পথে তাহার যে কত মনোদুঃখ জন্মিল, তাহা বলা যায় না; কেননা সে কখন ক্রন্দন ও কখন বা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। কেবল তাহার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য যে স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, এমন স্থানে ঐ রূপ উন্মত্তের ন্যায় নিদ্রা গিয়াছিল, বলিয়া যথেষ্ট আত্মভর্ৎসনা করিতে লাগিল। সে ফিরিয়া চলিল; এই যাত্রায় যে লিপি খানি অনেক বার তাহার সান্ত্বনাপ্রদ হইয়াছে, যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহা পাওয়া যায়, এই জন্য গমনকালে সমস্ত পথে সাবধানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দেখিতে২ গেল। যেখান হইতে সেই বৃক্ষবাটিকা দেখা যায়, এমন স্থানে উপস্থিত হইলে, সে যে নিদ্রা গিয়াছিল, সেই দোষের চিন্তা তাহার মনে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে বৃক্ষবাটিকার দর্শনে তাহার দুঃখ শতগুণ বৃদ্ধি হইল। (প্রকা ২; ৪। ১ থিষ ৫; ৬—৮।) তখন সে পাপনিদ্রা বিষয়ে এই রূপ বিলাপ করিতে২ চলিল; আঃ, আমি কি পাপিষ্ঠ! হায়২, কত পথ বৃথা চলিলাম! ইস্রায়েলদের কত কষ্ট হইয়াছিল! আমারও কি সেই দশা ঘটিল? কেননা তাহাদিগকেও স্বকৃত পাপের নিমিত্তে সূফ সমুদ্রের পথদ্বারা ফিরাইয়া পাঠান হইয়াছিল। হায়২, যদি পাপনিদ্রা আমাকে না ঘেরিত, আমি এই রূপ দুঃখে ও কষ্টে পাদনিক্ষেপ না করিয়া আনন্দপূর্ব্বক কত দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম! হায়, যে স্থানে একবার পাদক্ষেপ করিলে হয়, সেখানে তিনবার করিতে হইল! সমস্ত দিন আমার বৃথা গেল; এখন রাত্রি উপস্থিত!

এই রূপ খেদ করিতে২ সে পুনর্ব্বার বৃক্ষবাটিকায় উপস্থিত হইয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অধোদৃষ্টি করাতে বেঞ্চের নীচে লিপি খানি দেখিতে পাইয়া খ্রীষ্টীয়ান কাঁপিতে২ ত্বরায় তাহা কুড়াইয়া লইল। হারাণ অমূল্যনিধি পুনর্ব্বার পাওয়াতে তাহার যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না; কেননা ঐ লিপি তাহার জীবন পাইবার এবং গন্তব্য স্থানে গ্রাহ্য হইবার অধিকারপত্র; অতএব বেঞ্চের নীচে তাহার দৃষ্টি-পাত হওনের নিমিত্তে সে ঈশ্বরের যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতে লাগিল। পরে সজলনয়নে সানন্দে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া অতি দ্রুতপদে চলিল, কিন্তু পর্ব্বতের শিখরে উঠিতে২ সূর্য্যাস্ত হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার সেই নিদ্রার নিষ্ফলতা স্মরণ করিয়া এই খেদোক্তি করিতে লাগিল, রে পাপনিদ্রে, তোর নিমিত্তে এত বিলম্ব; সূর্য্যাস্ত হইল, এখন অন্ধকার, কোথায় পা ফেলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; বিশেষতঃ ভয়ানক হিংস্র জন্তু সকলের উৎকট শব্দ শুনিতে হইবে। আর সংশয়ী ও ভয়শীল যে দুই সিংহের দর্শনে ভীত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান মনে২ ভাবিতে লাগিল, রাত্রিতে হিংস্র জন্তু সকল আহারের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, অতএব এই অন্ধকারে দেখা পাইলে, আমাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড২ করিবে। এখন আমি কি করিব? কি রূপে উদ্ধার পাইব? ইহা ভাবিতে২ সে অল্পে২ অগ্রসর হইতেছিল, ইতিমধ্যে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে ঐ পথের পার্শ্বে রম্য নামে একটী মনোহর পুরী দেখিতে পাইল। (প্রকা ৩; ২। ১ থিষ ৫; ৭,৮।)

৮ অধ্যায়।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন খ্রীষ্টীয়ান রাত্রিবাস করিবার জন্যে ঐ পুরীর মধ্যে যাইতে মনস্থ করিয়া অতি দ্রুতপদে কিছু দূর গমন করিলে নিতান্ত সংকীর্ণ এক স্থানে প্রবিষ্ট হইল, দ্বারবানের গৃহ হইতে সে পথ প্রায় অর্দ্ধ পোয়া অন্তর। একদৃষ্টে ঐ স্থান দিয়া গমন কালে পথিমধ্যে দুইটা সিংহ দেখিতে পাইল; তাহাতে ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, এবং মনে২ কহিল, আঃ, সংশয়ী ও ভয়শীল যে সিংহ দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আমি কি এখন তাহারি সম্মুখে পড়িলাম? ঐ সিংহদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান তাহা দেখিতে না পাইয়া অগ্রে গেলে মৃত্যু নিশ্চয় ভাবিয়া ভীত হইয়া, ঐ দুই জনের ন্যায় ফিরিয়া যাইবে কি না, ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে জাগরূক নামে ঐ বাটীর দ্বারবান খ্রীষ্টীয়ানকে স্থগিত ও প্রত্যাগমনোন্মুখ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, ওহে, তুমি এমন হীনসাহস কেন? (মার্ক ৪; ৪০।) শৃঙ্খলে বদ্ধ সিংহকে তোমার ভয় কি? বিশ্বাসি যাত্রিদিগের বিশ্বাস পরীক্ষা ও অবিশ্বাসিদিগের অবিশ্বাস প্রকাশ করিবার জন্যে দুই সিংহ বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; পথের মধ্যস্থান দিয়া গমন কর, তোমার কোন আপদ ঘটিবে না।

অনন্তর আমি দেখিলাম, সে সিংহদ্বয়ের ভয়ে কাঁপিতে২ চলিল। কিন্তু দ্বারবানের পরামর্শমতে চলাতে সিংহকর্ত্তৃক হিংসিত হইল না, তাহাদের গর্জ্জনমাত্র শুনিল। পরে আহ্লাদে করতালী দিতে২ ঐ দ্বারবানের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, এ কাহার বাটী? আমি অদ্য রাত্রে এস্থানে থাকিতে পারি কি? দ্বারবান উত্তর করিল, এই পর্ব্বতের কর্ত্তা যাত্রিদিগের বিশ্রাম ও নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার জন্যে এ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অনন্তর, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় বা যাইতেছ?

খ্রীষ্টীয়ান। আমি ধ্বংস্যনগর হইতে আসিয়াছি, এবং সীয়োন পর্ব্বতে যাইব; কিন্তু এক্ষণে সূর্য্য অস্ত যাওয়াতে অদ্য রাত্রে এই স্থানে থাকিতে পারি কি না, জানিতে চাহি।

দ্বার। তোমার নাম?

খ্রীষ্টীয়ান। সম্প্রতি আমার নাম খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু পূর্ব্বে নিরনুগ্রহ ছিল; আর যে যেফৎকে ঈশ্বর শেমের তাম্বুতে বাস করাইবেন, আমি তাহারই বংশজাত। (আদি ৯; ২৭।)

দ্বার। তোমার এই পথ টুকু আসিতে বেলাটা একেবারে গিয়াছে,—এত বিলম্ব যে?

খ্রীষ্টীয়ান। অনেক আগে এখানে আসিতে পারিতাম, কিন্তু আমি অতি দুর্ভাগা; পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৃক্ষবাটিকাতে আমার নিদ্রা হইয়াছিল, তাহা ছাড়া পর্ব্বতের চূড়াপর্য্যন্ত উঠিয়া আবার ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল; কেননা পাপ-নিদ্রার ঘোরে আমার অধিকারপত্র যে সেই খানে হারাইয়াছিলাম, ইহা তখন টের পাই, তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া গিয়া, সেই বৃক্ষবাটিকা হইতে পত্র আনিতে আমার এত অধিক বিলম্ব হইয়াছে।

দ্বার। ভাল, আমি এই বাটীর কন্যাদের কাউকে ডাকিয়া দি, তুমি যদি তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত কথোপকথন করিতে পার, এই বাটীর ব্যবহার অনুসারে বাটীর অন্য২ অন্তরঙ্গদিগের নিকটে তোমাকে লইয়া যাইবেন। অনন্তর ঘন্টা বাজাইলে গৃহদ্বার হইতে সতর্কা নাম্নী একটী পরমা সুন্দরী সুশীলা কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কেন ডাকা হইয়াছে?

দ্বার। এই ব্যক্তি ধ্বংস্য নগর হইতে আসিয়াছে, এবং সীয়োন পর্ব্বতে যাইবে; অতএব পথশ্রান্ত এবং রাত্রি উপ-

স্থিত হওয়াতে আমাকে জিজ্ঞাসিল, আজি রাত্রে এই স্থানে থাকিতে পারি কি না? তজ্জন্য আমি তোমাকে ডাকিয়া দিব, এই কথা ইহাকে কহিয়াছি; এক্ষণে গৃহব্যবহারানুসারে উহার সহিত কথোপকথন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।

কন্যা খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় যাইবে? তাহাতে সে কি প্রকারে পথের উদ্দেশ পাইয়াছিল, কি২ দেখিয়া আসিয়াছে, এবং পথিমধ্যে কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, সমস্ত বলিল। কন্যা নাম জিজ্ঞাসা করিলে খ্রীষ্টীয়ান আপনার নাম বলিয়া শেষে কহিল, যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, পর্ব্বতের কর্ত্তা যাত্রিদিগের বিশ্রামার্থে এবং পরোপকারের নিমিত্তে এই স্থান প্রস্তুত করাইয়াছেন, একারণ আজিকার রাত্রি এই স্থানে বাস করিতে বাঞ্ছা করি। ইহা শুনিয়া কন্যা ঈষৎ হাসিলেন, এবং একটু ভাবিয়া সজল নয়নে কহিলেন, তবে আমি আর দুই তিন জন অন্তরঙ্গকে ডাকিয়া আনি। অনন্তর তিনি দৌড়িয়া দ্বারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরিণামদর্শিনী, ধর্ম্মিষ্ঠা এবং প্রেমিকা নাম্নী তিন জনকে ডাকিয়া আনিলে তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ানের সহিত কিঞ্চিৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া তাহাকে শেষে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তাহাতে অনেকে ঐ গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি, ভিতরে আইস, কেননা এই রূপ অতিথিসেবার নিমিত্তই পর্ব্বতের কর্ত্তা এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অনন্তর খ্রীষ্টীয়ান তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ২ গিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান গৃহমধ্যে যাইয়া উপবিষ্ট হইলে, তাঁহারা তাহাকে জলযোগ করাইয়া ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত বাটীর লোকেরা ঐ তিনটী কন্যাকে খ্রীষ্টীয়ানের সহিত কথোপকথনে

নিযুক্ত করিলে, তাঁহারা পরস্পর এই রূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।—

ধর্ম্মিষ্ঠা। হে খ্রীষ্টীয়ান, আমরা অদ্য রাত্রে স্নেহ প্রযুক্ত তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার যাত্রার বৃত্তান্ত কহ, শুনিয়া হয় ত আমরাও উপকার লাভ করিতে পারিব।

খ্রীষ্টীয়ান। সচ্ছন্দে বলিব। আপনারাও যে এই প্রকার কথা ভাল বাসেন, এ বড় সন্তোষের বিষয়।

ধর্ম্মিষ্ঠা। যাত্রিকের জীবন অবলম্বন করিতে তোমার প্রবৃত্তি প্রথমে কেন জন্মিয়াছিল?

খ্রীষ্টীয়ান। তাহার কারণ এই, আমার কর্ণে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইয়াছিল, তাহা এই;—তুমি যদি এই স্থানে থাক, তোমার নিস্তার না হইয়া নিশ্চয় সর্ব্বনাশ ঘটিবে। এই রূপ বাণী শুনিয়া আমি স্বদেশ হইতে প্রস্থান করি।

ধর্ম্মিষ্ঠা। সে দেশ হইতে তুমি কি প্রকারে এ পথ দিয়া আসিয়াছ?

খ্রীষ্টীয়ান। তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়াছে। কেননা আমি যখন সর্ব্বনাশের ভয়ে ভীত হইয়া রোদন করিতেছিলাম, এবং কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম, এমন সময়ে মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে যাইতে ইঙ্গীত করিলেন। তাঁহার সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, আমি কখন সেই দ্বার পাইতাম না। এই রূপ অবিচ্ছেদে এই গৃহ পর্য্যন্ত যে পথ আসিয়াছে, তিনি আমাকে প্রবিষ্ট করাইলেন।

ধর্ম্মিষ্ঠা। তুমি কি অর্থকারকের বাটী দিয়া আইস নাই?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, আসিয়াছি, এবং সেখানে যে২ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছি, জীবন থাকিতে কখন ভুলিব না, বিশেষতঃ

খ্রীষ্ট কি প্রকারে শয়তানের চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া মনোমধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্ম রক্ষা করেন ; এক ব্যক্তি পাপ করাতে কেমন একেবারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশাভ্রষ্ট হইয়াছে ; এবং আর এক ব্যক্তি কেমন নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিল, বিচারের দিন উপস্থিত হইয়াছে ; এই তিন বিষয় চিরজীবন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

ধর্ম্মিষ্ঠা। সেই স্বপ্নের বিষয় তুমি কি তাহার মুখে শুনিয়াছ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, সে অতি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। তাহার স্বপ্ন কথন কালে আমার হৃৎকম্প হইতেছিল ; তথাপি তাহা শ্রবণ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ধর্ম্মিষ্ঠা। অর্থকারকের ঘরে তুমি কেবল ইহাই না আরো কিছু দেখিয়াছ?

খ্রীষ্টীয়ান। ইহা ভিন্ন তিনি একটী সুসজ্জ মনোহর অট্টালিকার মধ্যে আমাকে লইয়া গিয়া, সে স্থানের লোক কি প্রকারে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত এবং এক জন সাহসিক পুরুষ আসিয়া ঐ অট্টালিকার দ্বাররোধক দণ্ডায়মান সুসজ্জ লোকদিগের মধ্য দিয়া কি প্রকারে অস্ত্রবলে পথ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল, এবং প্রবিষ্ট হইবামাত্র গৃহস্থ লোকেরা অনন্ত যশোভোগ কর, কহিয়া তাহাকে কেমন করিয়া আহ্বান করিল, এ সকল বিষয়ও আমাকে দেখাইয়াছেন। তাহাতে আমার অন্তঃকরণ মোহিত হওয়াতে সেই স্থানে বৎসরেক কাল যাপন করিবার বাসনা জন্মিল ; কিন্তু আমাকে আরো অনেক দূর যাইতে হইবে বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ধর্ম্মিষ্ঠা। ইহা ছাড়া পথিমধ্যে আর কি দেখিয়াছিলে?

খ্রীষ্টীয়ান। আমি পূর্ব্বে একটী ভারি বোঝাতে ভারগ্রস্ত ছিলাম, সেই বোঝা লইয়া ক্রমে২ তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে, যাঁহার শরীর হইতে রক্তধারা বহিতেছে

বৃক্ষে টাঙ্গান এমন এক জন মনুষ্যকে দেখিবামাত্র আমার সেই গুরুতর পৃষ্ঠের ভার খসিয়া পড়িল। এমন আশ্চর্য্য আমি কখন দেখি নাই, এই জন্যে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম, না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে তিন জন তেজস্বী পুরুষ আমার নিকটে আসিলেন, তাঁহাদের এক জন আমার পাপ যে ক্ষমা হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিলেন; আর এক জন আমাকে জীর্ণবস্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া আমার গাত্রে এই যে উজ্জ্বল বস্ত্র দেখিতেছেন, ইহাই দিলেন; এবং তৃতীয় ব্যক্তি আমার কপালে এই যে চিহ্ন দেখিতেছেন, ইহা দিলেন; তদ্ভিন্ন মুদ্রাঙ্কিত এই লিপিও আমাকে দিলেন। ইহা কহিয়া খ্রীষ্টীয়ান বক্ষস্থল হইতে সেই লিপি বাহির করিয়া দেখাইল।

ধর্ম্মিষ্ঠা। ইহা ব্যতিরেকে আরো কিছু অবশ্য দেখিয়াছ; দেখ নাই কি?

খ্রীষ্টীয়ান। সম্প্রতি যাহা বলিলাম, সকল অপেক্ষা তাহাই উত্তম; তবে তাহা ছাড়াও অন্য২ বিষয় দেখিয়াছি বটে, কেননা আমার আগমন কালে পথের কিঞ্চিৎ দূরে অবিবেচক, অলস ও অভিমানী, এই তিন জনকে শৃঙ্খলে বদ্ধ ও নিদ্রাগত দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহাদিগকে জাগাইতে পারিলাম না। তদ্ভিন্ন রীত্যাবলম্বী ও কাল্পনিক নামে দুই জনকে পথের পার্শ্বস্থ প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আসিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগের কথায় বোধ হইল যে, তাহারা সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছিল; কিন্তু অবিলম্বে পথহারা হইল। আমি তাহাদিগকে এ বিষয়ে চেতনা দিয়াছিলাম, তাহারা বিশ্বাস করিল না। কিন্তু এই পর্ব্বত আরোহণ এবং ঐ সিংহের নিকট দিয়া আগমন, এই দুই বিষয় আমার সকল হইতে কঠিন বোধ হইয়াছিল। ঐ সৎ দ্বারবানের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, হয়ত এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়াও

আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইত ; কিন্তু এখন আমি যে এ স্থানে পৌঁছিয়াছি, তাহাতে ঈশ্বরের সহস্র২ ধন্যবাদ ও স্তব করিতেছি ; আর আপনারা যে আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন, এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

অনন্তর পরিণামদর্শিনী খ্রীষ্টীয়ানকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর শুনিতে বাঞ্ছা করিলেন।

পরিণামদর্শিনী। তুমি যে দেশ হইতে আসিয়াছ, তাহা কি কখন মনে কর না ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, করিয়া থাকি ; কিন্তু যখন মনে করি, বড় লজ্জা ও ঘৃণা জন্মে। আমি সত্য কহিতেছি, যে দেশ হইতে বাহির হইয়াছি, সেই দেশ যদি স্মরণ করিতাম, ফিরিয়া যাইবার সুযোগ অবশ্য পাইতাম, কিন্তু এখন উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। (ইব্রীয় ১১ ; ১৫, ১৬।)

পরিণাম। তুমি সে দেশে থাকিতে যে২ বিষয়ে অনুরক্ত ছিলে, তাহার কিছু কি সঙ্গে করিয়া আন নাই ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, কিছু২ আনিয়াছি বটে, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক। তাহার মধ্যে যে আন্তরিক ও শারীরিক চিন্তাদ্বারা প্রতিবাসিদের ন্যায় আমিও সন্তোষ পাইতাম, তাহা এখন কেবল দুঃখের কারণ হইয়াছে। এবং এক্ষণে আমার যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, সেই সকল বিষয় আর কখন চিন্তা করিতে অভিলাষও থাকিত না ; কিন্তু যখন আমি ভাল করিতে ইচ্ছা করি, তখন মন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। (রোম ৭ ; ১৫—২১।)

পরিণাম। যে২ বিষয় কখন২ তোমার বাধা জন্মায়, সে সকল যে পরাভূত করিয়াছ, সময়ে২ কি তোমার এমন বোধ হয় না ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, কদাচিৎ হয় ; আর এমন সময় আমার অতি সৌভাগ্যের সময়।

পরিণাম। তোমার বাধাজনক বিষয় যে কখন২ পরাজিতপ্রায় হয়, তাহা কিসের দ্বারা ও কি প্রকারে হয়, তাহা কি তুমি স্মরণ করিয়া বলিতে পার?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, পারি। ক্রুশোপরি যাহা দেখিয়াছি, তাহা যখন স্মরণ হয়, এবং আমার এই ভূষিত বস্ত্রের উপর কিম্বা এই বক্ষস্থিত পত্রের উপর যখন দৃষ্টিপাত করি, এবং আমার গন্তব্য স্থানবিষয়ক চিন্তায় মন যখন উদ্দীপ্ত হয়, তখন ঐ সকল বাধা পরাজিত হয়।

পরিণাম। সীয়োন পর্ব্বতে যাইতে তোমার যে এত বাঞ্ছা, ইহার কারণ কি?

খ্রীষ্টীয়ান। কারণ এই, যিনি মৃত ও ক্রুশে টাঙ্গান ছিলেন, তাঁহাকে সে স্থানে গিয়া জীবিত দেখিতে আশা করি; এবং যে২ বিষয় আজি পর্য্যন্ত আমার বাধা জন্মায়, সেখানে গিয়া তাহাহইতে মুক্ত হইতে বাঞ্ছা করি, কেননা ইহাও কথিত আছে, *সে স্থানে মৃত্যু নাই*; (যিশা ২৫; ৮। প্রকা ২১; ৪।) এবং মনের মত সঙ্গিদের সহিত সেখানে বাস করিব। ফলতঃ তিনি আমাকে ভারহইতে মুক্ত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে আমি ভাল বাসি এবং আমার অন্তরস্থ পাপরোগ অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অতএব যে স্থানে আমার আর মৃত্যু হইবে না, আমি সেই স্থানে গিয়া, যাঁহারা পবিত্র২ বলিয়া নিত্য পরমেশ্বরের স্তব করেন, তাঁহাদিগের সভাস্থ হইতে অতিশয় বাঞ্ছা করি।

প্রেমিকা খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী পুত্রাদি কেহ আছে?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, আমার স্ত্রী ও চারিটী সন্তান আছে।

প্রেমিকা। তাহাদিগকে সঙ্গে আন নাই কেন?

ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান রোদন করিতে২ কহিতে লাগিল, তাহারা সঙ্গে আইলে আমার অতিশয় আনন্দ হইত বটে,

কিন্তু আমার যাত্রাবিষয়ে তাহাদের কেহই সন্তুষ্ট কিম্বা সম্মত ছিল না।

প্রেমিকা। সে নগরে বাস করিলে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিবে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, আমাদিগের নগর ধ্বংসের বিষয়ে ঈশ্বর যাহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তথাথি তাহারা কিছুই প্রত্যয় করিল না; বরং তাহাতে আমি তাহাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম। (আদি ১৯; ১৪।)

প্রেমিকা। তাহাদের প্রতি তোমার উপদেশ যেন সফল হয়, এজন্যে কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলে?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ. তাহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ নিবন্ধনই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেহেতুক স্ত্রী ও সন্তাগণ আমার অতি প্রিয়।

প্রেমিকা। তোমার নিজ দুঃখ এবং সর্ব্বনাশের আশঙ্কা কি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলে? বোধ হয়, সেই সর্ব্বনাশ তুমি অতি স্পষ্টরূপেই দেখিয়াছিলে।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, তাহা আমি বারংবার বলিয়াছিলাম, এবং আমাদের মস্তকে পতনোন্মুখ বজ্রস্বরূপ বিচারের ভয়ে আমি যে নিতান্ত ভীত হইয়াছিলাম, তাহাও তাহারা আমার মলিন বদন, সজল নয়ন ও কম্পিত কলেবর দ্বারা জানিতে জানিতে পারিয়াছিল, তথাচ কিছুতেই আমার সহিত আসিতে সম্মত হইল না।

প্রেমিকা। তাহারা তোমার সহিত না আসিবার কোন কারণ তোমাকে বলিয়াছিল?

খ্রীষ্টীয়ান। আমার স্ত্রীর এই ভয় ছিল, পাছে তাহাকে এই জগৎসংসার পরিত্যাগ করিতে হয়; আর আমার

সন্তান সকল বাল্যামোদে মত্ত হইয়াছিল। এই প্রকার নানা বাধা বশতঃ তাহারা আমার সঙ্গে যাত্রা করিতে অসম্মত হইলে, আমাকে একাকী আসিতে হইল।

প্রেমিকা। তুমি আপনার সহিত আনিবার চেষ্টায় তাহাদিগকে যে২ কথা কহিয়াছিলে, তাহা ত নিজ সাংসারিকজনসুলভ আচরণদ্বারা নিষ্ফল কর নাই?

খ্রীষ্টীয়ান। শুনুন, আমার আচরণ প্রশংসনীয় নহে, আমি স্বীকার করি; কেননা আমার অনেক ক্রটি হইয়াছে, তাহা জ্ঞাত আছি। আর লোকে মিষ্টবাক্য বা যুক্তিদ্বারা যাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করিতে উদ্যোগ করে, তাহা যে আপন২ আচরণদ্বারা অতি শীঘ্র ব্যর্থ করিতে পারে, ইহাও আমি জানি। অতএব পাছে আমার কোন কুক্রিয়া দেখিয়া তাহারা যাত্রাবিষয়ে অনিচ্ছুক হয়, এই ভয়ে আমি অতি সাবধান ছিলাম, ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি। তাহারা আবার আমার সেই সাবধানতার দোষ ধরিয়া কহিত, তুমি চুল চিরিয়া আপনার বিচার করিয়া থাক; আমাদের দৃষ্টিতে যাহাতে পাপ নাই, তাহাও ত্যজ্য জ্ঞান করিতেছ। যদি আমার কোন আচরণে তাহাদের বাধা হইয়া থাকে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ, ও প্রতিবাসিদের অনিষ্ট করণে আমার নিয়ত বিরক্তিই, সেই কারণ।

প্রেমিকা। শুন, কাবিল ভ্রাতার প্রতি দ্বেষ করিত, (১যোহ ৩; ১২।) কারণ তাহার নিজ কর্ম্ম পাপময় ও ভ্রাতার কর্ম্ম ধর্ম্মময় ছিল। অতএব তোমার স্ত্রী ও পুত্রেরা যদি সেই জন্য তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহারা সৎকর্ম্মে আপন২ অসম্মতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছে; তুমি তাহাদের রক্তপাতে নির্দ্দোষ। (যিহি ৩; ১৯।)

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, দ্রাক্ষারস প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও মেজের উপরে স্থাপিত হইলে

তাঁহারা কথোপকথন ক্ষান্ত করিয়া ভোজনে বসিলেন। সেই সময়ে, পর্ব্বতের কর্ত্তা কি নিমিত্তে ও কিরূপে ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং আর কি২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই সকল বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের কথাদ্বারা আমি জানিলাম যে, তিনি এক জন অতি খ্যাত্যাপন্ন যোদ্ধা ছিলেন, এবং যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন। (ইব্রীয় ২; ১৪,১৫।) সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে আপনিও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আমি তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিলাম।

বিশেষতঃ, খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, এমত জনশ্রুতি আছে, এবং তাহা সত্যও বোধ হইতেছে যে, তিনি দেশের ও প্রজাদিগের প্রতি নিরতিশয় স্নেহ প্রযুক্ত আপনার অনেক রক্তপাত পূর্ব্বক ঐ সমস্ত ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন, এ জন্যে তাঁহার অনুগ্রহের গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তথায় উপস্থিত গৃহের অন্য কয়েক জন লোক কহিল, ক্রুশীয় মৃত্যুর পরে আমরা তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম, এবং আলাপ কালে যাহা তাঁহার নিজ মুখহইতে শুনিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিলাম, তিনি দীনহীন যাত্রিদিগকে এত স্নেহ করেন যে, পশ্চিম সীমা হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই। তাহারা এরূপ উক্তির প্রমাণও দিল, ফলতঃ দীনহীনের এই রূপ উপকার করণার্থে তিনি আপনাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যরহিত করিয়াছিলেন। সীয়োন পর্ব্বতে একাকী বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই, এমত স্পষ্ট কথাও তাঁহারই প্রমুখাৎ তাহারা শুনিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা আরো কহিল, যাহারা আজন্মভিক্ষুক এবং গোময়ের ঢিবিতে জাত, এমন অনেক যাত্রিকে তিনি রাজপুত্রস্বরূপ করিয়াছেন। (১ শমূ ২; ৮। গীত ১১৩; ৭,৮।)

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই রূপ কথোপকথন হইলে তাঁহারা

আপন২ রক্ষার ভার কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া শয়ন করিলেন। শান্তি নামে উপরিস্থ কুঠরীতে খ্রীষ্টীয়ানকে শয়নস্থান দেওয়া হইল। ঐ কক্ষের গবাক্ষ দিয়া সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিত। খ্রীষ্টীয়ান সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গিয়া প্রভাতকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই গীত গান করিতে লাগিল ;—

আহা, কি অপূর্ব্ব স্থানে এসেছি এখন।
যাত্রিক জনের তরে দেখি আয়োজন॥
আরো স্নেহ চেষ্টা দেখি যীশুর এমত।
ক্ষমিলেন পাপ তিনি হৈয়া দয়ান্বিত॥
এখনি যে দেখি আমি স্বর্গবাসিসম।
এত চমৎকার হৈল কি কারণে মম॥

প্রভাতঃকালে সকলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং খ্রীষ্টীয়ানের সহিত আরো অনেক কথোপকথন করিয়া কহিলেন, এই স্থানের আশ্চর্য্য বিষয় সকল না দেখিয়া যাইতে পারিবে না। তাঁহারা প্রথমতঃ অধ্যয়নগৃহে তাহাকে লইয়া গিয়া অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল দেখাইলেন। আমার মনে পড়িতেছে, তাঁহারা আগে ঐ পর্ব্বতের কর্ত্তার বংশাবলীগ্রন্থ তাহাকে দেখাইলেন ; তাহাতে লেখা ছিল, তিনি অনাদি, অনন্ত পরমেশ্বরের পুত্র। তিনি যাহা২ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত, ও যে শত২ লোককে গ্রহণ করিয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম, এবং কালের আবর্ত্তনে কিম্বা প্রকৃতির ক্ষয়শীলতাতে যে সমস্ত গৃহ জীর্ণ হয় না, এমন গৃহে তাঁহাদিগকে কি প্রকারে রাখিয়াছিলেন, তাহাও তাহাতে লিখিত ছিল।

তাঁহারা তাঁহার কোন২ সেবক কর্ত্তৃক সম্পন্ন মহৎকর্ম্মের বিবরণ পাঠ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানকে শুনাইতে লাগিলেন, বিশেষতঃ তাঁহারা কি প্রকারে রাজ্য পরাজয়, ধর্ম্ম প্রচলিত করেন, নানা প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, সিংহের মুখ বন্ধ

করেন, ও অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ করেন, খড়্গের ধার এড়ায়েন, দুর্ব্বলতা হইতে বল প্রাপ্ত হয়েন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হয়েন, এবং ভিন্নজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী ভগ্ন করেন, ইত্যাদি বিবরণ পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইলেন। (ইব্রী ১১; ৩৩,৩৪।)

যাহারা পূর্ব্বে সেই কর্ত্তাকে অত্যন্ত অপমান ও তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও অনুগ্রহের পাত্র-রূপে গ্রহণ করিতে তিনি কেমন ইচ্ছুক ছিলেন, এই প্রকার বিবরণ সম্বলিত ঐ প্রাচীন পুস্তকের কোন এক অংশ তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে পাঠ করিলেন। তদ্ভিন্ন সেই গ্রন্থে আরো অনেক প্রাচীন আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক বিবরণ ছিল, তাহাও খ্রীষ্টীয়ান দেখিল। বিশেষতঃ প্রাচীন ও বর্ত্তমান বিষয়, এবং শত্রুগণের ত্রাস ও বিস্ময়জনক এবং যাত্রিগণের আহ্লাদ ও সান্ত্বনাদায়ী ভবিষ্যদ্বাণী, এই সকলও খ্রীষ্টীয়ান দেখিল।

পর দিবস তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ানকে অস্ত্রগৃহে লইয়া গিয়া কর্ত্তা যাত্রিদিগের জন্যে যত প্রকার অস্ত্র অর্থাৎ খড়্গ, ঢাল, টোপর, বুকপাটা, সর্ব্বপ্রার্থনা এবং অক্ষয় পাদুকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাহাকে দেখাইলেন। নক্ষত্রসদৃশ অগণ্য লোকও যদি কর্ত্তার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে সজ্জিত করণার্থ এই অস্ত্রগৃহে প্রচুর অস্ত্র ছিল।

তদ্ভিন্ন তাঁহার দাসেরা যে সকল যন্ত্রদ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তাহার কতক২ তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ানকে দেখা-ইলেন, ফলতঃ মোশির যষ্টি এবং যে হাতুড়ী ও প্রেক দ্বারা যায়েল সীষরা নামক সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইলেন। আর যে তূরী ও প্রদীপদ্বারা গিদিয়োন মিদিয়ন দেশীয় সৈন্যসামন্ত সকলকে পরাভূত করিয়াছিলেন ও যে লৌহ অঙ্কুশ দ্বারা শম্‌গর ছয় শত লোককে বধ করিয়া-ছিলেন, ও যে শুষ্কহনূ লইয়া শিম্‌শোন্ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সে সকল তাহাকে দেখাইলেন। তদ্ভিন্ন দায়ূদ যে ফিঙ্গা

ও প্রস্তর দ্বারা জালূৎকে বধ করিয়াছিলেন এবং অতঃপর যুদ্ধার্থী হইয়া কর্ত্তা যে তরবারির দ্বারা পাপপুরুষকে বধ করিবেন, তাহাও দেখাইলেন। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টীয়ানকে আরও অনেক উত্তম বিষয় দেখাইলেন, তাহাতে সে বড় আপ্যায়িত হইল। পরে তাঁহারা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, প্রভাত হইলে খ্রীষ্টীয়ান গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করিল। তাঁহারা তাহাকে আর এক দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, কল্যে যদি পরিষ্কার দিবস হয়, তোমাকে রমণীয় পর্ব্বত সকল দেখাইব, তাহাতে তোমার অধিক শান্তি জন্মিতে পারিবে। কেননা এই স্থান অপেক্ষা ঐ পর্ব্বত সকল তোমার বাঞ্ছিত স্থানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইহাতে সে স্বীকৃত হইল। পর দিন তাহারা খ্রীষ্টীয়ানকে অট্টালিকার ছাদের উপর লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিগে দৃষ্টিপাত করিতে কহিলে, সে অতি দূরে উপবন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও নানা ফল পুষ্প এবং নির্ঝর ও সরোবরাদিতে পরিশোভিত অতি রমণীয় পর্ব্বতময় দেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ঐ দেশের নাম কি? তাঁহারা কহিলেন, ইম্মান্যূয়েলের রাজ্য; এই পর্ব্বতের ন্যায় উহাও যাত্রিদিগের সাধারণ স্থান। ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তুমি স্বর্গীয় রাজধানীর দ্বার দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান নিবাসি রাখালদিগকে জিজ্ঞাসিলে, তাহারা তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিবে।

খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে তাঁহারা সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পাছে সে পথি মধ্যে কোন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে তাহাকে সশস্ত্র করা আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহারা কহিলেন, আইস, আমরা পুনরায় অস্ত্রগৃহে যাই। সেই গৃহে গিয়া তাঁহারা অচ্ছেদ্য অভেদ্য নানা সাজে খ্রীষ্টীয়ানের আপাদমস্তক সাজাইয়া দিলেন। খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ সুসজ্জ ও বন্ধুবর্গের সহিত দ্বার পর্য্যন্ত

বহির্গত হইয়া, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বারবান, এই স্থান দিয়া কোন যাত্রিকে যাইতে দেখিয়াছ কি? দ্বারবান কহিল, হাঁ, দেখিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি তাহাকে চিনিয়াছ কি?

দ্বার। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে কহিল, আমার নাম বিশ্বাসী।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, হাঁ, আমি তাহাকে চিনি, সে আমার স্বদেশী, ও প্রতিবাসী; আমার জন্মভূমি হইতেই আসিয়াছে। যাহা হউক, সে এক্ষণে কত দূর গিয়া থাকিবে, তোমার অনুমান হয়?

দ্বার। সে এতক্ষণে পর্ব্বতের তলভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকিবে।

খ্রীষ্টীয়ান। হে দ্বারবান, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন, তুমি যে আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, এজন্য প্রভু সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন।

এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান দ্বারবানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং সতর্কা, ধর্ম্মিষ্ঠা, প্রেমিকা ও পরিণামদর্শিনী, পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে২ চলিলেন। পর্ব্বতের নিম্নস্থ পথের শির্ষদেশ পর্য্যন্ত তাঁহারা পূর্ব্বকথার প্রসঙ্গ করিতে২ গেলেন। তখন খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি দেখিতেছি, পর্ব্বতারোহণ যেমন কঠিন, অবরোহণও তদ্রূপ ভয়ানক। পরিণামদর্শিনী কহিলেন, তাহা সত্য, এই নিমিত্ত আমরা তোমার সহিত পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত যাওয়া স্থির করিয়াছি। এখন তুমি এই নম্রতারূপ যে নিম্নভূমিতে যাইতেছ, এপথে উছোট এড়ান মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। তখন এই সকল কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত সাবধান হইয়া নামিতে লাগিল, তথাচ দুই তিন বার তাহার পদস্খলন হইল।

আরো আমি স্বপ্নে দেখিলাম, খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে ক্রমে২ পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হইলে, তাহার সাহায্যকারিণীগণ তাহাকে একখানি রুটী এবং দ্রাক্ষারস-পূর্ণ একটী পাত্র, এবং এক গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল দিয়া স্ব২ গৃহে প্রস্থান করিলেন। খ্রীষ্টীয়ান একাকী অগ্রসর হইতে লাগিল।

নম্রতা নামক উপত্যকাতে খ্রীষ্টীয়ান বড় বিপাকে পড়িয়াছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর না হইতে হইতে সে আপল্লুয়োন নামক (প্রকা ৯; ১১) মহা দুরাত্মা ও ক্রূর এক অসুরকে মাঠের মধ্য দিয়া আপনার দিকে আসিতে দেখিল। সুতরাং ভীত হইয়া ফিরিয়া যাইবে, কি দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহা ভাবিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, যদি পশ্চাৎ ফিরিয়া যাই, তবে পৃষ্ঠে কোন আচ্ছাদন না থাকাতে সে অনায়াসে বাণ মারিয়া আমার পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিবে, এই ভাবিয়া প্রতিরোধ করিতে স্থির করিল; কেননা সে ভাবিল, অন্য সকল বাঞ্ছিত বিষয় দূরে থাকুক, আমার প্রাণরক্ষার নিমিত্তেও প্রতিরোধ করা আবশ্যক।

অতএব খ্রীষ্টীয়ান অগ্রসর হইল। অল্প ক্ষণের মধ্যে অসুরও নিকটবর্ত্তী হইল। সে দেখিতে অতি বিকটাকার; তাহার সর্ব্বাঙ্গ মৎস্যের ন্যায় আঁইষে আবৃত. (ঐ আঁইষ তাহার অহঙ্কারের বিষয় ছিল,) সে নাগের ন্যায় পাখাবিশিষ্ট, ভল্লূকের ন্যায় হস্ত পদবিশিষ্ট এবং সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট; আর তাহার উদর হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম বিনির্গত হইতেছিল। সে খ্রীষ্টীয়ানের সম্মুখে আসিয়া হেয়ঃ দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাকে কহিতে লাগিল, তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্, এবং কোথায় যাইবি?

খ্রীষ্টীয়ান। যে স্থানে সকল অমঙ্গল বাস করে, সেই ধ্বংস্য নগর হইতে আমি আসিয়াছি, এবং সীয়োন নগরে যাইব।

আপল্লুয়োন। হাঁ২, তোর কথায় জানিলাম, তুই আ

মার প্রজা, কেননা সে সমস্ত দেশ আমার, আমি তাহার একাধিপতি; (২ করি ৪; ৪।) তুই কি জন্যে স্বীয় রাজার দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিস্? ইহার পরে তুই আমার সেবা করিবি, এমন আশা যদি না থাকিত, এক চপেটা-ঘাতেই তোকে মারিয়া ফেলিতাম।

খ্রীষ্টীয়ান। আমি তোমার অধিকার মধ্যে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার সেবা বড় কঠিন, এবং তোমার দত্ত বেতনে লোকের জীবন ধারণ করা অসাধ্য, কেননা পাপের বেতন মৃত্যু (রোম ৬; ২৩।), অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই আমি অন্যং বুদ্ধিমান লোকের ন্যায় নিজ মঙ্গলের উপায় দেখিতে লাগিলাম।

আপ। আপন প্রজাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দেয়, এমন রাজা কে আছে রে? আমিও তোকে ছাড়িয়া দিব না, ফিরিয়া চল্; সেবা ও বেতনের বিষয়ে আপত্তি করিতেছিস্, আচ্ছা, এখন চল্, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার দেশে যাহা২ উৎপন্ন হয়, তাহা পাইবি।

খ্রীষ্টীয়ান। এখন আমি রাজাধিরাজের শরণ লইয়াছি; তোমার সঙ্গে কেমন করিয়া যাইতে পারি?

আপ। তুই ঘোলের লোভে দুগ্ধ ত্যাগ করিয়াছিস্; কিন্তু যাহারা তাহার শরণ লয়, দিন কতক তাহার সেবা করিয়া পরে ফাঁকি দিয়া আমার কাছে ফিরিয়া আইসে; তুইও তাই কর্, কোন গোল থাকিবে না।

খ্রীষ্টীয়ান। আমি শপথ পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করত প্রজা হইয়াছি; এখন ফিরিয়া গেলে কি বিদ্রোহী গণিত ও দণ্ডার্হ হইব না?

আপ। আমার সঙ্গে ত তুমি তাহাই করিয়াছ। তথাপি এখনও যদি ফিরিয়া আইস, আমি সেই সকল দোষ ক্ষমা করিতে সম্মত আছি।

খ্রীষ্টীয়ান। আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা বাল্যকালে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি জানি, যে রাজার পতাকার নীচে এখন আসিয়াছি, তিনি আমাকে সে দোষ হইতে মুক্ত এবং তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া যে২ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহাও মার্জ্জনা করিতে পারেন। অতএব হে, সর্ব্বগ্রাসি আপল্লুয়োন, আমি তোমার অপেক্ষা তাঁহার সেবা, শাসন, বেতন, ভৃত্যবর্গ, সংসর্গ ও রাজ্য অধিক ভাল বাসি, ইহা নিশ্চয় জানিও। আমাকে নিজ মতে লওয়াইতে ক্ষান্ত হও, কেননা আমি তাঁহার সেবক, বাস্তবিকই তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিব।

আপ। যখন একটু স্থির হইবে, তোমার এই গন্তব্য পথে কত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখিও। আমার পথত্যাগ ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে তাহার প্রায় সমস্ত ভৃত্যের পরিণামে কি দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা তুমি জান। তাহাদের কত জন অপমান ও লজ্জাজনক মৃত্যু ভোগ করিয়াছে। তবু তুমি যে আমার সেবা অপেক্ষা তাহার সেবা অধিক ভাল বাস, ইহার করণ কি? কিন্তু দেখ, সেবকেরা আমার হস্তে পড়িয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও সে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে গৃহ হইতে এক বার বাহিরও হয় না; কিন্তু আমার বিশ্বস্ত সেবকেরা তাহার কিংবা তাহার লোকের হস্তগত হইলে আমি বলে হউক, ছলে হউক, কত বার তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি, ইহা সকলেই জানে; আমি তদ্রূপ তোমাকেও মুক্ত করিব।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহার কারণ এই, তাহাদিগের প্রেম আছে কি না, এবং তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতে আশক্ত থাকে কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্তে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে তিনি বিলম্ব করেন। কিন্তু তুমি যে পরিণামে দুঃখের কথা বলিতেছ, তাহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়; তাহারা ক্ষণিক মুক্তির

অপেক্ষা করে না, গৌরবের প্রতিক্ষায় থাকে; কেননা যখন তাহাদের রাজা দূতগণের ও স্বীয় মহিমায় আসিবেন, তখন তাহারা সেই গৌরব লাভ করিবে।

আপ। ভাল, তুমি পূর্ব্বে তাঁহার সেবা সম্বন্ধে অবিশ্বস্ত দাস ছিলে, তবে এক্ষণে কি প্রকারে তাঁহার কাছে পারিতোষিকের প্রত্যাশা করিতে পার?

খ্রীষ্টীয়ান। হে আপল্লুয়োন, আমি কোন্ বিষয়ে তাঁহার কাছে অবিশ্বস্ত হইয়াছি?

আপ। তাহা বুঝি এখন মনে পড়ে না। যাত্রার আরম্ভে নৈরাশ্যপঙ্কে পড়িয়া তোমার নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল। তোমার প্রভু যে পর্য্যন্ত তোমার পৃষ্ঠের ভার পৃষ্ঠ হইতে না তুলিয়া লয়, তাবৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকা তোমার উচিত ছিল; তুমি তাহা না করিয়া ভার হইতে মুক্ত হইবার জন্যে অযথা উপায়াবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলে। তদ্ভিন্ন পাপনিদ্রাবশে স্বীয় বহুমূল্য বস্তু হারাইয়াছিলে এবং সিংহ দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার প্রায় উদ্যোগ করিয়াছিলে। আরও বলি, এই যাত্রার বিষয়ে এবং যাহা২ শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, তদ্বিষয়ে কোন কথা কহন কালে তুমি মনে২ আত্মশ্লাঘার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, যা বলিলে সকলই সত্য, বরং আমার অনেক দোষ তুমি বল নাই, তথাচ আমি যে রাজার সেবা ও আরাধনা করি, তিনি দয়াশীল এবং সর্ব্বদা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। তোমার রাজের মধ্যে বাল্যকাল যাপন করাতে মাতৃস্তন্যের সহিত এই সকল ত্রুটি আমাতে সঞ্চারিত হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহার ভারে দুঃখিত ও কাতর হওয়াতে, প্রভু হইতে সে সকলের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিজ বাক্যের বিপরীতে এই সকল কথা শ্রবণে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হওয়াতে আপল্লুয়োন কহিল, আমি তোর সেই

রাজার শত্রু। তাহাকে, তাহার লোকদিগকে কি তাহার ব্যবস্থা তৃণজ্ঞান করি। অতএব তোর অগ্রগমন প্রতিরোধ করিতে এখানে আসিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। আপল্লুয়োন, আমি রাজপথে—পবিত্রতার মার্গে দাঁড়াইয়া আছি, অতএব সাবধান!

ইহাতে আপল্লুয়োন দুই পা বিস্তারিত করিয়া সমস্ত পথ রোধ করিয়া কহিতে লাগিল, তুই মরিতে প্রস্তুত হ। এ বিষয়ে আমি নির্ভয়; নরকের দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুই এই স্থানে, আমার হাতে প্রাণ হারাইবি, আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারিবি না। এই বলিয়া সে খ্রীষ্টীয়ানের বুকে একটি অগ্নি বাণ মারিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তস্থিত ঢালদ্বারা নিবারণ করিয়া বিপদ এড়াইল।

তদনন্তর খ্রীষ্টীয়ান যুদ্ধ করণের সময় উপস্থিত দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র সকল ধারণ করিলে, আপল্লুয়োন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় অনর্গল বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু যথাসাধ্য সাবধান হইলেও মস্তক, হস্ত ও চরণে আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিল। ইহা দেখিয়া আপল্লুয়োন পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। খ্রীষ্টীয়ানও সাহস পাইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। এই রূপে দুই প্রহরের অধিক কাল ঘোর যুদ্ধ হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ ক্ষীণ হইতে লাগিল, কারণ ক্ষত প্রযুক্ত উত্তরোত্তর তাহার বল হ্রাস পাইতেছিল।

আপল্লুয়োন এই অবসরে বেগে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে এমন আক্রমণ করিল যে, তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ঘূরিয়া ভূমিতে পড়িল, এবং তাহার তরবার হস্তহইতে খসিয়া পড়িল। তখন আপল্লুয়োন কহিল, কেমন? এখন যাইবি কোথায়? অনন্তর খ্রীষ্টীয়ানের উপরে পড়িয়া তাহাকে চাপিয়া মারিবার উদ্‌যোগ করিল; তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান জীবনের বিষয়ে



নিরাশ হইতে লাগিল। কিন্তু আপল্লুয়োন শেষ আঘাত না করিতে করিতে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে খ্রীষ্টীয়ান ঝটিতি হাত বাড়াইয়া তরবারি হস্তগত করিয়া কহিল, রে শত্রো, তুমি আমার প্রতিকূলে আনন্দ করিও না; পড়িয়াছি বটে, কিন্তু এখনি আমি উঠিব। (মিখা ৭; ৮।) এই কথা কহিয়া তাহাকে সজোরে এমন অস্ত্রাঘাত করিল যে, আপল্লুয়োন সাংঘাতিকরূপে আহত ব্যক্তির ন্যায় পশ্চাৎ হটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলে নিতান্ত বিজয়ী হই। (রোমি ৮; ৩৭।) অনন্তর সে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, তাহাতে আপল্লুয়োন পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া পলাইল,—খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। (যাকো ৪; ৭।)

এই যুদ্ধের সময়ে আপল্লুয়োন যেরূপ আস্ফালন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিল, এবং নাগের ন্যায় যে সকল কথা কহিয়াছিল আর বিদীর্ণচিত্ত খ্রীষ্টীয়ান যে প্রকার আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা না দেখিলে ও শুনিলে বর্ণন করা অসাধ্য। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান যে পর্য্যন্ত স্বীয় দ্বিধার খড়্গ দ্বারা আপল্লুয়োনকে সংঘাতিক আঘাত না করিয়াছিল, তাবৎ তাহার একবারও প্রসন্নমুখ দেখি নাই; পরে সে হাস্যবদনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিল। ঐ যুদ্ধের ন্যায় ভয়ানক দর্শন আমি কখন দেখি নাই।

যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যিনি আমাকে সিংহের গ্রাসহইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আপল্লুয়োনের সহিত যুদ্ধে সাহায্য করিলেন, এই স্থানে তাঁহার প্রশংসা করিব। পরে সে এই গান করিতে লাগিল;—

ভতের এই, পতি হয় যেই,
  মহাবাল্‌সিবূব্ মোরে নাশিতে;
ছিল সে চেষ্টায়, পাঠালে ইহায়,

এই কর্ম্মহেতু মোর কাছেতে।
পরে ঐ জন, নারকি দুর্জ্জন,
অতিশয় রাগে মত্ত হৈয়া ;
আমার সহিতে, প্রচণ্ড রূপেতে,
প্রবৃত্ত যুদ্ধেতে হলো আসিয়া।
কিন্তু মীখেল তিনি, আশীষ প্রাপ্ত যিনি,
করিলেন আমার সাহায্য অতি ;
আমি তো সত্বরে, এই তলোয়ারে,
করিলাম তারে বিমুখগতি।
এই হেতু আর, সর্ব্বদা তাঁহার,
ধন্যবাদ আর স্তুতি করিয়া ;
করি সে ধর্ম্মেরো, প্রশংসা তাঁহারো,
না দেখি যাহারো পার ভাবিয়া।

অনন্তর অমৃত বৃক্ষের কয়েকটী পত্রযুক্ত একখানি হস্ত সম্মুখে প্রসারিত হইলে, খ্রীষ্টীয়ান তাহা লইয়া ক্ষত স্থানে দিবামাত্র সুস্থ হইল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে রুটী ও দ্রাক্ষাফল পাইয়াছিল, সেই স্থানে বসিয়া সে তাহা ভোজনও করিল। শ্রান্তিদূর হইলে, পাছে আর কোন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয়, এই ভয়ে তরবারি হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার গমনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু এই উপত্যকামধ্যে আপল্লুয়োনের উৎপাতে আর পড়িল না।

এই উপত্যকার সীমান্তে মৃত্যুচ্ছায়া নামে অন্য একটী উপত্যকা ছিল, তাহার মধ্য দিয়া রাজধানীর পথ গিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয়ানকে সেই উপত্যকা দিয়াই যাইতে হইল যিরিমিয়াহ ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,— সেই প্রান্তর জঙ্গল ও গর্ত্তময় ভূমি, ও নির্জ্জল ও মৃত্যুচ্ছায়া স্বরূপ অঞ্চল, ও পথিকহীন ও নিবাসিবর্জ্জিত। (যিরি ২ ; ৬।)

খ্রীষ্টীয়ান আপল্লুয়োনের সহিত যুদ্ধে যেরূপ বিপন্ন

হইয়াছিল,এই স্থান দিয়া গমনে তাহা হইতে অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। পশ্চাল্লিখিত বিবরণ পাঠে তাহা জানিতে পারিবে।

---

১০ অধ্যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, খ্রীষ্টীয়ান মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকার নিকটে উপস্থিত হইলে দুই জন মনুষ্য বেগে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। পূর্ব্বকালে যাহারা উত্তম দেশের মন্দ সমাচার আনিয়াছিল, ঐ দুই জন তাহাদের বংশোদ্ভব। তাহাদের সহিত খ্রীষ্টীয়ানের এই রূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।—

প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথায় যাইতেছ?

তাহারা। আমরা ফিরিয়া যাইতেছি; প্রাণ রক্ষার এবং মঙ্গলের বাঞ্ছা থাকে ত তুমিও ফিরিয়া চল।

খ্রীষ্টীয়ান। কেন—কারণ কি?

তাহারা। কারণ?—তুমি যে পথে যাইতেছ, আমরাও সেই পথে গিয়াছিলাম, এবং যতদূর সাহস হইয়াছিল, ততদুর গিয়াছিলাম, আর ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু আর খানিক দূর গেলে তোমাকে আসিয়া সংবাদ দিতেও পারিতাম না।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমাদের প্রতি কি ঘটিয়াছে?

তাহারা। আমরা প্রায় মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকাতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বড় ভাগ্য যে, সেই স্থানে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বেই আপদ দেখিতে পাইয়া পলাইয়াছি। (গীত ৪৪; ১৯। ৫৭; ১০।)

খ্রীষ্টীয়ান। তোমরা সেখানে কি দেখিয়াছ?

তাহারা। কি দেখিয়াছি?—আমরা দেখিলাম, সেই উপত্যকা ঘোরতর অন্ধকারময়, এবং নিরয়ের ভূত প্রেত নাগ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তাহা ছাড়া সেখানে অকথ্য যন্ত্রণাগ্রস্ত

ব্যথিত এবং শৃঙ্খলবদ্ধ মনুষ্যদিগের নিরবচ্ছিন্ন আর্ত্তনাদ এবং হাহাকার শব্দ শুনিলাম। সেই স্থান ব্যাকুলতাজনক বৈক্লব্যমেঘে আচ্ছাদিত, এবং তাহার উপরে মৃত্যু সর্ব্বদা পাখা মেলিয়া রহিয়াছে। অধিক কি কহিব? সে স্থান নিতান্ত দুর্গম, ভয়ঙ্কর ও বিশৃঙ্খল। (ইয়োব ৩; ৫। ১০; ২২।)

খ্রীষ্টীয়ান। আমার বাঞ্ছিত স্থানের পথ যে এই উপত্যকা দিয়া যায় নাই, তোমাদের বাক্যে ইহার প্রমাণ হইতেছে না। (গীত ৪৪; ১৮, ১৯। যিরি ২; ৬।).

তাহারা। তবে সে পথে তুমি যাও—আমরা এমন পথে যাইতে চাহি না।

ইহা কহিয়া তাহারা চলিয়া গেল। পাছে আর বার কোন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয় প্রযুক্ত মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

আমি স্বপ্নে আরও দেখিলাম, উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্ব-দিয়া বরাবর একটা অত্যন্ত গভীর খাত আছে; অন্ধ পথদর্শক ও তাহাদের অন্ধ অনুগামিরা যুগে২ ঐ খাতে পড়িয়া বহুকষ্টে নিহত হইয়াছে। পথের বাম পার্শ্বে ভয়ানক এক পঙ্কভূমি আছে, তাহাতে কোন সৎ লোক পড়িলেও পা রাখিবার স্থান পান না। এই পঙ্কভূমিতে একবার দায়ূদ রাজা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু যিনি উদ্ধার করিতে সক্ষম, তিনি যদি তাঁহাকে উদ্ধার না করিতেন, ঐ রাজর্ষিও মগ্ন ও বিনষ্ট হইতেন। (গীত ৫৯; ১৪।)

পথটী নিতান্ত সংকীর্ণ হওয়াতে ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ানও অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল; কারণ অন্ধকারে খাতে পড়িবার ভয়ে সাবধান হইতে গেলে পঙ্কে পড়িবার উপক্রম হয়; আবার পঙ্কভুমি বিষয়ে সাবধান হইতে গেলে খাতে পতনোন্মুখ হয়। এই রূপে সে অগ্রসর হইতে২ যে বিলাপ করিয়াছিল, তাহা আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম, কেননা পূর্ব্ব

আপদ ব্যতিরেকে ঐ স্থানে ঘোরতর অন্ধকার ছিল; এজন্য সে যখন অগ্রসর হইবার মানসে পা তুলিত, তখন কোথায় এবং কিসের উপরে পা ফেলিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিত না।

উপত্যকার প্রায় মধ্যস্থলে পথের অতি নিকটে আমি নরকদ্বার দেখিলাম। তখন খ্রীষ্টীয়ান মনে২ ভাবিল, এখন কি করিব? অনন্তর হুহু শব্দে অগ্নিশিখা, ধূম ও অগ্নিকণা সেই স্থানহইতে অবিরত প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইতে লাগিল। আপল্লুয়োন খ্রীষ্টীয়ানের তলবার দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, কিন্তু এই ধূমাদি ভীত না হইয়া আরো নির্ভীকরূপে উঠিতে লাগিল। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান তরবারি কোষে রাখিয়া সর্ব্বপ্রার্থনা নামে অন্য একটী অস্ত্র ধারণ করিল। তখন আমি তাহাকে কাঁদিতে২ এইরূপ প্রার্থনা করিতে শুনিলাম,—হে প্রভো, বিনয় করি, আমার প্রাণ রক্ষা করুন। এই রূপে সে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেও অগ্নিশিখা যেন তাহার আরো নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আবার ইতস্ততো বিচরণকারি ভূতের চীৎকার শব্দ শ্রবণগোচর হওয়াতে কখন২ তাহার এমন বোধ হইল যে, এবার আমাকে চূর্ণীকৃত বা পথস্থিত কর্দ্দমের ন্যায় দলিত হইতে হইবে। এই রূপে খ্রীষ্টীয়ান দুই তিন ক্রোশ পথ ঐ ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে২ ও সাংঘাতিক শব্দ শুনিতে২ গেল। পরে আপনার দিগে আগমনকারী ভূতসমূহের শব্দ শুনিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি করা কর্ত্তব্য, ইহা ভাবিতে লাগিল। সে কখন২ ফিরিয়া যাইতে মানস করিল, এবং কখন২ ভাবিল, অনেক আপদ উত্তীর্ণ হইয়া এই উপত্যকার অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, এখন অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা ফিরিয়া যাওয়া অধিক আপদের বিষয়। সে অগ্রসর হইতে সংকল্প করিল। তথাচ ঐ ভূত সকল ক্রমে২ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

তখন খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মহাচীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, আমি ঈশ্বরের বলে গমন করিব। এই কথা শুনিয়া ভূতেরা পিছাইয়া গেল, আর নিকটে আইল না।

একটি কথা না বলিলে নয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, নিরীহ খ্রীষ্টীয়ান এই সময়ে এত বিহ্বল হইয়াছিল যে, আপনারি রব আপনি বুঝিতে পারিল না। আমি যে প্রকারে ইহা বুঝিতে পাইয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি। দাহ্যমান গর্ত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দুষ্টদিগের এক জন নীরবে তাহারি পশ্চাদ্দিগে আসিয়া ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া ঈশ্বরনিন্দাসূচক অনেক কথা কহিল, তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ভাবিল, তাহারই মনে এসকল কথার উদয় হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে যাঁহাকে এত প্রেম করিতাম, সম্প্রতি তাঁহার নিন্দা করিতেছি, ভাবিয়া অন্য সময় অপেক্ষা এক্ষণে সে অধিক ব্যথিত হইল। পার্য্যমানে সে এরূপ ভাবিত না। কিন্তু আপনার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিতে কিম্বা সেই ঈশ্বরনিন্দা কোথাহইতে আসিতেছে, ইহাও জানিতে পারিল না।

এই রূপ ব্যথিত অন্তরে একাকী অনেক পথ গমন করিলে পর খ্রীষ্টীয়ান যেন অগ্রগামী কাহার মুখে এই রূপ রব শুনিতে পাইল,—আমি যখন মৃত্যুচ্ছায়ারূপ উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গী। (গীত ২৩ ; ৪।)

এই রব শুনিয়া সে আহ্লাদিত হইল।—প্রথমতঃ, সে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিল যে, এই উপত্যকাতে তাহার সহিত ঈশ্বরভক্ত মনুষ্যও আছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সে আরও অনুমান করিল, এমন ঘোর অন্ধকারে ও বিপদকালেও ঈশ্বর তাঁহাদিগের সঙ্গে আছেন। এই স্থানের বাধাপ্রযুক্ত যদিও টের পাই না, তথাচ তিনি আমারও সঙ্গে আছেন।

তৃতীয়তঃ, ইহাতে সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গ ধরিতে বাসনা করিল। খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ গমন করিয়া ঐ অগ্রগামি ব্যক্তিকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু সেও একাকী ছিল, ভয়ে কি উত্তর দিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। কিঞ্চিৎ কাল পরে প্রভাত হইলে খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তিনি মৃত্যুচ্ছায়ারূপ রজনীকে প্রভাতে পরিণত করিয়াছেন। (আমোষ ৫ ; ৮।)

প্রভাত হইল, খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া দেখিতে লাগিল,—প্রত্যাগমনের মানসে নহে, কিন্তু অন্ধকারে কি প্রকার বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, দিবালোকে তাহা দেখিবার মানসে, পশ্চাদ্দৃষ্টি করিল। সে এখন স্পষ্টতররূপে এক দিকের গর্ত্ত, ও অপর দিকের পঙ্কভূমি এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথের সংকীর্ণতা দেখিতে পাইল। সেই অতল গর্ত্তের ভূত, প্রেত ও নাগদিগকেও দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহারা দূরবর্ত্তী ছিল, দিবালোক প্রযুক্ত নিকটে আসিতে পারিল না। তথাপি "তিনি অন্ধকারাবৃত গভীর স্থানকে প্রকাশ করেন ও মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোর মধ্যে আনয়ন করেন," এই লিখিত বাক্যানুসারে তাহারা তাহার নয়নগোচর হইল। (ইয়ো ১২ ; ২২।)

এক্ষণে বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান বড় চমৎকৃত হইল। এই সকল বিপদে সে পূর্ব্বে যদিও বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিল, তথাপি এক্ষণে দিবালোকে তৎসমুদয় সে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। এই সময়ে সূর্য্য উদয় হইতে লাগিল। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান আপনাকে আরো অনুগৃহীত বোধ করিল।

পাঠক, তোমাকে এই স্থানে মনে করিতে হইবে যে মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকার প্রথম ভাগ অধিকতর বিপদপূর্ণ। ফলতঃ খ্রীষ্টীয়ান যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, তদবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পাঁশ, ফাঁদ, জাল, পিচ্ছলতা, খাত্ত, গর্ত্ত ও অন্ধ কূপ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। অতএব প্রথমাংশের মত এখানে

যদি ঘোর অন্ধকার হইত, খ্রীষ্টীয়ানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাহা হারাইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু ঠিক এই খানে সূর্য্যোদয় তাহার পক্ষে বড় উপকারী হইয়া উঠিল। তখন খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার মস্তকের ঊর্দ্ধে তাঁহার প্রদীপ উজ্জ্বল, এবং তাঁহার আলোক সহকারে আমি অন্ধকারেও গমন করি। (ইয়োব ২৯; ৩।)

খ্রীষ্টীয়ান দিবালোকে উপত্যকার শেষাংশে উপস্থিত হইল। তখন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, উপত্যকার শেষাংশে মনুষ্যদিগের, ফলতঃ যাহারা ঐ পথ দিয়া পূর্ব্বে গমন করিয়াছিল, এমন অনেক যাত্রিকের রক্ত, অস্থি, ভস্ম, কবন্ধ পতিত রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম, ইহার কারণ কি? ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ অগ্রে দৃষ্টি পড়াতে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। ঐ গুহাতে পূর্ব্বকালে পাপা ও দেবপূজক নামে দুই জন রাক্ষস বাস করিত, এবং তাহাদেরই অত্যাচারে নির্দ্দয় রূপে যে সকল লোক হত হইয়াছে, তাহাদের রক্ত, অস্থি, ভস্মাদি পতিত রহিয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান সেই স্থানে বিশেষ বিপন্ন না হইয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইলাম, কিন্তু শেষে শুনিলাম যে, দেবপূজক নামক রাক্ষসটা অনেক দিন হইল মরিয়াছে, এবং অন্য রাক্ষসটা বাঁচিয়া থাকিলেও অত্যন্ত বার্দ্ধক্য বশতঃ জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। আর যৌবনকালে বার২ যুদ্ধ করাতে তাহার অস্থিসন্ধির বন্ধনী সকল এমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছে যে, চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে; কেবল গুহাদ্বারে বসিয়া আপনার নখ কামড়ায় ও পথগামী যাত্রিদিগের প্রতি দাঁত সিকটিয়া উঠে—সে তাহাদের নিকটে আর আসিতে পারে না।

আমি দেখিলাম, খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে আপন পথে গমন করিতে২ গুহাদ্বারে বৃদ্ধ রাক্ষসকে উপবিষ্ট দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল; কেননা ঐ রাক্ষস পশ্চাৎ২ তাড়া করিতে না



পারিলেও তাহাকে কহিল, যে পর্য্যন্ত তোমাদের আর সকলে অগ্নিতে ভস্ম না হয়, তাবৎ তোমরা কখনো ভাল মানুষ হইবে না। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান নীরব থাকিয়া সাহস দেখাইয় অগ্রসর হইল, কোন মতে বিপদগ্রস্ত হইল না। পরে সে এই গান করিতেং চলিল ;—

সেই দুঃখদায়ি স্থানে, রক্ষা পাইয়াছি প্রাণে,
ত্রিভুবনে এ কি চমৎকার।
ঐ স্থানহইতে যিনি, মুক্ত করিলেন তিনি,
ধন্য হোন দয়ার আধার॥
ইহার অধিক আর, কি কহিব কহা ভার
অসমর্থ কিঞ্চিৎ কহাতে।
যেহেতুক অন্ধকার, স্থলীমধ্যে ভয়ঙ্কর,
নানা জন্তু আছয়ে তাহাতে॥
আমাকে বেষ্টন করে, অতিশয় ঘোরতরে,
প্রেত পাপ বিষম পথেতে।
অনর্থক অকর্ম্মণ্য, আমি অতিশয় খিন্ন,
আছিলাম তখন মনেতে॥
আমি অতি শিশুমতি, জ্ঞানহীন মূর্খ অতি,
নানারূপে আমাকে আমোদে।
ধরিতে ফেলিতে আর, বেষ্টনাদি করিবার,
পূর্ণ ছিল পথ গর্ত্ত ফাঁদে॥
এতাদৃশ পথমধ্য, পতন বন্ধন অদ্য,
না হইল বাঁচিনু কষ্টেতে।
মুকুট জন্মিল যাহা, ইহাতে ধরুন তাহা,
কীর্ত্তিরূপ যীশু মস্তকেতে॥

১১ অধ্যায়

যাত্রিদিগের দূরদর্শনের নিমিত্তে যে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত নির্ম্মিত ছিল, খ্রীষ্টীয়ান গমন করিতে২ তাহার উপরে আরোহণ ও দৃষ্টিপাত করিয়া বিশ্বাসী নামক এক ব্যক্তিকে অগ্রে গমন করিতে দেখিল। খ্রীষ্টীয়ান উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, দাঁড়াও২, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। এই কথা শুনিয়া বিশ্বাসী ফিরিয়া তাকাইল। সে উচ্চৈঃস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, আমি যতক্ষণ তোমার সঙ্গ না ধরি, ঐ স্থানে থাকি। কিন্তু বিশ্বাসী কহিল, না; আমি প্রাণ হাতে করিয়া যাইতেছি, কেননা রক্তের প্রতিফলদাতা আমার পিছনে আসিতেছেন।

ইহাতে খ্রীষ্টীয়ান কিছু দুঃখিত হইয়া যথাশক্তি দ্রুত-গমন করিল, এবং অবিলম্বে বিশ্বাসির লাগাইল ধরিয়া, আবার তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল; তাহাতে শেষের ব্যক্তি প্রথম হইল। সহযাত্রির অগ্রগামী হওয়াতে, খ্রীষ্টীয়ান আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক দর্প করিয়া হাসিতে লাগিল; এই হেতু পাদক্ষেপ বিষয়ে সাবধান না হওয়াতে, অকস্মাৎ এমনি উছোট খাইয়া পড়িল যে, যাবৎ ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তি আসিয়া না তুলিল, তাবৎ সে উঠিতে পারিল না।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা উভয়ে প্রণয়ভাবে গমন করিতে লাগিল, এবং এ যাত্রায় যাহার প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, সেই বিষয়ে মধুর আলাপ করিতে২ চলিল।

খ্রীষ্টীয়ান। হে সম্মান ও প্রীতিভাজন ভ্রাতঃ, আমি যে তোমার লাগাইল ধরিয়াছি, এবং এই মনোহর পথে সখ্যভাবে একত্র গমনের নিমিত্তে ঈশ্বর যে আমাদের এক স্বভাব করিয়াছেন, ইহাতে আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে।

বিশ্বাসী। হে প্রিয় বন্ধো, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদের নগর হইতেই তোমার সঙ্গে আসিতে পারিব, কিন্তু

তুমি আমার আগে বেরিয়ে পড়াতে এই পথে এত দূরে আমাকে একাকীই আসিতে হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয়ান। অ'মার যাত্রার পর তুমি সেই ধ্বংস্য নগরে কত দিন ছিলে?

বিশ্বাসী। যত দিন থাকিতে পারিয়াছিলাম; কেননা তোমার যাত্রার পরেই এই কথা উঠিল যে, অল্প দিনের মধ্যেই স্বর্গ হইতে অগ্নি আসিয়া আমাদের নগর পুড়িয়া ভস্ম হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। প্রতিবাসিরা কি এই রূপ কথোপকথন করিয়াছিল?

বিশ্বাসী। হাঁ; দিনকতক ঐ কথা সকলেরই মুখে ছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। তবে সেই আপদ্‌হইতে মুক্ত হইবার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ যে বড় আইল না?

বিশ্বাসী। এই বিষয়ে যদিও সেখানে অনেক কথা হই য়াছিল, তথাপি কেহ যে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কেননা পরস্পর কথোপকথন কালে আমি অনেককে তোমার ও তোমার এই যাত্রার বিষয়ে বিদ্রূপ করিতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গহইতে গন্ধক ও অগ্নি পতিত হইয়া আমাদের দেশ যে নষ্ট হইবে, আমার এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এবং এখনও আছে; এই কারণ পলাইয়া আসিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। আমাদের প্রতিবাসি সুখনম্যের বিষয়ে কি কোন কথা শুন নাই?

বিশ্বাসী। শুনিয়াছি, সে তোমার সঙ্গে নৈরাশ্যপঙ্ক পর্য্যন্ত গিয়া পঙ্কমধ্যে পড়িয়াছিল, অনেকে এই রূপ কহিত; কিন্তু সে ইহা অস্বীকার করিয়াছিল। আমি তাহা সত্য জ্ঞান করি, কেননা তাহাকে সেই প্রকার পঙ্কে লিপ্ত দেখিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। প্রতিবাসিরা তাহাকে কি বলিল?

বিশ্বাসী। ফিরিয়া যাওয়ার পর তাহাকে সকলেই নানা প্রকার বিদ্রূপ ও তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব, তাহাকে এক্ষণে প্রায় কেহ কর্ম্ম কায দেয় না; নগর পরিত্যাগের পূর্ব্বে তাহার যে দশা ছিল, এক্ষণে তাহার তাহা অপেক্ষা সপ্তগুণ মন্দ দশা হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয়ান। সে কেমন? সে যে পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রতিবাসিরাও যদি সেই পথ তুচ্ছ বোধ করে, তবে তাহার প্রতি এত দ্বেষ করে কেন?

বিশ্বাসী। তাহারা কহে, ঐ ব্যক্তি অস্থিরমনা, উহার মতির স্থিরতা নাই, উহাকে ফাঁসি দেও। আমার অনুমান হয়, সৎপথ ত্যাগ করাতে তাহাকে হাস্যাস্পদ ও অখ্যাতির পাত্র করিবার জন্য ঈশ্বর তাহার শত্রুদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন। (যিরি ২৯; ১৮, ১৯।)

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, আসিবার পূর্ব্বে কি তাহার সহিত তোমার কোন কথা হইয়াছিল?

বিশ্বাসী। এক দিন নগরের পথে তাহাকে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কোন কথা হয় নাই; কেননা সে আমাকে দেখিয়া আপন কার্য্য প্রযুক্ত আপনি লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল।

খ্রীষ্টীয়ান। আমার প্রথম আগমনকালে তাহার বিষয়ে কিছু ভরসা ছিল, কিন্তু এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, নগরধ্বংসের সময়ে সেও নষ্ট হইবে; কেননা "কুক্কুর আপন বমির প্রতি ও ধৌত শূকর কর্দ্দমে গড়াগড়ি দিতে আর বার ফিরে," এই সত্য দৃষ্টান্তকথা তাহারি প্রতি খাটে। (২ পিতর ২; ২২।)

বিশ্বাসী। হাঁ, আমারও তাহার বিষয়ে ঐ রূপ আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাহা ঘটিবেই ঘটিবে, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে ভাই?

খ্রীষ্টীয়ান। হে সখে বিশ্বাসি, এক্ষণে তাহার কথা রাখিয়া দিয়া আমাদের নিজ বিষয়ে কথা কহা যাউক। পথে আসিতেং তোমার কিং ঘটিয়াছে, আমাকে বল; কেননা বোধ হয়, পথিমধ্যে অবশ্য কিছু ঘটিয়া থাকিবে, না ঘটিলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মানিতে হইবে।

বিশ্বাসী। তুমি যে নৈরাশ্যপঙ্কে পতিত হইয়াছিলে, আমি তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদে দ্বার পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। এমন সময়ে আমার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী কামুকী নাম্নী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি যে তাহার মায়াজাল এড়াইয়াছ, এ বড় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এক বার যূষফকে সে এমন বিপাকে ফেলিয়াছিল যে, তাহার প্রাণ সংশয়প্রায় হইয়াছিল; কিন্তু শেষে তোমার ন্যায় সেও তাঁহার হাত এড়াইয়াছিল। (আদি ৩৯; ১১—১৩।) যাহা হউক, সে তোমার কি করিয়াছিল?

বিশ্বাসী। দেখিতেছি তুমি তাহার বিষয় কিছুং জান, কিন্তু তাহার কথায় যে কেমন মিষ্টতা, তাহা তোমার অনুমানেও আইসে না। সে অশেষ সুখের প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে ফিরাইতে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। বোধ হয়, সে তোমাকে সদ্বিবেকজনিত সুখের অঙ্গীকার করে নাই।

বিশ্বাসী। আমার কথার অর্থ এই, সে আমাকে সর্ব্ব প্রকার শারীরিক সুখ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। ঈশ্বর যে তোমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর; সদাপ্রভুর ক্রোধপাত্র তাহার মুখরূপ খাতে পড়িবে। (হিতো, ২২; ১৪।)

বিশ্বাসী। আমি তাহার হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি পাইয়াছিলাম কি না, নিশ্চয় বলিতে পারি না।

খ্রীষ্টীয়ান। কেন? বোধ করি, তুমি তাহার কথায় রাজি হও নাই।

বিশ্বাসী। অশুচি ক্রিয়া দ্বারা তাহার ইচ্ছা সাধন করি নাই বটে, কেননা আমার স্মরণ হইল, পূর্ব্বে আমি কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই রূপ পড়িয়াছিলাম যে, তাহার পাদ-বিক্ষেপ নরকে পড়ে। (হিতো ৫; ৫।) অতএব পাছে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই, এই ভয়ে চক্ষু মুদিয়াছিলাম। (ইয়োব ৩১; ১।) তখন সে আমাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কিন্তু আমি সে কথায় কান না দিয়া চলিয়া আইলাম।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি তদ্ভিন্ন আর কোন আপদে পড়িয়াছিলে কি?

বিশ্বাসী। হাঁ, দুর্গম নামক পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইলে, অতি প্রাচীন এক জন মনুষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কোথায় যাইতেছ? আমি কহিলাম, আমি স্বর্গীয় রাজধানীর যাত্রী। তখন প্রাচীন ব্যক্তি কহিল, তোমাকে ভদ্র লোকের মত দেখিতেছি। আমি যে বেতন তোমাকে দিব, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কি তুমি আমার কাছে থাকিতে পার? তখন আমি তাহার নাম এবং বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, আমার নাম প্রথম আদম; আমি প্রবঞ্চনগরে বাস করি। (ইফি ৪; ২২।) পরে তাহার কি ব্যবসায়, আমাকে কত বেতন দিবে, তাহা আমি তাহাকে ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, বহুবিধ আমোদ প্রমোদ তাহার ব্যবসায় ও পরিশেষে তাহার সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারীত্ব বেতন। আমি আরো জিজ্ঞাসিলাম,

তাহার গৃহের আচার ব্যবহার কেমন? এবং আর কোন ভৃত্য আছে কি না? সে কহিল, তাহার গৃহ জগতের সর্ব্বোত্তম সুখাদিতে পরিপূর্ণ, এবং ভৃত্য সকল তাহারই ঔরসজাত। তাহার সন্তানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কহিল, তাহার কেবল তিনটি কন্যা আছে, তাহাদের নাম শরীরের অভিলাষ, চক্ষের অভিলাষ ও জীবিকার দম্ভ। (১ যো ২ ; ১৬।) ইচ্ছা হইলে, তাহাদিগকে বিবাহ করিতে পারা যায়। পরে আমি জিজ্ঞাসিলাম, তোমার সহিত কত দিন আমাকে থাকিতে হইবে? সে কহিল. যাবজ্জীবন।

খ্রীষ্টীয়ান। শেষে তোমাদের দুই জনের মধ্যে কি স্থির হইল?

বিশ্বাসী। এই রূপ শিষ্ট কথা শুনিয়া প্রথমে তাহার সহিত যাইতে আমার কিছু ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কথা কহিতে২ শেষে তাহার ললাটে হঠাৎ দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম, "তোমরা নিজ ক্রিয়া শুদ্ধ পুরাতন পুরুষকে পরিত্যাগ কর," এই কথা লেখা আছে।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহার পরে কি হইল?

বিশ্বাসী। ইহাতে অকস্মাৎ আমার মনে এই ভা[illegible] উদয় হইল যে, এই ব্যক্তি যতই কেন বলুক না, যতই কে[illegible] খোসামোদ করুক না, আমাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেই [illegible] দাস করিয়া রাখিবে। অনন্তর আমি তাহাকে চুপ করি[illegible] বলিয়া কহিলাম, আমি তোমার বাটীর ত্রিসীমানায় পর্য্য[illegible] যাইব না। তাহাতে সে আমাকে তিরস্কার করিয়া কহি[illegible] দেখ, তোমার পশ্চাৎ২ এমন এক জনকে পাঠাইয়া দিব, [illegible] সমস্ত পথে তোমাকে যার পর নাই বিরক্ত করিতে২ যাইবে[illegible] আমি সে কথা অবজ্ঞা করিয়া মুখ ফিরাইয়া যাইতে আর[illegible] করিবামাত্র, সে আমার মাংস ধরিয়া এমন সাংঘাতিক [illegible]

মারিল, বোধ হইল যেন, শরীরের কতকটা ছিঁড়িয়া নিল। তাহাতে, হায়২, আমি দুর্ভাগ্য মনুষ্য! এই কথা কহিয়া চেঁচাইয়া আমি পর্ব্বতে উঠিবার নিমিত্তে গমন করিতে লাগিলাম। (রোম ৭; ২১।)

এই রূপে ক্রমে২ পর্ব্বতের প্রায় অর্দ্ধেক পথ উঠিয়া এক বার ফিরিয়া পশ্চাৎ দিগে চাহিলাম। দেখিলাম, এক জন মনুষ্য বায়ুবেগে আমার পশ্চাৎ আসিতেছে; দেখিতে২ যে স্থানে একটী বৃক্ষবাটিকা ছিল, তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

খ্রীষ্টীয়ান। আমিও সে স্থানে বিশ্রামের নিমিত্ত বসিয়াছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ নিদ্রায় অভিভূত হওয়াতে আমার বক্ষঃস্থলস্থ এই পুস্তক হারাইয়াছিলাম।

বিশ্বাসী। প্রিয় ভ্রাতঃ, আগে আমার সমস্ত কথা শুন। পরে ঐ ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে এমন এক আঘাত করিল যে, তাহাতে আমি মৃতপ্রায় হইলাম; কেননা সে কথা না কহিতে২ মারিয়া বসে। কিন্তু কিঞ্চিৎ চেতনা পাইয়াই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কেন আমাকে এরূপ আঘাত করিলে? সে কহিল, প্রথম আদমের প্রতি তোমার ভিতরে২ অনুরাগ আছে, তাই মারিয়াছি; বলিতে না বলিতে সে আমার বুকে আবার সাংঘাতিক আঘাত করিল, আমি চীৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম, ও পূর্ব্বের মত মৃতকল্প হইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া রহিলাম। অল্প ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার চেতনা পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে দয়া প্রার্থনা করিলাম। আমি দয়া করিতে জানি না, বলিয়া সে আমাকে আর এক আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল। সেই সময়ে যদি আর এক ব্যক্তি আসিয়া ক্ষান্ত হইতে না বলিতেন, সে আমাকে নিশ্চয় মারিয়া ফেলিত।

খ্রীষ্টীয়ান। যিনি তাহাকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন, তিনি কে?

বিশ্বাসী। প্রথমে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু শেষে আমার কাছ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার হস্তে ও কুক্ষিদেশে ছিদ্র দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইল যে, তিনি আমাদিগের প্রভু। অনন্তর আমি ক্রমে২ পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলাম।

খ্রীষ্টীয়ান। যে ব্যক্তি পশ্চাৎ২ আসিয়া তোমাকে ধরিয়াছিল, সে মোশি। সে কাহারো মুখাপেক্ষা করে না, এবং স্বীয় আজ্ঞালঙ্ঘনকারিদের প্রতি দয়া করিতেও জানে না।

বিশ্বাসী। আমি সব জানি; এই প্রথমবার তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই; গৃহে নিশ্চিন্তরূপে বাসকালে এক দিন সে আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যদি এই খানে থাক, তোমার মাথার উপরে ঘর জ্বালাইয়া দিব।

খ্রীষ্টীয়ান। যে পর্ব্বতের পার্শ্বে মোশির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাহার চূড়াতে যে একটী অট্টালিকা আছে, তাহা তুমি দেখ নাই?

বিশ্বাসী। হাঁ; তা ছাড়া, সে খানে যাইবার আগে দুইটী সিংহও দেখিয়াছিলাম। কিন্তু অনুমান হয়, সিংহ দুইটী নিদ্রিত ছিল, কেননা তখন প্রায় দুই প্রহর বেলা। যথেষ্ট বেলা থাকাতে আমি দ্বারবানের সম্মুখ দিয়া ক্রমে২ পর্ব্বত হইতে নামিয়া আইলাম।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ; সে বলিয়াছিল যে, এক জনকে যাইতে দেখিয়াছে; কিন্তু দেখ ভাই, সেই বাটীতে প্রবেশ করিলে তোমার পক্ষে বড় ভাল হইত, কেননা ঐ গৃহস্থেরা তোমাকে এমন আশ্চর্য্য২ বিষয় দেখাইতেন যে, তুমি মরণ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিতে না। সে যাহা হউক, নম্রতা নামক উপত্যকায় কি তোমার কাহারো সঙ্গে দেখা হয় নাই?

বিশ্বাসী। হাঁ, অসন্তুষ্ট নামক এক ব্যক্তির সহিত

সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহার কথায় কান দিলে সে আমাকে ফিরাইয়া আপনার সঙ্গে লইয়া যাইত। সে আমাকে ফিরাইবার এই কারণ দেখাইয়াছিল যে, ঐ উপত্যকার পথে পদে২ অপমান। সে আরো কহিয়াছিল, তুমি যদি মূর্খের ন্যায় ঐ উপত্যকা দিয়া গমন কর, তাহা হইলে অহঙ্কার, গর্ব্ব, আত্মাভিমান ও সাংসারিকৈশ্বর্য্য ইত্যাদি তোমার যে সকল বন্ধু বান্ধব আছে, তাহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, তুমি এ কথায় কি উত্তর দিলে?

বিশ্বাসী। আমি উত্তর করিলাম, তুমি যাহাদের নাম করিতেছ, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় বলিতে পার, কেননা শারীরিক সম্বন্ধে তাহারা আমার স্বগণ বটে; কিন্তু সিয়োনের যাত্রি হইবার পর অবধি আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহারাও আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। অতএব তাহাদের সঙ্গে এখন আমার আর কোন সম্পর্ক নাই। তাহাকে আরও আমি বলিলাম, তুমি এই উপত্যকার বিষয়ে যাহা কহিতেছ, তাহা সত্য নহে; কেননা "নম্রতা সম্মানের অগ্রগামিনী, এবং বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার।" অতএব তোমার বিবেচনাতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহা ত্যাগ করিয়া, বরং জ্ঞানবান্ লোকেরা যাহাকে সত্য সম্ভ্রম জ্ঞান করেন, তাহা পাইবার জন্যে এই উপত্যকা দিয়া যাইতে বাসনা করি।

খ্রীষ্টীয়ান। উপত্যকার মধ্যে কি আর কিছু ঘটে নাই?

বিশ্বাসী। হাঁ; লজ্জাশীলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। পথে যত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির নামটী বিপরীত বোধ হইতেছে। কেননা খানিক তর্কবিতর্কের কিম্বা বিতণ্ডার পরে অন্য সকলে ক্ষান্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই নির্লজ্জ লজ্জাশীল কোন প্রকারে ক্ষান্ত হইবার নহে।

খ্রীষ্টীয়ান। কেন—সে তোমাকে কি বলিয়াছিল ?

বিশ্বাসী। প্রথমে সে ধর্ম্মের নামেই চটিয়া উঠিল ? কহিল, ধর্ম্মে মন দেওয়া অতি সামান্য, নীচ ও তুচ্ছ বিষয়। এবং পাপে ভীত হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম ; আর আপনার কথা কহন ও আচরণ বিষয়ে সাবধান হওয়া, অর্থাৎ মান্য লোকদের মধ্যে প্রচলিত স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া, সর্ব্বসাধারণের হাস্যাস্পদ। সে আরও কহিল, বীরপ্রকৃতি, ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ লোকদের মধ্যে অতি অল্প লোকে তোমার মতাবলম্বী হইয়াছে ; যাহারা হইয়াছে, তাহারা না জানি কাহা-কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া পাগল হইয়াছে, সুতরাং অবিদিত বস্তুর আশায় সর্ব্বস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। (১ করি ১ ; ২৬। ৩ ; ১৮। ফিলি ৩ ; ৭—৯। যোহন ৭ ; ৪৮।) অন্য যত লোক সিয়োন যাত্রা করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলে নির্ধন, নীচ ও অজ্ঞান, বিশেষতঃ প্রাকৃতিকবিদ্যাতে মূর্খ। এই প্রকার নানা কথায় সে আমাকে প্রায় নিরুত্তর করিল, কহিল, লোকে যে গলিতচিত্ত হইয়া সরোদনে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, পরে বিলাপ করিতে২ ঘরে আইসে, সে বড় লজ্জার বিষয়। প্রতিবাসির কাছে সামান্য দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, এবং কাহারো দ্রব্য একবার হরণ করিয়া ফিরাইয়া দেওয়াও অতিশয় লজ্জার বিষয়। সে আরও কহিল, ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গেলে কতক গুলিন ক্ষুদ্র দোষের নিমিত্তে (যে দোষ সে অন্য অন্য নামে নির্দ্দোষ বলিয়া বর্ণনা করে,) ধনবানদের মিত্রতা ত্যাগ করিয়া ইতর লোকদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিতে হয়। অতএব এ সকল অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে লজ্জার বিষয় আর কি আছে ?

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি কি উত্তর দিলে ?

বিশ্বাসী। প্রথমে কি বলিব, ঠিক করিয়া উঠিতেই পারিলাম না। সে আমাকে এমন অপ্রস্তুত করিল যে, আমার

মুখ শুকাইয়া গেল—আমাকে তাহার কাছে প্রায় হারি মানিতে হইল; কিন্তু অবশেষে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মনুষ্যদিগের দৃষ্টিতে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত; (লূক ১৬; ১৫।) আরও ভাবিলাম, লজ্জা-শীল আমাকে মনুষ্যের বিষয় বলিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর কিম্বা, তাঁহার বাক্যের বিষয় বলিতেছে না। তদ্ভিন্ন আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মহাবিচার দিনে জগতের দাম্ভিকদিগের আজ্ঞানুসারে নহে, কিন্তু সর্ব্বোপরিস্থের ব্যবস্থানুসারে আমাকে নরক বা স্বর্গভোগ করিতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখিলাম, ঈশ্বর যাহা বলেন, তাহাই উত্তম; জগতের সমুদয় লোক প্রতিকূল হইলেও তাহা উত্তম। ঈশ্বর ধর্ম্ম ভাল বাসেন এবং পাপে ভীত মনকে আদর করেন; আর স্বর্গরা-জ্যের নিমিত্তে যে ব্যক্তি আপনাকে মূর্খ করে, সেই পরম জ্ঞানী; এবং খ্রীষ্টদ্বেষি ধনবান অপেক্ষা খ্রীষ্টপ্রেমী দীন হীন মহাধনী—ইহা সত্য; অতএব বলিলাম, রে লজ্জাশীল, দূর হও কেননা তুমি আমার পরিত্রাণের বিঘ্নকারী। আমি স্বীয় সর্ব্বময় কর্ত্তাকে তাড়াইয়া দিয়া কি তোমাকে স্থান দিব? তাহা করিলে তাঁহার আগমনকালে আমি তাঁহার মুখের প্রতি কি প্রকারে দৃষ্টি করিব? (মার্ক ৮: ৩৮।) আমি যদি এখন তাঁহার পথ ও ভৃত্যদিগের বিষয়ে লজ্জিত হই, কি প্রকারে তাঁহার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা করিতে পারি? পরে আমি সেই লজ্জাশীল হইতে পৃথক্ হইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ভাই, সে এমনি নির্লজ্জ যে, কোন প্রকারে তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না। সে নিয়ত আমার পশ্চাৎ২ লাগিয়া রহিল, এবং ধর্ম্মাচরণসম্বন্ধীয় কোন না কোন ত্রুটির বিষয়ে বার২ আমার কাণে ফুস্২ করিতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাকে স্পষ্ট কহিলাম, তোমার এই সমস্ত পণ্ডশ্রম, কেননা তুমি যে২ বিষয় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আমি তাহাই উত্তম জ্ঞান করি।

এইরূপে কোন ক্রমে বিরক্তকারি লজ্জাশীলের সঙ্গ এড়াইলাম। পরে আমি এই গীত গান করিতে লাগিলাম,—

ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী যত দুঃখ পায়।
বহুবিধ সেই দুঃখ সহ্য নহে প্রায়॥
পরাস্ত হইয়া পড়ি মোরা বা কখন।
সেই হেতু পুনঃ পুনঃ সে সব ঘটন॥
অতএব যাত্রী যেই হবে জাগরূক।
পুরুষত্ব সেই জন নিত্য দেখাউক॥

খ্রীষ্টীয়ান। হে ভাই, তুমি যে দুষ্টকে সাহস সহকারে প্রতিরোধ করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইতেছি। তুমি ঠিক বলিয়াছ, তাহার নামটী বাস্তবিক বিপরীত হইয়াছে, কেননা সে এমন নির্লজ্জ যে, পথের মধ্যেও আমাদের পশ্চাৎ২ আসিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট লজ্জাস্পদ করিতে, এবং উত্তম বিষয়ে আমাদের লজ্জা জন্মাইতে চেষ্টা করে; নির্লজ্জ না হইলে, সে এরূপ করিতে কখন উদ্যত হইত না। সে যাহা হউক, আইস, আমরাও তাহার প্রতিরোধী হই, কেননা সে জাঁকজমক করিয়া কেবল মূর্খদিগকে বাড়ায়। এ বিষয়ে শলোমন রাজা কহিয়াছেন, জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হয়, কিন্তু অবজ্ঞাই স্থূলবুদ্ধি লোকদের উন্নতি। (হিতো ৩; ৩৫।)

বিশ্বাসী। আমরা সত্যের পক্ষে পৃথিবীতে বীরত্ব দেখাই, ইহাই যাঁহার ইচ্ছা, লজ্জাশীলের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করণার্থ, আইস, তাঁহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যাউক।

খ্রীষ্টীয়ান। সত্য বলিয়াছ। ভাল, উপত্যকা মধ্যে আর কাহারো সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই?

বিশ্বাসী। না, আর কাহাকেও দেখি নাই; কেননা

আমি সূর্য্যালোকে উপত্যকার অবশিষ্ট পথ এবং মৃত্যুচ্ছায়ার শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম?

খ্রীষ্টীয়ান। সে তোমার পক্ষে ভালই হইয়াছিল; কিন্তু আমার ভাগ্যে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার ঘটিয়াছিল। উপত্যকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র পাপাত্মা আপল্লুয়োন নামক অসুরের সহিত আমার সাংঘাতিক যুদ্ধ হওয়াতে অনেক ক্ষণ বিলম্ব হইয়াছিল। আর সে যখন আমাকে একবারে চূর্ণ করিবার জন্য নীচে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিল, তখন বোধ হইল, এই বার প্রাণ গেল, কেননা সে সময়ে আমার তলবারও হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। তখন সে কহিল, কেমন? এবার যাবি কোথায়? কিন্তু আমি প্রার্থনা করিলে আমার কাত-রোক্তি শুনিয়া ঈশ্বর সমস্ত কষ্ট হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। পরে আমি মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকায় প্রবিষ্ট হইলে রাত্রে২ অর্দ্ধেক পথ আসিতে হইল; অত্যন্ত অন্ধকার প্রযুক্ত আমার বোধ হইল, বুঝি এইবার প্রাণ হারাইলাম; কিন্তু শেষে প্রভাত হইলে সূর্য্যের আলোকে অবশিষ্ট পথ স্বচ্ছন্দে গেলাম।

---

১২ অধ্যায়।

আমি স্বপ্নে আরো দেখিলাম, তাহারা উভয়ে এই রূপে কথোপকথন করিতে২ যাইতেছে, ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হঠাৎ পথের পার্শ্বে দৃষ্টি করাতে কিঞ্চিৎ দূরে বাচাল নামক এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিল; এই পথে তিন জনেরই পাশা-পাশি হইয়া চলিবার যথেষ্ট স্থান ছিল। তাহার অবয়ব দীর্ঘ, তাঁহাকে নিকট অপেক্ষা দূরে সুন্দর দেখা যাইত। তাহার সহিত বিশ্বাসী এই রূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।—

বিশ্বাসী। হে ভদ্র, কোথায় যাইতেছ? স্বর্গীয় দেশে যাওয়া হইতেছে কি?

বাচাল। হাঁ, সেই স্থানেই যাওয়া হইতেছে বটে।

বিশ্বাসী। বেস কথা; তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরই সঙ্গে গমন কর।

বাচাল। আমি সন্তুষ্ট মনে তোমাদের সঙ্গে যাইব।

বিশ্বাসী। তবে চলিয়া আইস, এক সঙ্গে যাওয়া যাউক, এবং হিতকর বিষয়ে আলাপ করিতে২ সময় ব্যয় করা যাবে এখন।

বাচাল। তোমার সঙ্গেই হউক, বা আর যার সঙ্গেই হউক, হিতজনক বিষয়ে কথোপকথন করিতে আমি বড় ভাল বাসি, এবং এরূপ সদালাপপ্রিয় লোকের সহিত যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, ইহাও বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা যথার্থ কহিতেছি, অনেকে পথভ্রমণকালে অনাবশ্যক বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কাল কাটাইতে ভাল বাসে; এবং ইহাই আমার বড় কষ্টের কারণ হইয়াছে। কিন্তু ভ্রমণকালে হিতজনক বিষয়ে কথা বার্ত্তা করিয়া কাল যাপন করিতে ভাল বাসে অতি অল্প লোক।

বিশ্বাসী। ইহা বড় পরিতাপের বিষয় বটে, যেহেতুক স্বর্গের এবং ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত এই সংসারে জিহ্বার ও মুখের আলাপযোগ্য আর এমন উৎকৃষ্ট বিষয় কি আছে?

বাচাল। তোমাকে আমি যার পর নাই ভাল বাসি কেননা তোমার কথাগুলি প্রামাণিক। আমি আরো বলিতেছি, ঈশ্বরবিষয়ক কথাবার্ত্তা অপেক্ষা অধিক সুখদ ও লাভজনক আর কি আছে? অর্থাৎ চমৎকার বিষয়ে যাহার সন্তোষ জন্মে, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক মনোহর আর কি? বিশেষতঃ ইতিহাস ও নানা ঘটনার নিগূঢ় বৃত্তান্ত এবং অলৌকিক ক্রিয়া ও আশ্চর্য্য লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের কথোপকথনে যাহার আমোদ জন্মে, সে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করুক, কেননা ধর্ম্মপুস্তকে এই সকল অতি উত্তম ও মনোহররূপে বিবৃত হইয়াছে

বিশ্বাসী। হাঁ, তাহা সত্য; কিন্তু ঐ সকল কথোপকথন যেন আমাদের হিতজনক হয়, ইহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হউক।

বাচাল। আমিও তাই বলিতেছিলাম, কেননা ঐ বিষয়ের কথোপকথন সর্ব্বাপেক্ষা হিতজনক। তদ্দ্বারা মনুষ্য অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, যথা, ঐহিক বিষয়ের অসারতা এবং স্বর্গীয় বিষয়ের উৎকৃষ্টতা। ইহা স্থূলতঃ আমি কহিলাম, বিশেষ করিয়া কহিতে গেলে, লোকে নূতন জন্মের আবশ্যকতা, নিজ সৎক্রিয়ার নিষ্ফলতা, ও খ্রীষ্টের পুণ্যের প্রয়োজনতা, ইত্যাদিও জানিতে পারে। তদ্ভিন্ন অনুতাপ, বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যে কি প্রকার, তাহাও তাহারা এতদ্দ্বারা জানিতে পারে। আর আত্মসান্ত্বনার নিমিত্তে মঙ্গলসমাচারে যে গুরুতর অঙ্গীকার ও প্রবোধবাক্য আছে, তাহাও শিখিতে পারে। পরন্তু এতদ্দ্বারা মনুষ্য মিথ্যা মত খণ্ডন ও সত্য সমর্থন এবং মূর্খদিগকে শিক্ষা দানকরণে সক্ষম হইতে পারে?

বিশ্বাসী। সকলি সত্য, আর তোমার মুখে এই সকল শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

বাচাল। আহা, এই প্রকার কথাবার্ত্তার অভাব প্রযুক্ত অনেক লোক অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্তে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এবং মনোমধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্মের আবশ্যকতা না বুঝিয়া মূর্খের মত কেবল ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া অবলম্বন করে, সুতরাং আদবেই স্বর্গীয় রাজ্য লাভ করিতে পারে না!

বিশ্বাসী। অনুমতি কর ত আমি একটী কথা কহি। এই সকল পারমার্থিক বিষয়ের জ্ঞান কেবল ঈশ্বরদত্ত; মনুষ্যের যত্নে বা কেবল কথোপকথনের দ্বারা কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না।

বাচাল। এ সকল আমি বিলক্ষণ জানি, যেহেতুক স্বর্গ

হইতে যাহাকে যাহা দত্ত হয়, তাহা বিনা সে আর কিছু লাভ করিতে পারে না। সকলি অনুগ্রহমূলক, কর্ম্মমূলক নয়; এ কথা সাব্যস্থ করণার্থে আমি ধর্ম্মপুস্তক হইতে শতং প্রমাণ দিতে পারি।

বিশ্বাসী। ভাল, তবে এখন কোন্ বিষয়ে কথোপকথন করা যাবে?

বাচাল। তুমি তাহা স্থির কর। স্বর্গ কি পৃথিবী, ব্যবস্থা কি মঙ্গলসমাচার, পবিত্র বিষয় কি সামান্য বিষয়, ভূত কি ভাবি বিষয়, স্বদেশের কি বিদেশের বিষয়, গুরুতর কি লঘুতর বিষয়, যাহাতে আমাদের হিতের সম্ভাবনা, সেই বিষয়েই কথোপকথন করিতে প্রস্তুত আছি।

বিশ্বাসী চমৎকৃত হইল। খ্রীষ্টীয়ান তখনও পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া একাকী গমন করিতেছিল। বিশ্বাসী তাহার নিকটে গিয়া ধীরেং কহিল, দেখিয়াছ, আমরা কেমন সৎ সঙ্গী পাইয়াছি! এ ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম যাত্রী হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিল, শুন, তুমি যাহার কথায় এত মোহিত হইয়াছ, উহাকে যাহারা না জানে, উহার জিহ্বা এমন বিংশতি জনকে ঠকাইতে পারে।

বিশ্বাসী। তবে কি তুমি ওকে জান?

খ্রীষ্টীয়ান। আবার জানি? ও আপনি আপনাকে যত না জানে, আমি তাহা অপেক্ষা উহাকে অধিক জানি।

বিশ্বাসী। ও কে, ভাই?

খ্রীষ্টীয়ান। উহার নাম বাচাল, আমাদের নগরেই উহার নিবাস। তুমি যে ওকে চিন না, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয়, আমাদের নগর অতি বৃহৎ বলিয়া সকলে সকলকে চিনে না।

বিশ্বাসী। তবে ও কাহার পুত্র? আর নগরের কোন্ পাড়াতে বাস করে?

খ্রীষ্টীয়ান। ও সুভাষির পুত্র, এবং গল্প নামক গলিতে বাস করিত। আর যত লোক উহাকে চিনে, তাহাদের মধ্যে ও গল্পগলির বাচাল নামে প্রসিদ্ধ। লোকটা সুবক্তা বটে, কিন্তু সৎ নয়।

বিশ্বাসী। উহাকে তো সৎলোকের মত দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, যাহারা উহাকে ভাল করিয়া চিনে না, তাহাদের কাছে উহাকে বিলক্ষণ সুন্দর দেখায় বটে, কিন্তু ও আপন পল্লীতে অতি কদাকার। তুমি উহাকে ভাল মানুষ বলাতে আমি এক চিত্রকরের কর্ম্ম দেখিয়া যে বিচার করিয়াছিলাম, এখন মনে পড়িল। দূরে দাঁড়াইলে ঐ চিত্রকরের ছবি সুন্দর দেখায়, কিন্তু নিকটে অতি কদাকার বোধ হয়। ঐ ব্যক্তিও তাহারি মত।

বিশ্বাসী। তুমি হাসিতেছ; বোধ হয়, তোমার কথা ঠাট্টামাত্র।

খ্রীষ্টীয়ান। একটু হাসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ঈশ্বর করুন, যেন আমি এমন বিষয়ে ঠাট্টা, কিম্বা কাহারো মিথ্যা অপবাদ না করি। আমি তোমাকে ঐ ব্যক্তির আরো কিছু নিগূঢ় বলিতেছি।

ঐ ব্যক্তি সকলের সঙ্গে মিশিতে ও সকল বিষয়ে আলাপ করিতে পটু; এখন তোমার সঙ্গে বিলক্ষণ কথা কহিতেছিল, শুণ্ডিকালয়ে বসিয়াও এই রূপ আলাপ করিতে পারে। এবং সুরা যত উদরস্থ হয়, উহার বাকশক্তি তত বাড়ে; কিন্তু ধর্ম্ম উহার অন্তঃকরণে কিম্বা গৃহে স্থান পায় না—উহার ধর্ম্ম কেবল জিহ্বাগত এবং শব্দাড়ম্বরমাত্র।

বিশ্বাসী। বটে?—তবে আমি উহার বিষয়ে বড় প্রতারিত হইয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। প্রতারিত হইয়াছ যে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই শাস্ত্রীয় বচন স্মরণ কর, তাহারা বলে, কিন্তু করে

না; আর ঈশ্বরের রাজত্ব কথাতে নয়, কিন্তু সামর্থ্যে (মথি ২৩; ৩। ১ করি ৪; ২০)। আমি বিলক্ষণ জানি, ঐ বাচাল প্রার্থনা, মনঃপরিবর্ত্তন, বিশ্বাস ও নূতন জন্ম বিষয়ে আলাপ করিতে পারে; কিন্তু কেবল আলাপ মাত্র সার। কেননা আমি উহার বাড়ীতে গিয়াছি ও পরে বাহিরে উহার আচার ব্যবহার বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। আর উহার বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য; ধূতুরা যেমন সুগন্ধরহিত, উহার গৃহ তেমনি ধর্ম্মরহিত। উহার গৃহে প্রার্থনা হয় না এবং পাপনিমিত্তক অনুতাপের চিহ্নও নাই। এ ব্যক্তি অপেক্ষা পশুরা বরং ঈশ্বরের সেবা ভালরূপে করে। অধিক কি বলিব, যাহারা উহার চরিত্র জানে, তাহাদের দৃষ্টিতে ও ধর্ম্মের কলঙ্ক, নিন্দা ও লজ্জার কারণ; (রোম ২; ২৪, ২৫।) গ্রামের যে অংশে এই ব্যক্তি বাস করে, সেখানকার লোকেরা উহার ব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মের নামে চটিয়া আছে। বিশেষতঃ সামান্য লোকেরা উহার বিষয়ে কহে, বাহিরে সাধু, ঘরে শয়তান। ইহা উহার দুর্ভাগা পরিবারেরাও জানে, বিশেষতঃ দাসগণের প্রতি উহার ব্যবহার এমন কর্কশ ও কঠিন যে, কিরূপ কর্ম্ম ও বাক্যদ্বারা উহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়, তাহারা তাহা ভাবিয়া অস্থির। আর যাহারা উহার সহিত ব্যবসায় করিয়াছে, তাহারা বলে, ইহার অপেক্ষা বরং মুসলমানদের সহিত ব্যবসায় করা ভাল, কেননা কখন২ তাহাদেরও সৌজন্য দেখা যায়। এই বাচাল সুযোগ পাইলেই অন্যায়, প্রবঞ্চনা ও দৌরাত্ম্য করে। সন্তানদিগকে সে আপনার মত হইতে শিক্ষা দেয়, যদি তাহাদের কাহাকেও অনর্থক ভীত অর্থাৎ কোমলান্তঃকরণ দেখে, তবে তাহাকে মূর্খ ও পাগল বলিয়া আর কোন কার্য্যের ভার দেয় না, এবং অন্যের সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করে না। সে যাহা হউক, আমার বোধ

হয়, ঐ ব্যক্তির দুষ্টতাদ্বারা অনেকে উছোট খাইয়া পড়িয়াছে, এবং ঈশ্বর যদি নিবারণ না করেন, তবে সে আরো অনেকের প্রাণনাশের হেতু হইবে।

বিশ্বাসী। ভাই, তোমার কথায় আমাকে প্রত্যয় করিতে হইতেছে, কেননা তুমি তাহাকে চিন, এবং খ্রীষ্টীয়ানের কর্ত্তব্যানুসারে মনুষ্যের যথার্থ বর্ণনা করিতেছ। তুমি যে হিংসা করিয়া কহিতেছ, আমার এমন বোধ হয় না, বরং সত্য বলা কর্ত্তব্যবোধে, এই রূপ বলিতেছ।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি যাহা জান, আমিও যদি কেবল তাহাই জানিতাম, তবে বোধ হয়, উহার বিষয়ে তোমারই মত বিচার করিতাম। যাহারা ধর্ম্মের বিপক্ষ, কেবল তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল সমাচার পাইলে, মিথ্যা অপবাদ বোধ করিতাম, কেননা মন্দ লোকের মুখে ভাল মানুষদিগেরও বার২ অখ্যাতি হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সকল দোষে এবং তাহার ন্যায় ঘৃণার্হ অন্যান্য অনেক দোষে সে যে দোষী, ইহা আমি নিজে জানি, এবং প্রমাণ করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত যে সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি উহাকে চিনেন, উহার নাম করিলে তাঁহারা লজ্জিত হন; তাঁহাদের কেহই উহাকে ভ্রাতা বা বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে চাহেন না।

বিশ্বাসী। তবে দেখিতেছি, বলা এবং করা, এ দুই ভিন্ন বটে; এখন অবধি আমি এই প্রভেদে বিশেষ মনোযোগ করিব।

খ্রীষ্টীয়ান। বাস্তবিকই ভিন্ন বটে। যেমন শরীর ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন; প্রাণহীন শরীর যেমন শবমাত্র, কার্য্যহীন বাক্যও তদ্রূপ। কার্য্যসম্বলিত ব্যবহারই ধর্ম্মের সার। এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "ক্লেশাপন্ন পিতৃ মাতৃহীন ও বিধবাগণের তত্ত্বাবধারণ করা, এবং সংসার হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা, ইহাই পিতা ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ও নির্ম্মল ভজনশীলতা।" (যাকো ১; ২৭।) বাচাল

ইহা জানে না, এ কারণ বোধ করে, শ্রবণে ও কথনে তৎপর হইলেই উত্তম খ্রীষ্টীয়ান হওয়া হয়। এই রূপে আপনার মনকে প্রবঞ্চিত করে। শ্রবণ বীজ বপন সদৃশ, বীজ যে অন্তঃকরণে ও আচরণে সফল হইয়াছে, ইহার প্রমাণ বাক্যদ্বারা হয় না। আর বিচারদিনে বিচারকর্ত্তা কর্ম্মানুসারে মনুষ্যদিগের বিচার করিবেন, (মথি ১৩; ২৩।) ইহাও মনে নিশ্চয় জানা উচিত। তুমি কি বিশ্বাস করিয়াছিলে? বিচারকর্ত্তা ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন না; বলিবেন, তুমি কি কর্ম্ম করিয়াছিলে, কিম্বা কেবল কথাই কহিয়াছিলে? তিনি কর্ম্মানুসারে মনুষ্যকে প্রতিফল দিবেন। ধর্ম্মপুস্তকে শস্য কাটনের সময়ের সহিত যুগান্তের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। আর তুমি জান, শস্য কাটনের সময়ে লোকে কেবল ফল বই আর কিছু চাহে না। (মথি ১৩; ৩০।) যে কোন কর্ম্ম বিশ্বাস-মূলক নয়, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না; তাহা আমি জানি, কিন্তু বিচারদিনে বাচালের ধর্ম্ম নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইবে, ইহা ব্যক্ত করণার্থে এই সকল কহিলাম।

বিশ্বাসী। এই কথাতে, মূসা যে লক্ষণদ্বারা শুচি জন্তুর বর্ণনা করিয়াছিল, এখন তাহা আমার মনে পড়িল। (দ্বিতীয় বিং, ১৪।) সেই লক্ষণ এই, যে জন্তু খণ্ডিত ক্ষুরবিশিষ্ট এবং জাগর কাটে, সে শুচি; কিন্তু যে জন্তু জাগর কাটে না, কিম্বা খণ্ডিত ক্ষুরবিশিষ্ট নহে, এমন জন্তু অশুচি। ইহার উদাহরণ শশক; সে জাগর কাটে বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুর খণ্ডিত নহে, এ জন্য অশুচি। আমি বাচালকেও তেমনি দেখিতেছি। সে জাগর কাটে, অর্থাৎ জ্ঞানের চেষ্টায় ফিরে, এবং বাক্যরূপ খাদ্য চর্ব্বণ করে; কিন্তু খণ্ডিত ক্ষুরবিশিষ্ট নহে, অর্থাৎ পাপিদের পথহইতে ভিন্ন নহে; শশকের ন্যায় সেও কুক্কুরের কিম্বা ভল্লূকের সদৃশ চরণবিশিষ্ট, এই জন্য অশুচি।

খ্রীষ্টীয়ান। বোধ হয়, তুমি সুসমাচারানুসারে ঐ কথার রপ্রকৃত অর্থ করিয়াছ। ভাল, ঐ রূপ বাচালদিগের বিষয়ে পৌল কহেন, তাহারা শব্দকারক তৈজস ও নিনাদি ভেরী-স্বরূপ। (১ করি ১৩; ১—৩।) তিনি আর এক স্থানে তাহা-দিগকে নিষ্প্রাণ বাদ্যযন্ত্র কহেন। (১ করি ১৪; ৭।) তাহারা নিষ্প্রাণ, অর্থাৎ সুসমাচারানুযায়ি সত্য বিশ্বাস ও অনু-গ্রহরহিত। অতএব যদিও তাহারা বাদ্যযন্ত্রের কিম্বা স্বর্গ-দূতের ন্যায় মিষ্ট স্বরে বক্তৃতা করে, তথাপি স্বর্গরাজ্যে জীব-নাধিকারিদের সহিত কোন প্রকারে বাস করিতে পাইবে না।

বিশ্বাসী। আমি প্রথমেই উহার সহিত আলাপে বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলাম না; এক্ষণে বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতেছে। কেমন করিয়া ওকে তাড়ান যায় এখন?

খ্রীষ্টীয়ান। আমার পরামর্শ শুন, এবং যাহা বলি, কর; যদি ঈশ্বর উহার মন আকর্ষণ করিয়া না ফিরান, তাহা হইলে, ও তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে ত্বরায় বিরক্ত হইবে।

বিশ্বাসী। তবে কি করিতে বল?

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি গিয়া ধর্ম্মের শক্তি ও ফলসম্বন্ধে গম্ভীরভাবে একটী প্রসঙ্গ উপস্থিত কর, সে উহা ভাল বলিয়া স্বীকার করিবে, সন্দেহ নাই; তখন ঐ ফল তাহার অন্তঃ-করণে, পরিবার মধ্যে ও আচার ব্যবহারে প্রকাশ পায় কি না, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিও।

অনন্তর বিশ্বাসী পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া বাচালকে কহিল, কি হে ভাই, এখন কেমন আছ?

বাচাল। ভাল আছি। আমি ভাবিতেছিলাম, এতক্ষণ একত্র থাকিলে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে পারিত।

বিশ্বাসী। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এখনই কেন হউক না? আবার কথা আরম্ভ করা যাউক। তুমি আগে আমাকে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বলিয়াছিলে—আচ্ছা, পরমেশ্বরের

ত্রাণজনক অনুগ্রহ মনুষ্যের মনে থাকিলে, তাহা কি প্রকারে প্রকাশ পায়?

বাচাল। দেখিতেছি, ধর্ম্মের শক্তি ও ফল বিষয়ে আমাদের কথা আরম্ভ হইল। এ অতি উত্তম প্রশ্ন, সন্তুষ্ট মনে উত্তর করিব। আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, প্রথমতঃ, অন্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রবিষ্ট হইলে, পাপের বিরুদ্ধে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ—

বিশ্বাসী। থাম। এই কথাটাই আগে বিবেচনা করা যাউক। ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা পাপের প্রতি অন্তঃকরণে বিতৃষ্ণা জন্মে, ইহাই বলা তোমার উচিত ছিল।

বাচাল। কেন? পাপের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল এবং বিতৃষ্ণা, এ দুইয়েতে প্রভেদ কি?

বিশ্বাসী। বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। কপটতা হেতু কেহ পাপের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত না হইলে, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে না। বেদীতে দাঁড়াইয়া অনেককে আমি পাপের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল করিতে শুনিয়াছি, কিন্তু এ দিকে তাহারা অন্তরে, পরিবারমধ্যে ও কথোপকথনে পাপ ভাল বাসে। যূষফের প্রভুপত্নী তাহার সহিত ব্যভিচার চেষ্টা করিয়াছিল, আবার ধর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়াও ছিল। তথাপি সে সচ্ছন্দে যূষফের সহিত কুকার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিল। (আদি ৩৯; ১৫।) দেখ, কোন২ জননী যেমন ক্রোড়স্থ শিশুর সহিত কলহ করিয়া, তাহাকে দুষ্ট দুরন্ত বলে, কিন্তু আবার তখনি আলিঙ্গন মুখচুম্বনাদি করে, কোন২ ব্যক্তি পাপের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাচাল। দেখিতেছি, তুমি কথার ছল ধরিতেছ৷

বিশ্বাসী। না; আমি কেবল সকল বিষয়ে তোমার যথার্থ বোধ জন্মাইতে ইচ্ছা করি। ভাল, সে যাহা হউক,

অন্তঃকরণে অনুগ্রহের কার্য্যারম্ভের যে দ্বিতীয় লক্ষণের কথা বলিতে চাহিয়াছিলে, তাহা কি ?

বাচাল। সুসমাচারের নিগূঢ় তত্ত্বের মহাজ্ঞান অনুগ্রহের দ্বিতীয় লক্ষণ।

বিশ্বাসী। ঐ লক্ষণ আগে বলা উচিত ছিল। প্রথমে বল, বা শেষেই বল, ইহাও মিথ্যা, কেননা অন্তঃকরণে অনুগ্রহের কার্য্যের লেশমাত্র না থাকিলেও অনেককে সুসমাচারের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞানবান দৃষ্ট হয়। কেহ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী হইলেও কিছুরই মধ্যে গণ্য হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের সন্তানরূপে বিখ্যাত হইতে পারে না। (১ করি ১৩; ২।) দেখ, তোমরা এই সকল জান কি না? খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে ইহা জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা কহিয়াছিলেন, হাঁ প্রভো, জানি। তখন তিনি কহিলেন, তবে তাহা করিলে ধন্য হইবে। তিনি এস্থলে জ্ঞাতাকে নয়, কেবল কর্ম্মকর্ত্তাকে ধন্য বলিলেন। ক্রিয়ারহিত এক প্রকার জ্ঞান আছে, তদ্বিষয়ে লিখিত আছে, যে দাস আপন প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়াও তদনুসারে কর্ম্ম করে না, সে অনেক প্রহার পাইবে। কোন মনুষ্য স্বর্গীয় দূতের ন্যায় জ্ঞানবান্ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই খ্রীষ্টীয়ান হয় না; অতএব তোমার উক্ত এই লক্ষণ সত্য নয়। কার্য্যহীন জ্ঞানে বাচাল ও গর্ব্বী লোক সন্তুষ্ট হয় বটে; কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে নয়, কার্য্যেতে তুষ্ট হন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে পারে না, জ্ঞানহীন অন্তঃকরণ মন্দ। কিন্তু নিষ্ফল ও সফল, দুই প্রকার জ্ঞান আছে। সফল জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রেমযুক্ত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলিতে লোকদের মনে প্রবৃত্তি জন্মায়। বাচালেরা নিষ্ফল জ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু সত্য খ্রীষ্টীয়ান সফল জ্ঞান না পাইলে, কখনো সন্তুষ্ট হয় না। তাহার প্রার্থনা এই, হে ঈশ্বর, আমাকে জ্ঞান দেও, তাহাতে আমি তোমার শাস্ত্র মানিয়া

সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা পালন করিব। (গীত ১১৯; ৩৪।)

বাচাল। তুমি বারং কথার ছল ধরিতেছ, এ ভাল নয়।

বিশ্বাসী। ভাল, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনুষ্যের অন্তঃকরণে কি প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহার অন্য লক্ষণ দেখাও।

বাচাল। না; আমি দেখিতেছি, এ বিষয়ে আমরা পরস্পর ঐক্য হইব না।

বিশ্বাসী। ভাল, তুমি যদি না দেখাও, আমি দেখাইতেছি।

বাচাল। সে তোমার ইচ্ছা।

বিশ্বাসী। তবে শুন। যাহার মনে অনুগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এবং তাহার নিকটবর্ত্তি লোককেতে সেই কার্য্য প্রকাশ পায়।

তাহাতে যখন প্রকাশ পায়, তখন সে যে পাপী এবং স্বভাবতঃ ঘৃণার্হ ও অবিশ্বাসদোষে দোষী, সুতরাং যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে, তাহার এমন নিশ্চয় বোধ জন্মে। (মথি; ১৬; ১৬। যোহন ১৬; ৮, ৯। রো ৭; ২৪।) এই রূপ জ্ঞানোদয় হইলে, পাপ বিষয়ে তাহার খেদ ও লজ্জার উৎপত্তি হয়। (গীত ৩৮; ১৮। যিরি ৩১; ১৯। মার্ক ১৬; ১৬। গালাতি ২; ১৬। প্রকাশিত ১; ৭।) তদ্ভিন্ন সে আরো দেখে যে, কেবল যীশুখ্রীষ্ট জগতের ত্রাণকর্ত্তা, আর তাঁহার আশ্রয় না লইলে কোন ক্রমে নিস্তার নাই। এই রূপ জ্ঞানের উদয় হইলে পর, খ্রীষ্টরূপ ভক্ষ্য ও পেয়ের নিমিত্ত তাহার আন্তরিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জন্মে; এই প্রকার ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত ব্যক্তির সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনেক অঙ্গীকার প্রকাশিত আছে। (মথি ৫; ৬। প্রকা-

শিত ২১ ; ৬। ২২ ; ১৭।) তদবধি ত্রাণকর্ত্তাতে বিশ্বাস বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস পাইলে, তাহার আনন্দ, শান্তি, ধর্ম্মানুরাগ এবং ত্রাণকর্ত্তাকে জানিবার ও যাবজ্জীবন তাঁহার সেবা করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস পায়। কিন্তু অনুগ্রহের কার্য্য অন্তরে এই রূপে প্রকাশ পাইলেও সে ব্যক্তি কদাচ জানিতে পারে যে, ইহা বাস্তবিক অনুগ্রহের কার্য্য। যেহেতুক কুস্বভাব ও কুবুদ্ধি প্রযুক্ত সে সেই বিষয় ভালরূপে স্থির করিতে অসমর্থ। অতএব ঐ কার্য্য যে অনুগ্রহের ফল, তাহা নিশ্চয় জানিবার জন্যে তাহার পক্ষে সদ্বিবেচনার অত্যন্ত প্রয়োজন। (যোহন ১৬ ; ৯। গাল ২ ; ১৫, ১৬।)

অনুগ্রহের কার্য্য অন্যের নিকটে প্রকাশ পাইলে, এই কএকটি লক্ষণদ্বারা তাহা জানা যায় ; প্রথমতঃ, সে ব্যক্তি যে মন দিয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ, স্বীকৃত বিশ্বাসোচিত জীবনদ্বারা অর্থাৎ পবিত্র জীবন, আন্তরিক পবিত্রতা, পরিবার থাকিলে পারিবারিক পবিত্রতা, এবং সংসারসম্বন্ধে পবিত্র আলাপ দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন সে অন্তঃকরণের সহিত পাপ ঘৃণা করে, এবং পাপের জন্য আপনাকেও ঘৃণা করে, এবং পরিবারের মধ্যে পাপ দমন ও জগতের মধ্যে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করণের নিমিত্তে সম্যক্ চেষ্টা করে। সে কাল্পনিক কিম্বা বাচালদের মত কেবল কথায়ই তাহা করে না, কিন্তু ঈশ্বরীয় বাক্যের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক বিশ্বাসে ও প্রেমে তাহার আজ্ঞা পালনদ্বারা, তাহা প্রকাশ করে। (আয়োব ৪২ ; ৫, ৬। গীত ৫০ ; ২৩। যিহি ২০ ; ৪৩। মথি ৫ ; ৮। যোহন ১৪ ; ১৫। রোম ১০ ; ১০। যিহি ৩৬ ; ২৫। ফিলিপ ১ ; ২৭। ৩ ; ১৭।) অতএব মানুষের অন্তঃকরণে অনুগ্রহের কার্য্য এবং তাহার বিকাশ, এই উভয় বিষয়ের যে সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছি, তাহার বিপরীতে যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে,

ত বল, আর যদি না থাকে ত আর একটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি আমাকে দেও।

বাচাল। না; শুনাই আমার কাজ, আপত্তি করা আমার কাজ নয়। এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনা যাউক।

বিশ্বাসী। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে ধর্ম্মগুণের বর্ণনা আমি করিয়াছি, তোমার অন্তঃকরণে কি তাহার পরিচয় পাইয়াছ? এবং তোমার আচার ব্যবহারে কি তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে? তোমার ধর্ম্ম কি কার্য্যে ও সত্যতাতে, না কেবল বাক্যে ও জিহ্বাতে? যদি আমার এই কথার উত্তর দেও, তবে মিনতি করি, ঈশ্বর যাহাতে সায় দিবেন, এবং যে কথায় তোমার মন তোমাকে যাথার্থিক করিবে, তদতিরিক্ত কিছু কহিও না। কেননা যে ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করে, তাহার কথা প্রামাণিক নহে; কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন, তাহার কথাই প্রামাণিক। তদ্ভিন্ন আমি যদি আপনাকে এমন তেমন বলিয়া বেড়াই, কিন্তু আমার ব্যবহার ও প্রতিবাসিদের প্রমাণদ্বারা সেই কথা মিথ্যা হয়, সে বড় দোষের বিষয়।

এই কথা শুনিয়া বাচাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ বিশ্বাসিকে উত্তর করিল, তুমি এখন ধর্ম্মবিষয়ক অভিজ্ঞতা, বিবেক ও ঈশ্বরের সাক্ষ্যের কথা পাড়িলে; আবার তোমার কথার প্রমাণার্থ ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিলে। এরূপ কথা আমি তোমার কাছে শুনিতে চাহি নাই, এবং এপ্রকার প্রশ্নের উত্তর করিতেও আমি বাধ্য নহি। তুমি আমার গুরু নহ। আর যদিও তুমি আপনাকে আমার গুরু বলিয়া জ্ঞান কর, তথাপি আমি তোমাকে বিচারকর্ত্তৃরূপে মানিব না। সে যাহা হউক, বল দেখি, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিবার মানে কি?

বিশ্বাসী। মানে এই, তুমি বড় বাচাল, এবং আমার

বোধ হইয়াছিল, তোমার মনোরথমাত্র সার। তদ্ভিন্ন সত্য কহিতেছি, তোমার ধর্ম্ম কেবল মৌখিক, আর ধর্ম্ম বিষয়ে এত যে বলিতেছ, তাহা তোমার আচার ব্যবহারদ্বারা মিথ্যা প্রমাণ হইয়া থাকে, ইহাও আমি শুনিয়াছি। লোকেরা আরো কহে, তুমি খ্রীষ্টীয়ানদিগের কলঙ্কস্বরূপ, এবং তোমার অপবিত্র আচার ব্যবহার প্রযুক্ত ধর্ম্মের যথেষ্ট নিন্দা হইয়া থাকে। তোমার সেই অপবিত্র আচারপ্রযুক্ত অনেকে বাধা পাইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা আরও অনেকের সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা শুণ্ডিকালয়ে গমন, লোভ, লম্পটতা, ঈশ্বরের নাম লইয়া নিরর্থক দিব্য করা, মিথ্যা কথন এবং কদাচারিদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ ইত্যাদি ক্রিয়া সকল তোমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়। বেশ্যার বিষয়ে লোকেরা যাহা বলে, তোমার বিষয়ে তাহা খাটে; ফলতঃ বেশ্যা যেমন সতী স্ত্রীদিগের, তুমিও তেমনি ধার্ম্মিকদিগের লজ্জার কারণ।

বাচাল। যখন জনরব শুনিয়া হঠাৎ পরকে এই রূপ দোষী করিতেছ, তখন তুমি যে খিটখিট্যা ও গোলমেলে লোক, তাহা নিশ্চয় জানা গেল; তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে নাই,—বিদায় হই।

বাচাল বিদায় হইলে পর খ্রীষ্টীয়ান, বিশ্বাসীর নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। তোমার কথা ও তাহার কুইচ্ছা, এ উভয়ের কখন মিলন হইতে পারে না। সে বরং তোমাকে ত্যাগ করিবে, তথাপি আপন চরিত্র সংশোধন করিবে না। যাহা হউক, সে গিয়াছে, যাউক; তাহারি ক্ষতি হইয়াছে, আমাদের বরং লাভ হইয়াছে। যদি না যাইত, তাহাকে ফেলিয়া আমাদিগকে যাইতে হইত। যেহেতুক তাহার স্বভাব শোধন অসম্ভব; এবং সেই রূপ থাকিলে, সে আমাদের কলঙ্কস্বরূপ হইত।

পৌল প্রেরিতও কহিয়াছেন, ঐ প্রকার লোক হইতে পৃথক্ হও। (১ তীম ৬; ৫।)

বিশ্বাসী। তাহার সঙ্গে যে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হয় ত সে ঐ সকল কথা পুনর্ব্বার চিন্তা করিবে। সে যাহা হউক, আমি তাহার সহিত স্পষ্ট কথা কহিয়াছি; তবু যদি তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে, আমার দোষ নাই।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, তুমি তাহার সহিত স্পষ্ট কথা কহিয়া ভালই করিয়াছ। আজ কালিকার লোকদের মধ্যে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বড় একটা নাই, সেই জন্যেই দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম অনেকের নিকট দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেননা যাহাদের ধর্ম্ম কেবল বাক্যে, এবং যাহাদের আচার ব্যবহার দুষ্ট ও অপবিত্র, এমন অজ্ঞান বাচালেরা ধার্ম্মিকদের আত্মীয়রূপে গ্রাহ্য হওয়াতে সাংসারিক লোকদের বিঘ্ন জন্মে ও খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা হয়; সরলান্তঃকরণ লোকেরা দুঃখিত হন। সে যাহা হউক, সকলেই যেন বাচালদিগের সহিত তোমাদের মত স্পষ্ট কথা কহে, এই আমার বাসনা; কেননা তাহা করিলে, হয় তাহারা প্রকৃতরূপে ধর্ম্মানুরক্ত হইবে, কিম্বা ধার্ম্মিকদের সঙ্গ তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিবে। এই কথা কহিয়া খ্রীষ্টীয়ান গান করিতে লাগিল,

সগর্ব্বে নাচায় পুচ্ছ ময়ূর যেমন।
প্রথমেতে দর্প করে বাচাল তেমন॥
অতিশয় অহঙ্কারে মুখে কথা কহে।
সমস্ত লোকেরে জয় করিবারে চাহে॥
জন্মায় যে ফল চিত্তমধ্যে ধর্ম্মগুণ।
উল্লেখ করয়ে তাহা বিশ্বাসী যখন॥
তখন বাচাল সেই শুনিলে সম্ভাব।
কৃষ্ণশশি তুল্য হৈল তার দর্পহ্রাস॥

এই গান শেষ হইলে খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসী, পথে যাহা দেখিয়াছিল, তদ্বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতে২ যাত্রা করিল। এই রূপ কথাবার্ত্তা না হইলে, ঐ পথ তাহাদের পক্ষে বড় দীর্ঘ বোধ হইত, কেননা তাহারা সেই সময়ে নির্জ্জন প্রান্তর দিয়া গমন করিতেছিল।

---

১১ অধ্যায়।

অনন্তর তাহারা সেই নির্জ্জন স্থান প্রায় ছাড়াইয়া গেলে, বিশ্বাসী হঠাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া, এক জন লোককে আপনাদের দিকে আসিতে দেখিল, এবং তাঁহাকে চিনিলেও খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, ওহে ভাই, দেখ, ঐ কে আসিতেছে? খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, উনি আমার প্রিয়তম বন্ধু মঙ্গলব্যঞ্জক। তখন বিশ্বাসী কহিল, উনি আমারও প্রিয়তম বন্ধু, কেননা উনি আমাকে দ্বারে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে মঙ্গলব্যঞ্জক আসিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মঙ্গলব্যঞ্জক। বৎসগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক, এবং যাহারা তোমাদের সহায়, তাহাদেরও মঙ্গল হউক।

খ্রীষ্টীয়ান। হে সদাশয় মঙ্গলব্যঞ্জক, আইস, আইস; তুমি আমার চিরমঙ্গলের নিমিত্তে পূর্ব্বে যে দয়া ও অবিশ্রান্ত শ্রম করিয়াছিলে, তোমার মুখ দর্শনে তাহা স্মরণ হইতেছে।

বিশ্বাসী। প্রিয় বন্ধো মঙ্গলব্যঞ্জক, সহস্র২ বার তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের ন্যায় নিরুপায় যাত্রিদের সহিত তোমার গমন কেমন প্রার্থনীয়!

মঙ্গলব্যঞ্জক। হে বান্ধবেরা, আমার সহিত ছাড়াছাড়ি হইলে পর, পথে তোমাদের কি ঘটিয়াছে, এবং কি২ দেখিয়াছ আর কি প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছ, তাহা আমাকে বল

তাহাতে পথে যাহা২ ঘটিয়াছিল, এবং যেরূপ কষ্ট

করিয়া তাহারা ঐ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে সমস্ত মঙ্গলব্যঞ্জককে ডাকিয়া কহিল।

মঙ্গলব্যঞ্জক। পথিমধ্যে যে সকল কষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ, এবং অনেক দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও আজি পর্য্যন্ত যে পথ হারা হও নাই,ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

আরো কহি, আমার এবং তোমাদের, এ উভয় পক্ষ সম্বন্ধে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেছি,—আমি বীজ বপন করিয়াছিলাম, তোমরা শস্য কাটিয়াছ। যদি তোমরা আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধর, তবে যে দিন বীজবাপক ও শস্যচ্ছেদক একত্র আনন্দ করিবে, সেই দিন আসিতেছে; ক্লান্ত না হইলে তোমরা উপযুক্ত সময়ে শস্য কাটিবে। (যোহন ৪; ৩৬। গালা ৬; ৯।) রাজমুকুট তোমাদের সম্মুখে; সেই অক্ষয় মুকুট যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পার, এরূপে দৌড়। (১ করিন্থীয় ৯; ২৪—২৭।) দেখ, ঐ মুকুট পাইবার নিমিত্ত কেহ২ যাত্রা করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গেলেও অন্য লোকে আসিয়া তাহা হরণ করে; অতএব তোমাদের যাহা আছে, তাহা যত্ন করিয়া ধর; কাহাকেও তোমাদের মুকুট অপহরণ করিতে দিও না। (প্রকা ৩; ১১।) এখনও তোমরা শয়তানের তীরের লক্ষ্যের অগোচর হও নাই, এবং পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও অদ্যাবধি রক্ত ব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই। অতএব সাবধান, তোমরা যে রাজ্য অভিমুখে যাইতেছ, সেই রাজ্য সর্ব্বদা তোমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকুক, এবং তোমাদের বিশ্বাস অদৃশ্য বিষয়ে অটল হউক। ইহলোকের কোন বিষয়কে চিত্তমধ্যে স্থান দিও না, এবং আপনং অন্তঃকরণ ও তাহার কুইচ্ছা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইও, কেননা অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটতাময় এবং তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য। তোমরা একাগ্র দৃষ্টিতে গমন কর, ভয় করিও না; স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পরাক্রম তোমাদের সহায়।

এই রূপ উপদেশ শুনিয়া, খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসী মঙ্গল-ব্যঞ্জকের ধন্যবাদ করিল, এবং তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা জানিয়া গন্তব্য পথে কি২ ঘটনা ঘটিবে, এবং কি প্রকারে বা দুর্ঘটনা এড়াইতে, কিম্বা প্রতিরোধ করিতে হইবে, ইহা তিনি কহিতে পারেন, এই বিশ্বাসে মিনতি করিয়া কহিল, অবশিষ্ট পথ গমনে আমাদিগের উপকারের নিমিত্তে আরো কিছু বলিতে আজ্ঞা হউক।

মঙ্গলব্যঞ্জক। বৎসগণ, অনেক দুঃখভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, ইহা তোমরা মঙ্গল সমাচারের সত্য বাক্যদ্বারা জ্ঞাত আছ। বিশেষতঃ প্রত্যেক নগরে বন্ধন ও ক্লেশ তোমাদের অপেক্ষা করিতেছে; অতএব দুঃখাদিরহিত হইয়া যে দীর্ঘ পথ গমন করিবে, এমন আশাও করিতে পার না। তোমরা যে পথে আসিয়াছ, তাহাতে আমার বাক্যের সত্যতার বিষয়ে কতক পরিচয় পাইয়াছ, এবং অনতি বিলম্বে আরও অধিক পাইবে। দেখ, এখন তোমরা এই প্রান্তর প্রায় ছাড়াইয়াছ, আর কিছু অগ্রসর হইলে, এক নগর দেখিতে পাইবে। সেই নগরে উপস্থিত হইলে শত্রুগণ-কর্তৃক বিষম দুঃখ ঘটিবে; তাহারা তোমাদিগের প্রাণনাশ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইবে। আর একটি বিষয় এই জানিবে, তোমরা যে মতাবলম্বী হইয়াছ, সে মতের সত্যতা বিষয়ে তোমাদের মধ্যে এক জনকে কিম্বা উভয়কেই নিজ রক্তপাত দ্বারা সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাক, রাজা তোমাদিগকে জীবনমুকুট দিবেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে স্থানে কাল প্রাপ্ত হইবে, তাহার মৃত্যু অতি অসঙ্গত ও যাতনাযুক্ত হইলেও সহযাত্রি অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাগ্যবান বলিতে হইবে; কেননা সে কেবল অগ্রে স্বর্গীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইবে, এমত নয়, অবশিষ্ট পথে দ্বিতীয় ব্যক্তির যে সকল দুঃখ কষ্টাদি ঘটিবে,

তাহা হইতে মুক্তি পাইবে। অতএব যখন তোমরা সেই নগরে উপস্থিত হইয়া আমার এই সকল কথার প্রমাণ পাইবে, তখন তোমাদের বন্ধুকে স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে বীরের ন্যায় দেখাইবে, এবং ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া সৎক্রিয়া করিতে২ তাঁহার হস্তে আপন২ আত্মা সমর্পণ করিবে।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসী দুই জনে গমন করিতে২ নির্জ্জন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সম্মুখে একটী নগর দেখিতে পাইল, সে নগরের নাম মায়ানগর। ঐ নগর মায়া অপেক্ষাও অসার এবং সেখানে যাহা বিক্রয় হয় ও যাহারা বিক্রয় করিতে আইসে, সে সমস্তই মায়াময় ও মায়াবী; যেমন উপদেশক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখানে যে কিছু আইসে, সকলই অসার। ঐ নগরে সম্বৎসর ব্যাপিয়া একটি মেলা হইয়া থাকে, তাহারও নাম মায়ামেলা। সেই মেলা কিছু নূতন স্থাপিত নয়, বহু কালাবধি হইয়া আসিতেছে। উহা স্থাপনের হেতু এই ;—প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ানের ও বিশ্বাসির সদৃশ অনেক যাত্রী স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছিল। সেই যাত্রিদের গন্তব্য পথ মায়া নগরের মধ্যদিয়া যায়, ইহা দেখিয়া বালসিবূব, আপল্লুয়োন ও লিজিয়ন নামক প্রধান ভূতেরা এবং তাহাদের অনুচরবর্গ যাত্রিদিগকে ভ্রান্ত করিবার জন্য উক্ত নগরে একটি মেলা বসাইয়া সম্বৎসর ব্যাপিয়া সর্ব্বপ্রকার মনোহর মায়াময় দ্রব্য বিক্রয় করাইতে থাকে। যথা—উত্তম২ অট্টালিকা, রাজ্য, ভূমি, কান, ক্রীড়া, ও বেশ্যাগমনাদি সর্ব্ব প্রকার উপভোগ, ও স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান, ভৃত্য জীবন, রক্ত, শরীর, প্রাণ, সোণা, রূপা, মুক্তা ও নানাবিধ বহুমূল্য মণি মাণিক্য প্রভৃতি সকলি সে স্থানে পাওয়া যায়। (হিতোপ ১১; ৮। ১; ২-১৪। ২; ১১-১৭। যিশা

তদ্ভিন্ন এই মেলাতে পাশক্রীড়াদি সকল প্রকার খেলা ও প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরী এবং পাগলের ও বানরের ও ধূর্ত্তের ক্রিয়া সর্ব্বদা দেখা যায়।

এখানে আবার বিখ্যাত চোর ও খুনী, পারদারিক ও মিথ্যাদিব্যকারি লোকদিগকেও বিনা ব্যয়ে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য হাটবাজারের মত এই মেলাতে স্বনাম প্রসিদ্ধ পৃথক২ গলি ও টোলা শ্রেণিবদ্ধ আছে; সেখানে গেলে যাহার যে দ্রব্যে অভিলাষ, অনায়াসে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ঐ হট্টে ইংরাজী টোলা, ফরাসী টোলা, ইটালী টোলা, স্পানীয় টোলা, জর্ম্মাণীয় টোলা, মারওয়ারি টোলা, নাখোদা টোলা, মান্দ্রাজী টোলা, আর্ম্মাণী টোলা, বাঙ্গালী টোলা ও পারসী টোলা প্রভৃতি আছে, সেই২ স্থানে বিশেষ২ প্রকার মায়াময় দ্রব্য বিক্রয় হয়। আর অন্যান্য মেলাতে যে রূপ কোন প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য থাকে, তেমনি সে স্থানে রোম দেশীয় ও হিন্দুস্থানী বাণিজ্য দ্রব্যের বাহুল্য। কিন্তু ইংলণ্ডের এবং অন্য কোন২ দেশের লোকেরা সম্প্রতি তাহার বড় একটা আদর করে না।

স্বর্গীয় রাজধানীর পথ ঠিক এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। উক্ত রাজধানীতে গমনার্থী যে কোন পথিক ঐ মায়া মেলার মধ্য দিয়া যাইতে অসম্মত হয়, তাহাকে জগতের বাহিরে যাইতে হয়। (১ করি ৫; ১০।) যিনি রাজগণের রাজা, তিনি আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে ছুটিদিবসে ঐ নগরের মধ্যদিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে পড়ে, মেলার প্রধান অধ্যক্ষ বালসিবূব্ মেলার মায়াময় দ্রব্য ক্রয় করণার্থে তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, এবং তিনি যদি নগরমধ্য দিয়া গমনকালে তাহাকে নমস্কারমাত্র করিতেন, সে তাহাকে মেলার কর্ত্তা করিয়া রাখিত। আর

ঐ রাজগণের রাজা অতি সম্ভ্রান্ত লোক, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে বালসিবূব্ এক টোলাহইতে অন্য টোলাতে লইয়া গিয়া, অল্প ক্ষণের মধ্যেই জগতের সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিল, এবং তিনি যাহাতে অল্প মূল্যে ঐ মায়াময় দ্রব্যের কিছু২ ক্রয় করেন, তন্নিমিত্তে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি সেই সচ্চিদানন্দ ব্যক্তি তাহার দ্রব্য কিনিতে অসম্মত হওয়াতে এক কড়া কড়িও ব্যয় না করিয়া নগর অতিক্রম করিয়াছিলেন। (মথি ৪ ; ৮—১০। লূক ৪ ; ৫—৮।) ইহাতে দেখা যায়, ঐ মেলা অতি প্রাচীন, বহুকালস্থায়ী ও বৃহৎ।

সে যাহা হউক, স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতে হইলে, এই নগরের মধ্য দিয়া না গেলেই নয়, এ কারণ এই যাত্রিরাও তথায় গমন করিল, কিন্তু প্রবিষ্ট হইবামাত্র হট্টের ও নগরের সমস্ত লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া যেন কৌতুক দর্শনার্থ মহাকলরব করিতে লাগিল।

এই কলরবের তিনটী কারণ ছিল ; প্রথমে, হট্ট স্থিত সকল লোকের পরিচ্ছদ অপেক্ষা ঐ দুই জনের পরিচ্ছদ অন্য প্রকার ছিল ; ইহা দেখিয়া তাহারা তাহাদের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কেহ২ তাহাদিগকে মূর্খ বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল ; এবং কেহ কেহ কহিল, উহারা পাগল ; এবং কেহ২ কহিল, না ; উহারা অসভ্য বিদেশী। (আয়োব ১২ ; ৪। ১ করি ৪ ; ৯।)

দ্বিতীয়তঃ, হট্টস্থ লোকেরা তাহাদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়া যেমন চমৎকৃত হইয়াছিল, কথা শুনিয়া তেমনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ফলতঃ যাত্রিদের ভাষা কিনান দেশীয়, সুতরাং হট্টের অতি অল্প লোকে তাহা বুঝিতে পারিল, কেননা হট্টের সকল লোকই ঐহিক। এ জন্য মেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই দুই জন যাত্রী এবং হট্টের

লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। (১ করি ২ ; ৭, ৮।)

তৃতীয়তঃ, যাত্রিদ্বয় হটস্থ মহাজনদিগের বাণিজ্য দ্রব্য অতি তুচ্ছ জ্ঞান করাতে, তাহারা অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, যেহেতুক কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার আসয়ে কেহ যাত্রিদিগকে ডাকিলে, তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, অলীকের দর্শন হইতে আমার চক্ষু ফিরাও, (গীত ১১৯ ; ৩৭) এই কথা কহিয়া, সে দ্রব্যের প্রতি এক বার চাহিয়াও দেখিল না, কিন্তু আমাদের বিষয় ও ব্যবসা স্বর্গে, ইহা কহিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইল। (ফিলি ৩ ; ২০, ২১।)

যাত্রিদিগের এরূপ চরিত্র দেখিয়া মেলার কোন এক ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি কিনিতে চাহ ? তাহারা তাহার প্রতি গম্ভীর দৃষ্টি করিয়া কহিল, আমরা সত্যের ক্রেতা। (হিতো ২৩ ; ২৩।) এই কথা শুনিয়া হটস্থ লোকেরা তাহাদিগকে আরো তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ২ মার২ বলিয়া উঠিল। এই রূপে ক্রমে২ পরস্পর বিসম্বাদ হওয়াতে তাবৎ হাট বাজার অব্যবস্থিত হইয়া গেলে, মেলার প্রধান অধ্যক্ষ এই সমাচার পাইয়া, ত্বরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আপনার কোন২ বিশ্বস্ত অনুচরকে কহিল, ঐ যে দুই জনের দরুন হাট লণ্ডভণ্ড হইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ কর। তাহারা বিচারস্থানে আনীত হইলে বিচারকর্ত্তারা জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ ? এবং কোথায় যাইবে ? আর এ প্রকার অসঙ্গত বেশে এ মেলাতে কেন আসিয়াছ ? তাহারা উত্তর করিল, আমরা বিদেশী যাত্রী, স্বর্গীয় যিরূশালম নামক স্বদেশে যাইতেছি ; (ইব্রিয় ১১ ; ১৩—১৬) এই নগরস্থ লোকেরা ও বণিকেরা আমাদিগকে যখন জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি ক্রয় করিবে ? আমরা কহিলাম, সত্য। ইহা ব্যতিরেকে



তাহাদের অতুষ্টিকর কিছুই করি নাই; তাহারা অকারণে আমাদিগকে গালি ও আমাদের যাত্রার বাধা দিতেছে। এইরূপ সত্য কথা কহিলেও বিচারকর্ত্তারা তাহাদিগকে হাবলা, ক্ষেপা ও মেলাভঞ্জক বলিয়া দোষী করিল, এবং প্রহার পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক মাখিয়া মেলাস্থ লোকদিগকে তামাসা দেখাইবার জন্য, একটি পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। এরূপ অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া যাত্রীদ্বয় হট্টস্থ লোকদের তিরস্কার, বিদ্রূপ ও হিংসার আস্পদ হইল, বিশেষতঃ মেলার অধ্যক্ষ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরিহাস করিল। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিন্দকদের প্রতিনিন্দা না করিয়া, তাহাদিগকে আশী-র্ব্বাদ করিতে, দুর্ব্বাক্যের পরিবর্ত্তে মিষ্টবাক্য কহিতে এবং হিংসার পরিবর্ত্তে প্রীতি দেখাইতে দেখিয়া হট্টস্থ লোকদের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি ও দ্বেষরহিত ছিল, তাহারা কুব্যবহারি লোকদিগকে ধমকাইতে লাগিল। তাহাতেও দুর্বৃত্তেরা ক্ষান্ত না হইয়া, তাহাদিগকেও তিরস্কার করিয়া কহিল, ঐ বেটাদের মত তোরাও দুষ্ট; বোধ হয়, তোরা উহাদের সঙ্গী, অতএব উহাদের শাস্তির ভাগী হইবি। তাহারা উত্তর করিল, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যাত্রিদ্বয় অতি নির্ব্বিরোধ এবং শিষ্ট শান্ত, কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহে না; অতএব উহাদের অপেক্ষা বরং এই হট্টস্থ ব্যবসা-য়িদের মধ্যে অনেকে ঐ পিঞ্জরে বদ্ধ হইবার, এমন কি, শূলে দিবারও অধিক যোগ্য। এই রূপে বাদানুবাদ হইলে ঐ সকল দলের লোকেরা মারামারি করিয়া পরস্পর হিংসা করিতে লাগিল, কিন্তু যাত্রিদ্বয় সকলের সাক্ষাতে ধৈর্য্যসহ অতি শিষ্ট ও সদ্ব্যবহার করিল। পরে বিচারকর্ত্তারা যাত্রিদ্বয়কে পুনর্ব্বার বিচারস্থানে লইয়া গিয়া, মেলার বিঘ্নকারী বলিয়া দোষী করিল। পরে নিষ্ঠুর রূপে তাহাদিগকে প্রহার, ও ভারি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে

ভয় জন্মাইবার জন্যে, অর্থাৎ কেহ যেন কোন প্রকারে তাহাদের সপক্ষ বা অনুগামী না হয়, এই আশয়ে তাহাদিগকে হট্টের সর্ব্বত্র ফিরাইল। এরূপ অপমানগ্রস্ত হইলেও খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসী সমধিক ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া, লোকদিগের দুর্ব্বাক্য ও তিরস্কারাদি এমত নম্রতাসহ সহ্য করিল যে, তাহাদের শীলতা দেখিয়া মেলার কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের সপক্ষ হইয়া উঠিল। ইহাতে বিপক্ষেরা আরও ক্রোধান্বিত হইয়া, যাত্রিদিগের প্রাণদণ্ড করিতে স্থির করিল। তাহাদিগকে ধম্কাইয়া কহিল, এই পিঞ্জর ও বেড়ী তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তোমাদিগকে মরিতে হইবে; কেননা তোমরা অত্যাচার করিয়া মেলার লোকদিগকে ভুলাইয়াছ।

বিচারকর্ত্তারা যে পর্যান্ত অন্য কোন আজ্ঞা প্রকাশ না করে, তাবৎ যাত্রিদিগকে পুনরায় পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা পাইয়া, প্রহরিরা তাহাদিগকে দুই পায়ে হাড়ি দিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া তথায় রাখিল।

এই রূপ দুর্দ্দশার সময়ে সেই যাত্রিরা পরম বন্ধু মঙ্গলবাঞ্ছকের উপদেশ স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ তোমাদের এই রূপ ঘটিবে, এই যে কথা তাঁহার নিকটে শুনিয়াছিল, তাহারা তাহা চিন্তা করিয়া, আপনাদিগের দুঃখবিষয়ে মনকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, তাহারি অধিক মঙ্গল। এই কথা কহিতে২ প্রত্যেকে মনে২ ভাবিতে লাগিল, অগ্রে আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়! অনন্ত সহিষ্ণুতাসহ পরমজ্ঞানি সর্ব্বাধিপতির হস্তে আপনাদিগের ভার সমর্পণ করিয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে সেই অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস পর বিচারের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইল। নগরাধ্যক্ষেরা বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা করণার্থে তাহাদিগকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া শত্রুগণের সাক্ষাতে দাঁড়

করাইল। বিচারকর্ত্তার নাম ভদ্রদ্বেষী। তাহাদের উভয়ের নামের অভিযোগ পত্র প্রায় একই রূপ, কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ্য ছিল। সেই অভিযোগ পত্রে লেখা ছিল. উাহারা নগরস্থ বনিকদের শত্রু এবং বাণিজ্যের বিঘ্নকারক, বিশেষতঃ নগরের মধ্যে কলহ ও দলভেদ করিয়া নগরাধ্যক্ষের আজ্ঞার বিপক্ষে আপনাদিগের কুমন্ত্রণাদ্বারা একটা কুচক্রি দল সংগ্রহ করিয়াছে।

·বিশ্বাসী উত্তর করিল, যে জন সর্ব্বোপরিস্থের বিপক্ষতা করে, আমি কেবল তাহারই বিপক্ষতা করিয়াছি। তোমরা কহিতেছ, আমি কলহ করিয়াছি ; তাহা করি নাই, যেহেতুক আমি নির্ব্বিরোধ ; আর যে সমস্ত লোক আমাদের সপক্ষ হইয়াছে, তাহারা কুমন্ত্রণাদ্বারা হয় নাই, কিন্তু আমাদের সত্যতা ও নির্দ্দোষতা দেখিয়া সৌজন্যদ্বারা আমাদের পক্ষ হইয়া কুপথ হইতে সৎপথে আসিয়াছে। তোমরা যে বালসিবূব্ রাজার কথা কহিতেছ, সে আমাদের প্রভুর শত্রু ; অতএব তাহাকে কিম্বা তাহার দূতদিগকে আমি তৃণবৎ গণনা করি।

তখন সাক্ষিদের বিষয়ে আজ্ঞা প্রকাশ হইল, বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান এই বন্দির বিপরীতে আপন রাজার পক্ষে সভাস্থ লোকদের মধ্যে যাহাদের কিছু বক্তব্য থাকে, অবিলম্বে সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া বলুক। ইহা শুনিয়া ঈর্ষা ও অতিরিক্তাচারী এবং উপধর্ম্ম নামে তিন জন সাক্ষী উপস্থিত হইলে, বিচারকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এই বন্দিকে চিন ? এবং ইহার বিরুদ্ধে আপন রাজার পক্ষে তোমাদের বক্তব্য কি, বল ?

তখন ঈর্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল, ধর্ম্মাবতার, আমি ঐ মনুষ্যকে অনেক কালাবধি চিনি, বরং এই মহামান্য বিচারাসনস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে শপথ করিয়া কহিতে পারি যে—

বিচারকর্ত্তা। থাম, আগে উহাকে হলফ দেওয়াও।

দিব্য করাইলে পর, সে কহিতে লাগিল, ধর্ম্মাবতার, এই ব্যক্তির নামটী সুশ্রাব্য হইলেও আমাদের দেশমধ্যে এ সর্ব্বাপেক্ষা অধম, কেননা সে না মানে রাজাকে, না মানে প্রজাকে, না মানে ব্যবস্থা, না মানে লোকাচার; কেবল বিশ্বাস ও পবিত্রতা বিষয়ে যে কতকগুলিন রাজদ্রোহি সঙ্কল্প আছে, তাহাতেই লোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ এক বার আমি উহাকে এই কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং আমাদের এই মায়াহট্টের ব্যবহার পরস্পর এমত বিপরীত যে, কোন প্রকারে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপ কথাতে ঐ ব্যক্তি আমাদের তাবৎ প্রশংসনীয় ক্রিয়ার নিন্দা করে, কেবল তাহা নয়, বরং আমাদিগকেও দোষী করে।

বিচার। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?

ঈর্ষা। ধর্ম্মাবতার, আরও অনেক বলিতে পারি, কিন্তু পাছে সভাস্থ লোকদের ব্যামোহ জন্মে, এই ভয় করি। তথাপি প্রয়োজন হইলে, উহার অপরাধ সাব্যস্থ করিবার জন্যে যেন কোন ত্রুটি না হয়, এজন্য অন্য সাক্ষিদের জমানবন্দী হইয়া গেলে, আমি আরও বিস্তারিতরূপে সাক্ষ্য দিব।

বিচারাধ্যক্ষ তাহাকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে আজ্ঞা করিলেন।

তাঁহারা অতিরিক্তাচারিকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি ঐ বন্দিকে চিন? এবং উহার বিপরীতে রাজার পক্ষ হইয়া কি কহিতে পার? অনন্তর তাহাকে শপথ করাইলে, অতিরিক্তাচারী সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিল।

অতি। ধর্ম্মাবতার, এই ব্যক্তির সহিত আমার বড় একটা আলাপ নাই, এবং ভাল রূপে আলাপ করিতে ইচ্ছাও নাই। অল্প দিন হইল, নগরের মধ্যে উহার সহিত আমার

কিছু কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতেই জানি, ঐ ব্যক্তি বড় কলহকারী, যেহেতুক দুই একটী কথা হইতেই ও ব্যক্তি হঠাৎ কহিল, তোমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া, কেহ ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারে না। উহার এই কথার অভিপ্রায় আপনি বুঝিতে পারেন। ফলতঃ উহার মতে আমরা বৃথা আরাধনা করি, ও অদ্যাপি পাপে মগ্ন আছি, এবং অবশেষে বিনষ্ট হইব।

বিচারাধ্যক্ষেরা স্তবার্থিকে ডাকিয়া, হলফ দিয়া কহিলেন, বন্দির বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে তোমার বক্তব্য কি?

স্তবার্থী। ধর্ম্মাবতার, এবং হে সভাসদ্ মহাশয়েরা, উহার সহিত আমার অনেক কালের পরিচয়, আমি কত বার উহাকে অবক্তব্য কথা কহিতে শুনিয়াছি। বলিতে কি, আমাদের মহামহিম বালসিবূব রাজার বিরুদ্ধে ঐ বেটা অনেক কুকথা বলিয়াছে, তদ্ভিন্ন তাঁহার সম্ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধবদিগেরও অপমানজনক অনেক কথা কহিয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত পুরাতনভাব, শারীরিকসুখার্থী, ব্যর্থশ্লাঘৈষী, ভোগার্থী, বৃদ্ধ লম্পট, এবং গ্রাসক ইত্যাদি আমাদের মান্য লোকদিগের অপমানজনক নানা প্রকার কথা কহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরো বলিয়াছে, আমার মনের মত যদি সকল মনুষ্যের মত হইত, এই মান্য লোকদিগের এক প্রাণীও এ গ্রামে থাকিত না। আর ঐ ব্যক্তি যে এই সকল কথা কহিয়াছে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়, কেননা ও আপনকারও নিন্দা করিতে ভীত হয় নাই। নগরস্থ অন্যান্য মান্য লোককে যেমন নাস্তিক দুষ্ট ইত্যাদি বলিয়াছে, তেমনি আপনকারও অপমানজনক কথা কহিয়াছে।

এরূপ সাক্ষ্য দিয়া স্তবার্থী নিরস্ত হইলে পর বিচারাধ্যক্ষ বন্দি বিশ্বাসির প্রতি কহিতে লাগিলেন, ওরে বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড, রাজদ্রোহি; তোর বিরুদ্ধে এই ভদ্র লোকেরা কি সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, তাহা শুনিলি?

বিশ্বাসী। এখন আমি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কিছু বলিতে পারি ?

বিচা। ওরে দুষ্ট, মুহূর্ত্তমাত্র তোকে জীবীত রাখা কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু তোর প্রতি আমাদের দয়া যেন সকলে জানিতে পারে, এই জন্যে তোর যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বল্।

বিশ্বাসী। তবে প্রথমতঃ ঈর্ষী যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারি উত্তর করি। আমি কেবল এই বলিয়াছি, যে কোন বিধি ব্যবস্থা, ব্যবহার কিম্বা ব্যক্তি ঈশ্বরবাক্যের স্পষ্ট বিপরীত, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মেরও নিতান্ত বিপরীত। ইহাতে যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, বুঝাইয়া দিউন। ভুল স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্তাচারী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের আরাধনা করিতে গেলে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাসের আবশ্যক ; এবং ঈশ্বরের অভিমত প্রকাশক প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাসপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব ঈশ্বরের আরাধনায় ঈশ্বরীয় আদেশাতিরিক্ত যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত বিশ্বাসের ফল। অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্তে এরূপ বিশ্বাস ফলপ্রদ হয় না।

তৃতীয়তঃ, স্তবার্থী যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, আমি কাহাকেও গালি দিতে চাহি না, সংক্ষেপে বলি যে, এই নগরের রাজা, এবং তাঁহার যে সমস্ত অনুগত লোকের নাম ঐ ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছে, তাহারা কেহই এই নগর কিম্বা দেশের যোগ্য নহে ; কেবল নরকে বাস করিবার যোগ্য। পরমেশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

অনন্তর জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া বিচারাধ্যক্ষ কহিলেন, হে সভাসদ্‌গণ, যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই নগর লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল, তাহাকে দেখিতেছ, এবং এই ভদ্র লোকের

তাহার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাও শুনিলে, এবং তাহার উত্তর ও দোষ স্বীকারও শুনিলে। এক্ষণে ইহাকে ফাঁসি দেওয়া বা রক্ষা করা তোমাদের হাত। এতদ্বিষয়ে আমাদের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা তোমাদিগকে এক্ষণে জ্ঞাত করান উচিত বোধ হইতেছে।

আমাদিগের রাজার ভৃত্য মহাফিরৌণের অধিকার কালে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল, ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরা যেন উন্নত ও প্রবল না হয়, একারণ তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। (যাত্রা ১ ; ২২ ।) তদ্ভিন্ন নিবূখদ্‌নিৎসর নামে আমাদের রাজার আর এক জন ভৃত্য একটি স্বর্ণ প্রতিমা স্থাপিত করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে ব্যক্তি ঐ প্রতিমাকে প্রণাম ও পূজা না করিবে, সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। (দানি ৩ ; ৬ ।) পরে দারা নামক রাজা আর একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করেন। সে ব্যবস্থা এই, যে ব্যক্তি তাঁহার নিয়মিত দিন পর্য্যন্ত তাঁহা ব্যতিরেকে কোন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে, সে সিংহখাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। (দানি ৬ ; ৭ ।) অতএব দেখ, ঐ ব্যক্তি সেই সকল ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে। কেবল মনে লঙ্ঘন করিলেও আমরা প্রায় সহ্য করিতাম না, কিন্তু এরূপে বাক্যে ও ক্রিয়াতে লঙ্ঘন করা অসহ্য।

আর দেখ, ফিরৌণের অধিকারকালে যে ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কোন বিশেষ দোষ প্রযুক্ত স্থাপিত হয় নাই, কেবল অনুমান প্রযুক্ত, অর্থাৎ ভাবি অমঙ্গল নিবারণার্থে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দোষ অতি স্পষ্ট। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবস্থাও লঙ্ঘন করিতেছে, কেননা এ আমাদের মতবিরুদ্ধ কথা কহিতেছে ; এবং এ যে রাজদ্রোহী, ইহা নিজেই স্বীকারও করিতেছে ; অতএব বধ্য।

তখন সভাসদগণ, অর্থাৎ অন্ধ, অভদ্র, হিংস্রক, কাম-

প্রিয়, অত্যাচারী, দুরাগ্রহ, অহংযু, দ্বেষী, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর, দীপারি ও অসন্তোষ নামক জুরিরা বিচারস্থান হইতে নির্গত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক, বন্দিদের দোষ স্থির করিয়া, বিশ্বাসীকে বিচারাধ্যক্ষের সম্মুখে দোষী করণার্থ একপরামর্শ হইল। তাহারা পরস্পর এই রূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ, সভাপতি অন্ধ কহিল, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, ঐ ব্যক্তি বিধর্ম্মী। অভদ্র কহিল, উহাকে এ জগৎ হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। হিংস্রক ঐ কথায় সায় দিয়া কহিল, দেখ, উহার মুখ দেখিলে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠে। কামপ্রিয় কহিল, হাঁ, আমিও ওকে দেখিতে পারি না। অত্যাচারী কহিল, ও ব্যক্তি আমারও দুই চক্ষের বিষ; আমিও উহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না, কেননা ও সদাই আমার দোষ ধরে। দুরাগ্রহ কহিল, ও বেটাকে ফাঁসি দেও, ফাঁসি দেও। অহংযু কহিল, ও বেটা অতি অন্ত্যজ। দ্বেষক কহিল, উহাকে দেখিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে। মিথ্যাবাদী কহিল, ও বেটা চোর। নিষ্ঠুর কহিল, ফাঁসি ত ভাল, উহার আরো কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত। দীপারি কহিল, শীঘ্র উহাকে লোকান্তর কর। অবশেষে অসন্তোষ কহিল, শুন, কেহ যদি আমাকে সমস্ত জগৎ দিতে চাহে, তথাপি উহার সঙ্গে কখন প্রণয় করিব না; অতএব আইস, আমরা বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে উহার প্রাণ দণ্ডযোগ্য দোষ স্থির করি।

এই রূপ দোষারোপ করিলে পর বিচারাধ্যক্ষ ক্ষণেকের মধ্যে ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড স্থির করিয়া আজ্ঞা দিল, ঐ ব্যক্তি যে স্থান হইতে আসিয়াছে, সেই স্থানে লইয়া গিয়া যথাসাধ্য নির্দ্দয় রূপে উহার প্রাণবধ কর।

অতএব তাহারা স্বদেশীয় ব্যবস্থানুসারে দণ্ড দিবার নিমিত্তে তাহাকে বাহির করিয়া, প্রথমতঃ বেত্রাঘাত ও গালে মুখে চপেটাঘাত করিল। পরে ছুরিকাদ্বারা তাহার গাত্রের

মাংস নির্দ্দয় রূপে কাটিতে লাগিল। তাহার পর তাহাকে প্রস্তর মারিল ও তরবালের অগ্রভাগদ্বারা খোঁচা দিতে লাগিল। এই রূপে অশেষ যাতনা দিয়া অবশেষে তাহাকে একটা স্তম্ভকাষ্ঠে বাঁধিয়া, পোড়াইয়া ভস্ম করিল।

বিশ্বাসী অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়া দেহ ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু আমি দেখিলাম, ঐ লোকারণ্যের পশ্চাদ্ভাগে তাহার নিমিত্তে দুই ঘোড়ার এক খানি রথ প্রস্তুত ছিল। শত্রুরা তাহাকে বধ করিবামাত্র, সে ঐ রথারোহণ পূর্ব্বক, তুরীধ্বনি-সহ আকাশমার্গে অবিলম্বে স্বর্গীয় রাজধানীতে উপনীত হইল। বিচারের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার কারাগৃহে বদ্ধ হইল। কারাগারে কিছুকাল থাকিবার পর, মনুষ্যদের ক্রোধ যাঁহার হস্তগত, সেই সর্ব্বাধিপতি ঈশ্বর তাহাদের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন; সে আপনার পথে অগ্রসর হইল। গমনকালে এই গান করিল।

বিশ্বাসি যেমতে, বিশ্বাস্য রূপেতে,
আপন প্রভুর নাম।
করিল স্বীকার, সমক্ষে তাঁহার,
তথা পাবে সুখধাম॥
অবিশ্বাসী যারা, ইহলোকে তারা,
হর্ষিত অসার সুখে।
কিন্তু পরলোকে, পড়িয়া নরকে,
কাঁদিবেক ঊর্দ্ধ মুখে॥
গান কর কর, বিশ্বাসি তোমার,
নাম চিরজীবী হবে।
হলেও নিহত, তুমি হে সতত,
স্বর্গেতে জীবিত রবে॥

১৪ অধ্যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, কেবল খ্রীষ্টীয়ান একাকী এই রূপ গান করিতে২ যাইতেছিল না, আশাবান নামে এক ব্যক্তি তাহার সঙ্গে যুটিয়া ভ্রাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক তাহাকে কহিল, ভ্রাতঃ, আমি তোমার সহযাত্রী হইব। ঐ ব্যক্তি মায়াহট্টে দুঁরবস্থা সময়ে খ্রীষ্টীয়ানের ও বিশ্বাসীর সৎকথা শুনিয়া এবং সদাচরণ দেখিয়া, আশাযুক্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে সত্যতার সাক্ষ্য দান হেতু এক জনের মৃত্যু হওয়াতে তাহার চিতাভস্ম হইতে খ্রীষ্টীয়ানের সহিত গমনার্থ আর এক জন উৎপন্ন হইল। সে খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, মেলার অনেক লোক কিঞ্চিৎ পরে আমাদের পশ্চাৎ আগমন করিবে।

খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার এক জন সঙ্গী পাইয়া মেলা হইতে বাহির হইল, এমন সময়ে বহুচেষ্ট নামে কোন ব্যক্তি অগ্রে২ যাইতেছিল। তাহারা তাহার সঙ্গ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ? এবং কত দূর বা যাওয়া হইবে? সে উত্তর করিল, আমি মধুরবাক্য নামক নগর হইতে আসিয়াছি, এবং স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইব। কিন্তু আপনার নামটী বলিল না।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি মধুরবাক্য নগর হইতে আসিয়াছ বটে?—সেখানে কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি আছে? (হিতো ২৬; ২৫।)

বহুচেষ্ট। হাঁ, আমি বোধ করি, আছে।

খ্রীষ্টীয়ান। তবে আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?

বহুচেষ্ট। তোমায় আমায় পরস্পর কখন পরিচয় ছিল না বটে, তথাপি তুমি যদি এই পথে যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, নতুবা আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। মধুরবাক্য নামক নগরের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছি। লোকে বলে, ঐ নগর বিলক্ষণ ধনশালী।

বহুচেষ্ট। হাঁ, নগরটী ধনাঢ্য বটে, আর সে খানে আমার ধনবান্ জ্ঞাতি কুটুম্ব বিস্তর আছে।

খ্রীষ্টীয়ান। যদি বিরক্ত না হও, জিজ্ঞাসা করি, সেখানে তোমার কুটুম্ব কে২।

বহুচেষ্ট। কে২ আবার? সেখানকার সমস্ত লোকই প্রায় আমার কুটুম্ব,বিশেষতঃ শ্রীযুত ঘূর্ণ, কালানুবর্ত্তী এবং মধুরবাক্ যাঁহার *পিতৃপিতামহের নামানুসারে ঐ নগরের নাম হই-*য়াছে। তদ্ভিন্ন চিক্কণ ও উভয়দিঙ্মুখ ও যথারুচি এবং আমার মাতুল দ্বিজিহ্ব, এই সকলে আমার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব। আমি এখন এক জন ভদ্রলোক হইয়াছি। আমার প্রপিতামহ মাজি ছিলেন, এক দিকে চাহিয়া অন্য দিকে গমন করিতেন। তদ্রূপ ব্যবসায়দ্বারা আমিও প্রায় সমস্ত ধন উপার্জ্জন করিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে?

বহুচেষ্ট। হাঁ, সুবেশা রাণীর কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার স্ত্রী অতি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা, এবং এমন সচ্ছলরূপে সুশিক্ষিতা হইয়াছে যে, কি রাজা কি প্রজা, সকলেরি সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে জানে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মরত অন্য২ গোঁড়া লোক অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ক মত কিঞ্চিৎ ভিন্ন, কিন্তু সে ভিন্নতা কেবল দুইটি ক্ষুদ্র বিষয়ে মাত্র; প্রথমতঃ, আমরা সম্মুখ বায়ু কিম্বা সম্মুখ স্রোত ভাঙ্গিয়া গমন করি না; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম যৎকালে সৌভাগ্যের ও সম্মানের হেতু, তখনই আমরা তৎপ্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করি।

খ্রীষ্টীয়ান এক পার্শ্বে গিয়া আশাবানের সঙ্গ ধরিয়া তাহাকে কহিল, ওহে ভাই, আমার অনুমান হয়, ঐ ব্যক্তি মধুরবাক্য নগরের বহুচেষ্ট। যদি সেই হয়, তবে উহার মতন প্রবঞ্চক এ অঞ্চলে আর নাই। তখন আশাবান কহিল,

তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর, নিজের নাম বলিতে লজ্জিত হয় কি না, দেখি। অনন্তর খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গিয়া কহিল, অন্য দশ জন অপেক্ষা তুমি যে অধিক বুদ্ধিমান, তোমার কথাদ্বারাই তাহা বোধ হয়। অতএব তুমি কে, তাহা আমি অনুমানদ্বারা জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাল, তুমি কি মধুরবাক্য নগরবাসি বহুচেষ্ট নহ?

বহুচেষ্ট। বিপক্ষেরা ঐ নাম ধরিয়া আমাকে ডাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ও নাম আমার নয়। যাহা হউক, অন্য২ ভদ্র লোকেরা পূর্ব্বে যেমন বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছেন, আমাকেও তদ্রূপ বিদ্রূপ স্বরূপ এই নাম সহ্য করিতে হইতেছে।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, লোকেরা যে তোমাকে ঐ নামে ডাকে, তোমার কোন ক্রিয়া কি তাহার কারণ নয়?

বহুচেষ্ট। না, না, তাহা নয়। আমার আচার ব্যবহারের মধ্যে তাহারা সেই অপবাদের মুলস্বরূপ কেবল একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারে। যে২ সময়ে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত যে২ লোকাচার হইতে আমার কিঞ্চিৎ লাভ হওনের সম্ভাবনা দেখিতাম, সেই২ সময়ে, আমি সেই২ লোকাচারকে উত্তম বলিয়া গ্রাহ্য করিতাম। ইহাতে কেহ২ যদি আমার প্রতি দোষারোপ করে, তবে তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু হিংস্রক লোকেরা আমার নিন্দা না করুক।

খ্রীষ্টীয়ান। আমি যাহার কথা শুনিয়াছি, তুমি সেই বট। স্পষ্ট বলি, তুমি যেরূপ অন্যায়ের কথা কহিতেছ, লোকে তোমাকে ঐ নাম দেওয়াতে আমার বিবেচনায় কিছু মাত্র অন্যায় বোধ হয় না।

বহুচেষ্ট। তোমরা যদি সেরূপ ভাব, কি করিব? যাহা হউক, এখনও যদি আমাকে সঙ্গিরূপে গ্রাহ্য কর, তোমরা উত্তম সঙ্গী লাভ করিবে।

খ্রীষ্টীয়ান। আমাদের সঙ্গী হইলে সম্মুখ বায়ু ও সম্মুখ স্রোত ঠেলিয়া যাইতে হইবে; এবং স্বর্ণ পাদুকা বিশিষ্ট ধর্ম্ম যেমন, নেকড়া পরিহিত ধর্ম্মকেও তেমনি স্বীকার করিতে হইবে। সৌভাগ্য ও সম্মানের হেতু হইলেও যেমন, অসৌভাগ্য ও অসম্মানের হেতু হইলেও তেমনি ধর্ম্মের সপক্ষ হইতে হইবে।

বহুচেষ্ট। আমার বিশ্বাসের উপরে তোমাদের কর্ত্তৃত্ব করা অনুচিত; ইচ্ছানুসারে আচরণ করিতে২ তোমাদের সহিত আমাকে যাইতে দিবে?

খ্রীষ্টীয়ান। না, আমি যে রূপ আচরণের বর্ণনা করিয়াছি, সেই রূপ আচরণ করিতে যদি তুমি আমাদের ন্যায় সম্মত না হও, আমাদের সঙ্গে আর এক পা অগ্রসর হইতেও পারিবে না।

বহুচেষ্ট। পুরাতন মত আমি কখন ত্যাগ করিব না, কেননা তাহা নির্দ্দোষ অথচ লাভজনক। তোমাদের সঙ্গে যদি আমার যাওয়া না হয়, তবে আগেকার মত যাইব, অর্থাৎ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া যে সন্তুষ্ট হয়, এমন লোক যে পর্য্যন্ত আসিয়া না যুটিবে, তাবৎ একাকী যাইব।

আমি স্বপ্নে আরো দেখিলাম, খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান উভয়ে পৃথক্ হইয়া তাহাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রসর হইল। কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে তাহাদের মধ্যে এক জন পশ্চাৎ দিগে দৃষ্টি করিয়া ধৃতজগৎ, অর্থপ্রিয় ও সর্ব্বসঞ্চয়ী নামে তিন ব্যক্তিকে বহুকষ্টের সহিত পশ্চাৎ২ আসিতে দেখিল। তাহারা তাহার সঙ্গ ধরিলে বহুচেষ্ট তাহাদিগকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল, কারণ বাল্যকালে তাহারা সকলে একই বিদ্যালয়ে, উত্তরদিক্স্থিত লোভ নামক প্রদেশের লাভেচ্ছা নগরে নরপীড়ক নামা অধ্যাপকের কাছে, একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। ঐ অধ্যাপক তাহাদিগকে বল ছল স্তবস্তুতি মিথ্যা-

কথা কি ধার্ম্মিকের ভান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেয়। অধ্যাপকের মতে ঐ চারিজন এমত পণ্ডিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ অধ্যাপক হইবার যোগ্য।

পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহাদের পরস্পর শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে, অর্থপ্রিয় কিঞ্চিৎ অগ্রে ঐ দুই জন যাত্রিকে দেখিয়া বহুচেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের আগে২ ঐ দুই ব্যক্তি কে যাইতেছে?

বহুচেষ্ট। উহারা দূরদেশীয় যাত্রী, আপনাদের ইচ্ছানুসারে যাইতেছে।

অর্থপ্রিয় কহিল। আহা, তবে উহারা কেন দাঁড়াইল না? তাহা হইলে আমরা উত্তম সহযাত্রি পাইতাম। কেননা বোধ হয়, উহারা, আমরা এবং আপনি, আমরা সকলেই যাত্রী।

বহুচেষ্ট। তা বটে, কিন্তু অগ্রগামি ব্যক্তিরা বড় গোঁড়া, তাহারা আপন২ বিচারে আসক্ত, এবং অন্য সকলের বিচার লঘু জ্ঞান করে; কোন ব্যক্তি পরমধার্ম্মিক হইলেও যদি সকল বিষয়ে তাহাদের মতে অবিলম্বে মত না দেয়, তাহারা তাহাকে আপন সঙ্গ হইতে দূর করিয়া দেয়।

সর্ব্বসঞ্চয়ী। ইহা ভাল নহে। কিন্তু শাস্ত্রে পাঠ করি, এই জগতে অনেক অতিধার্ম্মিক লোক আছে। ইহারা নিজ সূক্ষ্ম বিচারকতা দ্বারা আপনাদিগকে ব্যতীত অপর সকলকে দোষী করিতে প্রবৃত্ত হয়। বল দেখি, কোন্২ বিষয়ে তোমার ও তাহাদের মতের অনৈক ছিল?

বহুচেষ্ট। তাহারা একগুঁইয়া, তাহাদের যাত্রা করণের কালাকাল ভেদ নাই, সকল সময়ে যাত্রা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। কিন্তু আমি সুবাতাস ও জোয়ার ভাঁটার প্রতীক্ষা করি। তাহারা ঈশ্বরের নিমিত্তে একেবারে সর্ব্বস্ব পণ করণের, কিন্তু আমি জীবন ও বিষয় রক্ষার্থে তাবৎ উপায়

প্রয়োগ করণের পক্ষ। তাবৎ মনুষ্য প্রতিবাদী হইলেও তাহারা আপন২ মত সমর্থনের, কিন্তু আমি কালাকাল ও ফলাফল বুঝিয়া লাভানুসারে ধর্ম্মের পোষকতা করণের পক্ষ। ধর্ম্ম যখন অবজ্ঞাত ও দারিদ্র্যের হেতু হয়, তখনও তাহারা তাহার পক্ষ; কিন্তু তাহা যখন সৌভাগ্যের ও সম্মানের হেতু, এবং জনগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়, তখনই আমি তাহার অনুগামী হই।

ধূর্ত্তজগৎ। ভাল, হে ভদ্র; তুমি আপন মত ছাড়িও না, কেননা সর্ব্বস্ব রক্ষা করণের উপায় থাকিলেও, যে ব্যক্তি অবোধের ন্যায় তাহা হারায়, আমার মতে সে মূর্খ। আমাদের সর্পবৎ সতর্ক হওয়া উচিত; রৌদ্র থাকিতে২ ধান শুকান কর্ত্তব্য। দেখ, মৌমাছিরা বর্ষাকালে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে। যখন সুখসহ মধু লাভ হয়, এমন সুদিনেই পরিশ্রম করিয়া থাকে। ঈশ্বর বাদলা ও সুদীন উভয়ই দিয়া থাকেন, অতএব উহারা যদি নির্ব্বোধের মত বাদলায় যাত্রা করিতে চাহে, করুক, কিন্তু আমরা সুদিনেই যেন সর্ব্বদা যাত্রা করি। কিন্তু যাহা দ্বারা ঈশ্বরদত্ত সাংসারিক মঙ্গলসমূহ রক্ষা পায়, আমি এমন ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ঐহিক মঙ্গল দিয়াছেন, তখন তাঁহারই অনুরোধে তাহা রক্ষা করা উচিত, ইহা কি যুক্তিসিদ্ধ নয়? দেখ, ইব্রাহীম ও শলোমন, ধর্ম্মদ্বারা ধনবান হইয়াছিলেন। আয়োব কহিয়াছেন, সাধু লোক ধূলার ন্যায় সুবর্ণ সঞ্চয় করিবে। কিন্তু তুমি যে রূপ ঐ অগ্রগামিদের বর্ণনা করিয়াছ, উহারা সে রূপ হইলে সাধুরা তাহা করিতে পারে না।

সর্ব্বসঞ্চয়ী। বোধ হয়, এবিষয়ে আমাদের সকলেরই একমত, অতএব অধিক কথার নিষ্প্রয়োজন।

অর্থপ্রিয়। হাঁ, নিষ্প্রয়োজন বটে, কেমনা ধর্ম্মগ্রন্থ ও নীতি, এ উভয়ই স্পষ্ট আমাদের পক্ষ; কিন্তু এই দুই-

স্নেহতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা বুঝে না, এবং আত্ম মঙ্গলের চেষ্টাও করে না।

বহুচেষ্ট। ভ্রাতৃগণ, দেখ, আমরা সকলেই যাত্রী, অতএব মন্দ বিষয়ের চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অনুমতি দেও।

কোন পরিচারক কিম্বা কোন ব্যবসায়ি ব্যক্তি যখন ঐহিক মঙ্গল প্রাপ্তির কোন উপায় দেখে, তখন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যেং বিষয়ে পূর্ব্বে মনোনিবেশ করিত না, সেইং বিষয়ে নিদান লোকে বাহ্যে আত্যন্তিক যত্ন না দেখাইলে যদি বাঞ্ছিত মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে না পারে, তবে তজ্জন্য ঐ প্রকার ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিলে কি তাহার সাধুতা নষ্ট হয়?

অর্থপ্রিয়। আমি তোমার প্রশ্নের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, ইহারা অনুমতি করিলে উত্তর দিতে চেষ্টা করি। প্রথমতঃ, পরিচারক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি। অল্প বেতনভোগী কোন সুযোগ্য পরিচারকের যদি অনেক গুণে অধিক আয়ের কর্ম্ম পাইবার সুবিধা হয়, এবং যদি তাহা পাইবার নিমিত্তে তাঁহার অধ্যয়নে ও উপদেশ দানে অধিক যত্ন প্রকাশ করিবার আবশ্যক হয়, এবং মণ্ডলীর সন্তোষের জন্য যদি আপনার মত বিশেষের অন্যথা করিতে হয়, তবে তিনি কেন তাহা করিবেন না? আমি বোধ করি, মণ্ডলী তাঁহাকে আহ্বান করিলে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করাতে তাঁহার দোষী হওয়া দূরে থাকুক, বরং সেই প্রকার অন্য অনেক কর্ম্ম করিলেও তাঁহার সাধুতার ব্যতিক্রম হইবে না। ইহার প্রমাণ বলি, শুন।

প্রথমতঃ অধিক বেতনের আকাঙ্ক্ষা বিধেয়, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। কেননা ঈশ্বরই ইহা ঘটাইয়া দেন। অতএব সেই কর্ম্ম যদি পাওয়া যায়, তিনি ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া তাহা পাইতে চেষ্টা করিতে পারেন

দ্বিতীয়তঃ, এতদ্ব্যতীত ঐ কর্ম্ম পাইবার নিমিত্তে যদি তাঁহাকে অধ্যয়নে ও উপদেশ দানকার্য্যে অধিক যত্ন করিতে হয়, তবে তদ্দ্বারা তিনি আরো উত্তম লোক হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার বিদ্যা ও কার্য্যনৈপুণ্য বৃদ্ধি পায় ; ইহা ঈশ্বরের ঈপ্সিত।

তৃতীয়তঃ, তিনি যদি মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে, তাহাদের অনুরোধে, আপনার গ্রাহ্য মতের কিঞ্চিৎ অন্যথা করেন, তাহাতে তাঁহার ত্রিবিধ সদ্গুণ প্রকাশ পায় ; (১) পরমঙ্গলের নিমিত্তে ত্যাগস্বীকার, (২) মধুর ও মোহনস্বভাব, (৩) সেই জন্য পরিচারকের কর্ম্মের নিমিত্ত সমধিক যোগ্যতা। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই, যে পরিচারক অধিক বেতনের অনুরোধে অল্প বেতন পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য সেই ব্যক্তিকে লোভী বলিয়া দোষী করা অনুচিত, বরং তদ্দ্বারা তাঁহার নৈপুণ্য ও যত্ন বৃদ্ধি পাওয়াতে, তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মে উদ্যোগী এবং সাধ্যানুসারে পরমঙ্গল সাধনের আকাঙ্ক্ষী জানিয়া, মান্য করা কর্ত্তব্য।

অপর, ব্যবসায়ী ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহার উত্তর দি : মনে কর, সংসারে কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যক্তি যদি ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ দ্বারা অধিক ও ভদ্র ক্রেতা কিম্বা ধনবতী স্ত্রী লাভ করিতে পারে, তবে তাহাতে কোন দোষ দেখি না। ইহার বরং তাহা কর্ত্তব্য, কেননা, প্রথমতঃ, যে কোন কারণে হউক, মনুষ্যের ধর্ম্মানুরক্ত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ধনবতী স্ত্রী কিম্বা উত্তম ও অধিক ক্রেতা লাভ করা নিষিদ্ধ নহে।

তৃতীয়তঃ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল লাভ করে, সে আপনি সৎ হওয়াতে সৎ হইতে সৎ বিষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ধর্ম্মানুরাগ, যাহা নিজে উত্তম, তাঁহাই উত্তমা স্ত্রী, উত্তম ক্রেতা ও উত্তম বিষয় লাভ করিবার

উত্তম উপায় হইতেছে; সুতরাং ঐ সকল লাভের জন্যে ধার্ম্মিক হওয়া অতি উত্তম এবং লাভজনক বটে।

বহুচেষ্টের প্রশ্নের অর্থপ্রিয়কে এই রূপ উত্তর করিতে শুনিয়া, সকলে যথেষ্ট প্রশংসা করিল এবং তাহা উত্তম ও উপকারী বলিয়া স্বীকার করিল। তাহা অকাট্য জ্ঞান করাতে এবং খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান অনতিদূরে থাকাতে, ও উহারা পথে বহুচেষ্টের প্রতিবাদ করাতে তাহারা পরামর্শ করিল, উহাদিগের লাগাইল পাইলেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া জব্দ করিব। অতএব তাহারা উহাদিগকে ডাকিল, এবং উহাদের আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে যাইতে২ পরামর্শ স্থির করিল, বহুচেষ্টের পরিবর্ত্তে ধৃতজগৎ প্রশ্ন উপস্থিত করুক, কেননা বহুচেষ্টের সহিত পূর্ব্বে বিবাদ হওয়াতে হয় ত তাহারা তাহাকে রাগত হইয়া উত্তর দিবে, কিন্তু ধৃতজগতের সহিত শান্ত ভাবে আলাপ করিতে পারে।

অনন্তর তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া, পরস্পর নমস্কারাদি করিলে, ধৃতজগৎ খ্রীষ্টীয়ানের ও আশাবানের নিকট সেই প্রশ্নটী উত্থাপন করিয়া কহিল, যদি পার, উত্তর দেও।

খ্রীষ্টীয়ান। ধর্ম্ম বিষয়ে যে ব্যক্তি শিশু, সেও এ প্রকার দশ হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে; কেননা যোহনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত প্রমাণানুসারে যদি রুটী পাইবার আশাতে (যোহন ৬; ২৬) খ্রীষ্টের পশ্চাৎ যাওয়া অকর্ত্তব্য হয়, তবে সাংসারিক লাভ ও সুখভোগ লাভের নিমিত্তে খ্রীষ্টকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে উপায় স্বরূপ জ্ঞান করা আরও অধিক ঘৃণার্হ। দেবপূজক, কপটী, শয়তান সম লোক ও মায়াবিগণ ভিন্ন আর কাহারও এরূপ মত নহে।

প্রথমতঃ, দেবপূজক হমোর এবং শিখিম যখন যাকোবের কন্যা ও গো মেষাদির পাল লাভেচ্ছা করিয়া দেখিল যে, ত্বক্ছেদী না হইলে সে সকল লাভের কোন উপায় নাই,

তখন আপনাদের সঙ্গিদিগকে কহিল, উহারা যেমন ত্বক্‌ছেদী, তেমনি যদি আমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হয়, তবে উহাদের ধন ও পশু কি আমাদের হইবে না? কন্যা এবং মেষাদির পাল হস্তগত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এবং তাহা লাভার্থেই ধর্ম্মরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। আদিপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে এই বিবরণ পাঠ করিয়া দেখ।

দ্বিতীয়তঃ, কপটী ফিরূশিরাও এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিল. দীর্ঘ প্রার্থনা তাহাদের ভান; কিন্তু বিধবাগণের গৃহ সর্ব্বস্ব গ্রাস করা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এই কারণ ঈশ্বরদত্ত গুরুতর দণ্ড তাহাদের পুরস্কার হইল। (লূক ২০; ৪৬, ৪৭।)

তৃতীয়তঃ, শয়তানস্বরূপ যিহূদা ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; সেও থলিয়াস্থিত মুদ্রাদি আত্মসাৎ করিবার জন্যে ধার্ম্মিক হইয়াছিল। কিন্তু শেষে পতিত এবং পরিত্রাণভ্রষ্ট হইয়া, বিনাশের পাত্র হইল।

চতুর্থতঃ, শিমোন নামক মায়াবীও এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; কেননা সে ধন লাভের জন্যে পবিত্র আত্মাকে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল; এই কারণ পিতর তাহার উপযুক্ত ভর্ৎসনা করিয়াছিল। (প্রেরিত ৮; ১৯-২২।)

পঞ্চমতঃ, নিশ্চয় জানিও, যে ব্যক্তি সংসারের জন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে সংসারের অনুরোধে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। যিহূদা সাংসারিক লাভের নিমিত্তে ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, আবার সাংসারিক লাভের নিমিত্তে সেই ধর্ম্ম এবং আপন প্রভুকে বিক্রয় করিয়াছিল। অতএব তোমরা এই প্রশ্নের যে-উত্তর দিয়াছ, তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা বিধর্ম্মী, কপটী ও শয়তানসম লোকের কর্ম্ম। কর্ম্মানুসারে তোমাদের ফল লাভ হইবে।

ইহা শুনিয়া তাহারা কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না; পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। আশাবানও খ্রীষ্টী

য়ানের উত্তরের যুক্তিসিদ্ধতা স্বীকার করিল; সকলে নিরুত্তর হইল। বহুচেষ্ট ও তাহার সঙ্গীরা খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান হইতে কোন মতে পৃথক্ হইবার আশয়ে ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ সরিল। তখন খ্রীষ্টীয়ান সহযাত্রিকে কহিতে লাগিল, ভাই, ইহারা যদি মনুষ্যের বাগ্দণ্ড সহিতে পারিল না, তবে কেমন করিয়া ঈশ্বরের বাগ্দণ্ড সহ্য করিবে? এবং মৃৎপাত্রের সাক্ষাতে যদি এরূপ অপ্রতিভ হইল, তবে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নি-শিখার সাক্ষাতে কি করিবে?

পরে খ্রীষ্টীয়ান এবং আশাবান তাহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া, ক্রমে২ অগ্রসর হইয়া, ক্ষণেকের মধ্যে আরাম নামে একটী মনোহর মাঠে উপস্থিত হইয়া, প্রফুল্ল চিত্তে গমন করিতে লাগিল। সেই মাঠ অল্প প্রশস্ত হওয়াতে তাহারা ত্বরায় পার হইয়া গেল। ঐ মাঠের পার্শ্বে লভ্য নামক একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল, সেই পর্ব্বতে রূপার খনি থাকাতে পূর্ব্বকালীন যাত্রিদের অনেকে ঐ আকরের বিরলতা প্রযুক্ত উহা দেখিবার জন্য পথ ছাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু উহার মুখের অতি নিকট গমন করিলে, তথাকার ভূমি ঢসিয়া পড়াতে অনেকে মারা পড়িয়াছিল, এবং কেহ২ সেই স্থানে বিকলাঙ্গ হইয়া, তদবধি মরণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইতে পারে নাই।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, পথ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সেই আকরের পার্শ্বে দীমাঃ বড় ভালমানুষের মত পথিক-দিগকে ডাকিয়া, তাহা দেখাইবার নিমিত্তে দণ্ডায়মান ছিল। সে খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সহযাত্রিকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, এই দিগে আইস, আমি তোমাদিগকে এক দ্রব্য দেখাইব।

খ্রীষ্টীয়ান। পথ ছাড়িয়া গিয়া, দেখিবার যোগ্য কি দ্রব্য আছে?

দীমঃ। এখানে রূপার এক খানি আছে, কেহ২

অর্থের আশায় তাহা খনন করিতেছে; তোমরাও যদি আইস, অনায়াসে ধনবান হইতে পারিবে।

আশাবান। তবে আইস ভাই, আমরাও গিয়া দেখি।

খ্রীষ্টীয়ান। আমিত যাইব না; আমি পূর্ব্বে এই স্থানের বিষয় শুনিয়াছি, ওখানে কত লোক মারা পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া পথিকেরা ওখানে যে ধনের অন্বেষণ করে, তাহা ফাঁদস্বরূপ হইয়া তাহাদেরই যাত্রার বাধা জন্মায়।

খ্রীষ্টীয়ান দীমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হে, এই স্থান কি বিপদজনক নয়? ওখানে কি অনেকের যাত্রার বাধা জন্মে নাই?

দীমঃ। অসাবধান লোক ছাড়া অন্যের পক্ষে বিপদজনক নহে।

কিন্তু এই কথা কহনের সময়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল।

তখন খ্রীষ্টীয়ান আশাবানকে কহিল, আমরা যেন এক পাও পথ ছাড়িয়া ওদিকে না যাই।

আশাবান। দেখ, আমি ঠিক বলিতে পারি, বহুচেষ্ট এ পথে আইলে, এ ব্যক্তি যদি আমাদের মত তাহাকে ডাকে, সে নিশ্চয়ই পথ ছাড়িয়া ওখানে যাইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহার সন্দেহ নাই, কেননা সেই দিগেই যাওয়া তাহার মতসঙ্গত; কিন্তু ওখানে গিয়া শতকরা একজন বাঁচে ত ঢের।

দীমাঃ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিল, তবে কি তোমরা দেখিতে আসিবে না?

খ্রীষ্টীয়ান স্পষ্ট করিয়া কহিল, হে দীমঃ, এই পথের কর্ত্তার তুমি এক জন প্রকৃত শত্রু; আপনি পথ ছাড়িয়া যাওয়াতে সর্ব্বোপরিস্থের বিচারপতিদ্বারা দণ্ডার্হ হইয়াছ, (২ তিম ৪; ১০।) আবার কেন আমাদিগকেও সেই দণ্ডের ভাগী করিতে চেষ্টা কর? আমরা পথছাড়া হইলে, আমা-

দের প্রভু মহারাজা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন, আর তাঁহার সাক্ষাতে নির্ভয়ে দাঁড়াইতে না দিয়া, আমাদিগকে অপ্রতিভ করিবেন।

দীমঃ। আমিও তোমাদের এক জন ভ্রাতা, যদি একটু বিলম্ব কর, তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারি।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমার নাম কি? তোমাকে যে নামে ডাকিয়াছিলাম, তাহাই কি তোমার নাম নয়?

দীমঃ। হাঁ, আমার নাম দীমাঃ বটে, কিন্তু আমি ইব্রাহীমের বংশজ।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, আমি তোমাকে চিনি। তুমি যিহূদার পুত্র ও গেহসির প্রপৌত্র; পৈতৃক পথে তুমিও গিয়াছ। ইহা তোমার শয়তানীয় ছল; কেননা তোমার পিতা রাজদ্রোহ দোষে ফাঁসি গিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তুমি উত্তম পুরস্কারের যোগ্য নও। (২ রাজা ৫; ২০-২৭। মথি ২৬; ১৪, ১৫। ২৭; ৩-৫।) আমরা যখন রাজার নিকট উপস্থিত হইব, তোমার এই কার্য্যের বিবরণ তাঁহাকে জানাইব, ইহা নিশ্চয় জানিও।

অনন্তর তাহারা আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বহুচেষ্ট এবং তাহার সঙ্গী সে স্থানে পঁহুছিলে দীমাঃ ডাকিতে না ডাকিতে তাহারা তাহার কাছে গেল। পরে হেঁট হইয়া সেই আকরের মুখ দেখিতে২ তাহার মধ্যে পড়িল, কি তন্মধ্যে নামিয়া খনন করিতে লাগিল, কি সেই গর্ত্ত হইতে নিয়ত উত্থিত ভাপে বদ্ধশ্বাস হইল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না; কিন্তু সেই অবধি পথের মধ্যে তাহাদিগকে আর দেখিতে পাই নাই। তখন খ্রীষ্টীয়ান এই গীত গান করিতে২ চলিল।

বহুচেষ্ট সহ রৌপ্যদর্শক দীমার।
ঐক্য দেখ একে ডাকে দৌড়ে এক আর॥

কারণ তাহার লভ্যে অংশী হৈতে চায়।
ইহ ঠেক্যে তারা আর অগ্রে নাহি যায়॥

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান ঐ মাঠের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া পথের পার্শ্বে একটা পুরাতন স্তম্ভ দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতিশয় চমৎকার জ্ঞান করিল, কেননা তাহা স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়াতে, কোন স্ত্রীলোক স্তম্ভ হইয়া উঠিয়াছে, এমন বোধ হইল। অতএব তাহারা সেই স্থানে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া অবলোকন করিল, কিন্তু নানাপ্রকার বিতর্ক করিলেও সেটা যে কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে আশাবান ঐ মূর্ত্তির মস্তকে অসম্ভব অক্ষরে লিখিত কতকগুলিন বর্ণ দেখিল; কিন্তু আপনি বড় একটা পণ্ডিত না হওয়াতে তাহা বুঝিতে না পারিয়া খ্রীষ্টীয়ানকে ডাকিল; খ্রীষ্টীয়ান পণ্ডিত ছিল, এজন্য ঐ অক্ষর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবামাত্র পাঠ করিল, যথা, "লোটের স্ত্রীকে স্মরণ কর।" সহযাত্রী ইহা পড়িয়া শুনাইলে তাহারা উভয়ে নিশ্চয় করিল, লোটের স্ত্রী যখন প্রাণরক্ষার্থে সিদোম্ নগর হইতে পলায়ন করিতেছিল, তখন সলোভ মনে পশ্চাৎ দৃষ্টি করাতে, যে লবণস্তম্ভ হইয়াছিল, এ সেই স্তম্ভ; (আদি ১৯; ২৬।) অতএব তাহারা অকস্মাৎ এতাদৃশ আশ্চর্য্য দেখিয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, লভ্য নামক পর্ব্বতে যাইবার জন্য দীমার আমাদিগকে ডাকিবার পর যে এই দর্শন হইয়াছে, ইহা আমি অতি শুভদর্শন বলিয়া মানিতেছি; কেননা সে ব্যক্তির অনুরোধ এবং তোমার ইচ্ছানুসারে আমরা যদি তাহার নিকট যাইতাম, হয় ত আমরাও এই স্ত্রীলোকের ন্যায় পশ্চাৎ আগত লোকদিগের পক্ষে দর্শনস্তম্ভ হইয়া থাকিতাম।

আশাবান। আমি না বুঝিয়া ঐ প্রকার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। আমি যে লোটের স্ত্রীর ন্যায় হই নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, কেননা আমার ও তাহার পাপে বিশেষ কি? সে যেমন ফিরিয়া দেখিয়াছিল, আমিও তেমনি তথায় যাইয়া দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম। অতএব অনুগ্রহের স্তুতি হউক; এবং আমার মনে যে এ প্রকার ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল, তজ্জন্য আমাকে ধিক্।

খ্রীষ্টীয়ান। যা হইবার হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এই স্থানে যাহা দেখিতেছি, আইস, আমরা ভাবি সময়ের উপকারের নিমিত্তে তাহা মনে রাখি; ফলতঃ এই স্ত্রী এক বার সিদোম নগরের সংহার হইতে রক্ষা পাইলেও অন্য বারে নষ্ট হইল।

আশাবান। সত্য; সে আমাদের পক্ষে উপদেশ ও চেতনা উভয়ই হইতে পারে, ফলতঃ এই স্ত্রীর ন্যায় পাপ করিলে আমরাও তাহার ন্যায় দণ্ড পাইব, অতএব সেই পাপ বিষয়ে সাবধান থাকা আমাদের উচিত; এই স্তম্ভ আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছে। কোরহ, দাথন, আবীরাম এবং তাহাদের দলস্থ আড়াই শত লোক, আপন পাপ হেতু নষ্ট হইয়া আমাদিগকে চেতনা দিবার নিমিত্তে চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। (গণনা ১৬ ; ৩১, ৩২ । ২৬ ; ৯, ১০ ।) ভাল, সে যাহা হউক, এক বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, ফলতঃ লোটের স্ত্রী যে ধনের লোভে পথ হইতে এক পাদও বহির্ভূত না হইয়া কেবল পশ্চাদ্ দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইয়াছিল, ঐ দীমাঃ ও তাহার সঙ্গিরা কি প্রকারে স্থিরচিত্ত হইয়া সেই ধনের অন্বেষণ করিতেছে? বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীর প্রতি যে দণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহাতে সে ঐ লোকদের দৃষ্টিগোচরে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আছে; আর চক্ষু মেলিলেইত তাহারা তাহাকে দেখিতে পায়।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, ইহা অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, উহাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য অপ্রতিকার্য্য। যাহারা বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে চুরী করে, কিম্বা ফাঁসিকাষ্ঠের নীচে লোকদের গাঁইট কাটে, এমন দুরাচারদের সহিত উহাদের তুলনা দেওয়া উপযুক্ত। কারণ ঈশ্বর সিদোমের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করাতে তাহা এদন উদ্যানের ন্যায় মনোহর এবং উর্ব্বরা হইলেও তন্নিবাসিদের বিষয়ে কথিত আছে যে, তাহারা পরমেশ্বরের গোচরে অতিশয় দুষ্ট, এই হেতু ঈশ্বরের ক্রোধ (আদি ১৩; ১০, ১৩।) অধিক প্রজ্জ্বলিত হইল, আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে অসহ্য দণ্ড প্রদান করিল। ইহাতে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে, কুপথে গমন নিবারণের নিমিত্তে এত দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিলেও যাহারা দীমার ন্যায় পাপ করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন দণ্ড পাইবে।

আশাবান। তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু বিশেষরূপে আমি যে এরূপ দৃষ্টান্তস্থল হই নাই, ইহাতে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা, ও তাঁহার সাক্ষাতে সভয় আচরণ করা, এবং লোটের স্ত্রীকে নিয়ত স্মরণ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

---

১৫ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তাহারা তথা হইতে ক্রমে২ গমন করিতে২ এক মনোহর নদীতীরে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে দায়ূদ রাজা তাহার নাম ঈশ্বরীয় নদী রাখিয়াছিলেন। যোহন তাহাকে অমৃত জলের নদী বলেন। (গীত ৬৫; ৯। যিহি ৪৭; ১—৯। প্রকাশিত ২২; ১।) ঐ নদীর তীর দিয়া তাহাদের পথ যাওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল, এবং মধ্যে২ ঐ

নদীর জল পান করাতে তাহাদের শ্রান্তি দূরীকৃত ও মন প্রফুল্ল হইল। সেই নদীর উভয় পার্শ্বে সর্ব্বপ্রকার ফলোৎপাদক সতেজ বৃক্ষশ্রেণী ছিল, সেই বৃক্ষের পত্র আরোগ্যজনক। অতএব তাহারা আনন্দপূর্ব্বক ফল পাড়িয়া খাইতে লাগিল, অতিভোজন এবং পথগমনে রক্তবিকারজন্য যে২ রোগ জন্মে, তাহা নিবারণার্থে তাহার পত্র ভোজন করিতে লাগিল। নদীর উভয় পার্শ্বে অম্লান তৃণ ও সুন্দর কাম্বুড়পুষ্পে ভূষিত একটি মাঠ ছিল। সেই মাঠে তাহারা নিষ্কন্টকে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। (গীত ২৩; ২। যিশা ১৪; ৩০।) নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহারা পুনর্ব্বার বৃক্ষের ফলাদি পাড়িয়া ভোজন এবং নদীর জল আরবার পান করিয়া বিশ্রাম করিল। এই রূপে তাহারা সেই স্থানে কএক দিন যাপন করিল। পরে এই গীতটী গান করিতে লাগিল।

নদীর স্ফাটিক জল যাত্রিসান্ত্বনিতে।
অতি মৃদু বেগে বহে পথের পার্শ্বেতে॥
তৃণেতে ভূষিত মাঠ সৌরভ নিকরে।
নানাবিধ সুখদানে যাত্রি তৃপ্তি করে॥
এ বৃক্ষের ফলপত্র উত্তম কেমন।
আস্বাদন করে তাহা জানে যেই জন॥
আপন সর্ব্বস্ব সেই বিক্রয় করিয়া।
শীঘ্র এই ক্ষেত্র ক্রয় করিবে আসিয়া॥

অবশেষে তাহারা আর এক বার সেই স্থানে ভোজন পানাদি করিয়া অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইল, কেননা এখনও তাহাদের যাত্রা সমাপ্ত হয় নাই।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা তথাহইতে অল্প দূর গমন করিলে নদী পথহইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল; কিন্তু পথ ত্যাগ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। পথ অতি অসমান, এবং ভ্রমণ

প্রযুক্ত পদতল ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে যাত্রিকেরা হতসাহস হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহারা যাইতেং সমান পথের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে কিঞ্চিৎ অগ্রে পথের বাম পার্শ্বে স্থিত উপপথ নামে একটি মাঠ ও তাহাতে যাইবার একটী সিঁড়ি দেখিয়া, খ্রীষ্টীয়ান সঙ্গিকে কহিল, ঐ মাঠ যদি পথের পার্শ্ব দিয়া যায়, চল, উহা দিয়া গমন করি। এই কথা কহিয়া ঐ মাঠে যাইবার নিমিত্তে খ্রীষ্টীয়ান সেই ক্ষুদ্র সিঁড়িতে উঠিলে বেড়ার অন্য পার্শ্বে একটি পথ দেখিল, তাহাতে সে আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; এ অতি সুগম পথ; ভাই, এস আমরা পার হইয়া এই পথে যাই।

আশাবান। গেলে যদি পথভ্রষ্ট হই?

খ্রীষ্টীয়ান। না, তাহা হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। দেখ না কেন? এই পথ বরাবর উহার পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে।

আশাবান সহযাত্রির কথায় সম্মত হইয়া উভয়ে সিঁড়ি দিয়া বেড়াইয়া সেই পথ দিয়া সুখে গমন করিতে লাগিল, এবং ব্যর্থসাহস নামে কোন ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিতে দেখিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওহে, এই পথ দিয়া কোথায় যাওয়া যায়? সে কহিল, স্বর্গীয় রাজধানীর দ্বার পর্য্যন্ত। খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দেখ দেখি, আমি কি ঠিক তাহাই বলি নাই? অতএব আমরা যে ঠিক পথে যাইতেছি, ইহা নিশ্চয়। পরে সে ব্যক্তি অগ্রে ও তাহারা পশ্চাৎ চলিলে, অনতিবিলম্বে রাত্রি উপস্থিত ও নিবিড় অন্ধকার হইল, তাহাতে পশ্চাদ্গামি লোকেরা অগ্রগামি ব্যক্তিকে আর দেখিতে পাইল না। সেই ঘোরতর অন্ধকার প্রযুক্ত ব্যর্থসাহস নামে অগ্রগামি ব্যক্তি সম্মুখস্থ পথ দেখিতে না পাওয়াতে একটা গভীর গর্ত্তে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। (যিশা ৯; ১৬।) ব্যর্থসাহসের ন্যায় মুর্খদিগকে ধরিবার নিমিত্তে ভূমির অধিকারী সেই গর্ত্ত খনন করিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান উভয়ে ঐ ব্যক্তির পতনশব্দ শুনিয়া চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? পড়িয়াছ কি? কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। কেবল কোঁকানি শব্দ শুনিতে পাইল। তখন আশাবান খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই হে, আমরা কোথায় আসিয়াছি? তখন খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে বিপথে আনিয়াছে ভাবিয়া, নিরুত্তর হইল। এমন সময়ে অকস্মাৎ অতিশয় ঝড় বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন ইত্যাদি হওয়াতে পথ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

আশাবান কোঁকাইতে২ কহিল, আহা! আমি যদি সেই পথে থাকিতাম।

খ্রীষ্টীয়ান। কে জানে ভাই, যে এই পথে আসিয়া আমরা পথভ্রষ্ট হইব?

আশাবান। প্রথম হইতেই আমার সেই আশঙ্কা ছিল; এই জন্যই আমি তোমাকে আগে ইঙ্গিতে চেতনা দিয়াছিলাম। স্পষ্ট রূপে নিষেধ করিতে বাঞ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, এই জন্যে তাহা করি নাই।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, না বুঝিয়া তোমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া এরূপ ঘোর বিপদে ফেলিয়াছি বলিয়া, আমার যার পর নাই দুঃখ হইতেছে। বিনয় করি, আমাকে ক্ষমা কর, তোমার মন্দ করিবার বাসনায় ইহা করি নাই।

আশাবান। ভাই, স্থির হও, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। নিশ্চয় জানিও, ইহার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। এমন দয়ালু ভ্রাতার সহিত থাকাতে আমার বড় আহ্লাদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের এ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত। চল, ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করা যাউক।

আশাবান। কিন্তু ভাই, আমাকে অগ্রে যাইতে দেও।

খ্রীষ্টীয়ান। না, আমি অগ্রে যাই, কেননা আমার

দোষেই পথভ্রষ্ট হইয়াছি ; সুতরাং সম্মুখে যদি কোন বিপদ থাকে, আমিই তাহাতে অগ্রে পড়িব।

আশাবান। না, তুমি অগ্রে গেলে ভাল হইবে না, কেননা তোমার মন বড় ব্যাকুল, সুতরাং পুনর্ব্বার পথভ্রষ্ট হইতে পার।

এই রূপ কথোপকথন কালে তাহারা অকস্মাৎ এই উৎসাহবর্দ্ধক বাণী শুনিতে পাইল, যে রাজপথে তুমি গমন করিয়াছিলা, তাহাতে মনোযোগ করিয়া ফির। (যিরি ৩১ ; ২১।) কিন্তু সেই সময়ে বন্যার জল আরো ফাঁপিয়া উঠাতে, ফিরিয়া যাওয়ার পক্ষে পথ অত্যন্ত বিপদজনক হইয়াছিল। তাহাতে আমি ভাবিলাম, পথভ্রষ্ট হওয়া সহজ, কিন্তু পথভ্রষ্ট হইলে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া বড় কঠিন। সে যাহা হউক, তাহারা ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিল ; কিন্তু একে ঘোর অন্ধকার, তাহাতে আবার ভয়ানক বন্যা, সুতরাং গমনকালে তাহাদিগকে প্রায় বার দশেক হাবুডুবু খাইতে হইয়াছিল।

এই রূপে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহারা রাত্রির মধ্যে সেই শিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিল না। অবশেষে, সামান্য একটী আশ্রয়স্থান পাইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত অবস্থান করিল। কিন্তু অতিশয় শ্রান্তিপ্রযুক্ত ঘুমাইয়া পড়িল। তাহাদের সেই আশ্রয় স্থানের নিকটে সংশয়দুর্গ নামে এক গড় ছিল ; তথায় আশাভঙ্গ নামে যে প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি বাস করিত, তাহারই অধিকারে তাহারা শয়ন করিয়াছিল। প্রভাত হইলে ঐ প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি আপন অধিকার মধ্যে গতায়াত করিতে২ খ্রীষ্টীয়ান এবং আশাবানকে নিদ্রাগত দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি হইয়া কটু বাক্যে কহিতে লাগিল, ওরে, গা তোল, তোরা কে ? কোথাহইতে আসিয়াছিস্ ? আমার জায়গায় কি কচ্ছিস্ ? তাহারা কহিল, হে মহাশয়, আমরা যাত্রী, অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি। তখন ঐ প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি

কহিল, বেড়া ডিঙ্গাইয়া আমার ভূমিতে আসিয়া শয়ন করাতে তোরা অপরাধী হয়েছিস্; এখন আমার সঙ্গে আয়। ঐ ব্যক্তি তাহাদের অপেক্ষা অধিক বলবান্ হওয়াতে তাহার সহিত তাহারা যাইতে বাধ্য হইল; এবং আপনাদিগকে দোষী জানিয়া প্রায় নীরব হইয়া রহিল। তখন প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি তাহাদিগকে অগ্রে২ তাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত গড়ে লইয়া গিয়া এক অন্ধকারময় কদর্য্য এবং দুর্গন্ধপূর্ণ কারাকূপে বদ্ধ করিয়া রাখিল। সেই স্থানে তাহারা বুধবারের প্রাতঃকালাবধি শনিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলো কিম্বা অন্নজলের মুখ একবারও দেখিতে পাইল না; আর তোমরা কেমন আছ, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না। এই রূপ দুর্দ্দশায়, তাহারা পরিচিত লোক এবং বন্ধুগণ হইতে দূরে পড়িয়া রহিল। (গীত ৮৮; ১৮।) তখন খ্রীষ্টীয়ান সেই দুর্দ্দশাকে আপন কুপরামর্শের ফল জানিয়া দ্বিগুণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

আশাভঙ্গের শঙ্কা নাম্নী ভার্য্যা ছিল। শয়নকালে সে স্ত্রীকে বলিল যে, আমার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করায় দুই জন লোককে কারাকূপে বদ্ধ করিয়াছি। তাহাদের বিষয়ে আর কি করা যাইতে পারে? তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং কোথায়ই বা যাইতেছিল? সমস্ত বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া কহিলে স্ত্রী তাহাকে পরামর্শ দিল, প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুর রূপে প্রহার করিও। সে প্রত্যুষে উঠিয়া এক গাছি গাঁটওয়ালা লাটি লইয়া কারাগারে গমনপূর্ব্বক, যাত্রিরা ভাল মন্দ কোন কথা না কহিলেও, তাহাদিগকে কুকুরের মত গালি দিয়া, এমন নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিল যে, তাহারা উঠিয়া কোন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, মাঝিয়াতে পার্শ্ব ফিরাইতেও অসমর্থ হইল। পরে সে চলিয়া গেল, এবং উহারা যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া রোদন ও কাতরোক্তি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। দ্বিতীয় রাত্রিতে স্ত্রী

স্বামির সঙ্গে তাহাদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিয়া, তাহারা তখনও বাঁচিয়া আছে, জ্ঞাত হইয়া, স্বামিকে কহিল, উহাদিগকে আত্মঘাতী হইতে পরামর্শ দেও। প্রভাত হইলে ঐ প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি তাহাদের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় রাগতভাবে উপস্থিত হইয়া এবং তাহারা পূর্ব্ব দিবসের প্রহারহেতু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া, কহিল, তোমাদিগের এই কারা-কূপহইতে নির্গত হইবার সম্ভাবনামাত্র নাই, অতএব অবিলম্বে ছুরিকাঘাতে কিম্বা ফাঁশিদ্বারা অথবা বিষভক্ষণ দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ, কেননা যে প্রাণধারণে এত দুঃখ, তাহাতে কি প্রয়োজন? তখন তাহারা মিনতি-পূর্ব্বক কহিল, আমাদিগকে ছাড়িয়া দিউন। তাহাতে সে বিকট-মূর্ত্তি ধরিয়া, আক্রমণ করিয়া, আপনি তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বহুকালাবধি সেই প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তির মৃগী রোগ ছিল; মধ্যে২ রৌদ্রসময়ে সেই রোগের আবেশ প্রযুক্ত ক্ষণেকের নিমিত্তে তাহার হস্ত পাদাদি অবশ হইয়া পড়িত। এই সময়েও সে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হওয়াতে আর কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে কি করিবে, ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তথা হইতে চলিয়া গেল। এই অবসরে বন্দিরা প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তির কথানুসারে কর্ম্ম করিবে কি না, পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, এখন কি কর্ত্তব্য? এই দুরবস্থায় জীবন ধারণ করা এবং একেবারে ফাঁশিতে গলা দেওয়া, এই দুইয়ের কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করা ভার। আমার মন প্রাণধারণ অপেক্ষা বরং গলাটিপিতে মৃত্যু ভাল বাসে (ইয়োব, ৭; ১৫।) এবং এই কারাকূপ অপেক্ষা কবর আমার পক্ষে বেশী আরামের স্থল। আমরা কি সেই প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তির পরামর্শ মানিব?

আশাবান। এই বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশায় চিরকাল

বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই আমারও অধিক বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, আমরা যে দেশে যাইতেছি, সেই দেশের কর্ত্তা কহিয়াছেন, তুমি নরহত্যা করিও না। অতএব অন্যকে হত করা যদি অকর্ত্তব্য হয়, অন্যের পরামর্শে আত্মহত্যা করা আরও অধিক নিষিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আরও কহি, যে ব্যক্তি পরকে হত করে, সে কেবল শরীরের হত্যা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে নষ্ট করে, সে আপন শরীর ও আত্মা উভয়েরই হত্যা একেবারে করে। আর, ভাই, তুমি যে কহিতেছ, কবরে আরাম আছে; ভাল, নরকের কথা কি বিস্মৃত হইয়াছ? আত্মঘাতিরা সেই স্থানে নিশ্চয় গমন করিবে; যেহেতুক অনন্ত জীবনে নরহত্যাকারির কোন অধিকার নাই। কিন্তু পুনর্ব্বার বিবেচনা করা যাউক, সকল বিধি ব্যবস্থাই ঐ প্রকাণ্ডকায় আশাভঙ্গের হস্তগত নয়; কেননা আমি শুনিয়াছি, আমাদের মত অন্য২ লোক উহা-কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াও উহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; যদি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর উহার মৃত্যু ঘটান, কিম্বা যদি কোন সময়ে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া, চাবি দিতে সে ভুলিয়া যায়, কিম্বা এই কূপমধ্যে মৃগীরোগে হঠাৎ অবশাঙ্গ হয়, আমি তাহা হইলে সাহস করিয়া তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে এরূপ চেষ্টা না করা মূর্খের কার্য্য হইয়াছে। সে যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আত্মঘাতী না হইয়া, কিছু কাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা আমাদের উচিত; হয়ত আমরা ত্বরায় সুখে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। এই রূপ কথা কহিয়া আশাবান আপন ভ্রাতার মন আপাততঃ সুস্থির করিল। এই প্রকারে তাহারা সমস্ত দিন ঐ অন্ধকারে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া একত্র রহিল।

অনন্তর বন্দিরা তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে কি না জানিবার জন্যে প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার কারা

কূপে নামিয়া দেখিল যে, তাহারা মরে নাই, জীবিত আছে। কিন্তু অন্নজলাভাবে এবং প্রহারের যন্ত্রণায় মৃতপ্রায়, নিশ্বাস মাত্র বহিতেছে। কিন্তু সে তখনো তাহাদিগকে জীবিত দেখিতে পাইয়া, ভয়ানক রাগান্ধ হইয়া কহিল, তোরা যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিস্, এমন দুর্দ্দশা ঘটাইব যে, তোদিগের জন্ম না হওয়া ভাল ছিল।

এই কথা শুনিয়া তাহারা ভয়ে থর২ করিয়া কাঁপিল এবং বোধ হয়, খ্রীষ্টীয়ান মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া তাহারা ঐ দুরন্তের মন্ত্রণা গ্রহণ করিবে কি না, সে বিষয়ে পুনরপি বিবেচনা করিতে লাগিল; খ্রীষ্টীয়ান সেই পরামর্শ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল, কিন্তু আশাবান দ্বিতীয় বার তাহাকে এই রূপ উত্তর দিল।

আশাবান। ভাই, ইহার পূর্ব্বে তুমি যে প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা কি স্মরণ হয় না? যে আপল্লুয়োনের সহিত তুমি যুদ্ধ করিয়াছিলে, এবং মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকায় যে সকল ভূতকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়াছিলে, তাহারা কেহ তোমাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন তুমি আরো কত দুঃখ কষ্ট ভয়. ইত্যাদি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ, তথাপি এখন কি নিতান্তই ভীরু হইলে? দেখ, তোমা অপেক্ষা আমার বল স্বভাবতঃ অল্প, তথাপি তোমার ন্যায় আমিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও কারাবদ্ধ এবং ঐ দুরন্ত কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি; সে আমারও অন্নজল বারণ করিয়াছে; তোমার ন্যায় আমিও আলোরহিত হইয়া রোদন করিতেছি। আইস, আমরা আরো ধৈর্য্যাবলম্বন করি। মায়াহট্টে তুমি কেমন পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া শৃঙ্খল, পিঞ্জর ও নিষ্ঠুর মৃত্যু তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলে, স্মরণ কর। আইস, আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মীর নিন্দাজনক কর্ম্ম পরিহার করিবার নিমিত্তে যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করি।

আবার রাত্রি হইল, প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তির স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বন্দিরা কি করিয়াছে? তাহারা কি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে? সে উত্তর করিল, তাহারা ভয়ানক বদমায়েস, সর্ব্বপ্রকার তাড়না ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্মত, তথাপি আত্মঘাতী হইতে চাহে না। স্ত্রী কহিল, তবে কল্য তাহাদিগকে গড়ের উঠানে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বে যাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছ, তাহাদের অস্থিমুণ্ডরাশি দেখাইয়া, উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া বল, এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের ন্যায় তোমাদিগকেও তদ্রূপ খণ্ড২ করিব।

প্রাতঃকালে প্রকাণ্ডকায় ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শানুসারে কারাগারে যাইয়া তাহাদিগকে গড়ের উঠানে আনাইয়া সেই সকল অস্থি মুণ্ড দেখাইয়া কহিল, এই সকল যাত্রিরা পূর্ব্বে তোমাদের মত আমার ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল, তজ্জন্য আমি আপন ইচ্ছামতে ইহাদিগকে খণ্ড২ করিয়াছি, দশ দিনের মধ্যে তোমাদিগকেও তদ্রূপ করিব; সম্প্রতি পুনর্ব্বার কারাকূপে যাও। ইহা কহিয়া সমস্ত পথ তাহাদিগকে প্রহার করিতে২ লইয়া গেল। তাহাতে তাহারা পূর্ব্বমত অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া শনিবারের সমস্ত দিন পড়িয়া রহিল। রাত্রি উপস্থিত হইলে, শঙ্কা স্বামির নিকটে বন্দিদিগের কথা পুনর্ব্বার উত্থাপন করিল; প্রাচীন প্রকাণ্ডকায় কহিল, পরামর্শ বা প্রহার, কিছুতেই ইহাদের শেষ হইল না, দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, আমার বোধ হয়, তাহাদের ভরসা আছে, হয় ত কেহ তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিবে, কিম্বা তালা ভাঙ্গিয়া পলাইবার জন্য শলাকাও তাহাদের কাছে থাকিতে পারে। তাহাতে সে কহিল, কি বলিলে প্রেয়সি! ভোর হইলেই আমি যাইয়া তাহাদের কাপড় ঝাড়া দিয়া দেখিব।

এ দিকে বন্দিরা শনিবারের মধ্যরাত্রে আরম্ভ করিয়া

প্রায় প্রভাত পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিল। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ চেতনাপ্রাপ্তের ন্যায় কহিয়া উঠিল, আঃ! আমি কি অজ্ঞান! বাহির হইবার সুবিধা সত্ত্বেও কেন এই দুর্গন্ধময় কারাকূপে পচিয়া মরিতেছি? আমার বক্ষঃস্থলে অঙ্গীকার নামে একটী চাবি আছে; আর আমি জানি, তদ্দ্বারা এই সংশয় দুর্গের তাবৎ তালা খুলিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া আশাবান কহিল, এ বড় সুসংবাদ ভাই, বক্ষঃস্থল হইতে সেই চাবি বাহির করিয়া, দ্বার খুলিতে পার কি না, দেখ দেখি।

তখন খ্রীষ্টীয়ান চাবি বাহির করিয়া কারাগারের দ্বার খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই চাবির এমনি গুণ যে, তাহা ঘুরাইবামাত্র প্রথম দ্বার সচ্ছন্দে আপনা আপনি খুলিয়া গেল। এই রূপে তাহারা কারাকূপহইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গ-ণের দ্বারে গেলে তাহাও সেই চাবিতে খোলা গেল। শেষে লৌহনির্ম্মিত বহির্দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দ্বার অতিশয় কঠিন প্রযুক্ত খুলিতে কষ্ট হইল। অতএব তাহারা অবিলম্বে পলাইবার জন্যে কপাটে হাত দিয়া ঠেলিল, তাহাতে এমন কড় কড় শব্দ করিয়া উঠিল যে, ঐ প্রকাণ্ডকায় আশাভঙ্গ জাগ্রত হইয়া বন্দিদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে লাগিল; কিন্তু পুনরায় মৃগী রোগাক্রান্ত হওয়াতে সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, সুতরাং সে আর তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে পারিল না। ইত্যবসরে খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান অগ্রসর হইয়া সেই দুরন্তের অধিকার ছাড়াইয়া, রাজপথে উপস্থিত ও নিরাপদ হইল।

মাঠের পার্শ্বস্থ শিঁড়ি পার হইলে পর, যে সকল যাত্রিরা পশ্চাৎ আসিবে, তাহাদের যাহাতে ঐ দুরাত্মা আশাভঙ্গের হস্তে পতন না হয়, এমন উপায় চিন্তা করিয়া, তাহারা সেই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করিল, এবং তদুপরি এই কথা লিখিল,

"এই শিঁড়ি দিয়া সংশয় দুর্গে যাওয়া যায়, তাহার অধিকারী আশাভঙ্গ নামক প্রকাণ্ডকায়, স্বর্গীয় রাজাকে তুচ্ছ জ্ঞান এবং তাঁহার অনুগত যাত্রিদিগের বিনাশ চেষ্টা করে।" পশ্চাৎ আগত যাত্রিদের মধ্যে অনেকে ঐ লেখা পাঠ করিয়া, সেই আপদ এড়াইয়াছিল। পরে তাহারা এই রূপ গান করিতে লাগিল;

আপনার পথ বহির্ভূত হওনেতে।
লঙ্ঘিয়া অন্যের অধিকারে যাওনেতে॥
কত দুঃখ এ বিষয়ে তাহা ভাল রূপে।
জ্ঞাত হইলাম বদ্ধ হয়ে কারাকূপে॥
আমাদের পিছে আসিতেছে যাত্রী যারা।
এ বিষয়ে সাবধান হয় যেন তারা॥
আমা দুই জন সম সেই সভাকারে।
অসাবধানতা পাছে বিপর্য্যস্ত করে॥
সংশয়দুর্গেতে যেই ব্যক্তি বাস করে।
আশাভঙ্গ নাম সেই বৃহৎকায় ধরে॥
সীমা লঙ্ঘি যায় যারা তার অধিকারে।
অশেষ যন্ত্রণা পায় তারা কারাগারে॥

---

১৬ অধ্যায়।

অনন্তর খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান উভয়ে তথাহইতে গমন করিতে২ রমণীয় নামক পর্ব্বতমালায় উপস্থিত হইল; ঐ সকল পর্ব্বত ইম্মানূয়েলের অধিকারস্থ। তাহারা বন, উপবন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং জলের উনুই সকল দেখিবার জন্য উক্ত পর্ব্বত আরোহণ করিয়া সচ্ছন্দে স্নান, জলপান এবং তৃপ্তি সহকারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল ভোজন করিল। পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে যে মেষপালকেরা পাল চরাইত, তাহাদিগকে পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া, যাত্রিরা নিকটে গিয়া, শ্রান্তি

যাত্রির রীত্যনুসারে যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এই সমস্ত রমণীয় পর্ব্বত এবং এই সকল মেষপাল কাহার ?

মেষপালকেরা কহিল, এই পর্ব্বতশ্রেণী ইম্মানূয়েলের দেশ, তাঁহার রাজধানী এস্থান হইতে দৃষ্ট হয়। তাঁহারি এ সকল মেষপাল। তিনি এই সমস্ত মেষের নিমিত্ত আপন প্রাণ দিয়াছেন। (যোহন ১৪ ; ১৯।)

খ্রীষ্টীয়ান। স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইবার কি এই পথ ?

মেষপালক। হাঁ, তোমরা ঠিক পথেই আছ।

খ্রীষ্টীয়ান। সে রাজধানী এই স্থান হইতে কত দূর ?

মেষপালক। তথাকার প্রকৃত যাত্রি ভিন্ন অন্যের পক্ষে সে স্থান কিছু দূর বটে।

খ্রীষ্টীয়ান। পথে কোন ভয় আছে, না নাই ?

মেষপালক। যাহাদের পক্ষে ভয় না থাকিবার কথা, তাহাদের পক্ষে কোন ভয় নাই ; কিন্তু দুরাচারগণ তাহার মধ্যে পতিত হইবে। (হোশেয় ১৪ ; ৯।)

খ্রীষ্টীয়ান, কেমন ? এ খানে কি পথশ্রান্ত দুর্ব্বল যাত্রিদিগের বিশ্রাম করিবার উপায় আছে।

মেষপালক। পর্ব্বতের কর্ত্তা আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা অতিথিসেবা বিস্মৃত হইও না ; অতএব এই স্থানে যে কিছু উত্তম দ্রব্য আছে, সকলি তোমাদের। (ইব্রী ১৩ ; ২।)

এই রূপ কথোপকথনের দ্বারা মেষপালকেরা যখন মনে মনে বুঝিল, ইহারা প্রকৃত যাত্রী বটে, তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ ? এবং এ পথে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া সাহস পূর্ব্বক এত দূর আসিয়াছ ? কেননা আমরা দেখিতেছি, যাহারা এই স্থান

লক্ষ্য করিয়া যাত্রা আরম্ভ করে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকে এ পর্য্যন্ত আসিয়া এই পর্ব্বতে উপস্থিত হয়। তাহাকে তাহারা অন্য২ স্থানে যে রূপ উত্তর করিয়াছিল, এখানেও সেই রূপ উত্তর করিল। মেষপালকেরা তাহাদের উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি পূর্ব্বক কহিল, এই রমণীয় পর্ব্বতে তোমরা সচ্ছন্দে আইস।

অপর জ্ঞানী, পরীক্ষিত, সচেতন ও সরল, এই চারি জন মেষপালক হাত ধরিয়া আপনাদের কুটীরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, প্রস্তুত দ্রব্যাদিদ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল, এবং কহিল, বিনয় করি, আমাদের সহিত আলাপের নিমিত্তে, এবং এই পর্ব্বতে যে২ উত্তম দ্রব্য আছে, তাহাদ্বারা সান্ত্বনা পাইবার নিমিত্তে, তোমরা এই স্থানে কিছু দিন থাক। যাত্রিরা কহিল, ভাল, আমরা সচ্ছন্দে থাকিব। এই রূপ কথোপকথনে অনেক বিলম্ব হওয়াতে, তাহারা সেই রাত্রে সেই স্থানে শয়ন করিল।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন প্রভাত হইলে মেষপালকেরা খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবানকে জাগাইয়া পর্ব্বতের চারি দিক্ দেখাইবার নিমিত্তে বেড়াইতে লইয়া গেল। পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব অতি মনোহর সুদৃশ্য প্রযুক্ত যাত্রিরা তাহাদের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সুখে বেড়াইল। পরে মেষপালকেরা পরস্পর যাত্রিদিগকে কোন২ আশ্চর্য্য বিষয় দেখাইবার পরামর্শ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ ভ্রম নামক একটি পর্ব্বতের শৃঙ্গে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, অধোদৃষ্টি করিতে কহিল। তাহারা নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, পর্ব্বত চূড়া হইতে পতিত কএক ব্যক্তির চূর্ণীকৃত শব তলদেশে পড়িয়া আছে। দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার ভাব কি? মেষপালকেরা কহিল, শরীরের পুনরুত্থান বিষয়ে হুমিনায় ও ফিলীত নামক ব্যক্তিদ্বয়ের মিথ্যা বাক্যে

যাহারা ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় কি তোমরা শুন নাই? (২ তীম ২ ১৭, ১৮।) তাহারা কহিল, শুনিয়াছি। তখন মেষপালকেরা কহিল, তবে এই পর্ব্বতের তলে যাহাদের চূর্ণীকৃত শব দেখিতেছ, ইহারাই তাহারা। কেহ যেন অধিক উচ্চ স্থানে উঠিয়া, এই পর্ব্বতের ধারে না যায়, এই নিমিত্তে তাহারা আজি পর্য্যন্ত, সমাধিস্থ না হইয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

মেষপালকেরা সে স্থান হইতে সাবধান নামক অন্য একটী পর্ব্বতের শিখরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, দূর দৃষ্টি করিতে কহিল। তাহারা দৃষ্টি করিয়া অনুমান করিল, যেন বহু দূরে একটা সমাধিস্থানের মধ্যে কতক গুলীন লোক ঘুরিয়া২ বেড়াইতেছে; আর দেখিয়াই বোধ হইল যে, তাহারা অন্ধ; কেননা তাহারা ঐ সকল কবরের উপরে বেড়াইতে২ কখন২ উছোট খাইতেছিল, ও সেই স্থান হইতে বাহির হইবার পথও পাইতেছিল না। তখন খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহার অভিপ্রায় কি?

মেষপালকেরা উত্তর করিল, এই পর্ব্বতের তলে পথের বাম পার্শ্বে মাঠে যাইবার জন্যে যে ক্ষুদ্র শিঁড়ি আছে, তাহা কি তোমরা দেখ নাই? তাহারা কহিল, দেখিয়াছি। তখন মেষপালকেরা কহিল, ঐ শিঁড়ি হইতে প্রকাণ্ডকায় আশাভঙ্গের সংশয় নামক গড়ে সদ্যঃ যাওয়া যায়, এমন একটী পথ ঐ মাঠ দিয়া গিয়াছে। ইহা বলিয়া তাহারা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, কবরমধ্যে ভ্রমণকারী ঐ লোকেরা পূর্ব্বে তোমাদের মত যাত্রিক ছিল, কিন্তু ঐ দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে, প্রকৃত পথ উচ্চনীচ দেখিয়া, তাহা ছাড়িয়া, ঐ মাঠে গমন করে, তাহাতে সেই প্রকাণ্ডকায় আশাভঙ্গ তাহাদিগকে ধরিয়া সংশয় নামক গড়ে লইয়া যায়, সেই স্থানে কিছু কাল কারাবদ্ধ রাখিয়া, অবশেষে তাহাদিগের চক্ষু উৎপাটন করিয়া, ঐ

সমাধি স্থানে ছাড়িয়া দেয়; তদবধি তাহারা সেই স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে জ্ঞানবানের এই বচন সিদ্ধ হইল, যথা, "যে কেহ কুশলের পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে প্রেতগণের সমাজে থাকিবে।" (হিতো ২১; ১৬।) ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ান এবং আশাবান সজল নয়নে পরস্পর দৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু মেষপালকদিগকে কিছুই কহিল না।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন মেষপালকেরা তথা হইতে কোন নিম্ন স্থানে যাত্রিদিগকে লইয়া গিয়া, পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে যে একটি দ্বার ছিল, সেই দ্বার খুলিয়া দৃষ্টি করিতে কহিল। তাহারা দৃষ্টিপাত করিলে তাহার মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারময় ও ধূমপূর্ণ দেখিল; সেখানে কেবল গন্ধকের গন্ধসংযুক্ত ধূমের ঘ্রাণ পাইল, এবং ব্যথিত লোকদিগের আর্ত্তনাদ ও অগ্নির শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিল। তখন খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? মেষপালকেরা কহিল, ইহা নরকগমনের একটি উপপথ; এই পথ দিয়া কপটিরা নরকে গমন করে, বিশেষতঃ যাহারা এষৌর ন্যায় আপন অধিকার, কিম্বা যিহূদার ন্যায় আপন প্রভুকে বিক্রয় করে, কিম্বা সিকন্দরের ন্যায় মঙ্গলসমাচারের নিন্দা করে কিম্বা অননিয় ও তাহার স্ত্রী সফীরার ন্যায় মিথ্যা কহে ও প্রতারণা করে, তাহারাই এই পথ দিয়া নরকে গমন করে।

আশাবান। আমাদিগকে এখন যেমন, তেমনি তাহাদিগকেও কি যাত্রির মত দেখায় নাই?

মেষপালক। হাঁ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাহাদিগকে যাত্রী বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আশাবান। তাহারা যাত্রা করিয়া কতটা পথ আসিয়া পরিত্রাণ হারাইয়াছে?

মেষপালক। কেহ২ অধিক দূর আসিয়াছিল, কেহ২ বা এই পর্ব্বত পর্য্যন্তও আসিতে পারে নাই।

তখন যাত্রিরা পরস্পর কহিল, শক্তিমানের নিকটে শক্তি প্রার্থনা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

মেষপালক। হাঁ, কর্ত্তব্য বটে; এবং শক্তি প্রাপ্ত হইলে তাহা ব্যবহার করাও তোমাদের উচিত।

যাত্রিরা সে থানে কিছু দিন থাকিয়া, শেষে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করাতে, মেষপালকেরাও সম্মত হইল; এবং তাহারা ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তাহাদিগের সঙ্গে২ গেল। তখন মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, এই যাত্রিরা যদি আমাদের দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিতে পারে, তবে আইস, এই স্থান হইতে ইহাদিগকে স্বর্গদ্বার দেখান যাইক। যাত্রিরা সন্তোষসহকারে সম্মত হইলে, মেষপালকেরা নির্ম্মল নামক একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, স্বর্গদ্বার দেখিবার নিমিত্ত তাহাদের হাতে দূরবীক্ষণ দিল।

যাত্রিরা দূরবীক্ষণ দিয়া দর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু মেষপালকেরা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণকারিদের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিল, তাহা মনে পড়াতে, ভয়ে তাহাদের হাত থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কাজেই তাহারা স্থির হইয়া দৃষ্টি করিতে পারিল না; তথাপি অনুমান করিল, স্বর্গদ্বারের এবং তথাকার সৌন্দর্য্যের ন্যায় কিছু২ দেখিতেছে। তাহারা প্রস্থান-কালে এই গীত গান করিতে২ চলিল,

যে বিষয় অন্য জন হৈতে গুপ্ত রয়,
মেষপালকেরা ব্যক্ত করে সে বিষয়।
গভীর নিগূঢ় বাক্যে যার আছে মন,
রাখালগণের কাছে আসুক সে জন।

অনন্তর যাত্রিরা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, মেষপালকদের মধ্যে এক জন পথবৃত্তান্তের একখানি পত্র তাহাদিগকে দিল; আর কহিল, স্তাবক হইতে সর্ব্বদা সাবধান

থাকিও ; তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, মোহ ভূমিতে নিদ্রা যাইও না, এমন সময়ে চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

---

১৭ অধ্যায়।

আমি পুনর্ব্বার নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দেখিলাম, যেন ঐ দুই জন পর্ব্বতাবরোহণপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া ক্রমেং রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ পর্ব্বততলের অনতিদূরে বাম পার্শ্বে দর্প নামক একটী দেশ আছে ; সেই দেশ হইতে একটী বক্র পথ আসিয়া রাজপথের সহিত মিলিয়াছে। তৎকালে সেই দেশ হইতে আগত অজ্ঞান নামক জনৈক যুবার সহিত যাত্রিদের সাক্ষাৎ হইলে, খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ ? এবং কোথায় যাইতেছ ?

অজ্ঞান। মহাশয়, এই বাম দিকে কিঞ্চিদ্দূরে দর্প নামে যে দেশ আছে, তাহাই আমার জন্মস্থান। আমি স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছি।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি কি প্রকারে সেই রাজধানীর দ্বারে প্রবিষ্ট হইবে ? সেখানে হয় ত বিস্তর বাধা জন্মিতে পারে।

অজ্ঞান। কেন ? অন্যান্য ভদ্র লোকেরা যেমন করিয় প্রবিষ্ট হয়, আমিও তেমনি করিয়া যাইব।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, তোমার কাছে এমন কি আছে যাহা দেখাইলে তোমাকে দ্বার খুলিয়া দিবে ?

অজ্ঞান। আমি প্রভুর অভীষ্ট জ্ঞাত আছি, এবং ভা রূপে জীবন যাপন করিয়াছি ; তদ্ভিন্ন যাহার যাহা পাওনা, তাহা দিয়া থাকি ; এবং উপবাস ও প্রার্থনা করি ; বিশেষতঃ আমি দানশীল, দশমাংশ বিতরণ করিয়া থাকি ; তদ্ভিন্ন

যে স্থানে যাইতেছি, তাহার অনুরোধ স্বদেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, তুমি আপনার বিষয়ে যেমন মনে করিতে চাহ, কর, কিন্তু এই পথের মাথায় যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহা দিয়া প্রবেশ না করিয়া, ঐ বক্র উপপথ দিয়া এ স্থানে আসিয়াছ; ইহাতেই আশঙ্কা হইতেছে, বিচারদিন উপস্থিত হইলে, ঐ রাজধানীতে তোমার প্রবিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তুমি চোর এবং দস্যু বলিয়া গণ্য হইবে।

অজ্ঞান। মহাশয়েরা, তোমরা আমার নিতান্ত অপরিচিত, তোমাদিগকে আমি চিনি না, তোমাদের দেশের ধর্ম্মানুসারে তোমরা চল, আমাদের দেশের ধর্ম্মানুসারে আমি চলিব। বোধ হয়, তাহাতেই মঙ্গল হইবে। তুমি যে ক্ষুদ্র দ্বারের বিষয় কহিতেছ, তাহা আমাদের দেশ হইতে বহু দূরবর্ত্তী, ইহা জগতের সমস্ত লোকে জানে; বোধ হয়, আমাদের দেশস্থ লোকদের মধ্যে এক জনও সেই দ্বারের পথ জ্ঞাত নহে। ইহাতে ক্ষতি কি? কেননা দেখ, ঐ রমণীয় শ্যামবর্ণ উপপথ আমাদের দেশ হইতে আসিয়া এই রাজপথে মিলিয়াছে।

এরূপ কথাদ্বারা যখন খ্রীষ্টীয়ান বুঝিল, এ ব্যক্তির নিজের কথাই পাঁচ কাহন, তখন চুপে২ আশাবানকে কহিল, এই ব্যক্তি অপেক্ষা বরং মূর্খের বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে, (হিতো ২৬; ১২।) আরো কহিল, অজ্ঞান যে পথে গমন করে, সে পথে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে, আর আপনাকে অজ্ঞান বলিয়াই সকলের কাছে পরিচয় দেয়। (উপদেশ ১০; ৩।) অতএব ইহার সহিত আমরা কি আরো কথাবার্ত্তা করিব? না, সে যাহা শুনিয়াছে, তাহা যেন হৃদয়ঙ্গম হয়, এই জন্যে সম্প্রতি ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইব, এবং পরে একবার সাক্ষাৎ করিয়া, ইহার মঙ্গল করিতে পারি কি না, চেষ্টা

করিয়া দেখিব ? তখন আশাবান এই পদদ্বয় গান করিতে লাগিল।

যে কথা হয়েছে বলা অজ্ঞানের প্রতি,
সে বিষয়ে ধ্যান সেই করুক সংপ্রতি !
সৎ পরামর্শ যেন নাহি ঠেলে পায়,
পাছে সেই এক মাত্র বিষয় হারায়।
অজ্ঞানের বিষয়েতে কহেন ঈশ্বর,
যদ্যপিও হয় তারা মম সৃষ্ট নর।
আমি করি তাহাদের প্রদান জীবন,
তবু আমাহইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

আশাবান আরও কহিল, আমার মতে ইহাকে একবারে সকল কথা কহা অনুচিত। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, সম্প্রতি ইহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যাউক; পরে ইহার বোধ শক্ত্যনুসারে ইহার সহিত কথা কহিব।

এ রূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা অজ্ঞানকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রেং চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, তাহারা এক নিবিড় অন্ধকারময় পথে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাত জন ভূত সাত গাছা রজ্জুদ্বারা এক মনুষ্যকে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া (মথি ১২ ; ৪৫। হিতো ৫ ; ২২।) পূর্ব্বোক্ত পার্শ্বস্থ দ্বারে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান, ভয়ে কাঁপিতেং সেই ব্যক্তি কে, ইহা ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া তাহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিল: কিন্তু সে ব্যক্তি শত্রুহস্তে ধরা পড়াতে চোরের মত মস্তক হেঁট করিয়া যাইতেছিল, এ কারণ ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিতে পাইল না; তথাচ সে যে ধর্ম্মভ্রংশ নগরনিবাসী পরাঙ্মুখ নামক ব্যক্তি, এমন অনুমান হইল। ঐ ভূতেরা কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গেলে পর, আশাবান তখনও দৃষ্টি করাতে, বদ্ধ ব্যক্তির পৃষ্ঠে সুখাভিলাষী ঈশ্বরসেবক এবং সর্ব্বনাশের

যোগ্য ধর্ম্মত্যাগী, এই বাক্য কটী লিখিত এক খানি কাগজ দেখিতে পাইল।

তখন খ্রীষ্টীয়ান স্বীয় সঙ্গিকে কহিল, এই স্থানের নিকটে কোন ভদ্র লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, এখন তাহা আমার মনে পড়িতেছে, বলি শুন। সে ব্যক্তি সারল্য নামক নগরে বাস করিত, তাহার নাম ক্ষুদ্রবিশ্বাস, কিন্তু সে ভাল মানুষ, এবং আমাদের মত যাত্রী ছিল। তাহার কথা সবিস্তারে বলিতেছি। এই উপপথের মুখে প্রশস্তপথদ্বার নামে একটি স্থান আছে, তাহাহইতে ক্ষুদ্র একটি পথ রাজপথের সহিত আসিয়া মিলিয়াছে; তাহার মধ্যে বহু লোকের অপমৃত্যু হওয়াতে তাহা প্রেতবর্ত্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক দিন সেই ক্ষুদ্রবিশ্বাস পথশ্রান্তি প্রযুক্ত, সেই স্থানে বসিয়া, হঠাৎ নিদ্রাগত হইয়াছিল। এমন সময়ে অতি বলবান দস্যুরা, অর্থাৎ ক্ষুণ্ণমতি, সন্দেহ ও অপরাধ নামে তিন সহোদর প্রশস্তপথদ্বার হইতে ঐ ক্ষুদ্র পথ দিয়া আসিতে২ পথি মধ্যে ক্ষুদ্রবিশ্বাসকে দেখিয়া ত্বরায় তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ ভদ্র লোকটী তৎকালে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু দস্যুরা সকলে একবারে কহিল, ওরে, দাঁড়া। তাহা শুনিয়া ঐ ভাল মানুষের মুখ শুকাইয়া একবারে চুন হইল, এবং তাহার না যুদ্ধ করিবার না পলায়ন করিবার ক্ষমতা রহিল। তখন ক্ষুণ্ণমতি কহিল, ওরে, তোর গেঁজিয়া দে। কিন্তু সে টাকা দিতে অসম্মত হইয়া বিলম্ব করাতে, সন্দেহ নিকটে আসিয়া তাহার কোমরহইতে টাকা পূর্ণ থলী কাড়িয়া লইল। তখন সে চোর২ বলিয়া মহাকোলাহল করাতে অপরাধ নামক তৃতীয় ব্যক্তি হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা তাহার মস্তকে এমনি আঘাত করিল যে, সে একবারে ভূমিসায়ী হইল এবং মস্তক হইতে রক্তস্রাব হওয়াতে মৃত-

কম্প হইল। চোরেরা আর কিঞ্চিৎ কাল তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পরে মনুষ্যের পায়ের শব্দ শুনিয়া উত্তমাশ্বাস নামক নগরনিবাসী মহানুগ্রহ নামক ব্যক্তি ঐ পথে আসিতেছে ভাবিয়া, ভদ্র লোকটীকে এই রূপ দুর্দ্দশায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। কিঞ্চিৎ পরে ক্ষুদ্রবিশ্বাস সচেতন হইয়া, ধীরে২ খুঁড়িয়া২ স্বীয় পথে যাইতে লাগিল।

ক্ষুদ্রবিশ্বাসের এই বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইলে, আশাবান জিজ্ঞাসা করিল, ঐ চোরেরা কি তাহার সর্ব্বস্বই লুঠিয়া লইয়াছিল?

খ্রীষ্টীয়ান। না; কেবল তাহার নগদ টাকা লইয়াছিল, কিন্তু যে থলিয়াতে মণিমুক্তাদি ছিল, তাহার সন্ধান পাইতে পারে নাই। সে যাহা হউক, পথখরচের অধিকাংশ টাকাই চোরেরা লইয়া যাওয়াতে, সে বড় দুঃখিত হইয়াছিল; কারণ তাহার হাতে যে কএকটি খুজরা টাকা ছিল, তাহাতে পথের শেষ পর্য্যন্ত কুলায় নাই। (১ পিত ৪; ১৮।) আর আমি শুনিয়াছি যে, তাহাকে পথে২ ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল, তথাপিও তাহাকে যাত্রার অবশিষ্ট পথে অনেকবার অনাহারকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারণ তাহার ঐ রত্ন বিক্রয়ে নিষেধ ছিল।

আশাবান। রাজধানীতে প্রবেশিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে যে ছাড়পত্র ছিল, তাহা যে চোরেরা কাড়িয়া লয় নাই, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়?

খ্রীষ্টীয়ান। বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। চোরেরা যে সন্ধান পায় নাই, তাহা উহার নিজের নৈপুণ্যবশতঃ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদেই হইয়াছিল। (২ তীম ১; ১২, ১৪। ১ পিতর ১; ৫, ৯। কেননা ঐ দস্যুরা অকস্মাৎ তাহার উপরে পড়াতে কোন দ্রব্য গোপন করা দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত ভয় প্রযুক্ত তাহার বল বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল।

আশাবান। চোরেরা যে সেই লিপিরত্ন কাড়িয়া লয় নাই, এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষের বিষয় হওয়া উচিত।

খ্রীষ্টীয়ান। সে যদি উপযুক্ত রূপে তাহার ব্যবহার করিত, তবে ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষের বিষয় হইত; কিন্তু আমি যাহাদের নিকটে এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, তাহারা বলে, পথিমধ্যে টাকা চুরী হওয়াতে সে এমনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল যে, অবশিষ্ট পথ ব্যাপিয়া ঐ পত্রের বিষয় এক প্রকার ভুলিয়াছিল, এবং যদিও বা সময়২ তাহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত টাকার চিন্তা পুনরায় মনে উদয় হইয়া তাহাকে হতবুদ্ধি করিত!

আশাবান। এ বড় দুঃখের বিষয়।

খ্রীষ্টীয়ান। তার কি আর কোন কথা আছে? দুঃখের বিষয় বৈ কি? বল দেখি, তাহার মত বিদেশে ক্ষত বিক্ষত-শরীর ও টাকা চুরী হইলে আমাদের কি দুঃখ হইত না? সে বেচারা যে মনোদুঃখে মরে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আমি শুনিয়াছি, সে অবশিষ্ট সমস্ত পথে কেবল আপন দুর্ঘটনার কথা কহিতে২ গিয়াছিল, বিশেষতঃ যাহার সহিত দেখা হইত, তাহার কাছে কোন্ স্থানে কি প্রকারে চুরী হইয়াছিল, এবং আপনি কি প্রকার আঘাত পাইয়া কি রূপে প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিত।

আশাবান। সে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যে পথ সম্বলের নিমিত্ত কোন মণিমুক্তা বিক্রয় করে নাই বা বাঁধা দেয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি স্থূলবুদ্ধির মত কথা কহিতেছ। সে কাহার্ কাছে ঐ রত্ন বন্ধক রাখিবে? কাহার্ নিকটে বা তাহা বিক্রয় করিবে? যেখানে চুরী হইয়াছিল, সে দেশের লোকেরা তাহার মণিমুক্তাদি তুচ্ছ করিত, আর ক্ষুদ্রবিশ্বাস সেই

সমস্তের সাহায্য চাহে নাই। তদ্ভিন্ন রাজধানীদ্বারে উপস্থিত হইলে সেই সমস্ত মণিমুক্তা সঙ্গে না থাকিলে যে, সেই স্থানে প্রবেশাধিকার পাইবে না এবং তাহাতে যাদৃশ অমঙ্গল, দশ সহস্র দস্যুর দৌরাত্ম্যে ও যে তাদৃশ হইতে পারে না, ইহা সে বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিল।

আশাবান। ভাই, তুমি এমন রূঢ় কেন? দেখ, এষৌ কিঞ্চিৎ মসুর দাইলের নিমিত্তে সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য রত্নস্বরূপ আপনার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল, তবে ক্ষুদ্রবিশ্বাস সেরূপ করিতে পারে নাই কেন?

খ্রীষ্টীয়ান। এষৌ যেমন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল, অন্য২ অনেকে তদ্রূপ করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা সেই হতভাগার ন্যায় আপনাদিগকে পরধনে বঞ্চিত করে। কিন্তু এষৌ এবং ক্ষুদ্রবিশ্বাস, এই উভয়ের মধ্যে ও তাঁহাদের অধিকারসমূহের মধ্যে অনেক বিশেষ আছে; কেননা এষৌর জ্যেষ্ঠাধিকার মূলদ্রব্য নয়, ছায়ামাত্র ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রবিশ্বাসের রত্ন সে রূপ নহে। উদরই এষৌর ঈশ্বর, কিন্তু ক্ষুদ্রবিশ্বাসের তাহা নয়। এষৌর কেবল শারীরিক অভিলাষেই রুচি ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রবিশ্বাসের রুচি তদ্রূপ ছিল না। তদ্ভিন্ন দেখ, সুখেচ্ছার তৃপ্তি ব্যতিরেকে এষৌ আর কিছুই লক্ষ্য করে নাই, যেহেতুক সে আপনি কহিয়াছিল, দেখ, এখন আমি মৃতকল্প; জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি ফল? (আদি ২৫; ৩২।) কিন্তু ক্ষুদ্রবিশ্বাস আজীবন ক্ষুদ্রবিশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও সেই ক্ষুদ্র বিশ্বাসদ্বারা সেরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ এষৌর ন্যায় আপন অধিকার বিক্রেয় জ্ঞান না করিয়া, নিজ রত্ন যে বহুমূল্য এবং যত্নসহ রক্ষণীয়, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। এষৌর যে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিল, এমন কথা কোন স্থানে পাঠ কর নাই। আর ইন্দ্রিয়দমন যোগ্য যাহার বিশ্বাস নাই, সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের বশী

ভূত। এমন ব্যক্তি যে স্বীয় জ্যেষ্ঠাধিকার এবং আত্মাও সর্ব্বস্ব নরকাধ্যক্ষ শয়তানের নিকটে বিক্রয় করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, কামোন্মত্তা হইলে বন্য গর্দ্দভীকে কেহ ফিরাইতে পারে না। ঐ প্রকার লোকেরাও তদ্রূপ। তাহাদের সুখেচ্ছা হইলে, যাহা ঘটে ঘটুক, কেহ তাহাদিগকে ফিরাইতে পারে না। ক্ষুদ্রবিশ্বাসের মন তেমন (যিরি ২; ২৪,) নয়, সে স্বর্গীয় বিষয়ে আসক্ত, এবং স্বর্গীয় বিষয় তাহার উপজীবিকাস্বরূপ; অতএব ক্রেতা বিদ্যমান থাকিলেও সে আপন রত্ন বিক্রয় করিত না, কেননা অসার বস্তুতে তাহার মন তৃপ্ত হইত না। মনুষ্য অতি ক্ষুধিত হইলেও ভোজনার্থে কি এক পয়সার পলাল কিনিবে? কাকের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত মাংস ভোজন করিতে তুমি কি ঘুঘুর প্রবৃত্তি জন্মাইতে পার? অতএব শারীরিক অভিলাষ তৃপ্তি কবিবার নিমিত্তে বিশ্বাসহীনেরা যদিও আপনাদের সর্ব্বস্ব, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও বন্ধক দিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারে, তথাপি অল্প পরিমাণেও পরিত্রাণসাধক বিশ্বাস যাহার আছে, সে কখন তাহা করিবে না। অতএব ভাই, এ বিষয়ে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

আশাবান। তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু তোমার কটুবাক্যে আমার একটু রাগ হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। যে চঞ্চলজাতীয় পক্ষী চক্ষু মুদিয়া খোসা মস্তকে করিয়া অগম্য পথে ইতস্ততো দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহারি সঙ্গে তোমার উপমা দিয়াছিলাম। যাহা হউক, সে কথা ছাড়িয়া দেও। যে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছি, তাহাই বিবেচনা কর, তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

আশাবান। ভাই, আমি মনোমধ্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, ঐ তিন জন দস্যু নিতান্ত ভীরু; তাহা না হইলে, তাহারা পথে আগত এক জন মনুষ্যের শব্দ শুনিয়া কখন পলাইত

না। সে যাহা হউক, ক্ষুদ্রবিশ্বাস একটু সাহস দেখাইল না কেন? বোধ হয়, তাহাদের সহিত একবার কুস্তাকুস্তি করিলে করিতে পারিত, একান্ত যখন না পারিত, তখন না হয় হারি মানিত। অনেকে তাহাদিগকে কহিয়া থাকে, কিন্তু পরীক্ষার সময়ে অতি অল্প লোকে ভীরু বলিয়া তাহাদের পরিচয় পাইয়াছে। ক্ষুদ্রবিশ্বাসের সাহসের লেশমাত্রও ছিল না; আর ভাই, তোমার কথায় বোধ হয়, তোমার নিজের যদি সেই দশা ঘটিত, তবে তুমি এক বার মাত্র তাহাদের সহিত কুস্তাকুস্তি করিয়া হারি মানিতা। বস্তুতঃ এক্ষণে তাহারা দূরে আছে, তথাপি যখন তোমার বুকের পাটা এত বড়, তখন নিকটে উপস্থিত হইলে, তোমার যে ভয় জন্মিবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চয়।

আরও বিবেচনা কর, ঐ চোরেরা পরের দাস, ফলতঃ অতলস্পর্শ খাতাধ্যক্ষের বেতনজীবী; প্রয়োজনানুসারে সে আপনি যাইয়া তাহাদের সাহায্য করে। গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায় তাহার স্বর। (১ পি ৫; ৮।) সেই ক্ষুদ্রবিশ্বাসের ন্যায় আমিও আক্রান্ত হইয়া তাহাদের যুদ্ধের ভয়ানকতা জানিয়াছি, ফলতঃ ঐ তিন জন দস্যু আসিয়া উপরে পড়িলে, আমি যখন খ্রীষ্টীয়ানের উপযুক্ত প্রতিরোধ করিতে লাগিলাম, তখন তাহারা অকস্মাৎ এক শব্দ করিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি সহজেই আমার প্রাণ তাহার হস্তগত হইত; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি অভেদ্য সজ্জায় সজ্জিত ছিলাম। সেই সজ্জা সত্বেও বলবানের ন্যায় যুদ্ধ করা আমার পক্ষে কঠিন কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। এই রূপ যুদ্ধে আক্রান্ত হইলে কিং কষ্ট ঘটে, নিজে সেই যুদ্ধে প্রবিষ্ট না হইলে, কেহ বলিতে পারে না।

আশাবান। ভাল, কিন্তু অনুগ্রহ নামক ব্যক্তি পথে আছে, এই ভাবিয়াই তাহারা দৌড়িয়া পলাইল কেন?

খ্রীষ্টীয়ান। সত্য, মহানুগ্রহ নামক ব্যক্তির দর্শন মাত্রে তাহারা এবং তাহাদের কর্ত্তা অনেক বার পলাইয়াছে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; কেননা সে রাজবীর। কিন্তু রাজবীরে এবং ক্ষুদ্রবিশ্বাসে অনেক ভিন্নতা আছে, তাহা কি তুমি জান না? রাজার সমস্ত প্রজাই রাজবীর নয়, এবং যুদ্ধে পরীক্ষিত হইলে তাহার ন্যায় বিজয়ী হয় না। একটী বালকও দায়ূদের ন্যায় জালংকে অপ্রতিভ করিতে পারিত, ইহা বিবেচনা করা কি উচিত? কিম্বা বলদের পরাক্রম কি চটক পক্ষিতে আছে? কেহ২ বলবান ও কেহ২ দুর্ব্বল; কেহ২ দৃঢ়বিশ্বাসী ও কেহ২ ক্ষুদ্রবিশ্বাসী; কিন্তু ঐ ব্যক্তি দুর্ব্বল, সুতরাং অপদস্থ হইয়াছিল।

আশাবান। ঐ তিন জন দস্যুর সহিত সেই সময়ে ক্ষুদ্রবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মহানুগ্রহের সাক্ষাৎ হইলে ভাল হইত।

খ্রীষ্টীয়ান। বোধ হয়, তাহারও কষ্ট হইত। মহানুগ্রহ অস্ত্রযুদ্ধে অতি নিপুণ, যতক্ষণ শত্রুকে খড়্গাগ্রে রাখিতে পারে, ততক্ষণ দমনেও রাখিতে পারে। কিন্তু ক্ষুণ্ণমতিরা এক বার জড়াইয়া ধরিতে পারিলে, তাহাকেও মুখ থুবড়িয়া ফেলিতে পারে। আর পতিত হইলে মনুষ্য কি করিতে পারে, তাহা তুমি জান।

কেহ মহানুগ্রহের মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিলে, আমার এই কথার প্রমাণস্বরূপ দাগ ও ক্ষতচিহ্ন নিশ্চয় তাহার মুখে দেখিতে পাইবে; শুনিয়াছি, সে এক বার যুদ্ধ কালে কহিয়াছিল, আমি প্রাণরক্ষা বিষয়েও নিরাশ হইয়াছি। এই দুর্দ্দান্ত দস্যুরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষ দায়ূদ রাজাকে কেমন করিয়া কাতরস্বরে খেদ ও গর্জ্জন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এবং হেমন (গীত ৮৮,) ও হিষ্কিয় রাজবীর ছিল, তাহারা ঐ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং অতি কষ্টে প্রাণে২ রক্ষা পাই-

য়াছিল, এবং ইহা তাহাদের বড় ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইয়াছিল। উহারা আমার কি করিতে পারে? ইহা কহিয়া পিতর প্রেরিত এক দিন তাহাদের নিকটে গিয়াছিল। অনেকে বলে, সে প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান; কিন্তু ঐ দুরন্তেরা তাহার প্রতি এমনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল যে, অবশেষে এক দুর্ব্বলা দাসীকে দেখিয়া তাহাকে ভীত হইতে হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত দস্যুরা কোন সময়ে কাহার দ্বারা পরাস্ত হইলে শীশ দিবামাত্র সম্ভব হইলে, তৎক্ষণাৎ রাজা আসিয়া তাহাদের সাহায্য করে, কেননা সে কখন তাহাদের হইতে দূরে থাকে না। ঐ রাজার বিষয়ে কথিত আছে, "তাহাকে আঘাতকারির খড়্গ ও বড়শা ও বাণ ও সাঁজোয়া ব্যর্থ হয়। সে লৌহকে নাড়ার ন্যায়, ও পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় বোধ করে; ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না; তাহার কাছে ফিঙ্গার প্রস্তর তৃণ হইয়া পড়ে। সে গদাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে, ও বড়শার ধ্বনিতে হাস্য করে।" (ইয়ো৪১; ২৬-২৯।) অতএব এ অবস্থায় মনুষ্য কি করিতে পারে? সত্য বটে, যদি ইয়োবের অশ্বের ন্যায় কাহার অশ্ব থাকে, এবং সাহস পূর্ব্বক সেই অশ্বে আরোহণ করিতে যদি সে নিপুণ হয়, তবে বিপদসময়ে অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে। যেহেতুক "তুমি কি অশ্বকে বীরত্ব দিতে পার? তুমি কি তাহাকে পতঙ্গের ন্যায় লম্ফন করাইতে পার? তাহার নাসিকা শব্দের তেজ অতি ভয়ানক; সে তলভূমি আঁচড়ায়, ও আপন বিক্রমে আমোদ করিয়া সুসজ্জ যোদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। আশঙ্কা দেখিলে সে হাস্য করে, উদ্বিগ্ন হয় না, এবং খড়্গের মুখহইতে ফিরে না। তূণ ও শাণিত বড়শা ও শূল তাহার চতুর্দ্দিগে শব্দ করে। সে উগ্র ও রাগান্বিত ভাবে ভূমি খাইয়া ফেলে, এবং তুরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না। তুরীর রবের সহিত সেও হি হি শব্দ করে, এবং বহু দূরে থাকিলেও

সংগ্রামের গন্ধ ও সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ টের পায়।" (ইয়োব ৩৯; ১৯-২৫।)

সে যাহা হউক, কিন্তু তুমি আমি পদাতিক; আমাদের যেন কখন শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা না হয়, এবং অন্যে পরাস্ত হইয়াছে শুনিয়া, আমরা তাহাদের অপেক্ষা ভাল যুদ্ধ করিতে পারি, এমন আত্মশ্লাঘাও যেন না করা হয়, আর আমরা স্ব২ বীরত্ব বিষয়ে যেন দম্ভও না করি; কেননা পরীক্ষাতে এ রূপ লোকের ত্রুটি প্রায় সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বকথিত পিতর, সে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সাভিমানে কহিয়াছিল, প্রভুর নিমিত্তে আমি অন্য অপেক্ষা অধিক সাহস ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিব, কিন্তু পাপাত্মাগণকর্ত্তৃক তাহার ন্যায় আর কে অপ্রতিভ হইয়াছিল?

রাজপথে এমত চৌর্য্য হইয়া থাকে, ইহা শুনিলে আমাদের দুটী বিষয় কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সুসজ্জ হইয়া গমন করা, এবং ঢাল লইয়া যাওয়া আমাদের নিতান্ত উচিত। কেননা তাহা না লইয়া যাওয়াতে যে ব্যক্তি লিবিয়াথনের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, সেও তাহাকে জয় করিতে পারে নাই। ফলতঃ আমাদিগকে ঢালহীন দেখিলে, সে কোন্ প্রকারে ভীত হয় না। যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে পরম নিপুণ ছিল, সেও কহিয়াছে, "যদ্দ্বারা পাপাত্মার যাবতীয় অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করা তোমাদের সাধ্য হইবে, সকলের উপরে সেই বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর।" (ইফি ৬; ১৬।)

দ্বিতীয়তঃ। রাজা যেন আমাদের সহিত এক জন রক্ষক প্রেরণ করেন, বরং নিজেই যেন গমন করেন, তাঁহার নিকটে এরূপ প্রার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এরূপ সঙ্গী থাকাতেই দায়ূদ রাজা মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকা দিয়া গমনের সময়েও আনন্দ করিয়াছিল। এবং ঈশ্বর সঙ্গে না গেলে এক পাদও অগ্রসর না হইয়া বরং যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই খানে

মরণই মূসা শ্রেয়জ্ঞান করিয়াছিল। (যাত্রা ৩৩; ১৫।) অতএব হে ভ্রাতঃ, তিনি আমাদের সঙ্গে গমন করিলে, দশ সহস্র শত্রু আইলেই বা আমাদের ভয় কি? (গীত ৩; ৫-৮। ২৭; ১-৩।) কিন্তু তাঁহা ব্যতিরেকে অহঙ্কারি সহায়েরাও হত লোকদের সহিত পতিত হয়। (যিশা ১০; ৪।)

আমি পূর্ব্বে যুদ্ধে পড়িয়া, সেই সর্ব্বোত্তমের কৃপাতে অদ্যাপি বাঁচিয়া আছি বটে, তথাপি আত্মবলের শ্লাঘা করিতে পারি না; এবং সেই রূপ সংগ্রামে যদি আর পড়িতে না হয়, বড় সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু বোধ হয়, এখনও আমি সমস্ত আপদ উত্তীর্ণ হই নাই। সে যাহা হইক, যিনি সিংহের ও ভল্লূকের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর ইহার পরেও দুরন্ত শত্রুর হস্ত হইতেও উদ্ধার করিবেন। এই কথা কহিয়া খ্রীষ্টীয়ান এই দুই গীত গান করিতে২ চলিল।—

ক্ষুদ্রবিশ্বাস বেচারি চোরের থাপনে পড়ি
হারাইলে তুমি নিজ ধন।
ইহাই স্মরণ করি হও হে বিশ্বাসকারী
তাহে কর বিশ্বাসবর্দ্ধন॥
অটলবিশ্বাস যেই অনায়াসে করে সেই
লক্ষ লক্ষ শত্রুর দমন।
দুর্ব্বল বিশ্বাস যার তিন জন বৈরী তার
তাকে পারে করিতে বারণ॥

এই রূপে তাহারা অগ্রে অগ্রে গমন করিল, অজ্ঞানও তাহাদের পশ্চাৎ২ চলিল। কিন্তু খানিক দূর গিয়া দেখিল যে, ঐ রাজপথ দুই মুখে গিয়াছে; তাহার এক মুখ নূতন, তাহারা যে পথে আসিয়াছে, সেই পথের ন্যায় সোজা বোধ হইল। অতএব কোন মুখে যাইতে হইবে, না জানাতে তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল

এমন সময়ে শুক্ল ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি ক্রমে২ নিকটে উপস্থিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এ স্থানে দাঁড়াইয়া আছ কেন? তাহারা কহিল, আমরা স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছি, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া যাইব, জানি না। সে কহিল, আমিও সেখানে যাইতেছি, আমার সঙ্গে২ আইস। অনন্তর তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। সে ব্যক্তি ঐ নূতন পথ ধরিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া গেলে, পথ বক্র হইয়া রাজধানীর বিপরীত দিকে যাইতে লাগিল এবং রাজধানী তাহাদিগের পশ্চাদ্দিকে রহিল। তাহারা তখনও সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ চলিল; অবশেষে তাহার ধূর্ত্ততাতে অকস্মাৎ জালে প্রবিষ্ট হইয়া এমন জড়ীভূত হইল যে, কি করিবে, বুঝিতে পারিল না। সেই সময়ে ঐ কৃষ্ণকায় মনুষ্যের পৃষ্ঠ হইতে সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পতিত হওয়াতে, তাহারা কোথায় আছে, তাহা জানিতে পারিল। তাহারা খানিকক্ষণ সেই খানে বদ্ধ থাকিয়া, হাহাকার করিতে লাগিল, কারণ তথা হইতে বাহির হইতে পারিল না।

তখন খ্রীষ্টীয়ান আশাবানকে কহিল, ভাই, দেখিতেছি, আমরা বড় ভ্রমে পড়িয়াছি। মেষপালকেরা কি আমাদিগকে স্তাবকের বিষয়ে সাবধান হইতে বলে নাই? অদ্য আমাদের প্রতি জ্ঞানির এই বচন সফল হইল, "যে ব্যক্তি আপন প্রতিবাসির নিকটে চাটুকর, সে তাহার পায়ের নীচে জাল পাতে।" (হিতো ২৯; ৫।)

আশাবান। হাঁ, আমরা যেন আরো নিশ্চয়রূপে পথের উদ্দেশ পাইতে পারি, এজন্য তাহারা আমাদিগকে এক খানি পত্রও দিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহা পাঠ করিতে ভুলিয়াছি, এবং বিনাশকের পথ হইতেও রক্ষা পাইতে অবহেলা করিয়াছি। এ বিষয়ে দায়ূদ আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান

ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যের কার্য্য সকল বুঝিয়া আমি তোমার ওষ্ঠাধরের বাক্য দ্বারা বিনাশকের পথ হইতে সাবধান হইয়াছি।" (গীত ১৭ ; ৪।)

জালে পড়িয়া তাহারা এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিল। অবশেষে এক জন তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তিকে এক গাছা কশা হস্তে করিয়া আসিতে দেখিল। তিনি তখন আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং এখানে কি করিতেছ? তাহারা কহিল, আমরা নিরুপায় যাত্রী, সীয়োনে যাইতেছিলাম ; ইতিমধ্যে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া কহিল, আমিও সে খানে যাইব, আমার সঙ্গে আইস। সেই ব্যক্তি আমাদিগকে পথবহির্ভূত করিয়া, এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। তখন তেজস্বী ব্যক্তি কহিলেন, সে দীপ্তিময় দূতের বেশধারী স্তাবক নামা ভাক্ত প্রেরিত। (২ করি ১১ ; ১৩, ১৪। দানি ১১ ; ৩২।) এই কথা কহিয়া তিনি ঐ জাল ছিঁড়িয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, আমার সঙ্গে২ আইস, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার প্রকৃত পথে লইয়া যাইতেছি। স্তাবকের পরামর্শে তাহারা যে পথ ত্যাগ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি পুনরায় সেই পথে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, গত রাত্রে তোমরা কোথায় শয়ন করিয়াছিলে? তাহারা কহিল, রমণীয় পর্ব্বতে মেষপালকদের সহিত। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, তাহারা কি তোমাদিগকে পথজ্ঞাপক পত্র দেয় নাই? তাহারা কহিল, হাঁ, দিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা যখন পথের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলে, তখন কি তাহা বাহির করিয়া পাঠ কর নাই? তাহারা কহিল, না, তাহা করি নাই। তিনি জিজ্ঞাসিলেন কেন? তাহারা কহিল, আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, সেই মেষপালকেরা তোমাদিগকে কি স্তাবকের বিষয়ে সাব-

ধান থাকিতে চেতনা দেয় নাই ? তাহারা কহিল, হাঁ, দিয়াছিল, কিন্তু এই মিষ্টভাষী যে সেই ব্যক্তি, ইহা আমাদিগের মনে হয় নাই। (রোম ১৬ ; ১৭, ১৮।)

অপর স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তিনি তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া, ঐ সৎপথে গমন করা কর্তব্য ইহা বুঝাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে অতিশয় প্রহার পূর্ব্বক (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫ ; ২। ২ বংশ ৬ ; ২৭।) কহিলেন, "আমি যত লোককে ভালবাসি, সেই সকলকে অনুযোগ করি ও শাস্তি দিই, অতএব উদ্যোগী হইয়া মন ফিরাও।" (প্রকা ৩ ; ১৯।) পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মেষপালকেরা তোমাদিগকে আর যে২ শিক্ষা দিয়াছে, তাহা মনে করিয়া সাবধানে গমন কর। তখন তাহারা তাঁহার স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, এই গীত গান করিতে২ ধীরে২ প্রকৃত পথে গমন করিল।—

সত্য পথ হারাইনু এখানে যে মোরা।
আমাদের দশা দেখ চাহিয়া পান্থেরা॥
সল্লোকের সুমন্ত্রণা হৈলে বিস্মরণ।
স্তাবক আপন জালে করিল বন্ধন॥
তাহাহৈতে মুক্ত বটে হৈয়াছি এখন।
আমাদের শাস্তি দেখি হও সচেতন॥

---

১৮ অধ্যায়।

এই রূপে তাহারা কিছু দূর গেলে পর দেখিল, সম্মুখে অতি দূরে এক ব্যক্তি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে রাজপথ দিয়া ধীরে২ একাকী আসিতেছে। তাহা দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ান সঙ্গিকে কহিল, ঐ দেখ, এক জন মনুষ্য সীয়োন পর্ব্বতের দিগে পৃষ্ঠ করিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে আসিতেছে।

আশাবান। হাঁ, দেখিতে পাইতেছি ; আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, পাছে এই ব্যক্তিও স্তাবক হয়। তাহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে নাস্তিক নামক ঐ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে ? এবং কোথায় যাইতেছ ?

খ্রীষ্টীয়ান। আমরা সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছি।

ইহা শুনিয়া নাস্তিক বড় হাসিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি হাসিয়া ফেলিলে কেন ?

নাস্তিক। এই পথে কষ্ট ব্যতিরেকে অন্য কিছু লাভের আশা নাই, তবু যে তোমরা এই দুর্গম যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমাদের এই মূর্খতা দেখিয়া হাসিতেছি।

খ্রীষ্টীয়ান। ওহে, কেন ? তুমি কি মনে করিতেছ, আমরা সেখানে গ্রাহ্য হইব না ?

নাস্তিক। কোথায় গ্রাহ্য হইবে ? সেই স্থান কেবল স্বপ্নে দেখিয়াছ মাত্র, নরলোকে এমন স্থান নাই।

খ্রীষ্টীয়ান। পরলোকে ত আছে।

নাস্তিক। তোমরা ঐ স্থানের বিষয়ে যাহা বলিতেছ, আমিও স্বদেশে বাস কালে তাহাই শুনিয়াছিলাম, এবং তদনুসারে সেই স্থানের অন্বেষণার্থে যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিংশতি বৎসরকাল সেই রাজধানীর চেষ্টায় বেড়াইয়াও অদ্যাপি তাহার কোনই উদ্দেশ পাই নাই। (উপদে ১০ ; ১৫। যিরি ১৭ ; ১৫।)

খ্রীষ্টীয়ান। আমরা শুনিয়াছি এবং বিশ্বাস করি যে, এমত স্থান আছে।

নাস্তিক। আমি যখন নিজ বাটীতে ছিলাম, আমারও এরূপ বিশ্বাস ছিল, নতুবা অন্বেষণার্থে এ পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু না পাওয়াতে এক্ষণে ফিরিয়া যাইতেছি। সেই স্থান যদি পাওয়া যাইত, অবশ্য পাই-

তাম ; যেহেতু তোমাদের অপেক্ষা আমি অধিক পথ গিয়া তাহার অন্বেষণ করিয়াছি। আমি যাহার আশায় গিয়াছিলাম, তাহা ত পাইলাম না ; এখন আমার বাসনা এই, আমি যে সমস্ত ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা আবার পাইয়া যেন মনের সন্তোষ লাভ করিতে পারি।

তখন খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গির মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, কেমন হে ভাই ? এই ব্যক্তির কথা কি সত্য ?

আশাবান। সাবধান ; এ ব্যক্তিও এক জন স্তাবকবিশেষ! এ রূপ মন্দ লোকের কথা শুনাতে ইতিপূর্ব্বে আমাদের কেমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ কর। কি, সীয়োন পর্ব্বত নাই ? আমরা কি রমণীয় পর্ব্বত হইতে সেই নগরের দ্বার দেখি নাই ? এখন দেখিতে পাই না বলিয়া কি বিশ্বাসপথে চলিব না ? (২ করি ৫ ; ৭।) আশাবান, শীঘ্র চলিয়া আইস ; পাছে সেই কশাধারী আর বার আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়েন। আমি তোমার কর্ণে একটি শাস্ত্রীয় বাক্য শুনাইব, তাহা আমাকে বরং শিক্ষা দেওয়া তোমারি উচিত ছিল। "হে বৎস, উপদেশ মানিতে নিবৃত্ত হইলে তুমি জ্ঞানের কথা হইতে ভ্রান্ত হইবে।" (হিতোপ ১৯ ; ২৭। ইব্রী ১০ ; ৩৯।) ভাই, উহার কথায় কান দিও না ; আইস, আমরা আত্মার পরিত্রাণার্থে বিশ্বাসে স্থির থাকি।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাই, আমাদের বিশ্বাস অমূলক বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে নয়, কিন্তু তোমার পরীক্ষার নিমিত্তে, এবং তোমার মনের সরলতার ফল দেখিবার জন্য ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি নিশ্চয় সংসারের অধিপতি কর্ত্তৃক অন্ধীভূত হইয়াছে, অতএব আইস, আমরা দুই জনে অগ্রসর হই ; কেননা আমরা জানি, আমরা সত্যটী অবলম্বন করিয়াছি; এবং কোন মিথ্যা কথা সেই সত্য সম্বন্ধীয় নহে। (১ যোহন ২ ; ২১।)

আশাবান। আমি এক্ষণে ঈশ্বরদেয় বিভবের আশায় আনন্দ অনুভব করিতেছি।

তখন তাহারা নাস্তিককে ছাড়িয়া চলিল, এবং সেও হাসিতে২ চলিয়া গেল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা এই রূপে গমন করিতে২ যে দেশে উপস্থিত হইল, তাহার বায়ুর স্বভাবতঃ এমনি গুণ যে, বিদেশি ব্যক্তিকে নিদ্রালু করে। সেই স্থানে তন্দ্রাতে শরীর অবশ হইয়া আসাতে আশাবান খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, আমার এমন ঘুম পাইয়াছে যে, প্রায় চক্ষু মেলিয়া রাখিতে পারি না। আইস, এই খানে শুইয়া খানিক ঘুমান যাউক।

খ্রীষ্টীয়ান। না, তাহা কখন হইবে না; এখানে ঘুমাইলে যদি আর না জাগি?

আশাবান। কেন ভাই, এমন কথা কেন বল? শ্রান্ত জনের পক্ষে নিদ্রা তো অতি সুখদ; নিদ্রা গেলে আমাদের শ্রান্তি দূর হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। মেষপালকদের মধ্যে এক জন আমাদিগকে মোহভূমি বিষয়ে সাবধান হইতে কহিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না? ঐ কথার অর্থ এই, নিদ্রা যাওন বিষয়েও আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। অতএব অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রিত না হইয়া বরং জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ থাকা যাউক। (১ থি ৫; ৬।)

আশাবান। আমার দোষ হইয়াছে। একা হইলে আমি এখানে ঘুমাইয়া পড়িয়া মারা যাইতাম; এক ব্যক্তি অপেক্ষা দুই ব্যক্তি ভাল, (উপ ৪; ৯।) জ্ঞানবানের এই বচন যে সত্য, তাহা আমি বুঝিতেছি। আজি পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গ আমার মঙ্গলজনক হইয়াছে; তুমি এই শ্রমের উত্তম পুরস্কার পাইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। এই স্থানে নিদ্রা নিবারণের নিমিত্তে, এখন পারমার্থিক বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করা যাউক।

আশাবান। বেস বলিয়াছ।

খ্রীষ্টীয়ান। কোন্ বিষয়ে কথা আরম্ভ করা যাবে?

আশাবান। ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে প্রথমে যাহা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়—কিন্তু ভাই, তুমি আরম্ভ কর।

খ্রীষ্টীয়ান। তবে আগে আমি একটা গীত গাই।

যদ্যপি পুণ্যাত্মাগণ আলস্যেতে মগ্ন হন,
এসে এই মোহময় স্থানে।
সেই কথোপকথন করে যাত্রি দুই জন
শ্রবণ করুক এক মনে॥
নিদ্রাভরে আকর্ষিত রাখিবারে উন্মীলিত
নয়ন যুগল আপনারি।
তাহারা যে কোন মতে এই যাত্রিগণহৈতে
অভ্যাস করুক ত্বরা করি॥
পরস্পর সম্ভাষণ সাধুরা করে যখন
হয় বিবেচনা পুরঃসর।
তখন তাহার দ্বারা জাগ্রত থাকয়ে তারা
বিফল ছলনা বিপক্ষের॥

গান শেষ হইলে খ্রীষ্টীয়ান কথা আরম্ভ করিয়া আশাবানকে জিজ্ঞাসিল, তোমার মনের এখনকার ভাব প্রথমে কিসে উৎপন্ন হইয়াছিল?

আশাবান। কোন্ ভাবের কথা বলিতেছ? আত্মার মঙ্গল বিষয়ে প্রথমে কি রূপে আমি ভাবিতে আরম্ভ করি, তাহাই কি জানিতে চাহ?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, তাহাই বটে।

আশাবান। তবে শুন। আমাদের মেলাতে যে যে দ্রব্য দেখা যায় এবং বিক্রয় হয়, সেই সকলের উপভোগে

আমি পূর্ব্বে অনেক কাল কাটাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, আজি পর্য্যন্ত সেই সকল বিষয়ে আশক্ত থাকিলে তাহারা আমাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশে ও নরককুণ্ডে মগ্ন করিত।

খ্রীষ্টীয়ান। সে সকল বিষয় কি ?

আশাবান। ঐহিক ধন ও ঐশ্বর্য্য। তদ্ব্যতিরেকে মদ্যপান, ইন্দ্রিয়সুখ, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, দিব্য করণ, এবং বিশ্রামবার লঙ্ঘন ইত্যাদি আত্মানাশক যত কার্য্য আছে, সেই সকলেতে আমি বিলক্ষণ আশক্ত ছিলাম। পরে বিশ্বাসী নামক যে প্রিয় ভ্রাতা বিশ্বাস ও সদাচরণ প্রযুক্ত মায়াহট্টে হত হইয়াছিল, তাহার এবং তোমার প্রমুখাৎ পারমার্থিক বিষয় শ্রবণ ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সে সকলের পরিণাম মৃত্যু, এবং ঐ প্রকার ক্রিয়া প্রযুক্ত অনাজ্ঞাবহ লোকদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে। (রোম ৬ ; ২১-২৩। ইফি ৫ ; ৬।)

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এই প্রকার চেতনা জন্মিবামাত্রই তুমি কি তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলে ?

আশাবান। না ; পাপ নিতান্ত মন্দ, এবং পাপ করিলে যে নরকে যাইতে হয়, ইহা জানিতে তখনই ইচ্ছুক হই নাই ; এই কারণ ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা মন যখন উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল, তখন আমি সেই বাক্যরূপ আলোক হইতে চক্ষু মুদিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা যখন প্রথমে তোমাকে চেতনা দেন, তখন তাঁহার প্রতি এমত বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলে কেন ?

আশাবান। তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ঈশ্বর হইতে যে সেই চেতনা জন্মিয়াছিল, ইহা আমি জ্ঞাত ছিলাম না। পাপ বিষয়ে চেতনা দিয়া যে ঈশ্বর পাপীর মনঃপরিবর্ত্তনের আরম্ভ করেন, তাহা আমি কিছুই জানিতে

পারি নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে সময়ে শারীরিক ভাবে পাপ আমার ভাল লাগিত, এই জন্যে তাহা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। তৃতীয়তঃ, চিরকালের পরিচিত লোক-দিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব, তাহা বুঝিতে পারি নাই; কেননা তাহাদের সহিত আলাপ ও ব্যবহার বড় ভাল বাসিতাম। চতুর্থতঃ, যে সময়ে পাপ বিষয়ক চেতনা আমার মনে উৎপন্ন হইত, সেই সময় আমার পক্ষে এমনি ভয়জনক ও মর্ম্মান্তিক ছিল যে, মনোমধ্যে তাহার স্মরণপর্য্যন্ত সহ্য হইত না।

খ্রীষ্টীয়ান। তবে বোধ হয়, কোন২ সময়ে তোমার মনে দুঃখ থাকিত না।

আশাবান। হাঁ, থাকিত না বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার মনোমধ্যে উপস্থিত হইত; তাহাতে আমার কষ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত।

খ্রীষ্টীয়ান। কেন? পাপ কি জন্য আবার তোমার মনে পড়িত?

আশাবান। তাহার কারণ ঢের। প্রথমতঃ, পথ গমন সময়ে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে শুনিলে; তৃতীয়তঃ, শিরঃপীড়া হইলে; চতুর্থতঃ, কোন প্রতিবাসির পীড়ার সংবাদ পাইলে; পঞ্চমতঃ, কোন মৃতের নিমিত্তে কাহাকে কাঁদিতে শুনিলে; ষষ্ঠতঃ, কোন দিন আমাকেও মরিতে হইবে, এই কথা মনে পড়িলে; কেহ অকস্মাৎ মরিয়াছে শুনিলে; বিশেষ রূপে, অষ্টমতঃ, আমাকে শীঘ্রই নিকাশ দিতে হইবে, এই কথা মনে পড়িলে পাপ আমার মনে হইত।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এই প্রকারে তোমার মন পাপ-ভারে আক্রান্ত হইলে তুমি কি সেই ভার সহজে মন হইতে দূর করিতে পারিতে?

আশাবান। না; বরং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিলে মন আরও ভারী হইত। এবং পাপের প্রতি আর বার ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্পমাত্র উৎপন্ন হইলেই আমার দ্বিগুণ যন্ত্রণা হইত।

খ্রীষ্টীয়ান। এরূপ হইলে তুমি কি করিতে?

আশাবান। আমার আচার ব্যবহার যাহাতে ভাল হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে স্থির করিতাম—কেননা ভাবিলাম, তাহা না করিলে শেষে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। তবে তুমি কি আপন আচার ব্যবহার ভাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?

আশাবান। হাঁ, করিয়াছিলাম। কেবল পূর্ব্ব পাপ ত্যাগ করিয়াছিলাম এমন নয়, মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ, বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা ও পাপের নিমিত্তে বিলাপ এবং প্রতিবাসির সহিত সত্যালাপ ইত্যাদি অনেক২ বিষয়ে মনোযোগও করিতে লাগিলাম; সেই সমস্তের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক এখন বলিবার সময় নাই।

খ্রীষ্টীয়ান। সেই সমস্তের দ্বারা কি তোমার উপকার বোধ হইয়াছিল?

আশাবান। হাঁ, কিছু দিনের নিমিত্তে; কিন্তু শেষে আমার সেই সকল ধর্ম্ম ক্রিয়ারূপ সেতু ভাঙ্গিয়া ভয়রূপ তরঙ্গ পুনর্ব্বার মনোমধ্যে উপস্থিত হইল।

খ্রীষ্টীয়ান। ইহা কেমন করিয়া হইল? তুমি তো সে সময়ে ধর্ম্মাচারী হইয়াছিলে?

আশাবান। সেই ভয় পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবার অনেক কারণ ছিল, বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত এই কথা আমার ত্রাস জন্মাইত, যথা, "আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম মলিন বস্ত্রের সমান," এবং "ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়াহেতু কোন মর্ত্ত্যকে ধার্ম্মিক করা যাইবে না।" এবং "আজ্ঞা-

পিত সমস্ত কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও বলিও, আমরা অনুপযোগী দাস।” (যিশা ৩৪ ; ৬। গালা ২ ; ১৬। লূক ১৭ ; ১০।)

ধর্ম্মপুস্তকের এই সকল এবং এবম্প্রকার অন্য অনেক বাক্য মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া দেখিলাম, আমার কৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম যদি মলিন ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় হইল, ও ব্যবস্থাপালনদ্বারা যদি কোন প্রাণী ঈশ্বরের কাছে পুণ্যবান গণিত হইতে না পারিল এবং সমস্ত কর্ম্ম করিয়া চুকিলেও যদি অনুপযোগী দাসের মত গণিত হইতে হইল, তবে ব্যবস্থাপালনদ্বারা, স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা উন্মত্তা মাত্র। তদ্ভিন্ন ইহাও বিবেচনা করিলাম, যদি কোন ব্যক্তি দোকানদারের এক শত টাকা ধারিয়াও তাহার সহিত নগৎ কারবার করে, তথাপি দোকানির খাতাতে যাবৎ ঐ এক শত টাকার উস্থুল না দেয়, তাবৎ তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে দোকানী তাহার নামে নালিশ করিতে পারে।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এ সকল বিষয় তুমি আপনার প্রতি কেমন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলে?

আশাবান। মনের মধ্যে এই বিবেচনা করিলাম, আমি আপন পাপহেতু ঈশ্বরের কাছে বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, সম্প্রতি তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেই যে সেই পুরাতন ঋণের শোধ হইবে, তাহা নয়। অতএব এই বর্ত্তমান সদ্ব্যবহার ব্যতিরেকে পূর্ব্বকৃত দোষের দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার উপায়েরও আমার প্রয়োজন; এমন উপায় কোথায় পাইব?

খ্রীষ্টীয়ান। বেস, ঐ কথার তাৎপর্য্য তুমি উত্তমরূপে বুঝিয়া আপনাতে প্রয়োগ করিয়াছিলে। পরে কি হইল, শুনি?

আশাবান। আমার মনোদুঃখের অন্য কারণ এই,

যদবধি সদাচরণ করিতে যত্নবান হইলাম, তদবধি আমার সর্ব্বোত্তম কর্ম্মেও পদেং ত্রুটি ও পাপ দেখিতে লাগিলাম। অতএব পূর্ব্ববৎ আত্মাভিমানী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে আর শ্লাঘা করিতে পারিলাম না, কেননা পূর্ব্বে আচার ব্যবহার নির্দ্দোষ হইলেও সম্প্রতি আমার এক দিনের ধর্ম্মকর্ম্মে যে পাপ থাকে, তাহাতেই স্পষ্ট আপনাকে নরকের যোগ্যপাত্র দেখিতে লাগিলাম।

খ্রীষ্টীয়ান। তখন কি করিলে?

আশাবান। বিশ্বাসির সহিত পরিচয় থাকাতে তাহার কাছে মনের সকল কথা ভাঙ্গিয়া কহিলাম, তাহাতে সে বলিল, কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির পুণ্য যে পর্য্যন্ত তোমার না হয়, তাবৎ তোমার নিজ পুণ্য কিম্বা জগতের সমস্ত লোকের পুণ্যদ্বারা তোমার পরিত্রাণ কখনো হইতে পারিবে না।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহার কথা কি তোমার সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল?

আশাবান। যে সময়ে আমি নিজ ধর্ম্মক্রিয়াতে সন্তুষ্ট ছিলাম, সেই সময়ে বিশ্বাসী যদি এরূপ কথা বলিত, তবে তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া তুচ্ছ করিতাম; কিন্তু যদবধি আমার দুর্ব্বলতা এবং উত্তম ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত মালিন্য জ্ঞাত হইলাম, তদবধি তাহার কথা যে সত্য, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এক জন নিষ্পাপ ব্যক্তির কথা বিশ্বাসির প্রমুখাৎ প্রথম বার শুনিয়া তোমার কেমন বোধ হইয়াছিল?

আশাবান। প্রথমেই অসম্ভব বোধ হইল, কিন্তু বিশ্বাসির সহিত আর কিঞ্চিৎ কথোপকথন ও আলাপ হইলে পর তাহা সত্য বলিয়া আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, সেই নিষ্পাপ ব্যক্তি কে? এবং

তাঁহাদ্বারা বা কি প্রকারে পুণ্যবান হইব? এ কথা কি বিশ্বাসিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

আশাবান। হাঁ, করিয়াছিলাম। তাহাতে সে কহিল, সর্ব্বোপরিস্থের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট যে প্রভু যীশু, তিনিই সেই ব্যক্তি। ইব্রীয় ১০ ; ১২, ২১। ফলতঃ তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং ক্রুশে উত্থাপিত হইয়া (রোমীয় ৪ ; ৫। কল ১ ; ১৪। ১ পিত ১ ; ১৯,) যে সমস্ত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই দ্বারা পুণ্যবান হওয়া তোমার আবশ্যক। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই ব্যক্তির পুণ্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে অন্য ব্যক্তিকে পুণ্যবান করিতে পারে, তাহা কি প্রকারে এমন গুণ-বিশিষ্ট হইল? তাহাতে সে কহিল, শুন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ; তিনি জীবনে যে কিছু করিয়াছি-ছিলেন, এবং যে মৃত্যু ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের নিমিত্ত নয়, তোমার জন্য। আর তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে তাঁহার ক্রিয়া সমস্ত এবং তাঁহার পুণ্য তোমাতে আরোপিত হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহার পরে তুমি কি করিলে?

আশাবান। আমি বিশ্বাস করণ বিষয়ে নানা প্রকার আপত্তি করিতে লাগিলাম, কেননা সেই ব্যক্তি পাছে আমাকে উদ্ধার করিতে অসম্মত হন, আমার এমত সন্দেহ ছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। তখন বিশ্বাসী তোমাকে কি বলিল?

আশাবান। বিশ্বাসী আমাকে কহিল, তুমি তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখ। আমি কহিলাম, যাইতে সাহস কুলায় না। সে বলিল, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, আর ভয় নাই। (মথি ১১ ; ২৮।) ইহা কহিয়া সে তাঁহার নিকটে গমন-কারি লোকের সাহস জন্মাইবার নিমিত্তে যীশুর আজ্ঞাক্রমে

লিখিত এক খানি গ্রন্থ আমার হস্তে দিয়া কহিল, আকাশ ও পৃথিবী অপেক্ষা এই গ্রন্থের বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত অধিক স্থিরতর। (মথি ২৪ ; ৩৫) আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া কি করিব? সে বলিল, পিতা পরমেশ্বর যেন খ্রীষ্টকে তোমার নিকটে প্রকাশ করেন, হাঁটু গাড়িয়া সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এই প্রার্থনা করিও (গীত ৯৫ ; ৬। দানি ৬; ১০। যিরি ২৯ ; ১২, ১৩)। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নিকটে আমার নিবেদন কি প্রকারে উপস্থিত করিব? সে কহিল, আগত লোকদিগকে ক্ষমা প্রদান করিবার জন্য তিনি সম্বৎসর ব্যাপিয়া করুণাসনে উপবিষ্ট থাকেন ; (যাত্রা ২৫ ; ২২। লেবি ১৬ ; ২। ইব্রীয় ৪ ; ১৬। গণনা ৭ ; ৮৯।) আমি কহিলাম, সেখানে উপস্থিত হইলে কি কহিব, কিছুই জানি না। তখন সে আমাকে এই প্রার্থনা করিতে কহিল, "হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি, আমার প্রতি দয়া কর। আমি যাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে পারি, এরূপ কর। কেননা তাঁহার পুণ্য না থাকিলে কিম্বা সেই পুণ্যে আমার বিশ্বাস না জন্মিলে আমাকে নিশ্চয় নরকে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে, স্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু হে দীনবন্ধো, শুনিলাম, তুমি বড় দয়ালু ; তৎপ্রযুক্ত তোমার প্রিয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগত্ত্রাতারূপে নিরূপণ করিয়াছ। হে প্রভো, আমার মত নিরুপায় নরকযোগ্য পাপিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপন পুত্র যীশুর অনুরোধে আমার আত্মাকে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় অনুগ্রহের মাহাত্ম্য প্রকাশ কর, আমেন্।"

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এই আদেশানুসারে তুমি কি প্রার্থনা করিয়াছিলে?

আশাবান। হাঁ, বারম্বার করিয়াছিলাম।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহাতে পিতা কি তোমার নিকটে পুত্রকে প্রকাশ করিয়াছিলেন?

আশাবান। প্রথম বারে না, দ্বিতীয় বারে না, তৃতীয় বারে না,চতুর্থ বারে না, পঞ্চম বারে না, এবং ষষ্ঠ বারেও না।

খ্রীষ্টীয়ান। তখন তুমি কি করিলে?

আশাবান। কি করিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, এরূপ হওয়াতে প্রার্থনা করা ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল না?

আশাবান। হাঁ, এক বার নয়, দুই বার নয়, দু শ বার হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, তবে তুমি যে প্রার্থনা ছাড় নাই, ইহার কারণ কি?

আশাবান। কারণ এই, খ্রীষ্টের পুণ্য বিনা জগৎশুদ্ধ লোকেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না, এই যে কথা শুনিয়াছিলাম, ইহা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল; অতএব ভাবিলাম, যদি প্রার্থনা ছাড়ি, আমার মৃত্যু হইবে, এবং করুণাসনের আশ্রয় লইলে, সেখানেও মরণ বিনা অন্য কিছু ত হইবে না। এই বিষয় ভাবিতে২ এই শাস্ত্রীয় বচন আমার মনে পড়িল, "তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা কর, কেননা অবশ্য তাহা উপস্থিত হইবে, অনাগত থাকিবে না।" (হব ২; ৩।) তাহাতে যে পর্য্যন্ত পিতা আপন পুত্রকে আমার নিকটে প্রকাশ না করিলেন, তাবৎ প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলাম না।

খ্রীষ্টীয়ান। কিরূপে তিনি তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন?

আশাবান। বাহ্য চক্ষুদ্বারা নয়, আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলাম। (ইফি ১; ১৮, ১৯।) ফলতঃ এক দিবস পাপের বাহুল্য ও ঘৃণার্হতা বিষয়ে নূতন জ্ঞান পাওয়াতে আমি এমনি দুঃখিত হইয়াছিলাম যে, জন্মাবধি কখন সেরূপ

দুঃখ হয় নাই ; এমন অবস্থায় কেবল নরক এবং স্বীয় আত্মার চিরবিনাশ অপেক্ষা করিতেছিলাম ; এমন সময়ে বোধ হইল, যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হঠাৎ আমার প্রতি স্বর্গ হইতে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি পরিত্রাণ পাইবে।" (প্রেরিত ১৬ ; ৩১।)

তখন উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আমি যার পর নাই মহাপাপী। তিনি কহিলেন, "আমার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়।" (২ করিন্থীয় ১২ ; ৯।) আমি জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, বিশ্বাস করা কাহাকে বলে ? "যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে কোন ক্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না ; আর যে ব্যক্তি আমাতে বিশ্বাস করে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না।" (যোহন ৬ ; ৩৫।) শাস্ত্রের এই বাক্য দ্বারা আমি তখন বুঝিলাম যে, বিশ্বাস করা এবং তাঁহার নিকটে আমার আসা, এ উভয়ই এক ; কেননা যে ব্যক্তি আগমন করে,অর্থাৎ যাহার মন ও চিত্ত খ্রীষ্টকর্ত্তৃক পরিত্রাণ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আকর্ষিত হয়, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী। এই বিষয় ভাবিতে২ আমার চক্ষে জল আসিল ; তখন আমি আরো জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, আমার মত মহাপাপী কি তোমাকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে ? তখন আমি যেন তাঁহাকে এই কথা কহিতে শুনিলাম, "যে ব্যক্তি আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে বাহির করিয়া দিব না।" (যোহন ৬ ; ৩৭।) অনন্তর আমি বলিলাম, তোমার নিকটে আগমনের নিমিত্তে তোমাকে কি প্রকারে ভাবিলে আমার প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিতে পারে ? তিনি বলিলেন, "খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন।" "প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্যক্তির ধার্ম্মিকতা লাভার্থে ব্যবস্থার পরিণাম খ্রীষ্ট।" "তিনি তো আমাদের অপরাধের নিমিত্তে সমর্পিত এবং আমাদের ধার্ম্মিকতা লাভের নিমিত্তে উত্থাপিত হইয়াছেন।" "তিনি

আমাদিগকে প্রেম করেন ও নিজ রক্তে আমাদের পাপহইতে ধৌত করিয়াছেন।” “তিনি ঈশ্বরের ও আমাদিগের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ।” “আমাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।” (১ তীম ১; ১৫। রোম ১০; ৪। রোম ৪; ২৫। প্রকা ১; ৫। ১ তীম ২; ৫। ইব্রীয় ৭; ২৫।) এতদ্দ্বারা বুঝিলাম, তাঁহাহইতে পুণ্য, এবং তাঁহারই রক্তদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত পাইবার অপেক্ষায় থাকা আমার উচিত; আর পিতার ব্যবস্থা পালন ও তন্মধ্যে নিরূপিত দণ্ড ভোগ তিনি আপনার নিমিত্ত নয়, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞচিত্তে পরিত্রাণের উপায় রূপে তাহা গ্রাহ্য করিবে, তাহার জন্যে করিয়াছিলেন, তাহাতে যীশুর নাম ও পথ এবং লোকের প্রতি প্রেম উথলিয়া উঠাতে, হৃদয় আহ্লাদে এবং চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।

খ্রীষ্টীয়ান। এমন সময়ে, সত্যই খ্রীষ্ট তোমার জ্ঞানগোচরে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তোমার মনের গতি কিরূপ হইল, বিশেষ করিয়া বল।

আশাবান। আমি তখন বুঝিলাম যে, জগৎসংসার ভ্রমিবাসীদের সমস্ত পুণ্য সত্ত্বেও, দণ্ডার্হ হইয়া রহিয়াছে। এবং যাথার্থিক পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টের শরণাগত পাপিকে পুণ্যবান গণিত করণেও যাথার্থিক থাকেন। আরো আমি স্বীয় মূর্খতা ও পূর্ব্ব আচরণের ভ্রষ্টতা দেখিয়া লজ্জাতে, স্তব্ধ হইলাম, কেননা খ্রীষ্টের যেরূপ সৌন্দর্য্য তখন দেখিলাম, এমন সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কখন চিন্তাপথে উপস্থিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাচরণের প্রতি আকর্ষিত হইতে এবং প্রভু যীশুর নামের সম্ভ্রম ও গৌরব প্রকাশের জন্যে কিছু করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইল। এমন কি, মনে হইল যে, আমার শরীরে যদি সহস্র কলসী রক্ত থাকিত, তাঁহার জন্যে অকাতরে ব্যয় করিতে পারিতাম।

১৯ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা এই রূপ কথোপকথন করিতে২ গমন করিতেছিল, ইতিমধ্যে আশাবান পশ্চাৎ দৃষ্টি করাতে পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানকে দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, ঐ দেখ, ভাই, সেই যুবক কত দূরে পড়িয়া আছে।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, দেখিতে পাইতেছি। বোধ হয়, সে আমাদের সহিত আলাপ করিতে চাহে না।

আশাবান। তাই বটে, কিন্তু বোধ হয়, আমাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহার বড় ক্ষতি হইত না।

খ্রীষ্টীয়ান। তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সে অন্য প্রকার ভাবে।

আশাবান। হাঁ, আমিও তাহা বুঝি, তথাপি আইস, আমরা তাহার জন্য খানিক অপেক্ষা করি।

অনন্তর উভয়ে তথায় দাঁড়াইল।

খ্রীষ্টীয়ান উচ্চৈঃস্বরে ঐ অজ্ঞানকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, চলিয়া আইস, তুমি পীছে পড়িয়া থাক কেন?

অজ্ঞান। আমি একাকী যাইতে ভাল বাসি, কেননা অসন্তোষজনক লোকের সঙ্গে অপেক্ষা একাকী যাওয়াতে যথেষ্ট সুখ আছে।

তখন খ্রীষ্টীয়ান আশাবানের কানে২ কহিল, সে আমাদের সঙ্গে যাইতে বড় সন্তুষ্ট নয়, ইহা কি আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলি নাই? যাহা হউক, এই নির্জ্জন স্থানে পরস্পর কথোপকথন করিয়া কাল কাটান যাউক।

অনন্তর পুনর্ব্বার অজ্ঞানকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, চলিয়া আইস, এখন কেমন আছ? ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনের ভাব কেমন?

অজ্ঞান। বোধ হয়, ভাল; কেননা যাইতে২ মনে যে

সান্ত্বনাজনক উত্তম বাসনার উদয় হইতেছে, তাহাতেই আমার মন পরিপূর্ণ।

খ্রীষ্টীয়ান। সে কি প্রকার বাসনা, বল দেখি?

অজ্ঞান। আমি স্বর্গ ও ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করি।

খ্রীষ্টীয়ান। ভূতেরা ও দণ্ডপ্রাপ্ত আত্মা সকলও সেরূপ করিয়া থাকে।

অজ্ঞান। কিন্তু আমি এ সকলের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা, উভয়ই করি।

খ্রীষ্টীয়ান। যাহারা সেই স্থানে কখন উপস্থিত হইবে না, এমন অনেকে সেই রূপ করিয়া থাকে। লিখিত আছে, "অলসের প্রাণ লালসা করিয়াও কিছু পায় না।" (হিতো ১৩; ৪।)

অজ্ঞান। আমি সে সকলের চিন্তা করি ও তজ্জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগও করিয়াছি।

খ্রীষ্টীয়ান। ইহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে, কেননা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা যে কেমন কঠিন কর্ম্ম, তাহা অল্প লোকে জানে। তুমি যে স্বর্গ এবং ঈশ্বরের নিমিত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ, তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?

অজ্ঞান। আমার মন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

খ্রীষ্টীয়ান। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি আপন হৃদয়ে বিশ্বাস করে, সে স্থূলবুদ্ধি।" (হিতো ২৮; ২৬।)

অজ্ঞান। এ কথা দুষ্ট মনের প্রতি খাটে বটে, কিন্তু আমার মন ভাল।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমার মন যে ভাল, তাহার প্রমাণ কি?

অজ্ঞান। স্বর্গ সুখের প্রত্যাশাদ্বারা মন আমাকে সান্ত্বনাযুক্ত করে।

খ্রীষ্টীয়ান। মনের কাপট্যেও তাহা হইতে পারে। যে বিষয়ের আশায় যাহার কোন অধিকার নাই, তাহার

মন সেই বিষয়ের আশাদ্বারা তাহার সান্ত্বনা জন্মাইতে পারে।

অজ্ঞান। আমার মনের এবং আচরণের ঐক্য আছে, সুতরাং আমার আশা করিবার অধিকারও আছে।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, তোমার মনের এবং আচরণের যে ঐক্য আছে, কে বলিল?

অজ্ঞান। আমার মন আমাকে বলিতেছে।

খ্রীষ্টীয়ান। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। তোমার মন তোমাকে বলিতেছে? এ বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যের প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অমূলক।

অজ্ঞান। যাহার মনে নিরন্তর সৎ চিন্তার উদয় হয়, তাহার মন কি ভাল নয়? এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি আচরণকেও কি ভাল বলা যায় না?

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, উত্তম চিন্তাকারী মন ভাল, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি আচরণও ভাল বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে, প্রকৃতরূপে এতদ্বিশিষ্ট হওয়া এক বিষয়, এবং এতদ্বিশিষ্ট আছি, এমন মনে করা অন্য বিষয়।

অজ্ঞান। ভাল, তুমি উত্তম চিন্তা এবং ঈশ্বরাজ্ঞানুযায়ি আচরণ কাহাকে বল?

খ্রীষ্টীয়ান। শুন, উত্তম চিন্তা অনেক প্রকার; তাহার মধ্যে কতকগুলি আত্মবিষয়ক, কতকগুলি ঈশ্বরবিষয়ক, কতকগুলি খ্রীষ্টবিষয়ক, এবং কতকগুলি অপর বিষয়ক।

অজ্ঞান। আত্মবিষয়ক উত্তম চিন্তা কি প্রকার?

খ্রীষ্টীয়ান। যে২ চিন্তা ঈশ্বরের বাক্যের সহিত ঐক্য হয়, তাহাই উত্তম।

অজ্ঞান। আমাদের আত্মবিষয়ক চিন্তার সহিত ঈশ্বরবাক্যের কখন্ ঐক্য হয়?

খ্রীষ্টীয়ান। আমাদের বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য যেমন

বিচার করে, আমরাও যখন আপনাদের বিষয়ে তেমনি বিচার করি, তখনই ঐক্য হয়। এই কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দি, শুন ; স্বাভাবিক মনুষ্যের বিষয়ে ঈশ্বর কহেন, "সৎ কর্ম্ম করে, এমত কেহই নাই, এক জনও নাই।" "সর্ব্বদা মনুষ্যের অন্তঃকরণের ভাবৎ কল্পনা কেবল দুষ্ট।" "বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট।" (গীত ১৪ ; ৩। রোম ৩ ; ১০-১৮। আদি ৬ ; ৫। ৮ ; ২১।) অতএব এই সকল জানিয়া যখন আমরা আত্মবিষয়ে সেরূপ চিন্তা করি, তখন আমাদের চিন্তা ভাল, যেহেতুক তাহাই ঈশ্বর-বাক্যানুযায়ী।

অজ্ঞান। আমার মন যে এত মন্দ, ইহা কখনো প্রত্যয় করিতে পারি না।

খ্রীষ্টীয়ান। ইহা দ্বারাই জানা যাইতেছে, জন্মাবধি তোমার মনে কখনও একটী ভাল চিন্তার উদয় হয় নাই। সে যাহা হউক, যে বিষয় কহিতেছিলাম, সে বিষয়ে আর একটী কথা বলি, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মন বিষয়ে যে রূপ, আচরণ বিষয়েও তদ্রূপ বিচার করে, অতএব আপন মন ও আচরণ বিষয়ক আমাদের চিন্তা যখন সেই বিচারের সহিত ঐক্য হয়, তখনই আমাদের মন ও আচরণ উত্তম।

অজ্ঞান। তোমার কথার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বল।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল। শাস্ত্রে ঈশ্বর এই রূপ কহেন, মনুষ্যের পথ অতি বক্র ও মন্দ ; তাহারা স্বভাবতঃ সৎপথ বহির্ভূত হওয়াতে সে পথ জানে না ; (গীত ১২৫ ; ৫। হিতো ২ ; ১৫। রোম ৩ ; ১২।) অতএব যখন মনুষ্য চেতনা পাইয়া আন্তরিক নম্রতাসহ নিজ আচরণ বিষয়ে এই রূপ চিন্তা করে, তখন স্বীয় আচরণ বিষয়ে তাহার উত্তম বিবেচনা উপস্থিত হয়, কারণ ঈশ্বরবাক্যের বিচারের সহিত তাহার চিন্তার ঐক্য হয়।

অজ্ঞান। ঈশ্বরবিষয়ক উত্তম চিন্তা কাহাকে বলি?

খ্রীষ্টীয়ান। আত্মবিষয়ক চিন্তাসম্বন্ধে যেমন কহিয়াছি, তদ্রূপ ঈশ্বর বিষয়ক আমাদের চিন্তা যখন, তাঁহার বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে, তাহার সহিত মিলে, তখনই তাহা ভাল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণ বিষয়ে তাঁহার বাক্য আমাদিগকে যেমন শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলে, সেই চিন্তাকে উত্তম বলা যায়। কিন্তু এক্ষণে আমি এই সকল বিস্তারিত করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত আমাদিগের যে সম্পর্ক, কেবল তদ্বিষয়ক কয়েকটী কথা বলি। আমরা আপনাদিগকে যে রূপ জানি, তদপেক্ষাও ঈশ্বর আমাদিগের বিষয় অধিক সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত আছেন; এবং আমাদের যে সকল পাপ আমরা আপনারা দেখিতে পাই না, তিনি অনায়াসে সে সকল দেখেন; কেবল তাহাই নয়, আমাদিগের মন এবং মনের সমস্ত নিগূঢ় চিন্তাও তাঁহার দৃষ্টিতে অনাবৃত ও আমাদের সমস্ত পুণ্যক্রিয়া তাঁহার নিকটে দুর্গন্ধবিশিষ্ট; সুতরাং যাবৎ আমরা নিজ পুণ্যে নির্ভর করি, তাবৎ তিনি কোন প্রকারে আমাদিগকে কাছে দাঁড়াইতে দিতে পারেন না। এই সকল যখন মনে করি, তখনি ঈশ্বর-বিষয়ক আমাদের চিন্তাকে ভাল বলা যাইতে পারে।

অজ্ঞান। ও হে, আমাকে কি নিতান্ত মূর্খ ঠাহরাইয়াছ? আমা অপেক্ষা ঈশ্বর যে অধিক দূরদর্শী, তাহা বিলক্ষণ জানি। আর নিজ পুণ্যে নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকটে যে যাইতে পারি না, তাহাও বুঝি।

খ্রীষ্টীয়ান। তুমি সে বিষয়ের কি জান?

অজ্ঞান। কেন? যাহা জানি, সংক্ষেপে বলিতেছি; পুণ্যবান হইবার জন্যে আমাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। শুন, খ্রীষ্টের প্রয়োজন না বুঝিয়া তুমি

কি প্রকারে তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে পার? তুমি সহজাত ও আত্মকৃত পাপ না বুঝিয়া আপনার মন ও ক্রিয়াসম্বন্ধে অভিমান করিতেছ; ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে পুণ্যবান হইবার জন্যে তুমি কোন কালে খ্রীষ্টের পুণ্যের প্রয়োজন দেখিতে পাও নাই; অতএব খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস কর, এ কথা কি প্রকারে বলিতে পার?

অজ্ঞান। যা বল না কেন, আমি খুব বিশ্বাস করি।

খ্রীষ্টীয়ান। ভাল, তুমি কি বিশ্বাস করিয়া থাক?

অজ্ঞান। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপিদিগের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং আমি যদি তাঁহার আজ্ঞা পালন করি, তিনি আমার সেই সদাচরণ গ্রাহ্য করিয়া, অভিশাপ হইতে মুক্ত করত ঈশ্বরের সম্মুখে আমাকে পুণ্যবান করিবেন; দয়াময় খ্রীষ্ট নিজ পুণ্যদ্বারা আমার ধর্ম্মাচরণকে পিতার তুষ্টিজনক করিবেন, তাহাতেই আমি পুণ্যবান গণিত হইব। এই আমার বিশ্বাস।

খ্রীষ্টীয়ান। তোমার এই রূপ বিশ্বাসের ভুল দেখাইয়া দিতেছি, শুন।

প্রথমতঃ; তোমার এই বিশ্বাস স্বপ্নবৎ; এ রূপ বিশ্বাসের বিবরণ ঈশ্বরীয় শাস্ত্রের কোন স্থানেই পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ; তোমার বিশ্বাস কাল্পনিক; কেননা তুমি খ্রীষ্টের পুণ্যকে পুণ্যের মূল না করিয়া, নিজ পুণ্যকে পুণ্যের মূল করিতেছ।

তৃতীয়তঃ; তোমার এই বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্ট তোমাকে নয়, কেবল তোমার ক্রিয়া পুণ্যযুক্ত করেন, এবং সেই ক্রিয়াহেতু তুমি যে পুণ্যবান গণিত হইবে, এ বিশ্বাস মিথ্যা।

চতুর্থতঃ; এই নিমিত্ত তোমার বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক; ধর্ম্মাধ্যক্ষের আগমন দিবসে তাহা তোমাকে ঈশ্বরীয় ক্রোধের পাত্র করিবে; কেননা পুণ্যদায়ি সত্য বিশ্বাস, ব্যবস্থাদ্বারা

ত্রাসযুক্ত মনকে খ্রীষ্টের পুণ্যের শরণ লইতে প্রবৃত্তি দেয়। খ্রীষ্টের পুণ্য কি? তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য করণার্থ সেই পুণ্য অনুগ্রহের কার্য্যস্বরূপ জ্ঞান করিও না। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হওয়াতে আমরা যাহার দায়ী ছিলাম, খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে সেই কার্য্য করিয়া ও সেই দুঃখ ভুগিয়া আপনি যে আজ্ঞাবহতা প্রকাশ করিয়াছেন, এ সেই আজ্ঞাবহতা দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য। যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাস পূর্ব্বক সেই পুণ্য গ্রহণ করে, সে সেই পুণ্যরূপ বস্ত্রে ভূষিত হইয়া, ঈশ্বরের সম্মুখে নিষ্কলঙ্করূপে প্রকাশ পাওয়াতে, তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত ও দণ্ড হইতে রক্ষিত হয়।

অজ্ঞান। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া যাহা করিয়াছেন, তুমি কি তাহাতেই বিশ্বাস করিতে বলিতেছ? এরূপ আত্মশ্লাঘা দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় অনায়ত্ত হইবে, ও আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিবে। কেননা, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে যদি তাঁহারই পুণ্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পুণ্যবান হইতে পারা যায়, তবে আমাদের ভাল মন্দ আচরণে কিছু আইসে যায় না, তাঁহার পুণ্যেই পরিত্রাণ।

খ্রীষ্টীয়ান। এমন বিবেচনা না হইলে, লোকে তোমাকে অজ্ঞান বলিয়া ডাকিবে কেন? হায়, তোমার যেমন নাম, তেমনি কার্য্য। যে পুণ্যে মনুষ্য পুণ্যবান হয়, তাহা তুমি জান না, এবং বিশ্বাসদ্বারা সেই পুণ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের মহাক্রোধ হইতে নিজ আত্মাকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়, তাহাও জ্ঞাত নহ। আর খ্রীষ্টের পুণ্যাবলম্বি পরিত্রাণজনক বিশ্বাসজাত প্রকৃত ফল, অর্থাৎ তাহা যে খ্রীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রতি মনকে ফিরাইয়া, তাঁহার অধীন ও আশক্ত করে, এবং তাঁহার নাম, বাক্য, পথ, ও লোকদিগকে ভাল বাসিতে প্রবৃত্তি দেয়, এই সকলও তুমি জান না। জানিলে, এমন অনর্থক কথা বলিতে না।

আশাবান। (খ্রীষ্টীয়ানের প্রতি) জিজ্ঞাসা কর দেখি, খ্রীষ্ট কখন উহার নিকটে স্বর্গ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন কি না?

অজ্ঞান। আঃ! তুমি কি স্বপ্ন দেখিতে চাও? বোধ হয়, তোমরা এবং তোমাদের তুল্য লোকেরা এ বিষয়ে যাহা বলে, তাহা প্রলাপমাত্র।

আশাবান। অহে, এ কি কথা? মনুষ্যের স্বাভাবিক বুদ্ধির নিকটে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে এমন গুপ্ত আছেন যে, পিতা ঈশ্বর যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ না করেন, সে কোন ক্রমে তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তৃরূপে জানিতে পারে না।

অজ্ঞান। তোমার বিশ্বাস আমার নয়। আমি তোমার মত কুশাগ্রবুদ্ধি না হইলেও, বোধ হয়, তোমার বিশ্বাস অপেক্ষা আমার বিশ্বাস মন্দ নয়।

খ্রীষ্টীয়ান। আমাকে একটী কথা বলিতে দেও এতদ্বিষয়ে তোমার এরূপ লঘু ভাবে কথা বলা উচিত হয় না; কেননা আমার সঙ্গি আশাবানের ন্যায় আমিও বলিতেছি, পিতা মনুষ্যের জ্ঞান গোচরে প্রকাশ না করিলে, কেহ খ্রীষ্টকে জানিতে পারে না। আর যে বিশ্বাসদ্বারা মনুষ্য-আত্মা খ্রীষ্টকে অবলম্বন করে, সেই সত্য বিশ্বাসও ঈশ্বরের অসীম পরাক্রমের ফল। আমি দেখিতেছি, তুমি সেই বিশ্বা-সের কর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জান না। অতএব হে অজ্ঞান, সচেতন ও আপনার দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শরণাগত হও, তাহাতে তুমি খ্রীষ্টের পুণ্যে পুণ্যবান গণিত হইয়া, অনা-য়াসে দণ্ড হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, যেহেতুক তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং তাঁহার পুণ্যই ঈশ্বরীয় পুণ্য।

অজ্ঞান। কিন্তু তোমরা এমন শীঘ্র চলিতেছ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারি না, তোমরা অগ্রসর হও, আমি একটু ধীরে২ যাচ্ছি।

তখন খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান এই গান করিতে২ চলিল।

দশ বার আপন নিকটে শুভকর।
উপস্থিত মন্ত্রণা করিলে অনাদর॥
অজ্ঞান, এখনো তুমি মূর্খ কি হইয়া।
থাকিবে হে সুমন্ত্রণা নাহি বিচারিয়া?
সুমন্ত্রণা অবহেলা করিলে হারিবে।
কিছু দিন মধ্যে তাহা জানিতে পারিবে॥
সময় থাকিতে শীঘ্র বিবেচনা কর।
হে মনুষ্য, নম্র হও, ভয় নাহি ধর॥
সুমন্ত্রণা গ্রহণ করিলে হয় রক্ষা।
অতএব তাহা মানা সকলের শিক্ষা॥
কিন্তু যদি অবহেলা ইথে কর অতি।
নিশ্চয় জানিবে তবে হবে তব ক্ষতি॥

পরে খ্রীষ্টীয়ান আশাবানকে কহিল, ভাই, বুঝি য ইহাকে ফেলিয়া তোমাতে আমাতেই যাইতে হইল।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবান শীঘ্র২ অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু অজ্ঞান তাহাদের পশ্চাতে খোঁড়াইতে২ চলিল। তখন খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ ভাই, ঐ ব্যক্তির নিমিত্তে বড় দুঃখ হইতেছে, কেননা অবশেষে উহার বড় দুর্দ্দশা ঘটিবে।

আশাবান। হায়, আমাদের নগরে এমন কত লোক, কত পরিবার ও কত পল্লী আছে ও কত ঘর আছে, তাহারা আবার যাত্রী। আমাদের অঞ্চলে যখন এতো লোক, তখন না জানি, উহার জন্মদেশে কত লোক আছে।

খ্রীষ্টীয়ান। শাস্ত্রে লিখিত আছে, 'এই জগতের দেব অবিশ্বাসিদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে, এই জন্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজোবিশিষ্ট সুসমাচারের প্রভা তাহাদের প্রতি উদিত হয় না।' সে যাহা হউক, আমি একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রকার লোকদিগের মনে পাপের নিমিত্তে কি কখনো অনুতাপ উপস্থিত হয় না? এবং পাপ প্রযুক্ত যে তাহাদের অবস্থা বিপজ্জনক, ইহা বলিয়া কি তাহাদের মনে ভয় জন্মে না?

আশাবান। তুমি আমা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অতএব এ প্রশ্নের উত্তর আপনি কেন দেও না?

খ্রীষ্টীয়ান। আমার বোধ হয়, তাহাদের মনে কখন২ অনুতাপাদি জন্মে, কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ অজ্ঞান, অতএব সেই প্রকার চেতনা যে মঙ্গলজনক, তাহা এক বারও বুঝিতে পারে না; এ কারণ তাহা নষ্ট করিতে সর্ব্বদা বিলক্ষণ চেষ্টা করে, এবং অহঙ্কার পূর্ব্বক আপন২ বাঞ্ছামত মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

আশাবান। হাঁ, ভয় লোকদের হিতকারক, বিশেষতঃ যাত্রার আরম্ভে তাহাদিগকে সৎপথে গমন করিতে লওয়ায়, ইহা আমিও তোমার ন্যায় বিশ্বাস করি।

খ্রীষ্টীয়ান। ভয় যদি প্রকৃত হয়, নিঃসন্দেহ হিতকারক। কেননা শাস্ত্রে লেখে, প্রভু বিষয়ক যে ভীতি; তাহাই প্রজ্ঞা; (ইয়োব ২৮; ২৮। গীত ১১১; ১০। হিত ১; ৭। ৯; ১০।)

আশাবান। ভাল, প্রকৃত ভয় তুমি কি রূপে নির্ণয় করিবে?

খ্রীষ্টীয়ান। প্রকৃত ভয়ের তিনটী লক্ষণ বলি, শুন।

প্রথমতঃ, সেই ভয়ের মূল পাপবিষয়ক ঈশ্বরদত্ত চেতনা।

দ্বিতীয়তঃ, সেই ভয় পরিত্রাণের নিমিত্তে খ্রীষ্টকে দৃঢ় রূপে ধরিবার জন্য মনকে ব্যস্ত করিয়া তুলে।

তৃতীয়তঃ, সেই ভয় মনের মধ্যে ঈশ্বর এবং তাঁহার বাক্যের ও পথের প্রতি সমাদর জন্মায়, রক্ষা করে, এবং অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা কোমল ও অত্যন্ত সতর্ক করিয়া তুলে, যেন সে কখন সৎপথ হইতে বামে বা দক্ষিণে যাইয়া, ঈশ্ব-

রের অপমানজনক কিম্বা আন্তরিক শান্তিনাশক কোন কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত না করে, এবং শত্রুকে ধর্ম্মনিন্দা করণের সুযোগ না দেয়।

আশাবান। হাঁ, বেস বলিয়াছ। তোমার কথা আমারও সত্য বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হউক, এখনো কি আমরা মোহভূমি পার হই নাই?

খ্রীষ্টীয়ান। কেন? এই প্রকার কথোপকথনে তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ?

আশাবান। না, তাহা নয়; কিন্তু কত দূর আসিয়াছি, জানিতে চাহি।

খ্রীষ্টীয়ান। আর এক ক্রোশ পথ গেলে মোহভূমি পার হইব।—কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—চেতনাসূচক চিন্তা যে হিতকরী, ইহা অজ্ঞানেরা জানে না, এই নিমিত্তে তাহারা মন হইতে সে সকল চিন্তা দূর করিতে চেষ্টা করে।

আশাবান। কিসের নিমিত্তে, ও কি প্রকারে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করে?

খ্রীষ্টীয়ান। (১) ঐ চেতনা যে ঈশ্বর হইতে উপস্থিত হয়, তাহা তাহারা জানে না। অকস্মাৎ মনে ভয় উপস্থিত হওয়াতে, ভাবে, এ বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশক শয়তানের কার্য্য। ইহা ভাবিয়া তাহারা সে সকল প্রতিরোধ করে। (২) তাহারা এই ভয়কে বিশ্বাসনাশক বুঝিয়া তাহার বিরুদ্ধে মনকে কঠিন করে, কিন্তু হায়, তাহাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। (৩) অহঙ্কারপ্রযুক্ত মনে করে যে, তাহাদের ভয় করা উচিত নহে, সুতরাং ভয় উপস্থিত হইলে তাহারা আরো অভিমানী হইয়া উঠে। (৪) সেই ভয় যে তাহাদের কল্পিত পুণ্য নষ্ট করে, ইহাও তাহারা বুঝে; এই কারণ তাহা প্রতিরোধ করিতে প্রাণপণ যত্নবান্ করে।

আশাবান। হাঁ, ইহার কিছুং আমি স্বয়ং ঠেকিয়া

শিখিয়াছি, কেননা আত্মপরিচয় পাইবার পূর্ব্বে আমারও মনে ঐ রূপ ভাব উদয় হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ান। আমাদের প্রতিবাসি অজ্ঞানের কথা এখন থাকুক, অন্য কোন উপকারী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাউক।

আশাবান। ভাল, ভাল! কিন্তু তোমাকেই আরম্ভ করিতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ান। আচ্ছা, বল দেখি, দশ বৎসর গত হইল, তোমাদের অঞ্চলনিবাসী ক্ষণিক নামক যে ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মোৎসাহী বলিয়া দেখাইত, তাহাকে কি তুমি জানিতে?

আশাবান। হাঁ, জানিতাম বই কি? সৌজন্য নগরের এক ক্রোশ দূরে নিরনুগ্রহ নগরে, পরাবৃত্ত নামক ব্যক্তির বাটীর পার্শ্বে সে বাস করিত।

খ্রীষ্টীয়ান। ঠিক বলিয়াছ, সে তাহার সঙ্গে এক বাটীতেই বাস করিত। ঐ ব্যক্তি এক বার চেতনা পাইয়াছিল-এবং আমার বোধ হয়, সেই সময়ে স্বীয় পাপ ও তাহার উপযুক্ত ফল বিষয়ে তাহার জ্ঞানও জন্মিয়াছিল।

আশাবান। হাঁ, আমারও সেই রূপ বোধ হইয়াছিল, কেননা তাহার বাটী হইতে আমার বাটী কেবল দেড় ক্রোশ অন্তর; সে অনেক বার সজল নয়নে আমার কাছে আসিত। তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইত, এবং তাহার বিষয়ে আমি নিতান্ত নিরাশ ছিলাম না; কিন্তু যাহারা প্রভুং করিয়া বলে, তাহারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না, আমরা ইহার প্রমাণ পাইতেছি। (মথি ৭; ২১।)

খ্রীষ্টীয়ান। আমরা এখন যেমন যাত্রী হইয়াছি, একবার বলিয়াছিল, সেও এই রূপ যাত্রী হইতে মনস্থ করিয়াছে। পরে অকস্মাৎ আত্মরক্ষক নামক এক ব্যক্তির সহিত আলাপ হওয়াতে, আমার সহিত আলাপ একবারে ত্যাগ করে।

আশাবান। আমরা যখন তাহারি বিষয়ে কথোপকথন করিতেছি, তখন তাহার এবং তদ্রূপ লোকের সেই প্রকার হঠাৎ পরাঙ্মুখ হওনের কারণ বিষয়ে আলাপ করা যাউক।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, তাহা আমাদের যথেষ্ট মঙ্গলকর হইতে পারে; কিন্তু ভাই, তুমি এবার আরম্ভ কর।

আশাবান। ভাই, আমার বিবেচনাতে, এরূপ পরাঙ্মুখ হওনের চারিটী কারণ আছে।

প্রথমতঃ, এই রূপ লোকদিগের বিবেক চেতনাযুক্ত হইলেও মন পরিবর্ত্তিত হয় না; তৎপ্রযুক্ত অপরাধবিষয়ক ভয় ক্রমেং ক্ষীণ হওয়াতে, যাহা তাহাদিগকে ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে উত্তেজিত করে, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই জন্যে তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় আচরণ করে। তাহারা ঠিক কুকুরের সদৃশ; কুকুর যখন বমি করে, তখন কিছু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করে না? আত্যন্তিক আহার প্রযুক্ত পীড়া হইলেই করে, কিন্তু সেই বমনবেগের মান্দ্য ও পাকস্থলী শান্ত হইলে, আপন বমির প্রতি বিমুখ না হইয়া, পুনর্ব্বার সে সমস্ত চাটিয়া খায়; অতএব শাস্ত্রে লিখিত বাক্য সত্য, কুক্কুর আপন বমির প্রতি আর বার ফিরে। (২ পিতর ২; ২২।) এই জন্য আমার মতে এমন মনুষ্যেরা কেবল নরকযন্ত্রণার ভয়েই উত্তপ্ত হইয়া, স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষিত হয়, পরে নরকের ও দণ্ডের ভয়রূপ অগ্নি নিবিয়া গেলে, স্বর্গ ও পরিত্রাণের উত্তপ্ততাও শান্ত হয়। তাহাদের ভয় ও লজ্জা লোপ পাইলে স্বর্গীয় সুখের বাঞ্ছাও লোপ পায়; তখন তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব পথে ফিরিয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই, তাহারা আপনং মনোগত ভয়বিশেষ দ্বারা পরাজিত হয়। সে ভয় মনুষ্যসম্বন্ধীয়; যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, লোকভয় ফাঁদ যোগায়। (হিতো

২৯ ; ২৫।) এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত হৃদয়মধ্যে নরকভয় জাগ্রত থাকে, তাবৎ তাহারা স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে ; কিন্তু সেই ভয় ক্রমে হ্রাস পাইলে, লোকভয় জাগ্রত হওয়াতে তাহারা পুনর্ব্বার এই বিবেচনা করে, সাবধান হওয়া ভাল, কেননা এতাদৃশ অজ্ঞাত বিষয়ের নিমিত্তে বর্ত্তমান সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া ভাল নয় ; এই বিবেচনা করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার সংসারে মগ্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহাদের দৃষ্টিগোচরে ধর্ম্ম অতি অপকৃষ্ট ও হেয় বোধ হয়, এবং ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক লজ্জা ভয় ধর্ম্মাবলম্বনে তাহাদের বাধা স্বরূপ হইয়া উঠে। সুতরাং তাহারা নরক এবং আগামী ক্রোধ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

চতুর্থতঃ, আপন২ দোষ ও তজ্জনিত দণ্ডের ত্রাস বিষয়ক চিন্তা তাহাদের পক্ষে যার পর নাই কষ্টকর। যন্ত্রণায় পতিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে চাহে না। যদি ইচ্ছা করিত, তাহারা যাতনার প্রথম দর্শনে ভয়ে পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ ধার্ম্মিকদিগের আশ্রয়স্থানে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিত ; কিন্তু দোষ ও তজ্জনিত দণ্ডের ত্রাস বিষয়ে একেবারে চিন্তা করিতে চাহে না বলিয়া, ঈশ্বর-ক্রোধ জন্য ভয় বিষয়ক চৈতন্য একবার মন হইতে দূর হইলে তাহারা সন্তোষসহ আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করে, এবং যাহাতে উত্তর২ আরও কঠিন হয়, এমন উপায়ও অবলম্বন করে।

খ্রীষ্টীয়ান। হাঁ, তুমি এক প্রকার যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ ; তাহাদের মনের ও ইচ্ছার অপরিবর্ত্তনই সকলের মূল। মনের পরিবর্ত্তন না হওয়াতে তাহারা কেমন হইয়াছে জান ? যেমন চোর বিচারকর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপে এবং বোধ হয়, যেন অপরাধ হেতু বড়ই খেদ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক সে নিজ দোষের নিমিত্তে অনুতাপ

করে না, কেবল ফাঁসিকাষ্ঠে দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত কাঁপে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, মুক্ত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ গিয়া পুনর্ব্বার চুরি কিম্বা ডাকাইতি করিবে, কেননা তাহার দুষ্ট মতি ঘুচে নাই; যদি ঘুচিত, দুষ্ক্রিয়া আর করিত না।

আশাবান। তাহাদের পরাঙ্মুক হওনের কারণ আমি উল্লেখ করিলাম; এখন কিপ্রকারে পরাঙ্মুখ হয়, তুমি বল।

খ্রীষ্টীয়ান। বলিতেছি, শুন। প্রথমতঃ, তাহারা ক্রমে২ ঈশ্বর, মৃত্যু এবং আগামী বিচার বিষয়ক চিন্তা সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করে। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্ত প্রার্থনা, ইন্দ্রিয় দমন, জাগ্রত থাকন, এবং পাপানিমিত্তক অনুতাপ ইত্যাদি গুপ্ত ধর্ম্মক্রিয়া সকল ক্রমে২ পরিত্যাগ করে। তৃতীয়তঃ, অনুরাগী উদ্যোগি খ্রীষ্টীয়ানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। চতুর্থতঃ, তাহারা শাস্ত্র পাঠের ও উপদেশের শ্রবণ ও ধর্ম্মালাপ ইত্যাদি প্রকাশ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল পরিত্যাগ করে। পঞ্চমতঃ, তাহারা দুষ্টতাপূর্ব্বক ধার্ম্মিকদিগের আচরণের সামান্য দুর্ব্বলতা জনিত ছিদ্র অন্বেষণ করে, কেননা কোন প্রকারে ছিদ্র পাইলে সেই ছল ধরিয়া যেন আপনারা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারে। ষষ্ঠতঃ, তাহারা ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী লম্পট ইত্যাদি দুষ্টদের সহিত পরিচয় ও আলাপ করিতে আরম্ভ করে। সপ্তমতঃ, তাহারা গোপনে আদিরস ঘটিত বিষয়ের কথোপকথন করে এবং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত কোন লোকের সেই রূপ দোষ দেখিলে, বড় আনন্দ করে, কেননা তাহা হইলে তাহাদের দেখা দেখি, আরো সাসহ পুর্ব্বক আপনারাও সেই সকল করিতে পারিবে। অষ্টমতঃ, তাহারা ক্রমে২ প্রকাশ্য রূপে লঘু পাপের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করে। নবমতঃ, এই রূপে তাহারা ক্রমে২ কঠিন হইয়া স্ব২ প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় দেয়, এবং মহা ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া ঈশ্বরানুগ্রহকর্ত্তৃক

নিবারিত না হইলে, সর্ব্বনাশসাগরে একেবারে গা ঢালিয়া দেয়।

---

২০ অধ্যায়।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে যাত্রিরা ক্রমে২ মোহভূমি পার হইয়া বিয়ুলা নামক দেশে প্রবিষ্ট হইল; (যিশা ৬২; ৪-১২। পরম গীত ২; ১০-১২।) সেই অঞ্চলের বায়ু অতি সুশীতল ও সুমধুর, এবং প্রকৃত পথ তাহার মধ্য দিয়া গমন করাতে তাহারা সেই খানে কিছু কাল সুখ সচ্ছন্দতা ভোগার্থে রহিল। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ রম্য পুষ্পোদ্যান, তাহাতে অম্লান পুষ্প সকল নিয়ত প্রস্ফুটিত, এবং নানা বৃক্ষে বিবিধ প্রকারের পক্ষিসকল অতি মধুর স্বরে গান করিতেছে। সেখানে সূর্য্য সর্ব্বদা উদিত থাকে, কখন রাত্রি হয় না। ঐ দেশ মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীর পার, ও আশাভঙ্গ নামক বীরের অধিকারের বহির্ভূত, এবং তথা হইতে সংশয়দুর্গ দেখা পর্য্যন্ত যায় না। সেই স্থান হইতে যাত্রিদের গন্তব্য স্বর্গীয় নগর দেখা যাইত, এবং তন্নিবাসিদের মধ্যে কাহার২ সহিত তাহাদের সাক্ষাৎও হইতে লাগিল, কারণ ঐ দেশ স্বর্গের প্রান্তভাগে স্থিত হওয়াতে স্বর্গদূতগণ সেখানে আসিয়া থাকেন। সেই স্থানে বর ও কন্যার মধ্যে সংস্থাপিত নিয়ম দৃঢ়ীভূত হয়, এবং বর যেমন কন্যাতে আনন্দ করে, তদ্রূপ তাহাদের ঈশ্বর তাহাদিগেতে আনন্দ করিলেন। সে স্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য থাকাতে তাহারা যখন যাহা বাঞ্ছা করিল, তাহাই পাইল। এই স্থানে তাহারা রাজধানী হইতে উচ্চ শব্দে কথিত এই বাণী শুনিল, "তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বল, দেখ, তোমার ত্রাণকর্ত্তা আসিতেছেন; দেখ, তাঁহার দাতব্য ফল তাঁহার সঙ্গে আছে।" অধিকন্তু ঐ দেশীয় লোকেরা যাত্রিদিগকে পবিত্র প্রজা

পরমেশ্বরের মুক্ত ও যাচিত লোক বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

সেই অঞ্চলে গমন সময়ে যাত্রিরা যেমন আহ্লাদিত হইল, পথের কোন স্থানেই পূর্ব্বে তেমন আহ্লাদিত হয় নাই। এবং ক্রমে২ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে রাজধানী উত্তরোত্তর স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। সে নগর মণি মাণিক্যে ও প্রবালাদিতে খচিত, এবং তাহার সমস্ত পথ সুবর্ণে রচিত; তদুপরি সূর্য্যকিরণের উজ্জ্বলতা প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ান অতিশয় আশাতুর হইয়া পীড়িত হইল। আশাবানও দুই এক বার সেই রোগাক্রান্ত হইল; অতএব এই রূপ পীড়িত হইয়া তাহারা আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, "তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও, তবে আমি প্রেমেতে পীড়িত আছি, এই কথা তাঁহাকে কহিবে।" অল্প কাল পরে তাহারা কিঞ্চিৎ সবল এবং পীড়া সহ্য করণে সমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিল, এবং ক্রমে২ রাজধানীর আরো নিকটবর্ত্তী হওয়াতে রাজপথের পার্শ্বে রমনীয় বন, উপবন, দ্রাক্ষাক্ষেত্র সমূহ দেখিয়া নিকটবর্ত্তী এক জন মালিকে জিজ্ঞাসিল, এ সমস্ত রম্য বন উপবন ইত্যাদি কাহার? মালী কহিল, এ সকল মহারাজের ও তাঁহার নিজের এবং যাত্রিদের ভোগের নিমিত্তে। তখন তাহাদিগকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া গিয়া মনোহর ফল পুষ্পাদির দর্শন ও ভোজনদ্বারা (দ্বিতীয় বিং ২৩; ২৪।) তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করাইল, এবং রাজার প্রিয় বিহার স্থান ও নিকুঞ্জ সকল ক্রমে২ দেখাইল। এই রূপে তাহারা উত্তম২ সামগ্রী ভোজন পানদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সেই স্থানে নিদ্রা গেল।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ঐ যাত্রিরা পূর্ব্বাপেক্ষা সেই সময়ে স্বপ্নে আরো অধিক কথা কহিতে লাগিল, একারণ তদ্বি-ষয়ে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইলে মালী আমাকে কহিল, তুমি

এ নিমিত্তে ভাবিতেছ কেন? এই উদ্যানের দ্রাক্ষাদি ফলের এমনি গুণ যে, তাহা ভোজন করিলে অতি মিষ্ট রূপে উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাবস্থায় কথা কহায়, ইহা কি জান না? (পরম গীত ৭; ৯।)

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া ঐ নগরে উঠিবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ নগর একে নির্ম্মল স্বর্ণ (প্রকা ২১; ১৮।) নির্ম্মিত, তাহাতে তাহার উপরে সূর্য্যের খরতর তেজ প্রতিবিম্বিত হওয়াতে এমনি তেজঃপুঞ্জ হইয়াছিল যে, তাহারা দর্পনের ব্যতিরেকে তৎপ্রতি এক বারও দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। (২ করি ৩; ১৮।) ইতি-মধ্যে তেজঃপুঞ্জ মুখবিশিষ্ট দুই ব্যক্তি স্বর্ণবর্ণ বস্ত্রপরিহিত হইয়া তাহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা যাত্রিদি কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আইলে? কোথায়২ বা প্রবাস করিয়াছ? পথিমধ্যেই বা তোমাদের কি২ বিঘ্ন বিপদ ঘটিয়াছে? এবং কি২ আনন্দ, সান্ত্বনা পাইয়াছ, বল? তাহারা সমস্ত বিবৃত করিলে ঐ দুই ব্যক্তি কহিলেন, কেবল আর দুইটী বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিলেই তোমরা রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারিবে।

তখন খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার বন্ধু তাঁহাদিগকে বলিল, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আইসুন; তাঁহারা কহিলেন, হাঁ, যাইব বটে; কিন্তু তোমাদিগকে স্ব২ বিশ্বাসদ্বারাই ঐ নগর লাভ করিতে হইবে।

অনন্তর আমি দেখিলাম, রাজধানীর দ্বার যে স্থান হইতে দেখা যায়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

আমি আরো দেখিলাম, তাহাদের এবং ঐ দ্বারের মধ্যস্থলে একটি নদী আছে, তাহাতে পার হইবার জন্য সেতু নাই; অথচ সে নদী অতি গভীর; এই নদী দেখিয়া যাত্রিরা

প্রায় হতবুদ্ধি হইল। সঙ্গী দুই ব্যক্তি কহিলেন, এই নদী দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, নতুবা রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

যাত্রিরা জিজ্ঞাসা করিল, সে কি মহাশয়? এই রাজধানীর দ্বারে যাইবার কি অন্য কোন পথ নাই? তাঁহারা কহিলেন, হাঁ, আছে বটে, কিন্তু হনোক ও এলিয়, এই দুই জন ব্যতিরেকে পৃথিবীর পত্তনাবধি কেহ কখন সেই পথ দিয়া যাইবার অনুমতি পায় নাই, এবং শেষতূরীধ্বনি পর্য্যন্ত কেহ পাইবেও না। এই কথা শুনিয়া যাত্রিরা, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান, নদী পার হওন এড়াইবার কোন উপায় না দেখিয়া, ভগ্নাশ হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিল, কেমন, মহাশয়, এই নদীর জল সর্ব্বত্র সমান কি? তাঁহারা কহিলেন, না; এই স্থানের অধিপতিতে যাহার যেমন বিশ্বাস, তাহার পক্ষে তদনুসারে জল গভীর অগভীর হয়। এ বিষয়ে আমরাও তোমাদের উপকার করিতে পারি না।

ইহা শুনিয়া তাহারা নদী পার হইবার জন্যে জলে নামিল, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ ডুবিতে লাগিল এবং ভয় প্রযুক্ত কাঁদিতে২ আশাবানকে বলিল, হে বন্ধো, আমি অতি গভীর জলে ডুবিলাম, দেখ, বড়২ তরঙ্গ আমার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে।

আশাবান বলিল, ভ্রাতঃ, সাহস কর; এই দেখ, আমি তলা পাইয়াছি, তাহা অতি উত্তম। খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হায়২ ভাইরে, আমার প্রাণ যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা আমাকে ঘেরিয়াছে, বুঝি সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ দেখিতে পাইলাম না। এমন সময়ে ঘোর অন্ধকার এবং ভয়ে তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, সুতরাং সম্মুখে কিছু দেখিতে পাইল না। এই স্থলে সে এমন সংজ্ঞাশূন্য হইল যে, যে সকল তুষ্টিজনক দ্রব্যাদি পথে

দেখিয়া আসিয়াছিল, সে সকল স্মরণ করিতে কিম্বা তদ্বিষয়ে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু সে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পাইল যে, পাছে নদী মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, ও নগরের দ্বারে প্রবেশ করিতে না পারে, এই ভাবিয়া সে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। যাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিল যে, সে যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ও পরে যে সকল পাপ করিয়াছিল, সে বিষয়ের চিন্তা অত্যন্ত কষ্টদায়িনী হইয়াছিল। তাহার কথায় আরো প্রকাশ পাইল যে, ভূত প্রেতের দর্শন নিবন্ধন তাহার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছিল।

এমন অবস্থায় আশাবান ভ্রাতার মস্তক জলের উপরে রাখিতে যথেষ্ট যত্নবান হইল বটে, কিন্তু সে কখন২ একবারে ডুবিয়া যাইতে, আবার ভুষ করিয়া মরা মানুষের মত ভাবিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপ দুর্ঘটনা দেখিয়া আশাবান তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যে কহিতে লাগিল, ভাই, দ্বার দেখিতে পাইতেছি, এবং আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যে কত লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, দেখ। তখন খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আর ভাই, আমি ত এখন মরি, তাঁহারা তোমারই অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আশা উজ্জ্বল, আমি জানি। তখন আশাবান কহিল, ভাই, কেবল আমার নয়, তোমার আশাও উজ্জ্বল। খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই হে, আমি যদি প্রকৃত পথে থাকিতাম, অবশ্য তিনি এখনি আমার উপকারের নিমিত্তে অগ্রসর হইতেন। আমি নিতান্ত পাপী, এই জন্যে তিনি আমাকে আনিয়া এই দুর্দ্দশাতে পরিত্যাগ করিলেন। আশাবান কহিল, ভাই হে, আমি দেখিয়াছি, তুমি এই জলের মধ্যে যে সকল কষ্ট পাইয়াছ, তাহার একটীও ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওনের লক্ষণ নয়; কেননা দুষ্টদিগের বিষয়ে লিখিত আছে, "কারণ তাহারা

মৃত্যুর জন্যে যন্ত্রিত হয় না, এবং তাহাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট আছে। অন্যং মর্ত্ত্যের ন্যায় তাহাদের আয়াস হয় না, ও অন্যং মানুষের মত তাহাদের আঘাত হয় না।" (গীত ৭৩; ৪-৫।) এই বচন কি তুমি একবারে ভুলিয়া গেলে? ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে তোমার এত ক্লেশ ঘটিতেছে, তাহা নয়; ইতিপূর্ব্বে তাঁহার হস্ত হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া, এই বিপদ কালে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর কি না, পরীক্ষার জন্য এক্ষণে এই সমস্ত দুঃখ প্রেরণ করিয়াছেন।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আশাবানের প্রমুখাৎ এই রূপ সান্ত্বনাদায়ী বাক্য শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান কিয়ৎকাল ভাবিতে লাগিল। আশাবান পুনশ্চ কহিল, ভ্রাতঃ, সুস্থির হও, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদসহ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, ঠিক বটে, তাঁহাকে আমি পুনরায় দেখিতেছি, এবং তিনি আমাকে কহিতেছেন, "তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদ নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না।" (যিশা ৪৩; ২।) ইহাতে তাহারা উভয়ে সাহস প্রাপ্ত হইল, এবং শত্রু তদবধি প্রস্তরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। সেই স্থান অবধি ঐ নদীর জল অল্প হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ থাই পাইল। এই রূপে তাহারা নদী পার হইয়া গেল।

তাহারা দেখিল, পর পারে সেই দুই জন তেজস্বি পুরুষ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তটে উঠিবামাত্র তাঁহারা আসিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, আমরা পরিত্রাণাধিকারি লোকদের পরিচর্য্যার নিমিত্তে প্রেরিত সেবাকারি আত্মা। (ইব্রী ১; ১৪।) এই কথা কহিয়া তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে ক্রমেং দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন।

এই স্থানে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে লেখা

আবশ্যক যে, ঐ নগর অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত হইলেও যাত্রিরা অক্লেশে তদুপরি আরোহণ করিল; তাহার কারণ এই, ঐ দুই জন মহাত্মা তাহাদের হস্তধারণ পূর্ব্বক চলিলেন; এতদ্ব্যতীত তাহারা যে নশ্বর বস্ত্র পরিহিত হইয়া নদীতে নামিয়াছিল, সেই বস্ত্র তথায় পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে উঠিল। পরে ঐ দুই জন তাহাদিগকে উর্দ্ধ পথে লইয়া গেলেন; এবং ঐ নগরের ভিত্তিমূল মেঘ হইতে উচ্চতর হইলেও তাহারা সাধু সঙ্গ প্রযুক্ত অনায়াসে আকাশমার্গ দিয়া সেই দ্বারাভিমুখে গমন করিল। কেননা নদী উত্তীর্ণ হওয়াতে এবং ঐ সাধু ব্যক্তিদিগের সমভিব্যাহারে গমন করাতে, তাহাদের মন আনন্দে প্রফুল্ল ছিল।

তখন তেজঃপুঞ্জ দুই ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, এই স্থানের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য বাস্তবিক অনির্ব্বচনীয়, কেননা সিয়োন পর্ব্বত ও স্বর্গীয় যিরূশালম এবং অযুত২ দিব্য দূত, ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকদের আত্মাগণ এখানে আছেন। (ইব্রী ১২; ২২-২৪।)। তোমরা এক্ষণে ঈশ্বরের আরামে গমন করিতেছ; সেই স্থানে অমৃতবৃক্ষ দেখিতে ও তাহার অম্লান ফল সমূহ ভোজন করিতে পাইবে; এবং তথায় উপস্থিত হইলে অপূর্ব্ব শুক্ল পরিচ্ছদ পাইয়া অনন্তকাল প্রতিদিন মহারাজের সহিত গতায়াত ও কথোপকথন করিতে পারিবে। (প্রকাশ ২; ৭। ৩; ৪-৫। ২২; ৫।) কিন্তু পৃথিবীতে বাস কালে পীড়া, দুঃখ মৃত্যু ইত্যাদি যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলে, এখানে তাহার কিছুই আর দেখিতে পাইবে না, কেননা পুরাতন বিষয় সকল গত হইল। (যিশা ৬৫; ১৬, ১৭।) আগামী বিপদ হইতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক লোকান্তরে নীত হইয়া যে সরলপথগামি ধার্ম্মিকেরা এক্ষণে আপনং শয্যায় বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছেন, এমন যে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ ও যাকোব এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইত্যাদি লোকেরা,

তোমরা এক্ষণে তাঁহাদের নিকটে যাইতেছ। তখন যাত্রিকেরা জিজ্ঞাসিল, সেই পবিত্র স্থানে গিয়া আমাদিগকে কিং করিতে হইবে? তাঁহারা উত্তর করিলেন, সেই স্থানে তাবৎ পরিশ্রমের জন্য সান্ত্বনা এবং তাবৎ দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দ পাইবে এবং পথিমধ্যে মহারাজের নিমিত্তে অশ্রুপাতসহ যে সমস্ত বীজ বপন করিয়াছ, তাহারি ফল ভোগ করিবে। (গালা ৬; ৭,৮।) সেখানে তোমরা সুবর্ণের মুকুট পরিধান পূর্ব্বক নিত্য পবিত্র রাজার দর্শনসুখ লাভ করিবে; কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, তাদৃশ তাঁহাকে দর্শন করিবে। (১ যোহন ৩; ২।) আর তোমরা যাঁহার সেবা করিতে বাঞ্ছা করিয়া শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত সংসারে অধিক কষ্ট পাইয়াছিলে, সে স্থানে গিয়া আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক প্রশংসা এবং ধন্যবাদ সহকারে অহোরহ তাঁহার সেবা করিবে। তখন সর্ব্বাধিপতির মনোহর রূপ দেখিয়া ও মধুর বাক্য শুনিয়া তোমাদের চক্ষু কর্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইবে। তদ্ভিন্ন সেখানে তোমাদের পূর্ব্বগত আত্মীয় স্বজনদের সহিত সাক্ষাৎ লাভ এবং পুনর্মিলনজনিত আনন্দ ভোগ করিবে: এবং ইহার পরে যাঁহারা এই স্থানে আসিবেন, অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে আহ্লাদসহ গ্রহণ করিতেও পারিবে। অধিক কি বলিব, তোমরা অতুল ঐশ্বর্য্য এবং গৌরবে পরিবৃত হইয়া মহারাজের সহিত গমনাগমনের জন্য আরোহণার্থে উপযুক্ত রথ প্রাপ্ত হইবে। তিনি যখন মেঘারূঢ় হইয়া তূরীধ্বনিসহ বায়ুবেগে আগমন করিয়া বিচারাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও তাঁহার সহিত আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবে; এমন কি, তিনি যখন পাপিদিগের দণ্ড নিশ্চয় করিবেন, তখন তাহারা মনুষ্য হউক, কিম্বা দূতই হউক, তাহাদের দণ্ড বিষয়ে তোমাদের কথাও গ্রাহ্য হইবে; কেননা তাহারা যেমন তাঁহার, তেমনই তোমাদেরও শত্রু। অবশেষে তিনি যখন রাজধানীতে

ফিরিয়া যাইবেন, তখন তোমরাও তুরীবাদ্যের সহিত তাঁহার সঙ্গে গিয়া নিত্য তাঁহার সহিত বাস করিবে। (১ থিষ ৪; ১৩-১৭। যিহু ১৪; ১৫। দানি ৭; ৯,১০। ১ করি ৬; ২,৩।)

এই রূপে তাহারা দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলে, স্বর্গীয় এক দল সৈন্য তাহাদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্তে বাহির হইলেন। তখন ঐ দুই জন তেজোপুঞ্জ ব্যক্তি সেই সৈন্যদিগকে কহিলেন, ইহারা সংসারে অবস্থিতি কালে আমাদের প্রভুকে প্রেম করিয়া তাঁহার পবিত্র নামের অনুরোধে আপন২ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাদিগকে অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য আমরা প্রেরিত হইয়াছিলাম, এবং এ পর্য্যন্ত আনিয়াছি। এক্ষণে ইহারা প্রবেশ করত আপনাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর মুখসন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে বাঞ্ছা করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সৈন্যগণ উচ্চরবে কহিল, মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত লোকেরা ধন্য। (প্রকাশিত ১৯; ৯।) শুভ্র ও উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত রাজার কয়েক জন তুরীবাদক মর্ত্ত্যলোক হইতে আগত যাত্রিদের অভ্যর্থনার্থে অতি সুশ্রাব্য অথচ উচ্চরবে তুরী বাজাইতে২ ও সিংহনাদ করিতে২ আসিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহাদের তুরীর ধ্বনিতে সমস্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল।

এই রূপে স্বর্গ হইতে অনেকে আসিয়া যেন তাহাদের রক্ষার নিমিত্তে চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিল, পরে অতি উচ্চৈঃস্বরে মধুর শব্দে তুরী বাজাইতে২ অন্তরীক্ষ পথ দিয়া তাহাদিগকে আগবাড়াইয়া লইয়া চলিল। স্বর্গ নিবাসিরা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ কত যে আনন্দের সহিত আসিয়াছেন, আর তাহাদিগকে গ্রহণ করণার্থই বা তাঁহারা কত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা ঐ তুরী বাদ্যকরেরা ভাব ভঙ্গী ও তূরীর আনন্দধ্বনি দ্বারা যাত্রিদিগকে জানাইতে লাগিল। তাহাতে দর্শনকারিদিগের বোধ

হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগকে আগ্‌বাড়াইতে সমুদয় স্বর্গনিবাসী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। যাত্রিরা দূতদের দর্শনে ও সুশ্রাব্য তূরীশব্দ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া, আমরা যেন স্বর্গেই আছি, এইরূপ বোধ করিল। অনন্তর তাহারা সেই স্থান হইতে নগরটী দেখিতে পাইয়া ভাবিল, আমাদিগকে তথায় অভ্যর্থনাসহ গ্রহণ করিবার জন্য ঘন্টাসকল বাজিতেছে। বিশেষতঃ এমন সঙ্গীদের সহিত অনন্তকাল বাসকরণসম্বন্ধে তাহাদের মনে এমন অপূর্ব্ব আনন্দজনক চিন্তার উদয় হইল যে, তাহা কোন মুখ বা লেখনী ব্যক্ত করিতে পারে না। এই রূপে তাহারা দ্বার পর্য্যন্ত গেল।

দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলে তাহারা, দ্বারোপরি দৃষ্টি করিয়া স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত এই বাক্য দেখিল, "যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহারাই ধন্য; কেননা তাহারা অমৃত বৃক্ষের অধিকারী হইবে, এবং দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে।" (প্রকাশিত ২২; ২৪।)

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা ঐ দুই জন তেজস্বি ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, তাহাতে হনোক, মোশি ও এলিয় প্রভৃতি পুণ্যাত্মারা দ্বারের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে ঐ দুই ব্যক্তি কহিলেন, রাজার প্রতি অত্যন্ত প্রেম প্রযুক্ত এই যাত্রিরা ধ্বংস্য নগর হইতে আসিয়াছে। ইহা বলিবামাত্র যাত্রিরা যাত্রারম্ভকালে যে ছাড়পত্র পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগকে দিল, তাঁহারা ঐ পত্র লইয়া পুরীমধ্যে গিয়া, মহারাজের হস্তে দিলে পর, তিনি পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, তাহারা কোথায়? তাঁহারা কহিলেন, দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তখন রাজা কহিলেন, "তোমরা পুরদ্বার সকল মুক্ত কর, তাহাতে বিশ্বস্ততাপালনকারী ধার্ম্মিক জাতি প্রবেশ করিবে।" (যিশা ২৬; ২।)

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, দ্বার মুক্ত হইলে পর সেই দুই জন প্রবিষ্ট হইবামাত্র রূপান্তরপ্রাপ্ত এবং স্বর্ণের ন্যায় তেজোময় বস্ত্রপরিহিত হইল, আর তৎকালে বীণা এবং মুকুট লইয়া কেহ২ আসিয়া সম্ভ্রমের চিহ্নস্বরূপ তাহা-দের মস্তকে মুকুট এবং স্তুতি করণের নিমিত্তে হস্তে বীণা দিল। পরে স্বপ্নে শুনিলাম, আনন্দ প্রযুক্ত রাজধানীর সর্ব্বত্র ঘন্টাধ্বনি হইল, এবং যাত্রিদের প্রতি এই রূপ উক্ত হইল, "তোমরা আপন প্রভুর আনন্দের ভাগী হও।" (মথি ২৫ ; ২৩।) তৎকালে যাত্রিদিগকে আমি উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া গান করিতে শুনিলাম, "সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও প্রতাপ ও কর্ত্তৃত্ব যুগপর্য্যায়ের যুগে২ বর্ত্তুক।" (প্রকাশিত ৫ ; ১৩।)

এই প্রকারে যাত্রিদিগের প্রবেশের নিমিত্তে দ্বার মুক্ত হইলে, আমি অবকাশ পাইয়া নগরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, ঐ নগর সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়, এবং তাহার রাজমার্গ সকল সুবর্ণ নির্ম্মিত। সেখানে যে সকল লোক গমনাগমন করিতেছিল, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে মুকুট এবং হস্তে তালপত্র ও স্তুতি গানার্থক সুবর্ণ বীণা দেখিলাম।

ঐ স্থানে পক্ষবিশিষ্ট অনেক লোকও দেখিলাম। তাঁহারা নিয়ত পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু পরমেশ্বর, এই কথা কহিতেছেন। পরে দ্বার রুদ্ধ হইলে, আমি ঐ সমস্ত দেখিয়া, তাহাদের সহিত বাস করিতে বড়ই ইচ্ছুক হইলাম।

আমি এই সকল বিষয় ভাবিতেছিলাম, ইতি মধ্যে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সেই অজ্ঞান নামক ব্যক্তি ক্রমে২ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, আর ঐ দুই জন যেমন কষ্ট পাইয়াছিল, সে তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশও পাইল না, অতি ত্বরায় নদী পার হইল। কারন বৃথাশ নামক এক জন পাটুনী সেই স্থানে তখন নৌকা লইয়া থাকাতে সে

তাহার সাহায্যে অক্লেশে নদী উত্তীর্ণ হইল, এবং অন্যান্য যাত্রিদিগের ন্যায় দ্বারনিকটে উপস্থিত হইবার জন্যে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। কিন্তু অন্যের সাহায্যের নিমিত্ত যেমন দুই জন তেজস্বি ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন, তাহার সহায়তা করণার্থ তদ্রূপ কেহ আইল না। অতএব সে বহু কষ্টে পর্ব্বতারোহণ করিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল; আর দ্বারের উপরিস্থ লেখা দেখিয়া, শীঘ্রই দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিব, ভাবিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তখন দ্বারের উপরিস্থ ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কি চাহ? সে কহিল, আমি রাজার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং তিনি আমাদের পথে শিক্ষা দিয়াছেন। তখন রাজাকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহার নিকট তাহারা ছাড়পত্র চাহিলেন। কিন্তু সে আপন বস্ত্রের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া পত্র না পাওয়াতে, তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসিলেন, তোমার নিকট কি পত্র নাই? ইহাতে সে ব্যক্তির মুখ দিয়া আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাঁহারা মহারাজাকে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করিলে পর, সেই ব্যক্তির সহিত রাজার সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক, বরং খ্রীষ্টীয়ান ও আশাবানকে যে দুই জন আগুয়াইয়া আনিতে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ঐ অজ্ঞানের হস্ত পদ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দূরে লইয়া যাও। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তাহাকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া আকাশপথ দিয়া লইয়া গিয়া, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ যে দ্বার আমি দেখিয়াছিলাম, তাহার ভিতরে ফেলিয়া আইলেন। অতএব ধ্বংস্য নগরহইতে যদ্রূপ, স্বর্গ দ্বারের নিকট হইতেও তদ্রূপ নরক গমনের পথ আছে, ইহা আমি জানিতে পারিলাম। জাগ্রত হইলে বুঝিলাম, সকলি স্বপ্ন।

উপসংহার।

শুন হে পাঠক নিজ স্বপ্নকথা আমি।
বলিনু এখন অর্থ আমারে কি তুমি॥
কিম্বা প্রতিবাসি জনে কিম্বা আপনাতে।
যোগ্য হও কিম্বা নাহি প্রকাশ করিতে।
কিন্তু ইথে অর্থ যেন ভিন্ন নাহি হয়।
বিপরীত অর্থে কভু মঙ্গল না রয়॥
বরঞ্চ তোমার ইথে মন্দ সম্ভাবনা।
বিপরীত অর্থে হয় অনিষ্ট ঘটনা॥
বাহ্য অর্থ পরিহরি গূঢ় অর্থ ধর।
দৃষ্টান্ত রূপক কিম্বা বচন আমার॥
ক্রীড়া বা কোপের হেতু না হোক তোমার।
মত্ত শিশু জনে তাহা কোপ বা ক্রীড়ার॥
বিষয় হইতে দেও তুমি ধর সার।
প্রকৃত তাৎপর্য্য লহ আমার কথার॥
পর্দ্দা তুলি মধ্য দেখি কর আলোচনা।
ইথে নাহি ক্ষান্ত হও এ মম প্রার্থনা॥
ইথে অন্বেষিলে তুমি পাইবে নিশ্চয়।
পুণ্য নরে হিতকর অনেক বিষয়॥
এই গ্রন্থে যদি তুমি ধাতুমল পাও।
সাহসে নির্ভর করি তাহা ফেলি দাও॥
কেবল কনক তুমি যত্ন করি ধর।
সুবর্ণস্বরূপ এই পুস্তক আমার॥
উপরেতে আচ্ছাদিত হলেও পিত্তল।
খোসা হেতু কেহ কভু পরিত্যাগে ফল॥
কিন্তু যদি তুমি সব পরিত্যাগ কর।
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কহিব অপর॥

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

যাত্রিকের গতি।

দ্বিতীয় ভাগ।

১ অধ্যায়।

প্রিয় পাঠকগণ, খ্রীষ্টীয়ান নামক যাত্রী, এবং স্বর্গরাজ্যাভিমুখে তাহার সঙ্কটপূর্ণ যাত্রা সম্বন্ধে যে স্বপ্ন আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করাতে তোমাদের হিত এবং আমারও সন্তোষ জন্মিয়াছে। খ্রীষ্টীয়ানের সহিত তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা গমন করিতে কোন মতে সম্মত না হওয়াতে তাহাকে যে একাকী যাত্রা করিতে হইয়াছিল, এমন কি, তাহাদের সহিত ধ্বংসনগরে থাকিলে আপনার বিনাশ অবশ্য ঘটিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া, সে নগরে বাস করিতে না পারাতে যে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, ইহাও তোমাদিগকে তখন জ্ঞাত করিয়াছি।

অনেক কার্য্য নিবন্ধন অনবকাশ প্রযুক্ত সেই অঞ্চলে গমন করিতে না পারাতে, খ্রীষ্টীয়ানের পরিত্যক্ত পরিজনের বিষয় এত দিন অনুসন্ধান করিয়া বিবৃত করিবার সুবিধা আমার হইয়া উঠে নাই। কিন্তু অল্প দিন হইল, কোন কর্ম্মোপলক্ষে সে অঞ্চলে আমাকে আবার যাইতে হইয়াছিল; তাহাতে সেই নগরের অনতিদূরে অরণ্যমধ্যে রাত্রি যাপন কালে পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম; দেখিলাম, যেন এক জন প্রবীণ লোক আমার শয়নস্থান দিয়া যাইতেছেন, গন্তব্য পথে তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া, আমিও যেন উঠিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলাম।

যাইতে২ পথিকেরা যেমন করিয়া থাকে, সেই রূপ আমরাও পরস্পর এই প্রকারে খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার ভ্রমণ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। আমি ঐ প্রবীণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল, ঐ নিম্ন ভূমিতে আমাদের গন্তব্য পথের বাম পার্শ্বে যে নগর দেখা যাইতেছে, উহার নাম কি? বুদ্ধিমান নামক ঐ ব্যক্তি বলিলেন, উহার নাম ধ্বংস্য-নগর; উহা বহুপ্রজ স্থান বটে, কিন্তু তথাকার লোকেরা অতি অলস ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

আমি বলিলাম, আমারও ঠিক তাই বোধ হইয়াছিল, ঐ নগরের মধ্য দিয়া আমি একবার গিয়াছিলাম, তাহাতেই জানি, তথাকার লোকদের বিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।

বুদ্ধিমান। হায়, তাহাদের প্রশংসা করিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু সত্যই বলা উচিত।

তখন আমি বলিলাম, দেখিতেছি, আপনি সজ্জন। উত্তম বিষয় কথনে ও শ্রবণে আপনার সুখ বোধ হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ঐ নগরনিবাসি খ্রীষ্টীয়ান নামক যে এক ব্যক্তি পূর্ব্বে ঊর্দ্ধরাজ্যে গমন করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত কি শুনিয়াছেন?

বুদ্ধিমান। তাহার কথা আবার শুনি নাই? তাহার ক্লেশ বিপত্তি, যুদ্ধ, বন্দীত্ব, ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, ভয়, আশঙ্কা ইত্যাদি যে সমস্ত পথিমধ্যে ঘটিয়াছিল, সে সকলই শুনিয়াছি। তদ্ভিন্ন আমাদের সমস্ত দেশ তদ্বিষয়ক জনরবে পরিপূর্ণ। যে সকল লোক তাহার ও তাহার কার্য্যের বিষয় এক বার শুনিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলে অনুসন্ধান করিয়া সেই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করে নাই। অধিক কি বলিব? তাহার যাত্রা এত সঙ্কটময় হইলেও অনেকে তাহার প্রশংসা করিতেছে। এ দেশে বাস কালে সকলে তাহাকে উন্মত্ত বলিত, কিন্তু

এক্ষণে সে স্থানান্তরগত হইয়া সকলের প্রশংসাপাত্র হইয়াছে। ফলতঃ লোকে বলে, সে এখন পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে; এমন কি, যাহারা তাহার ন্যায় কষ্ট ভোগ করিতে নিতান্ত অসম্মত, এক্ষণে তাহার লব্ধ পুরস্কার দেখিয়া তাহাদেরও মুখ দিয়া লাল পড়িতেছে।

আমি বলিলাম, তাহারা যথার্থ বুঝিলে, বিলক্ষণ জানিতে পারিবে যে, সে এখন পরম সুখে বাস করিতেছে। কেননা সে এক্ষণে অমৃত প্রস্রবণের নিকটে থাকিয়া পরিশ্রম ও পরিতাপ ব্যতিরেকে প্রাপ্ত বিষয় ভোগ করিতেছে, তাহার সুখ আর দুঃখমিশ্রিত নহে। সে যাহা হউক, বলুন দেখি, লোকেরা এখন তাহার বিষয়ে কিরূপ বলাবলি করে?

বুদ্ধিমান। বলা বলি করে? কত রকমের অদ্ভুত কথা বলে। কেহ বলে, সে এখন সাদা পোষাক পরিয়া বেড়ায়, (প্রকা ৩; ৪। ৬; ১১।) আর এখন তাহার গলায় সোনার হার, এবং মস্তকে মুক্তাখচিত স্বর্ণমুকুট। কেহ২ বলে, যাত্রাকালে যে সকল তেজোময় পুরুষেরা কখন২ তাহাকে দর্শন দিতেন, তাঁহারা সম্প্রতি তাহার সহবাসী হইয়াছেন, এবং এ স্থানে প্রতিবাসিদের পরস্পর যেরূপ প্রেমালাপ হইয়া থাকে, সে স্থানে তাঁহাদের সহিত তাহারও তদ্রূপ প্রেমালাপ হইতেছে। (সিখ ৩; ৭।) তদ্ভিন্ন তাহার বিষয়ে লোকে ইহাও নিশ্চিত রূপে বলিয়া থাকে, সে যে স্থানে বাস করিতেছে, তথাকার রাজা নিজ রাজবাটীর মধ্যে তাহাকে অতি রমণীয় রত্নময় এক বাসস্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং সে রাজার সহিত নিত্য২ ভোজন পান, গমনাগমন ও কথোপকথন করিয়া তাঁহার আনন্দ ও অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছে। কেহ২ আবার এমনও অনুমান করে যে, তাহার যাত্রী হওনের উদ্যোগকালে তাহার প্রতিবাসিরা তাহাকে যে হেয়জ্ঞান ও পরিহাস করিয়াছিল, সেই নিমিত্তে সেই দেশের অধিপতি

তাহার প্রভু অবিলম্বে এই অঞ্চলে আসিয়া তাহাদের উচিত বিচার করিবেন। (যিহুদা ১৪; ১৫।) যেহেতু তাহারা বলে, সে এক্ষণে রাজার এমন স্নেহপাত্র হইয়াছে যে, যাত্রা-কালে তাহার যে সকল অপমান হইয়াছিল, রাজা তাহাতে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছেন,এবং (লূক ১০; ১৬।) ত্বরায় তাহার প্রতিফল দিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? কেননা রাজার প্রতি প্রীতি প্রযুক্তই তৎকালে খ্রীষ্টীয়ান এত কষ্ট সত্ত্বেও বাহির হইয়াছিল।

আমি বলিলাম, তাহা সত্য বটে; এই সকল শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কেননা ঐ সন্তাপসহিষ্ণু ব্যক্তি এখন আত্ম-পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম (প্রকা ১৪; ১৩।) পাইয়া পরমা-হ্লাদে অশ্রুপাতের ফল (গীত ১২৬; ৫, ৬।) ভোগ করি-তেছে, এবং শত্রুদিগের অস্ত্রপথের বহির্ভূত হইয়া, সকল আপদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন এই সকল জনরব এ দেশে যে ব্যাপিয়াছে, তাহাও সন্তোষের কারণ, কেননা তদ্দ্বারা অবশিষ্ট লোকদের কাহারও মঙ্গল হইতে পারে। ভাল, ইহাতে একটা কথা আমার মনে পড়িল, বলুন দেখি, খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী ও পুত্রদের বিষয় কিছু কি শুনিতে পান? আহা, তাহারা এত দিন না জানি কি করিতেছে!

বুদ্ধিমান। কে? খ্রীষ্টীয়ানীর ও তাহার সন্তানদের কথা বলিতেছ? খ্রীষ্টীয়ানের যেমন সদ্গতি হইয়াছে, তাহা-দেরও তদ্রূপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; ফলতঃ তাহারা প্রথমে নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করিয়া খ্রীষ্টীয়ানের নেত্র-জলে ও কাকুক্তিতে প্রবুদ্ধ হইতে অস্বীকার করিলেও ভবিষ্যৎ ভাবনায় মন আশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট হওয়াতে তাহারাও বোচ্‌কা বান্ধিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিয়া গিয়াছে।

আমি। বেস; বেস! তাহার স্ত্রী পুত্র সকলেই গিয়াছে?

বুদ্ধিমান। হাঁ, সকলেই গিয়াছে। আমি তাহা বিলক্ষণ জানি; কেননা সে সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম, সুতরাং তদ্বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছি

আমি। তবে এ কথা সত্য বলিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে?

বুদ্ধিমান। হাঁ, স্বচ্ছন্দে, নির্ভয়ে পার; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী চারিটী পুত্র সঙ্গে করিয়া যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখিতেছি, তোমাকে আমাকে এখন আরও অনেক দূর একত্রে যাইতে হইবে, অতএব এই অবসরে সে সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইতেছি।

দেখ, সেই স্ত্রীর নাম খ্রীষ্টীয়ানী। যে দিবস সে আপন সন্তানদিগকে সঙ্গে করিয়া যাত্রায় প্রবৃত্তা হয়, সেই দিবস হইতেই তাহার ঐ নাম হইয়াছে। তাঁহার স্বামী নদী পার হইলে পর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ স্ত্রীর মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল, কারণ প্রথমতঃ, স্বামী লোকান্তরিত হওয়াতে বিবাহরূপ প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। তুমি তো জান, অতি প্রিয় আত্মীয় জনের বিচ্ছেদে জীবিতদের মনোমধ্যে স্বভাবতই নানাপ্রকার গুরুতর চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। অতএব স্বামীবিয়োগ তাহার যথেষ্ট অশ্রুপাতের কারণ হইল। অধিকন্তু খ্রীষ্টীয়ানী মনেং ভাবিতে লাগিল, হয়ত আমার অবিহিত ব্যবহার প্রযুক্তই তিনি চিরতরে আমার দৃষ্টিগোচর হইতে অপহৃত হইলেন। এই প্রকার চিন্তার সময়ে প্রিয় স্বামির প্রতি সে যে সকল নির্দয়, অসঙ্গত ও অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল, সেই সমস্ত যুগপৎ তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তাহাতে তাহার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইল ও বিবেককে দোষভারাক্রান্ত করিল। অধিকন্তু স্বামির অনবরত আর্ত্তনাদ ও অজস্র অশ্রুপাত এবং তীব্র বিলাপ ও কাকুক্তি স্মরণ হওয়াতে, এবং সঙ্গে গমনার্থে স্বামী তাহাকে ও তাহার

সন্তানদিগকে সপ্রেম ও সবিনয় প্রবর্ত্তনা দিলেও সে যে অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছিল, তাহাও মনে পড়াতে, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল! তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠ যখন গুরুতর ভারাক্রান্ত ছিল, তখন সে তাহাকে যাহা২ বলিয়াছিল, কিম্বা তাহার সাক্ষাতে যাহা২ করিয়াছিল, সে সমস্তের স্মৃতি বিদ্যুতের আভার ন্যায় আসিয়া তাহার মন দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমি কি করিব? খ্রীষ্টীয়ানের এই কাতর বাক্যের প্রতিধ্বনিতে তাহার কর্ণ শীহরিয়া উঠিতে লাগিল। তদনন্তর সে আপন সন্তানদিগকে বলিল, বৎসগণ, বোধ হয়, আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আমি পাপাচরণ দ্বারা তোমাদের পিতাকে দূর করিয়া দেওয়াতে, তিনি গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অসম্মত হইয়া অনন্তজীবন প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাদিগেরও বাধা জন্মাইয়াছিলাম।

এই সকল কথা শুনিয়া বালকেরা অশ্রুপাত পূর্ব্বক পিতার পশ্চাৎ গমনার্থে ক্রন্দন করিতে লাগিল। খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হায়, তাঁহার সঙ্গে গেলেই আমাদের মঙ্গল হইত; বোধ হয়, এখন যাইতে বড় কষ্ট হইবে। পূর্ব্বে আমি নির্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের পিতার দুঃখ কেবল মনোবৈকল্যের কিম্বা বায়ুরোগের ফল। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে সমস্ত অন্য কারণে হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি অনন্ত জীবনের দীপ্তি প্রদত্ত হইয়াছিল; (যোহন ৮; ১২। যাকো ১; ২৩-২৫।) বোধ হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা তিনি মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। (হিত ১৪; ২৭।) ইহাতে তাহারা সকলে পুনর্ব্বার রোদন করত অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হায়, আজি আমাদের কি মনস্তাপের দিন!

পর রাত্রে খ্রীষ্টীয়ানী এক স্বপ্ন দেখিল; দেখিল, যেন

একখানি প্রশস্ত চর্ম্মপত্রিকা তাহার সম্মুখে বিস্তীর্ণ হইল; তন্মধ্যে তাহার সমস্ত ক্রিয়ার সংখ্যা নির্ণীত ছিল, এবং তাহার দোষের সমষ্টি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তাহাতে সে নিদ্রিতাবস্থায় অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠা যে আমি, আমার প্রতি দয়া করুন। (লূক ১৮; ১৩।) তাহার এই কাতরোক্তি বালকদের কানে গেল।

তৎপরে সে দেখিল, যেন অতি কুৎসিতাকার দুই ব্যক্তি তাহার শয্যার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, এই স্ত্রীলোকের বিষয়ে কি করিব? কেননা জাগরিত বা নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বদা দয়া লাভের আকাঙ্ক্ষায় এ চেঁচাইয়া থাকে। ইহাকে যদি নিবারণ করা না যায়, ইহার স্বামিকে যেমন হারাইয়াছি, ইহাকেও তদ্রূপ হারাইতে হইবে। অতএব পারত্রিক বিষয়ের চিন্তা হইতে ইহাকে বিরত করণের কোন না কোন উপায় দেখিতে হইল, নতুবা এ যাত্রিকী হইবে, সংসারের সমস্ত লোকেও ইহাকে রাখিতে পারিবে না।

এই রূপ স্বপ্ন দর্শনে সে ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত শরীরে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আবার নিদ্রা হইলে দেখিল, যেন তাহার স্বামী খ্রীষ্টীয়ান আনন্দময় স্থানে অমরগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া মেঘধনুরূপ মুকুটে ভূষিত সিংহাসনোপবিষ্ট এক ব্যক্তির সমীপে বীণাযন্ত্রে গান করিতেছে। আরও দেখিল, যেন তাহার স্বামী অবনতমস্তক হইয়া মহারাজের চরণতলস্থ রত্নখচিত প্রস্তরাঙ্গণের দিকে মুখ করিয়া প্রণাম করত বলিতেছে, হে আমার প্রভো, হে আমার রাজন্, আমাকে যে এ স্থানে আনিয়াছেন, এ জন্যে অন্তঃকরণের সহিত আপনকার ধন্যবাদ করিতেছি। এই কথা বলিবামাত্র চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান লোকসমূহ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করত বীণা বাজাইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কি বলিল, তাহা খ্রীষ্টীয়ান এবং তাহার সঙ্গিগণ বিনা আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

প্রাতে খ্রীষ্টীয়ানী উঠিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া সন্তানদিগের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছিল, এমন সময়ে কোন ব্যক্তি আসিয়া দ্বারে অতিশয় আঘাত করিল। শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, আপনি যদি ঈশ্বরের নামে আসিয়া থাকেন, ভিতরে আস্থন। আগন্তুক ব্যক্তি আমেন্ বলিয়া, দ্বার খুলিলেন, এবং এ গৃহের মঙ্গল হউক, এই কথা বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্টীয়ানি, আমি কি জন্যে আসিয়াছি, তুমি জান ? সে সলজ্জ ও সকম্প হইল, এবং তিনি কোথাহইতে আসিয়াছেন ও কি সমাচার আনিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইল। আগন্তুক বলিলেন, আমার নাম নিগূঢ় ; ঊর্দ্ধবাসিদিগের মধ্যে আমি বাস করি। আমার বসতিনগরে জনরব উঠিয়াছে যে, তুমিও সেই স্থানে যাইবার বাসনা করিতেছ ; এবং তুমি পূর্ব্বে সেই যাত্রার প্রতিকূলে স্বীয় অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া স্বামির যে অনিষ্ট করিয়াছ এবং বালকদিগকে মূর্খতাবস্থায় রাখিয়াছ, এখন সে বিষয়ে তোমার চেতনা জন্মিয়াছে, এরূপ জনশ্রুতিও শুনিয়াছি। খ্রীষ্টীয়ানি, এই জন্য কৃপানিধি প্রভু আমাকে পাঠাইয়া, তিনি যে পাপক্ষমা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, এবং পাপক্ষমার বাহুল্যে তাঁহার পরম সন্তোষ জন্মে, এই কথা তোমাকে জানাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে ও তাঁহার সঙ্গে ভোজন পান করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আরও জ্ঞাত হও, ইহাতে তুমি সম্মত হইলে তিনি নিজ বাটীর উত্তম দ্রব্য ও তোমার পিতা যাকোবের অধিকার দিয়া তোমাকে তৃপ্ত করিবেন। দূত আরও কহিলেন, যিনি দর্শনকারির জীবনদায়ী, তাঁহার শ্রীমুখ তোমার স্বর্গীয় স্বামী খ্রীষ্টীয়ান লক্ষ২ সঙ্গির সহিত নিয়ত দর্শন করিতেছে। পিতৃগৃহের দ্বারে তোমার পায়ের শব্দ শুনিলে তাহারা সকলেই আহ্লাদিত হইবে।



এই কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী মনের বিষম লজ্জা প্রযুক্ত ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল। দূত বাহির হইয়া বলিলেন, তোমার স্বামির রাজার নিকট হইতে তোমার জন্যে পত্র আনিয়াছি। সে তাহা গ্রহণ করিয়া খুলিল, তখন তাহাহইতে অত্যুত্তম সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ বাহির হইল। (পরম গীত ১ ; ৩।) পত্রখানি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। তাহার মর্ম্ম এই, তোমার স্বামী খ্রীষ্টীয়ান যাহা করিয়াছে, তুমিও তাহা কর ; রাজধানীতে আসিবার এবং আমার সাক্ষাতে চিরকাল আনন্দে বাস করিবার এই একমাত্র উপায়। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী আনন্দে পরিপূর্ণা হইল এবং দূতকে বলিল, মহাশয়, রাজার সেবা করিবার জন্য আমাকে ও আমার সন্তানদিগকে আপনি কি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন ?

দূত বলিলেন, খ্রীষ্টীয়ানি, মিষ্ট ভোজনের পূর্ব্বে তিক্ত বস্তু ভোজন করা ভাল। তোমার স্বামীর ন্যায় তোমাকেও বিস্তর দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিয়া স্বর্গীয় নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। অতএব এই পরামর্শ দিই, তোমার স্বামী খ্রীষ্টীয়ান যেরূপ করিয়াছিল, তুমিও সেই রূপ কর। ফলতঃ মাঠের প্রান্তভাগে ঐ যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তুমি সেখানে যাও ; কেননা তোমার গন্তব্য পথের মাথায় সেই দ্বার অবস্থিত ; ঐ পথে তোমার শুভগতি হউক। আরো বলি, তুমি এই পত্রখানি আপন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া যাবৎ কণ্ঠস্থ না হয়, আপনি পাঠ কর ও আপন সন্তানদিগকেও শুনাও, কেননা তোমার যাত্রাবস্থার সময়ে যে গীত গান করা উচিত, তাহার মধ্যে এই একটী গীত; (গীত ১১৯; ৫৪) আর পথের শেষদ্বারে তোমাকে এই পত্রখানি দিতে হইবে।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ঐ প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে ঐ উপাখ্যানটী বলিতেং আপনি অত্যন্ত আর্দ্র চিত্ত হইলেন। সে যাহা হউক, কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি ঐ প্রসঙ্গ

পুনরারম্ভ করিয়া বলিলেন, দূত প্রস্থান করিলে পর খ্রীষ্টীয়ানী পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, বৎস সকল, তোমাদের পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, ইহা তোমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ। তিনি সম্প্রতি সুখে বাস করিতেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, বরং তাঁহার যে মঙ্গল হইয়াছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। কিন্তু আমার ও তোমাদিগের পারমার্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি, কেননা আমাদিগের এই অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ, আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে; আর তোমাদের পিতার দুঃখের সময়ে তাঁহার প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে বিষম আক্ষেপের কারণ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আমি আপনার এবং তোমাদের মন কঠিন করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিতে নিতান্ত অস্বীকার করিয়াছিলাম। এই সকল চিন্তায় নিতান্তই আমার প্রাণবিয়োগ হইত, কিন্তু গত রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, এবং অদ্য প্রাতে এই বিদেশি ব্যক্তি আমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কিছু ভরসা পাইয়াছি। অতএব বৎসগণ, আইস, আমরা তল্পী বান্ধিয়া স্বর্গরাজ্যের দ্বার পানে যাত্রা করি। তাহা হইলে তোমাদের পিতার দেখা পাইব এবং সেই দেশের রীতি অনুসারে তাঁহার ও তাঁহার সহবাসিদিগের সহিত কুশলে থাকিতে পারিব।

মাতার অন্তঃকরণ এইরূপ নত হইয়াছে দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানীর সন্তানদিগের চক্ষু হইতে আনন্দের জল বহিতে লাগিল। পরে ঐ দূত বিদায় হইলে, তাহারা যাত্রার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল।

এই রূপে তাহারা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দুই জন প্রতিবেশিনী খ্রীষ্টীয়ানীর গৃহে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। খ্রীষ্টীয়ানী পূর্ব্বের ন্যায় বলিল, তোমরা

যদি ঈশ্বরের নামে আসিয়া থাক, ভিতরে আইস। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকেরা অবাক্ হইল, কেননা পূর্ব্বে তাহারা খ্রীষ্টীয়ানীর মুখে এই প্রকার কথা শুনিতে পায় নাই। যাহা হউক, তাহারা ভিতরে গিয়া দেখিল, সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছে।

তখন তাহারা বলিল, এই সকলের তাৎপর্য্য কি?

খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিয়া ভয়শীলা নাম্নী তাহাদের জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে বলিল, আমি যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

যে ভয়শীল দুর্গম নামক পর্ব্বতে খ্রীষ্টীয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সিংহের ভয় প্রযুক্ত তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, এ রমণী তাহারই কন্যা।

ভয়শীলা। কোন্ যাত্রার জন্যে আয়োজন করিতেছ?

খ্রীষ্টীয়ানী। আমার প্রিয় স্বামির পশ্চাৎ গমন করিব।

খ্রীষ্টীয়ানী এই কথা বলিয়া কান্দিতে লাগিল।

ভয়শীলা। না, বোন্; এমন কর্ম্মও করিও না! আমি তোমার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য বিনয় করিতেছি, এই রূপ নির্ব্বোধের ন্যায় আপনার মন্দ আপনি ঘটাইও না।

খ্রীষ্টীয়ানী। সন্তানেরাও আমার সঙ্গে যাইবে; তাহাদের এক জনও এখানে থাকিতে চাহে না।

ভয়শীলা। হায়, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! বল দেখি, কি জন্যে এবং কাহার্ পরামর্শে তোমাদের এমন প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে?

খ্রীষ্টীয়ানী। বোন্, আমি যে জ্ঞান পাইয়াছি, তাহা যদি তুমি পাইতে, তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে চাহিতে।

ভয়শীলা। বল দেখি, এমন কি নূতন জ্ঞান পাইয়াছ যে, সেই জন্য তুমি আপন বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া সকলের অজ্ঞাত দেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছ?

খ্রীষ্টীয়ানী। যে অবধি স্বামী আমার নিকট হইতে

চলিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ যে অবধি তিনি নদী পার হইয়াছেন, সেই অবধি আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে। আর তাঁহার মনোদুঃখের সময়ে তাঁহার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার মনে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। সে যাহা হউক, তাঁহার তখন যে অবস্থা ছিল, আমার এখন ঠিক সেই প্রকার অবস্থা হইয়াছে। যাত্রাকরণ ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। গত রাত্রে আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আহা, তাঁহার সঙ্গে এই সময়ে যদি আমি বাস করিতে পাইতাম! তিনি এখন সেই দেশের রাজার সহিত বাস করেন, ও তাঁহার সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন পান করেন; আর তিনি অমরগণের সঙ্গী হইয়াছেন, এবং বাস করিবার জন্য তাঁহাকে এমন একটী বাটী দত্ত হইয়াছে যে, তাহার সহিত তুলনা দিতে গেলে পৃথিবীতে যে বাড়ী সকলের চেয়ে সুন্দর, তাহাও গোবরের ঢিবি বোধ হয়। (২ করি ৫; ১—৪।)

ঐ স্থানের অধিপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন এবং আমি গেলে আমাকে সেখানে স্থান দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার দূত এই মাত্র আমার এখানে আসিয়া নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া চলিয়া গেলেন। এই বলিয়া সে বক্ষঃস্থল হইতে পত্রখানি বাহির ও পাঠ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, এখন আর কি আপত্তি করিতে পার?

ভয়শীলা। হায়, তোমার ও তোমার স্বামির এ কেমন পাগ্‌লামী যে, তোমরা এমন সঙ্কটে পড়িতে যাইতেছ! তোমার স্বামির যাত্রা আরম্ভকালে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি বিলক্ষণ শুনিয়াছ, এবং সে বিষয়ে আমাদের প্রতিবাসি একগুঁইয়া এখনও সাক্ষ্য দিতে পারে, কেননা সে এবং সুখনম্য তাহার সঙ্গে খানিক দূর গিয়াছিল, কিন্তু সম্মুখে সঙ্কট দেখিয়া বুদ্ধিমানের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া

সিংহের মুখে এবং আপল্লুয়োন নামক অসুরের হাতে পড়িয়া এবং মৃত্যুচ্ছায়া স্থলী দিয়া গমন কালে যাহা ঘটিয়াছিল ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা বারবার শুনিয়াছি। আর মায়াহট্টে তাহার যে সমস্ত বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহাও তোমার ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। দেখ, সে পুরুষ হইয়া এই রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল; তুমি অবলা, তুমি কি করিবে? ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ; এই যে চারিটি সুন্দর বালক, ইহারা তোমার আত্মজ, সুতরাং তোমার অস্থি ও মাংস স্বরূপ; অতএব যদ্যপি তুমি এমন অবিবেচনা পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বনাশ কর, তথাপি তোমার গর্ভফলের প্রতি মমতা করিয়া গৃহে থাকা উচিত।

তাহাতে খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, বোন, তুমি আমাকে আর লোভ দেখাইও না। লাভ করিবার নিমিত্তে আমাকে মুল ধন দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং যদি ভীত হইয়া এই সুযোগ অবহেলা করি, তবে আমি মূর্খের অগ্রগণ্য হইব। আর পথে যে২ আপদ ঘটিবার কথা বলিতেছ, তাহাতে আমার উৎসাহভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমি যে সন্তাপপথে আছি, ইহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। মিষ্টের অগ্রে তিক্ত বস্তু খাওয়া ভাল, তাহাতে সে মিষ্ট আরও অধিক মিষ্ট লাগে। এক্ষণে আমি বুঝিলাম, তোমরা আমার গৃহে ঈশ্বরের নামে আইস নাই, অতএব বিনয় করি, এখন বিদায় হও—আমার মন আর চঞ্চল করিয়া তুলিও না।

ভয়শীলা খ্রীষ্টীয়ানীকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় সঙ্গিনীকে বলিল, করুণে, চল আমরা যাই। ইহার যাহা ইচ্ছা, করুক; কেননা এ আমাদের পরামর্শ শুনে না, ও আমাদের সংসর্গ ভাল বাসে না। কিন্তু করুণা দুটী কারণ প্রযুক্ত প্রতিবাসিনীর এই বাক্যে ঝটিতি সম্মত না হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; প্রথমতঃ, খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি তাহার অতিশয় অনুরাগ হওয়াতে সে

মনে২ ভাবিল, প্রতিবাসিনী যদি একান্তই যায়, আমি তাহার উপকারার্থে সঙ্গে খানিক দূর যাইব। দ্বিতীয় কারণ এই, নিজ মনের অবস্থা বিষয়ে তাহার ভয় জন্মিয়াছিল; কেননা খ্রীষ্টীয়ানী যাহাং বলিয়াছিল, সে সকল কথা তাহার মনে খুব লাগিয়াছিল। অতএব সে ভাবিল, খ্রীষ্টীয়ানীর সঙ্গে আরও আলাপ করিয়া যদি তাহার কথায় সত্য ও জীবন পাই, এক মনে তাহার সহিত আমিও যাইব। তৎপ্রযুক্ত করুণা ভয়শীলা নাম্নী প্রতিবাসিনীকে এই রূপ উত্তর করিল, আমি খ্রীষ্টীয়ানীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অদ্য প্রাতে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম; এখন দেখ, সে আমাদের এ দেশহইতে একেবারে বিদায় হইতেছে, অতএব আমিও এই নির্ম্মল প্রভাতে তাহার সঙ্গে খানিক দূর যাইয়া সদ্ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় কারণ তাহাকে না জানাইয়া, মনোমধ্যে গোপন করিয়া রাখিল।

ভয়শীলা। বুঝেছি, তোমারও পাগলের মতন বেড়াইতে ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু সময় থাকিতে সাবধান ও জ্ঞানবতী হও। সঙ্কটের বাহিরে থাকিলে আমরা তাহা এড়াইতে পারি, কিন্তু সঙ্কটে পড়িলে সঙ্কটেই থাকিতে হয়। এই কথা বলিয়া ভয়শীলা গৃহে প্রত্যাগমন এবং খ্রীষ্টীয়ানী স্বীয় যাত্রা আরম্ভ করিল।

ভয়শীলা গৃহে পঁহুছিবামাত্র পেচকাক্ষী, অবিবেচিকা, লঘুচিত্তা ও জ্ঞানহীনা, এই কয়েকজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের সাক্ষাতে খ্রীষ্টীয়ানীর ও তাহার অভিপ্রেত যাত্রার বৃত্তান্ত এই রূপে বলিতে আরম্ভ করিল।—

অদ্য প্রাতঃকালে ঘরে অধিক কর্ম্ম না থাকাতে, আমি খ্রীষ্টীয়ানীকে দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং তাহার দ্বারে উপ স্থিত হইয়া আমাদের রীতি অনুসারে ঘা মারিলাম, তাহাতে

সে উত্তর করিল, যদি তুমি ঈশ্বরের নামে আসিয়া থাক, ভিতরে আইস। সকলই মঙ্গল ভাবিয়া আমি ভিতরে গেলাম, কিন্তু যাইয়া দেখি, সে এবং তাহার সন্তানেরা নগর ছাড়িয়া যাইবার আয়োজন করিতেছে। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এ আয়োজনের অভিপ্রায় কি? সে অতি সংক্ষেপে আমাকে বলিল যে, আমার স্বামী যেমন যাত্রা করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি যাত্রা করিতে স্থির করিয়াছি। এবং সে যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আর তাহার স্বামি, যে দেশে এখন বাস করিতেছে, তথাকার রাজা সে দেশে যাইবার জন্য তাহার নিকটে যে এক নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কথা আমাকে বলিল।

এই সকল কথা শুনিয়া জ্ঞানহীনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি! সে কি সত্যই যাইবে? তোমার কেমন বোধ হয়?

ভয়শীলা। হাঁ, যাহা হইবার হউক না কেন, সে নিশ্চয়ই যাইবে, ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কেননা ঘরে থাকিতে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তে আমি যে বিশেষ কারণ দেখাইলাম, অর্থাৎ পথে তাহার যে সকল ক্লেশ ও বিপদ ঘটিবে, সে বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহাতে তাহার আশাভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যাইবার ইচ্ছাই বাড়িল। কেননা সে আমাকে স্পষ্ট বলিল, মিষ্টের অগ্রে তিক্ত বস্তু খাওয়া ভাল, তাহাতে সে মিষ্ট আরও অধিক মিষ্ট লাগে।

পেচকাক্ষী। হায়, সে বড় অন্ধ ও নির্ব্বোধ! স্বামির এত দুঃখ দেখিয়া কি উহার চেতনা হইল না? যে যাহা মনে করে, করুক, কিন্তু বোধ হয়, যদি তাহার স্বামী এখানে আবার আসিত, তবে অক্ষত শরীরে সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে থাকিত, অনর্থক ক্লেশভোগের মধ্যে আর যাইতে চাহিত না।

অবিবেচিকা। এরূপ বায়ুগ্রস্ত স্বপ্নদর্শিদিগকে নগর হইতে দূর করিয়া দেওয়া ভাল। আমার বোধ হয়, এমন লোক গেলে

আপদ যায়। ঐ স্ত্রী যেখানে আছে, যদি সেখানে থাকে এবং যদি তাহার মনের অবস্থাও এমনি থাকে, তবে তাহার নিকটে কে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে? কেননা সে হয় শোকে নীরব থাকিয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ করিবে না, নয় জ্ঞানি লোকদের অসহ্য বিষয়ে প্রসঙ্গ করিবে। অতএব তাহার যাওয়াতে আমি ক্ষণকালও মনঃক্ষুণ্ণ হইব না। সে যাউক ও তাহার স্থানে অন্য কোন লোক আইসুক; এরূপ উন্মত্ত লোক পৃথিবীতে বাস করণাবধিই পৃথিবীতে আর সুখ নাই।

লঘুচিত্তা। এ সকল কথা যাইতে দেও। গত কল্য আমি কামুকী ঠাকুরাণীর বাটীতে গিয়াছিলাম; সেখানে আমাদের যে কত আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল, তা কি বলিব। সেখানে কে২ ছিল, জান? আমি এবং ইন্দ্রিয়াসক্তা ও তাহার তিন চারি জন সখী, তদ্ভিন্ন লম্পট বাবু ও মলিনমতি এবং আর২ কএক জন ছিলেন। সেখানে আমাদের নৃত্য গীত প্রভৃতি অনেক প্রকার আমোদ হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, গৃহকর্ত্রী কামুকী ঠাকুরাণী অতি সুশিক্ষিতা ও সৌজন্যশীলা, এবং লম্পট বাবুও তেমনই প্রশংসনীয়।

ইতিমধ্যে খ্রীষ্টীয়ানী সন্তানগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল এবং করুণাও তাহার সঙ্গে গমন করিতেছিল। যাইতে২ খ্রীষ্টীয়ানী এই রূপ কথোপকথন আরম্ভ করিল, করুণে, আমাকে খানিক দূর এগিয়ে দিবার জন্য তুমি যে আপন বাড়ী ছাড়িয়া আসিবে, এমন আশা আমার ছিল না; ইহাতে আমার প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।

তাহাতে অল্পবয়স্কা করুণা বলিল, তোমাদের সঙ্গে গেলে যে আমার উপকার হইবে ও বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিলে আমি ঐ নগরে আর কখনও ফিরিয়া যাইব না।

খ্রীষ্টীয়ানী। ভাল, করুণে, তবে তুমি আমার সহযাত্রী হও। এই যাত্রার পরিণাম কি হইবে, আমি বিলক্ষণ জানি। আমার স্বামী এক্ষণে যে স্থানে আছেন, সুমেরুর সমস্ত স্বর্ণ পাইলেও তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে চাহিবেন না। আর তুমি আমার নিমন্ত্রণে যাইতেছ বলিয়া, সে স্থান হইতে বহিস্কৃত হইবে না। তথাকার যে রাজা আমাকে ও আমার সন্তানদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি দয়া করিতে ভাল বাসেন। নতুবা যদি ইচ্ছা কর, আমি বেতন দিয়া তোমাকে দাসীরূপে লইয়া যাই, তথাপি আমার সকল বিষয়ে তোমার সমান অধিকার থাকিবে। যাহা হউক, তোমাকে কোন মতে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

করুণা। আমি যে সে স্থানে অতিথিরূপে গ্রাহ্য হইব, ইহা কি প্রকারে জানিব? যে নিশ্চয় বলিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি আশ্বাস দিলে কোন বাধা না মানিয়া সর্ব্বশক্তিমান উপকারকের সাহায্যে অতি ক্লেশজনক দীর্ঘ পথেরও শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারি।

খ্রীষ্টীয়ানী। প্রেমময়ি করুণে। তবে কি কর্ত্তব্য, বলি শুন। ঐ ক্ষুদ্র দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চল; সেখানে আমি তোমার বিষয়ে আরও বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিব। সেখানে যদি তুমি আশ্বাস না পাও, তবে তোমাকে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে দিব; এবং সেই স্থান পর্য্যন্ত যাওয়াতে তুমি আমার ও আমার সন্তানদের যে উপকার করিবে, তাহার পারিশ্রমিকও তোমাকে দিব।

করুণা। ভাল, আমি যাচ্ছি, তাহাতে আমার প্রতি যাহা ঘটে ঘটুক। স্বর্গীয় প্রভুর ইচ্ছানুসারে যেন সেই স্থানে আমার মঙ্গল হয়।

কেবল একজন সঙ্গিনী পাইয়াছিল বলিয়া নয়, কিন্তু এই নিরুপায়া যুবতীকে স্বীয় পরিত্রাণ বিষয়ে উদ্যোগী

করিতে যে লওয়াইতে পারিয়াছিল, এই জন্য খ্রীষ্টীয়ানী আহ্লাদিতা হইল। অনন্তর তাহারা একত্র যাইতে লাগিল। তখন করুণা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, ভগিনি, কাঁদিতেছ কেন?

করুণা। হায়, আমাদের ঐ পাপপূর্ণ নগরে আমার যে অবশিষ্ট নিরুপায়া আত্মীয়বর্গ আছে, তাহাদের দুর্দ্দশা ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে কাহার্ চক্ষে না জল আইসে? বিশেষতঃ আমার অধিক দুঃখের কারণ এই যে,তাহাদিগকে উপদেশ দিবার কিম্বা ভাবি বিষয়ে চেতনা জন্মাইবার জন্য কেহই নাই।

খ্রীষ্টীয়ানী। দয়া যাত্রিকের ধর্ম্ম। তুমি এখন আপন আত্মীয়দের নিমিত্তে যে রূপ শোক করিতেছ, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে আমার গুণের স্বামী খ্রীষ্টীয়ানও তদ্রূপ শোক করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ আমি তাঁহার কথায় কান না দেওয়াতে তিনি বড় দুঃখ করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার ও আমাদের প্রভু, তিনি তাঁহার চক্ষের জল জড় করিয়া নিজ শিশিতে পূরিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ও আমি এবং আমার এই প্রিয় বালকগণ, সকলেই তাহার ফল ভোগ করিতেছি। করুণে, ভরসা করি, তোমার এ চক্ষের জল বৃথা হইবে না, কেননা যিনি সত্যবাদী, তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দগান পুরঃসর শস্য কাটিবে, যে ব্যক্তি রোদন করিতে২ বপনীয় বীজ লইয়া বহির্গত হয়, সে অবশ্য আনন্দ গান করিতে২ আপন আটি লইয়া আসিবে।" (গীত ১২৬; ৫,৬।) অনন্তর করুণা এই গীত গান করিল,—

পরম প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় মোরে,
লইয়া যাউন তিনি নিজ পুরদ্বারে।
লইয়া যাইতে ধর্ম্ম ধরাধরে তাঁর,
পথ প্রদর্শক তিনি হউন আমার।

তাঁহার করুণাদত্ত ধর্ম্ম পথ হৈতে।
আমি যেন বিমুখ না হই কোন মতে।
এই মাত্র কৃপাদৃষ্টি করুন আমাতে,
যা থাকে অদৃষ্টে তাহা ঘটুক পথেতে।
যে সব আত্মীয়গণ রহিল পশ্চাতে,
সে সব সংগ্রহ প্রভু করুন এ মতে।
যাহাতে তাহারা মগ্ন হয়ে প্রার্থনায়,
সর্ব্বান্তঃকরণে লয় তাঁহার আশ্রয়।

---

২ অধ্যায়।

অনন্তর আমার প্রিয় বৃদ্ধ বন্ধু বুদ্ধিমান বলিলেন, খ্রীষ্টীয়ানী নৈরাশ্যপঙ্কের নিকটে উপস্থিত হইলে, তথায় স্থগিত হইয়া বলিল, এই স্থানে আমার প্রিয় স্বামী পঙ্কে ডুবিয়া প্রায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সে দেখিল যে, যাত্রিদের সুগমার্থে ঐ স্থান সারাইবার নিমিত্তে রাজার আজ্ঞা সত্ত্বেও তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইয়াছে। তখন আমি বুদ্ধিমান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি সত্য? তিনি বলিলেন, হাঁ, নিতান্তই সত্য; কেননা ছল করিয়া অনেকে বলে, আমরা রাজপথ সংস্কারার্থে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী, কিন্তু তাহারা প্রস্তরাদি আনিয়া পথটী উত্তম না করিয়া বরং নানাপ্রকার জঞ্জাল ফেলিয়া আরও কদর্য্য করিয়া তুলে। অতএব তথায় খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানেরা স্থগিত হইয়া রহিল, তখন করুণা বলিল, আইস, আমরা সাহস করিয়া যাই, কিন্তু সাবধানে আসিও। অনন্তর তাহারা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া টলিতে২ অতি কষ্টে পঙ্ক পার হইতে লাগিল। তথাপি খ্রীষ্টীয়ানী কয়েক বার ঐ পঙ্কে পতিতাপ্রায় হইয়াছিল। পার হইবামাত্র তাহারা যেন কাহাকেও এই কথা বলিতে শুনিল, "ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা, যেহে-

তুক প্রভু হইতে যাহার তোমাকে কহা গিয়াছে, তাহা সিদ্ধি পাইবে। (লূক ১ ; ৪৫।)

গমনারম্ভ করিলে করুণা খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, ঐ ক্ষুদ্র দ্বারে সপ্রেমে গৃহীত হইবার বিষয়ে যদি তোমার ন্যায় আমারও আশা করিবার যথার্থ কারণ থাকিত, তবে আমাকে কোন নৈরাশ্যপঙ্ক নিরুৎসাহ করিতে পারিত না।

তাহাতে সে কহিল, তোমার দুঃখ তুমি জান, আমার দুঃখ আমি জানি। প্রিয় সখি, যাত্রার শেষ না হইতেং আমাদিগকে যথেষ্ট ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেননা আমাদের ন্যায় যাহারা অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, এবং লোকদের মাৎসর্য্য না মানিয়া পরমসুখ পাইবার চেষ্টা করে, তাহারা যে পথের মধ্যে শত্রুগণ কর্ত্তৃক সৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট হইয়া ত্রাস ও আশঙ্কা ভোগ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

অনন্তর বুদ্ধিমান মহাশয় প্রস্থান করিলে আমি একাকী থাকিয়া স্বপ্নে দেখিলাম, যেন খ্রীষ্টীয়ানী ও করুণা এবং বালকেরা পূর্ব্বোক্ত দ্বারের দিগে গমন করিল। তাহারা যখন নিকটে উপস্থিত হইল, তখন দ্বারে কি প্রকারে আঘাত করিতে হইবে, এবং দ্বারমোচনকারি ব্যক্তিকেই বা কি বলিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে তাহারা পরস্পব কিঞ্চিৎ বিতর্ক করিল। শেষে স্থির হইল, খ্রীষ্টীয়ানী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, এজন্য তাহাকে সকলের নিমিত্তে দ্বার মোচনার্থে আঘাত ও দ্বারমোচনকারির সহিত আলাপ করিতে হইবে।

তখন খ্রীষ্টীয়ানী আঘাত করিতে লাগিল; তাহার স্বামির ন্যায় সেও বারম্বার আঘাত করিল, কিন্তু প্রত্যুত্তর প্রাপ্তি দূরে থাকুক, বরং তাহারা বোধ করিল, যেন একটা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কুক্কুর তাহাদের প্রতি গর্জ্জন করিতেছে। তাহাতে ঐ স্ত্রী দ্বয় এবং বালকেরা অত্যন্ত ভীত

হওয়াতে কিঞ্চিৎ কাল আঘাত করিতেও সাহস পাইল না, কেননা পাছে ঐ কুক্কুর তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়ে। তখন তাহারা কি করিবে, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, বড় উৎকণ্ঠিত হইল। কেননা কুক্কুরের ভয়ে দ্বারে আঘাত করিতে তাহাদের সাহস হইল না; ফিরিয়া গেলে আবার পাছে দ্বারবান তাহাদিগকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কা করিতে লাগিল। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া, তাহারা পুনর্ব্বার আঘাত করিতে মনস্থ করিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরে আঘাত করাতে দ্বারবান জিজ্ঞাসিলেন, দ্বারে কে? তখন ঐ কুক্কুর নীরব হইল, দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিলেন।

খ্রীষ্টীয়ানী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, রাজদ্বারে আঘাত করিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রভু যেন আপন দাসীগণের প্রতি বিরক্ত না হন। দ্বারবান বলিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং তোমাদের বাঞ্ছাই বা কি? খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, যে স্থান হইতে ও যে অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টীয়ান পূর্ব্বে আসিয়াছিল, আমরাও সেই স্থান হইতে ও সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি; ফলতঃ আপনার যদি অনুগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় রাজধানীতে গমন করিবার নিমিত্তে এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করুন। আমি উর্দ্ধগত খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী খ্রীষ্টীয়ানী।

তাহাতে দ্বারপাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, সে কি? যে অল্প দিন হইল যাত্রিধর্ম্ম ঘৃণা করিয়াছিল, সে এখন নিজেই কি যাত্রী হইয়াছে? তাহাতে সে মস্তক নত করিয়া বলিল, হাঁ, প্রভো, সত্য বটে। আর আমার এই প্রিয় শিশুরাও যাত্রী হইয়াছে।

তখন দ্বারবান হস্ত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া বলিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও। এই

কথা বলিয়া তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে স্থিত তূরীবাদককে ডাকিয়া খ্রীষ্টীয়ানীর সম্ভ্রমার্থে হর্ষধ্বনি সূচক তূরীবাদ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে তাঁহার আজ্ঞানুসারে বাদ্য করত মধুর ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিল।

এ পর্য্যন্ত করুণা দ্বারিকর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইবার ভয়ে কম্পিত কলেবরে বাহিরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। খ্রীষ্টীয়ানী পুত্র-দের সহিত দ্বারে প্রবেশ করিলে পর, স্বীয় সঙ্গিনী করুণার নিমিত্ত এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিল,—

হে প্রভো, আমি যে নিমিত্তে এখানে আসিয়াছি, সেই কারণে আগতা আমার এক সহচরী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে। আমি আমার স্বামির রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছি; কিন্তু সে অনাহূত আসিয়াছে বলিয়া, অতিশয় ক্ষুণ্নমনা হইয়াছে।

ইত্যবসরে করুণা অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া একং পলকে একং দণ্ড জ্ঞান করিতে লাগিল,এই জন্যে খ্রীষ্টীয়ানীকে বিস্তা-রিত রূপে নিবেদন করিবার অবকাশ না দিয়া সে আপনি দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। সে এমন জোরে আঘাত করিল যে, খ্রীষ্টীয়ানী চমকিয়া উঠিল। তাহাতে দ্বারবান জিজ্ঞাসিলেন, ও কে? খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, আমার সখী।

তাহা শুনিয়া দ্বারবান দ্বার খুলিয়া, দেখিলেন, করুণা বাহিরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে। ফলতঃ পাছে তাহাকে দ্বার খুলিয়া না দেওয়া হয়, এই ভয়ে সে মূর্চ্ছাপন্না হইয়া-ছিল। দ্বারবান তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, বৎসে, উঠিয়া দাঁড়াও।

তখন সে সচেতন হইয়া বলিল, মহাশয়, আমি বড় দুর্ব্বল হইয়াছি; আমাতে প্রায় জীবন নাই। দ্বারবান বলিলেন, শুন, পূর্ব্বকালে এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, " আমার অন্তরস্থ প্রাণ মূর্চ্ছিত হইলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করি-



লাম, তাহাতে আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে তোমার পবিত্র প্রাসাদে উপস্থিত হইল।" (যোনা ২ ; ৭ ।) অতএব, ভয় করিও না ; পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, এবং কি জন্যে আসিয়াছ, আমাকে বল।

করুণা। আমার এই সখী খ্রীষ্টীয়ানী যে বিষয়ের নিমিত্তে আহূতা হইয়া আসিয়াছে, আমিও সেই বিষয়ের নিমিত্তে অনাহূতা আসিয়াছি। ইনি রাজকর্তৃক আহূতা হইয়াছেন, আমি কেবল ইহাঁরই কর্তৃক আহূতা, এ জন্য সাহস করিতে আমার শঙ্কা হয়।

দ্বারবান। খ্রীষ্টীয়ানী কি তোমাকে এখানে তাহার সঙ্গে আসিতে বলিয়াছিল ?

করুণা। হাঁ, বলিয়াছিল। এবং আপনি দেখিতেছেন, আমি তাহার কথামতে আসিয়াছি ; অতএব আপনকার অনুগ্রহ ও ক্ষমাগুণ যদি কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনি এ দীন দুঃখিনী দাসীকে তাহার ভাগিনী করুন।

দ্বারবান পুনর্ব্বার হস্ত ধরিয়া, তাহাকে ধীরে২ ভিতরে লইয়া গিয়া কহিলেন, " যত লোক আমাতে বিশ্বাস করে, সেই সকলের নিমিত্তে আমি প্রার্থনা করি।" যে কোন উপায়দ্বারা আমার শরণাগত হউক না কেন, তাহাতে আইসে যায় না। পরে তিনি নিকটবর্ত্তি লোকদিগকে বলিলেন, করুণার মূর্চ্ছা নিবারণার্থে কোন সুগন্ধি দ্রব্য আনিয়া দেও। তাহারা এক আটি সুগন্ধি অগুরু (পরমগীত ১ ; ১৩।) আনিয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার উপশম হইল।

এই রূপে খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার বালকগণ এবং করুণা পথের মাথায় প্রভু কর্ত্তৃক গৃহীত হইল, এবং তিনি তাহাদের সহিত অতি মিষ্ট বচনে কথা বলিলেন। তাহারা তাঁহাকে নিবেদন করিল, পাপের নিমিত্তে আমরা খেদান্বিত আছি,

এই জন্যে প্রভুর নিকটে তাহার ক্ষমা যাচ্ঞা এবং ইহার পরে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করি।

তিনি বলিলেন, আমি বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা পাপ ক্ষমা করি। বাক্য দ্বারা, অর্থাৎ ক্ষমার অঙ্গীকার দ্বারা; আর কার্য্য দ্বারা, অর্থাৎ আমার সাধিত ক্ষমাপ্রাপ্তির উপায় দ্বারা। অতএব বাক্যদ্বারা ক্ষমা আমার ওষ্ঠাধর হইতে চুম্বনের সহিত গ্রহণ কর; এবং কার্য্যদ্বারা ক্ষমা পরে প্রকাশিতব্যমতে গ্রহণ করিবে। (যোহন ২০; ২০। পরমগীত ১; ২)

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি তাহাদিগকে অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন, তাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ পরম আহ্লাদে প্রফুল্ল হইল। পরে তিনি তাহাদিগকে দ্বারের উপরিস্থ ছাতে লইয়া গিয়া, যে কার্য্যদ্বারা তাহাদের পরিত্রাণ হয়, তাহা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, ইহার পরে পথগমন সময়ে তোমরা তাহার দর্শন পুনর্ব্বার পাইয়া সান্ত্বনাযুক্ত হইবে।

পরে তিনি তাহাদিগকে নীচস্থ এক রম্য বৈঠকখানায় রাখিয়া কিছু কালের জন্যে প্রস্থান করিলেন; তখন তাহারা পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিল, খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, আমরা যে এই স্থানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, এ জন্যে আমার কতই না আনন্দ হইতেছে!

করুণা। তোমারত আনন্দ হইবেই, কিন্তু আমার আনন্দ উথলিয়া উঠিবার বিশেষ কারণ আছে।

খ্রীষ্টীয়ানী। যখন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আঘাত করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না, বিশেষতঃ যখন ভয়ঙ্কর কুক্কুর আমাদিগের প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, সমস্ত পরিশ্রম বুঝি বিফল হইল।

করুণা। তুমি সানুগ্রহে গৃহীতা হইলে আমি যখন বাহিরে একা পড়িয়া ছিলাম, তখন আমার আর পর নাই ভয় হইয়াছিল। বিশেষতঃ সে সময়ে আমি ভাবিলাম, "দুই

স্ত্রী যাঁতা পিষিলে এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে।" (মথি ২৪ ; ৪১।) আমাকে ধর্ম্ম-গ্রন্থের এই বাক্য বুঝি সফল হইল, আর আমার সর্ব্বনাশ হইল, অনেক কষ্টে এই চীৎকার শব্দ করিলাম না। দ্বারেও আর আঘাত করিতে আমার সাহস হইল না; কিন্তু দ্বারের উপরে যাহা লিখিত আছে, তাহার প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে আশ্বাস জন্মিল। শেষে পুনর্ব্বার আঘাত না করিলে আমাকে মরিতে হইবে, নিশ্চয় জানিয়া, আঘাত করিতে লাগিলাম! কিন্তু কি প্রকারে আঘাত করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, কেননা মরি কি বাঁচি, সে সময়ে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান ছিল না।

খ্রীষ্টীয়ানী। তুমি কেমন করিয়া আঘাত করিয়াছিলে, তাহা কি জান না? আমি জানি; তুমি এমন জোরে আঘাত করিয়াছিলে যে, তাহার শব্দ শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। ভাবিলাম, তেমন আঘাত ইহ জন্মে শুনি নাই। তুমি যেন বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবে, অবথা চড়াউ করিয়া রাজ্য হস্তগত করিবে, আমার এমন বোধ হইয়াছিল। (মথি ১১;১২।)

করুণা। হায়, আমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে কে না তেমন করিত? তুমি দেখিয়াছিলে যে, আমার সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ ছিল, এবং নিকটে এক ভয়ানক কুক্কুরও ছিল। অতএব আমার মত ভীত হইলে কে না প্রাণপণে আঘাত করিবে? কিন্তু বল দেখি, আমার এই অভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে প্রভু কি বলিয়াছেন? তিনি কি আমার উপর রাগ করেন নাই?

খ্রীষ্টীয়ানী। তিনি তোমার ঠকঠকানি শব্দ শুনিয়া অপরূপ মৃদু হাসি হাসিয়াছিলেন। তিনি, বোধ হয়, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে সন্তুষ্টই হইয়াছেন; কেননা তিনি অসন্তোষের কোন লক্ষণ দেখান নাই। কিন্তু তিনি কেন যে এমন কুক্কুর রাখেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

ইহা পূর্ব্বে জানিলে, আমার এরূপ সাহস করিতে ভরসা হইত না। যাহা হউক এখন যে ভিতরে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছি, ইহাতে বড়ই আনন্দ হইতেছে।

করুণা। তুমি যদি ভাল বোধ কর, তবে দ্বারবান আবার নামিয়া আইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি কি নিমিত্তে আপনার উঠানে এমন কদর্য্য কুক্কুর রাখেন, কিন্তু ভরসা করি, তিনি ইহাতে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না?

তাহাতে বালকেরা বলিল, হাঁ জিজ্ঞাসা করিও। বরং ঐ কুক্কুরকে ফাঁশি দিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিও, নতুবা এ স্থান হইতে যাইবার সময়ে আমাদিগকে কামড়াইবে।

কিয়ৎকাল পরে দ্বারবান পুনর্ব্বার তাহাদের নিকটে নামিয়া আইলেন। তখন করুণা তাঁহার নিকটে ভূমিষ্ঠ হইয়া আরাধনা করিয়া বলিল, আমি এক্ষণে ওষ্ঠদ্বারা স্তুতিবাদরূপ যে নৈবিদ্য আপনকার সমক্ষে উৎসর্গ করি, তাহা আপনি গ্রাহ্য করুন।

দ্বারবান করুণাকে বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক; উঠিয়া দাঁড়াও।

কিন্তু সে তদ্রূপে পড়িয়া থাকিয়া বলিল, হে প্রভো, আপনকার সহিত বিবাদ করিতে গেলে আপনি যথার্থ থাকিবেন, তথাপি আমি বিচারাজ্ঞার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। (যিরি ১২; ১, ২।) যাহাকে দেখিলে আমাদের মত দুর্ব্বল স্ত্রীলোক ও বালকগণ ভয়ে আপনকার দ্বারহইতে দৌড়িয়া পলাইতে উদ্যত হয়, আপনি কি নিমিত্তে এমন দুর্দ্দান্ত কুক্কুর রাখিয়াছেন?

তিনি উত্তর করিলেন, সেই কুক্কুরের কর্ত্তা আমি নহি; সে অন্য এক জনের উঠানে রুদ্ধ আছে, কিন্তু আমার যাত্রিরা তাহার ঘেউ২ শব্দ শুনিতে পায়। দূরে ঐ যে গড় দেখিতেছ, সে ঐ গড়ের কুক্কুর; কিন্তু সে এ স্থানের প্রাচীর

পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ভয় পাইয়া অনেক সাধু যাত্রী মিথ্যা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সত্য আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার কর্ত্তা আমার প্রতি কিম্বা আমার লোকদিগের প্রতি সদ্ভাব প্রযুক্ত নয়; যাত্রিরা যেন আমার নিকট না আইসে, এবং এই দ্বারে প্রবেশ করিবার মানসে আঘাত করিতে যেন ভয় পায়, এই অভিপ্রায়ে তাহাকে রাখিয়াছে। কখন২ ঐ কুক্কুর প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আমার কোন২ প্রিয় ব্যক্তিকে তাড়া করিয়াছে। যদিও আমি তাহার এই সকল ব্যবহার এ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া আসিতেছি, তথাপি অবিলম্বে আমার যাত্রিদিগকে সময়োচিত সাহায্য করিয়া থাকি, তাহার মুখে পড়িতে দিই না; সুতরাং সে আপন কুক্কুর স্বভাবসুলভ কর্ম্ম করিতে পারে না। হে আমার মুক্তি-পাত্র, তুমি যদি অগ্রে জানিতে, বোধ করি, এই কুক্কুর হইতে ভীতা হইতে না। যে ভিক্ষুকেরা দ্বারে২ বেড়ায়, তাহারা ভিক্ষার আশাতে কুক্কুরের তর্জ্জন গর্জ্জন ও দংশন কিছুই মানে না; তবে অনিশ্চিত যে কুক্কুর অন্য লোকের বাটীতে থাকে, এবং যাহার চীৎকার শব্দ আমি যাত্রিদের হিতবর্দ্ধক করিয়া তুলি, এমন কুক্কুর কি আমার লোকদের বাধা জন্মা-ইবে? আমি তাহাদিগকে সিংহের মুখহইতে রক্ষা করি, এবং আমার প্রিয়জনকে কুক্কুরের পরাক্রম হইতে উদ্ধার করি। (গীত ২২; ২০, ২১।)

করুণা। আমি নিজ অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি; স্বীকার করি, আপনি সকলই মঙ্গলের জন্য করেন।

তদনন্তর খ্রীষ্টীয়ানী আপনাদের যাত্রার প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া পথের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে দ্বারবান পাদ প্রক্ষালন করিয়া তাহাদিগকে ভোজন পান করাইয়া, পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ানীর স্বামির সম্বন্ধে যেরূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ

তাহাদিগকেও আপনার নিরূপিত পথে চলিতে শিক্ষা দিলেন।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তাহারা পথে গমন করিতে লাগিল, এবং সে সময়ের বাতাসাদি তাহাদের অনুকূল ছিল। পরে খ্রীষ্টীয়ানী এই গীত গান করিতে লাগিল।—

যাত্রিকী হইয়া যাত্রা করিনু যে দিনে।
ধন্য বলি সেই দিন মানি আমি মনে॥
আর ধন্য অগ্রগণ্য সেই মহাজন।
এই শুভ পথে যিনি করিলা চালন॥
অনন্ত জীবন জন্য উদ্যোগ করিতে।
বিলম্ব হইল বটে আমার তাহাতে॥
এই ক্ষণে ধাইতেছি যত আছে বল।
না যাওয়া অপেক্ষা হয় বিলম্বেতে ফল॥
অশ্রুপাত পরিণামে আনন্দ হইল।
ভয় পরিণামে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল॥
অতএব সত্য বটে বচন বিশেষ।
যাত্রারম্ভে জানা যায় যাত্রার যে শেষ॥

---

৩ অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ানীর ও তাহার সহযাত্রিদিগের গন্তব্য পথের পার্শ্বস্থ প্রাচীরের অন্য দিকে একটী উদ্যান ছিল. পূর্ব্বোক্ত গর্জ্জনকারী কুক্কুরের কর্ত্তা সেই বাগানের স্বামী। উদ্যানের কতক গুলি বৃক্ষের শাখা প্রাচীরের উপর দিয়া হেলিয়া পড়াতে কোন২ পথিক তাহার ফল সুপক্ক দেখিয়া পাড়িয়া খাইত; কিন্তু তাহাতে তাহাদের পীড়া হইত। খ্রীষ্টীয়ানীর বালকেরা ঐ সকল বৃক্ষ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বাল-

স্বভাবসুলভ লোভ বশতঃ ফল পাড়িয়া খাইতে লাগিল। তজ্জন্য মাতা অনুযোগ করিল, তথাপি তাহারা খাইতে ক্ষান্ত হইল না।

তখন মাতা বলিল, বৎসগণ, তোমরা আজ্ঞালঙ্ঘন করিতেছ; এই ফল আমাদের নয়।

কিন্তু সে ফল যে শত্রুর, খ্রীষ্টীয়ানী তাহা জ্ঞাত ছিল না। যদি জানিত, বোধ হয়, ভয়ে নিশ্চয়ই মরণাপন্ন হইত। যাহা হউক, তাহারা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পথের মাথা হইতে দুই রশি ভূমি গমন করিলে পর তাহারা অকস্মাৎ দুই জন কুৎসিত ব্যক্তিকে তাহাদের দিকে বেগে আসিতে দেখিতে পাইল। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সখী করুণা পথে না দাঁড়াইয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া, বালকগণকে অগ্রে লইয়া গেল। তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ দুই জন মনুষ্য নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিল। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, দূরে দাঁড়াও, কিম্বা ভাল মানুষের ন্যায় আপন পথে চলিয়া যাও। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তি বধিরের ন্যায় খ্রীষ্টীয়ানীর কথা না শুনিয়া বরং তাহাদের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল; তখন খ্রীষ্টীয়ানী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে লাথি দেখাইতে লাগিল, এবং করুণাও সাধ্যমত তাহাদিগকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল। খ্রীষ্টীয়ানী তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বলিল, দূর হও, চলিয়া যাও; আমরা যাত্রী, আমাদের কাছে টাকা কড়ি নাই, এবং বন্ধু বান্ধবের দয়াতে আমাদের প্রতিপালন হয়।

তখন তাহাদের এক জন উত্তর করিল, আমরা ধনের জন্যে তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসি নাই, কিন্তু বলিতে আসিয়াছি যে, যদি তোমরা আমাদের একটী সামান্য অনুরোধ রক্ষা কর, চিরকাল রাজরাণী হইয়া সুখে থাকিবে

খ্রীষ্টীয়ানী এই কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া পুনরপি উত্তর করিল, আমরা তোমাদের কথা কোন মতে শুনিব না ; আর তোমরা যাহা বলিবে মনে করিতেছ, তাহাতে সম্মতও হইব না। আমরা ব্যস্ত আছি, বিলম্ব সহে না ; আমরা প্রাণরক্ষার্থে প্রাণপণে চলিতেছি।

ইহা বলিয়া খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিনী ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে ছাড়াইয়া যাইতে আবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণের হিংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা আর কিছু চাই। ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হাঁ, আমি বুঝিয়াছি ; আমাদের শরীর ও আত্মা উভয়ই নষ্ট করিবার জন্যে তোমরা আসিয়াছ। আমরা এখানে বরং মরিব, তথাপি যাহাতে আমাদের ভাবি মঙ্গলের বাধা জন্মে, এমন ফাঁদে কখন পা দিব না।

এই বলিয়া তাহারা উভয়ে ডাকাইত২ বলিয়া চীৎকার শব্দদ্বারা স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমরক্ষক ব্যবস্থার আশ্রয় লইল। (দ্বিং বিং ২২ ; ২৫-২৭।) তথাপি তাহাদিগকে পরাস্ত করণাশয়ে ঐ দুই ব্যক্তি বার২ আক্রমণ করিল, তাহাতে তাহারা আবার চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল।

এই সময়ে প্রবেশদ্বারহইতে বিস্তর দূর গমন না করাতে যাত্রিদের চীৎকার ধ্বনি সেই স্থান হইতে শুনা গেল, তাহাতে গৃহস্থদের এক জন বাহির হইয়া খ্রীষ্টীয়ানীর স্বর চিনিল, তজ্জন্য তাহার উপকারার্থে দৌড়িয়া আসিল, দেখিল যে, স্ত্রীলোকেরা বড় বিপদে পড়িয়াছে, এবং বালকেরা নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছে। তখন তাহাদের উদ্ধারার্থে আগত ব্যক্তি ঐ দুরাচারদিগকে ডাকিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, এ কি করিতেছ? আমার প্রভুর লোকদিগকে কি আজ্ঞালঙ্ঘন করাইতে চাহ?

অনন্তর তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলে তাহারা বেড়া ডিঙ্গাইয়া উক্ত কুক্কুরের স্বামির বাগানে পলাইয়া গেল, সেখানে সেই কুক্কুর তাহাদের রক্ষক হইল। পরে উদ্ধারক স্ত্রীলোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন? তোমাদের কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? তাহারা উত্তর করিল, আপনকার প্রভুর অনুগ্রহে আমরা কুশলে আছি, আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই; কেবল ভয় মাত্র পাইয়াছি। আর আপনি যে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেন, ইহাতে আমরা আপনকার নিকটও অনুগ্রহ স্বীকার করিতেছি। আপনি না আইলে আমরা শত্রুকর্তৃক নিঃসন্দেহ পরাস্ত হইতাম।

এই প্রকার কথোপকথনান্তর উপকারক বলিল, তোমরা স্ত্রীজাতি, অতি দুর্ব্বলা; ইহা জানিয়াও দ্বারে অতিথি হওন কালে প্রভুর কাছে এক জন পথপ্রদর্শকের নিমিত্তে যে প্রার্থনা কর নাই, ইহাতে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; কেননা প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই দিতেন, এবং তোমরা এই সকল ক্লেশ ও বিপদ এড়াইতে পারিতে।

খ্রীষ্টীয়ানী। হায়, আমরা বর্ত্তমান সুখে এমন মুগ্ধ ছিলাম যে, ভাবি আপদের চিন্তা আমাদের মনেও হয় নাই। আর রাজবাটীর এত নিকটে যে এমন দুষ্ট লোকেরা লুকাইয়া থাকে, ইহা কে মনে করিতে পারে? বাস্তবিক প্রভুর কাছে এক জন পথপ্রদর্শকের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে আমাদের মঙ্গল হইত। সে যাহা হউক, ইহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে, জানিয়াও তিনি যে আমাদের সঙ্গে এক জনকে আপনা হইতে পাঠান নাই, ইহাতেই আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

উপকারক। অপ্রার্থিত বিষয় প্রদান করা সর্ব্বদা আবশ্যক নহে; তাহা করিলে সে বিষয়ের তত আদর থাকে না। কিন্তু যে বিষয়ের অভাবে যাহার ক্লেশ জন্মে, সে বিষয় তাহার পক্ষে প্রকৃত পক্ষে বহুমূল্য; এবং পাইলে পরে সে

যত্নপূর্ব্বক তাহার ব্যবহার করে। আমার প্রভু যদি তোমাদিগকে এক জন পথদর্শক দিতেন, তবে তাহার জন্য প্রার্থনা না করাতে যে ত্রুটি হইয়াছে, সে জন্য এক্ষণে যেরূপ বিলাপ করিতেছ, সেরূপ করিতে না। এই রূপে সকল ঘটনা মিলিয়া তোমাদের মঙ্গল সাধন করে, এবং তোমাদিগকে অধিক সাবধান করিয়া তুলে।

খ্রীষ্টীয়ানী। আমরা কি প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাইয়া আপনাদের দোষ স্বীকারপূর্ব্বক এক জন পথপ্রদর্শক যাচ্ঞা করিব ?

উপকারক। তোমাদের দোষ স্বীকারের কথা আমি তাঁহাকে জানাইব ; ফিরিয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদের গন্তব্য পথে কোন স্থানে কিছুরই অভাব হইবে না, কেননা যাত্রিদের নিমিত্তে পথের পার্শ্বে আমার প্রভু যে সকল বাসাবাটী স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে অতিথিদিগের সকল আপদ নিবারণার্থে প্রয়োজনীয় সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রতি তিনি যেন সেই সকল অনুগ্রহ করেন, এই জন্যে তাঁহার কাছে তাহাদের প্রার্থনা করা উচিত। (যিহিষ্কেল ৩৬ ; ৩৭।) যাহা প্রার্থনীয় নহে, তাহার আর মূল্য কি ?

এই কথা বলিয়া তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন, এবং যাত্রিরাও আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

করুণা। এ কেমন অনপেক্ষিত দুর্ঘটনা ! আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমরা সকল আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, আর কোন দুঃখ হইবে না।

খ্রীষ্টীয়ানী। ভগিনি করুণে, এই আপদ বিষয়ে আমি তোমার দোষ দিতে পারি না, কেননা তাহা তোমার অনপেক্ষিত বটে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার দোষ অধিক হইয়াছে, কেননা গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে এই আপদ দেখিয়াও

আমি তাহা নিবারণের উপায় চেষ্টা করি নাই। বাস্তবিক আমার বড় অপরাধ হইয়াছে।

করুণা। তুমি বাটী হইতে আসিবার পূর্ব্বে ইহা কি প্রকারে জানিয়াছিলে? আমাকে বুঝাইয়া দেও।

খ্রীষ্টীয়ানী। আচ্ছা, বলি শুন। বাটী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এক রাত্রে আমি শয্যায় ঘুমাইয়া ছিলাম, এমন সময়ে এই বিষয়ে এক স্বপ্ন দেখি। দেখিলাম, যেন অবিকল এই দুই ব্যক্তি আমার পাছতলায় দাঁড়াইয়া আমার পরিত্রাণের বাধা জন্মাইবার জন্য মন্ত্রণা করিতেছে। তাহাদের কথা গুলি অবিকল বলিতে পারি। আমাকে মনোদুঃখে মগ্না দেখিয়া তাহারা বলিয়াছিল, এই স্ত্রীলোকের বিষয়ে কি করিব? কেননা জাগ্রৎ বা নিদ্রা সময়ে এ সর্ব্বদা ক্ষমা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় উচ্চ প্রার্থনা করে; ইহাকে যদি নিবৃত্ত করা না যায়, তবে ইহার স্বামিকে যেমন হারাইয়াছি, ইহাকেও তেমনি হারাইব। অতএব সেই স্বপ্নদর্শনে যদি আমি সতর্ক হইয়া, সময় থাকিতে রক্ষা পাইবার উপায় দেখিতাম, ভাল হইত।

করুণা। এই ত্রুটিতে আমরা যেমন আপন২ দোষ দর্শনের সুযোগ পাইয়াছি, তদ্রূপ আমাদের প্রভুও তাহা আপন কৃপার বাহুল্য প্রকাশ করিবার সুযোগ জ্ঞান করিয়াছেন; কেননা দেখ, আমরা প্রার্থনা না করিলেও তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আপন সদিচ্ছাক্রমে পরাক্রান্তদের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

এই রূপ কথোপকথনে আর কিঞ্চিৎ কাল গত হইলে, তাহারা যাত্রিদের উপকারার্থে পথের পার্শ্বে নির্ম্মিত এক গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; সেটী অর্থকারকের গৃহ। তাহার বিবরণ যাত্রিকের গতির প্রথম ভাগে বিস্তারিত রূপে কথিত আছে। তাহারা ঐ গৃহদ্বারের নিকটে উপস্থিত

হইয়া, গৃহমধ্যে লোকের কথোপকথন শুনিতে পাইল। তাহারা কান পাতিয়া শুনিল, খ্রীষ্টীয়ানীর নামোল্লেখ হইতেছে। তাহার কারণ এই, খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানদের যাত্রা বিষয়ক জনরব তাহাদের অগ্রে তথায় উপস্থিত হওয়াতে ঐ গৃহস্থেরা শুনিয়াছিল, খ্রীষ্টীয়ানের যে ভার্য্যা পূর্ব্বে যাত্রা করিতে কোন মতে সম্মতা ছিল না, সে এই, ইহাতে পরম আহ্লাদিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়ানী তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরকার লোকদের মুখে আপনার প্রশংসা শুনিতে পাইয়া, চমৎকৃতা হইয়া, সঙ্গিদের সহিত কিঞ্চিৎ নীরবে রহিল। পরে খ্রীষ্টীয়ানী পূর্ব্ববৎ এ দ্বারেও আঘাত করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধমতি নাম্নী এক যুবতী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, দুইটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। সেই যুবতী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এখানে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহ?

খ্রীষ্টীয়ানী। এ বাটী যাত্রিদের নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে, শুনিয়াছি। আমরা যাত্রিক, অতএব এখানে যেন আতিথ্য পাই, এই আমাদের প্রার্থনা। আর তুমি দেখিতেছ, দিবা অবসান প্রায়, আজি আর অধিক দূর যাইতে চাহি না।

শুদ্ধমতি। নাম কি? অনুগ্রহ করিয়া বল। আমি ভিতরে যাইয়া আমার প্রভুকে জ্ঞাত করি।

খ্রীষ্টীয়ানী। আমার নাম খ্রীষ্টীয়ানী; কএক বৎসর হইল, এই পথ দিয়া খ্রীষ্টীয়ান নামে যে যাত্রী গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার স্ত্রী; এবং এই চারিটী তাঁহারই সন্তান। আমার সঙ্গিনী এই যুবতীও যাত্রিক।

শুদ্ধমতি ত্বরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ লোকদিগকে বলিল, দ্বারে কে দাঁড়াইয়া আছে, তোমরা জান? খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানেরা এবং এক জন সঙ্গিনী এখানকার আতিথ্যের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে। এই কথা

শুনিয়া তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে২ গিয়া আপনাদের কর্ত্তাকে সংবাদ দিল। তিনি দ্বারে আসিয়া খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই খ্রীষ্টীয়ান যাত্রী হইবার সময়ে যাহাকে পশ্চাৎ রাখিয়া গিয়াছিল, তুমি কি সেই খ্রীষ্টীয়ানী ?

খ্রীষ্টীয়ানী। হাঁ, মহাশয়। যে স্ত্রী আপন স্বামির দুঃখ হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে একাকী যাইতে দিয়াছিল, সেই নিষ্ঠুরমনা স্ত্রী আমি ; আর এই চারিটী বালক তাঁহার সন্তান। কিন্তু এখন আমিও আসিয়াছি, কেননা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি, এ পথ ভিন্ন আর সত্য পথ নাই।

অর্থকারক। "এক জন আপন পুত্রকে বলিয়াছিল, বৎস, যাও, অদ্য আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর। তাহাতে সে কহিল, আমার ইচ্ছা নাই ; তথাপি পরে অনুতাপ করিয়া গমন করিল।" ধর্ম্মগ্রন্থের এই বাক্য এক্ষণে সফল হইল। (মথি ২১ ; ২৯।)

খ্রীষ্টীয়ানী। তাহাই হউক। ঈশ্বর সেই বাক্য আমার বিষয়েও সত্য করিয়া শেষে আপনার কাছে আমাকে কলঙ্ক-শূন্য ও দোষরহিত করিয়া শান্তিতে উপস্থিত হইতে দিউন।

অর্থকারক। তুমি এতক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছ কেন ? হে ইব্রাহীমের কন্যে, ভিতরে আইস, আমরা এই মাত্র তোমার বিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম, কেননা তোমার যাত্রিক হইবার সম্বাদ আমাদের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে। হে বৎসগণ, ভিতরে আইস ; হে যুবতি, ভিতরে আইস !

এই রূপে তিনি সকলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

তাহারা ভিতরে গেলে, গৃহস্বামী তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি করিলেন। পরে যাত্রিদের সেবাতে নিযুক্ত কেহ কেহ তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্তে নিকটে আসিয়া,

খ্রীষ্টীয়ানী যে যাত্রিক হইয়াছে, এ নিমিত্ত আহ্লাদ প্রযুক্ত সকলেই প্রফুল্লবদন হইল। এবং বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহভাবে তাহাদের মুখে হাত বুলাইতে লাগিল, এবং করুণার প্রতিও সেই রূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া, সকলকে সাদরে তাহাদের প্রভুর গৃহে গ্রহণ করিল।

অপর রাত্রির ভোজ প্রস্তুত হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকাতে অর্থকারক তাহাদিগকে অর্থসূচক গৃহ সকলে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টীয়ানীর স্বামিকে যাহা২ দেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইলেন। ফলতঃ সেই পিঞ্জরবদ্ধ মনুষ্য, সেই স্বপ্নদর্শক এবং খড়্গদ্বারা শত্রুমধ্য দিয়া পথ মুক্তকারী সেই যোদ্ধা, আর সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধার চিত্রিত মূর্ত্তি ইত্যাদি যত ধর্ম্মজ্ঞান-বর্দ্ধক বিষয় খ্রীষ্টীয়ান দেখিয়াছিল, তাহারাও সে সমস্ত দেখিল।

অনন্তর খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিগণ ঐ সকল বিষয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে পর, অর্থকারক তাহাদিগকে তথাহইতে আর এক ঘরে লইয়া গেলেন, সেখানে তাহারা দেখিল, এক ব্যক্তি অনবরত অধোদৃষ্টে কঙ্কাল-সংগ্রাহক অস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটে দণ্ডায়মান অন্য এক ব্যক্তি তাহার মস্তকের উপরে স্বর্গীয় মুকুট ধরিয়া ঐ কঙ্কালসংগ্রাহক আঁচড়ার বিনিময়ে ঐ মুকুট তাহাকে দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তি এক বারও মনো-যোগ কিম্বা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভূমিতে পতিত তৃণ কুচা ধূলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে।

খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, বোধ করি, ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিয়াছি। ইহা সাংসারিকমনা লোকের দৃষ্টান্ত। মহাশয় কি বলেন?

অর্থকারক। ঠিক বলিয়াছ; ঐ কঙ্কালসংগ্রাহক অস্ত্র তাহার সাংসারিক মনের দৃষ্টান্ত। আর মস্তকের উপরে

স্বর্গীয় মুকুট হাতে করিয়া যে ব্যক্তি উহাকে আহ্বান করি-তেছেন, তাঁহার বাক্য শ্রবণাপেক্ষা বরং ভূমিস্থিত ধূলি কুচা তৃণাদি সংগ্রহ করণে তাহার মনোযোগ অধিক। ইহাতে এই বুঝায় যে, কেহ২ স্বর্গের বিষয় গল্পমাত্র ও ঐহিক বিষয়কেই সার জ্ঞান করে। তোমাকে আরো দেখান গিয়াছে যে, এই ব্যক্তি নিম্ন দিকে বই অন্য কোন দিকে দৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার অর্থ এই যে, সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যের মন দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলে তাহার অন্তঃকরণ ঈশ্বর হইতে এক-বারে দূরীভূত হয়।

খ্রীষ্টীয়ানী। এত জঞ্জাল জড় করণ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। (হিতো ৩০ ; ৮।)

অর্থকারক। বহুকাল এক কোণে পড়িয়া থাকাতে, এই প্রার্থনারত্নটীতে মলা ধরিয়াছে। আমাকে ধনাঢ্যতা দিও না, এ প্রার্থনা দশ সহস্র লোকের মধ্যে প্রায় এক জনেও করে না। বর্ত্তমান লোকেরা প্রায় সকলে কুচা তৃণ ধূলি ইত্যাদিকে মহাবস্তু জ্ঞান করিয়া তাহারই অনুসন্ধান করে।

ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী ও করুণা অশ্রুপাত পূর্ব্বক বলিল, হায়! এ কথা বাস্তবিক যথার্থ।

অর্থকারক ঐ সকল বিষয় দেখাইবার পর বাটীর সর্ব্বো-ত্তম কুঠরীতে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া বলিলেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ইহাতে ফলজনক কোন দ্রব্য দেখিতে পাও কি না? তখন তাহারা বারম্বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না; কেননা সেই কুঠরীতে আর কিছু ছিল না, কেবল একটা বড় মাকড়সা দেওয়ালে ছিল; তাহারা তাহার উপেক্ষা করিয়াছিল।

করুণা বলিল, মহাশয়, আমি কিছুই দেখিতে পাই না। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানী নীরবে রহিল।

অর্থকারক বলিলেন, আবার দেখ। তখন সে পুনর্ব্বার

দেখিয়া বলিল, আমি দেখিতেছি, কেবল একটী কদর্য্য মাকড়সা দেওয়াল ধরিয়া ঝুলিতেছে, ইহা ছাড়া এখানে কিছুই নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বড় কুঠরীতে কি কেবল একটী মাকড়সা বই নাই?

এই কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানীর চক্ষে জল আসিল। তাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, সে কহিল, প্রভো, এ খানে একটী নয়, অনেক মাকড়সা আছে, এবং উহার গরল অপেক্ষা সে গুলির গরল বেশি সাংঘাতিক।

অর্থকারক হাস্যবদনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, যথার্থ বলিয়াছ।

ইহাতে করুণা লজ্জিতা হইল এবং বালকেরা স্ব২ মুখ ঢাকিল; কারণ তাহারা সকলেই তখন সেই দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল।

অর্থকারক পুনরপি বলিলেন, দেখ, মাকড়সা হস্ত পাদদ্বারা ভিত্তি ধরে, এবং রাজার অট্টালিকাতেও থাকে। (হিতো৹ ৩০; ২৮।) এই কথা কেন লিখিত আছে, জান? ইহার তাৎপর্য্য এই, পাপরূপ গরলে যত কেন পরিপূর্ণ হও না, তথাপি তোমরা বিশ্বাসরূপ হস্তদ্বারা ভিত্তি ধরিয়া ঊর্দ্ধস্থিত রাজগৃহের সর্ব্বোত্তম কুঠরীতে বাস করিতে পার।

খ্রীষ্টীয়ানী। এবিষয়ে আমিও কিছু২ চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু সমস্ত বুঝিতে পারি নাই; আমি বুঝিয়াছিলাম, আমরাও মাকড়সাস্বরূপ, অতি উত্তম গৃহে থাকিলেও দেখিতে অতি কদর্য্য। কিন্তু অতি কদাকার ও গরলবিশিষ্ট মাকড়সা হইতে আমাদিগের যে বিশ্বাসের ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত, তাহা আমি মনে করি নাই। সে স্বহস্তে ভিত্তি ধরিয়া গৃহের সর্ব্বোত্তম কুঠরীতে বাস করে; ঈশ্বর কোন বস্তুই নিরর্থক নির্ম্মাণ করেন নাই।

তখন তাহাদের সকলকে আহ্লাদিত বোধ হইলেও তাহারা অশ্রুপূর্ণ চক্ষে পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া অর্থকারকের নিকটে মস্তক নত করিল।

অনন্তর তিনি তাহাদিগকে অন্য কুঠরীতে লইয়া গিয়া, একটী কুক্কুটী ও তাহার ছানা সকল দেখাইয়া বলিলেন, ইহারা কি২ করে, খানিকক্ষণ মন দিয়া দেখ। একটী ছানা পাত্রে জল পান করিতে গিয়া প্রতি ঢোকে আকাশপানে মুখ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, দেখ, এই ছানাটি কি করিতেছে? ইহা হইতে শিক্ষা কর যে, তোমাদের সমস্ত মঙ্গল স্বর্গহইতে আইসে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ধন্যবাদসহ তাহা গ্রহণ করা উচিত।

পরে তিনি বলিলেন, পুনশ্চ মনোযোগ করিয়া দেখ। তখন তাহারা দেখিল, সেই কুক্কুটী আপন ছানাদের উদ্দেশে চারি প্রকার শব্দ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথম, সমস্ত দিনের জন্য সাধারণ ডাক। দ্বিতীয়, বিশেষ ডাক; এই ডাক সে কখন২ ডাকে। তৃতীয়, শাবক আচ্ছাদন সময়ে এক স্নেহসূচক ডাক। (মথি ২৩; ৩৭)। চতুর্থ, ভয়সূচক এক উচ্চ ডাক।

তখন তিনি বলিলেন, এই কুক্কুটীকে তোমাদের রাজাস্বরূপ, এবং এই ছানাদিগকে তাঁহার আজ্ঞাবহ প্রজাস্বরূপ মনে কর। কেননা এই কুক্কুটীর ন্যায় তিনি প্রজাদের সহিত আচরণ করেন। ফলতঃ সাধারণ ডাকদ্বারা তিনি কিছুই দেন না; বিশেষ ডাকদ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার কিছু দাতব্য আছে; শরণাগতগণের নিমিত্তে তাঁহার স্নেহসূচক এক ডাক আছে; এবং শত্রু উপস্থিত দেখিলে লোকদিগকে সতর্ক করণার্থ চীৎকার রব আছে। বৎসগণ, এই প্রকার বিষয় এই কুঠরীতে থাকাতে এখানে তোমাদিগকে আনা বিহিত বোধ করিয়াছিলাম, কেননা তোমরা স্ত্রীজাতি; এ সকল তোমাদের সহজে বোধগম্য হয়।

খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, মহাশয়, আমাদিগকে আরও কিছু দেখাইতে আজ্ঞা হয়। তখন তিনি তাহাদিগকে কশাইখানায় লইয়া গেলেন। সেখানে এক জন কশাই একটী মেষ বধ করিতেছিল। সেই মেষটী নীরবে ধৈর্য্যসহ প্রাণ দিল অর্থকারক বলিলেন, এই মেষহইতে সহিষ্ণুতা শিক্ষা কর কেহ অপকার করিলে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহ্য করিবে দেখ, ঐ মেষ কেমন শান্তভাবে মৃত্যু স্বীকার করিতেছে চর্ম্ম উল্টাইয়া কান পর্য্যন্ত আনিয়াছে, তথাপি আপত্তি নাই। তোমাদের রাজা তোমাদিগকে আপনার মেষ বলেন।

তৎপরে অর্থকারক তাহাদিগকে নানাবিধ পুষ্পে শোভিত স্বীয় উদ্যানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই সকল দেখিতেছ?

খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হাঁ, দেখিতেছি।

অর্থকারক পুনর্ব্বার বলিলেন, দেখ, এই সকল পুষ্প আকার, স্বভাব, বর্ণ, গন্ধ এবং গুণে ভিন্ন২, এবং কোন২ পুষ্প কোন২ পুষ্প অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মালী যেটীকে যেখানে রোপণ করিয়াছে, সেটী সেই খানেই আছে; কেহ কাহারো সহিত বিবাদ করে না।

অনন্তর যে ক্ষেত্রে তিনি গোধূমাদি শস্য বপন করিয়াছিলেন, সেই খানে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। তাহারা দেখিল, শস্যের ডগা সকল কাটা হইয়াছে, কেবল খড় অবশিষ্ট আছে। তিনি বলিলেন, এই ভূমিতে সার দিয়া চাল বহিয়া বীজ বপন করা গিয়াছিল; এক্ষণে ইহাতে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা কি করিব?

খ্রীষ্টীয়ানী। কতক পোড়াইয়া ফেলুন, আর কতক সার করুন।

অর্থকারক। দেখ, লোকেরা ফলেরই আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু ফল না থাকিলে সুধু তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ বা পদতলে

দলিত করিয়া থাকে। সাবধান, যেন সেরূপ বিচারে তোমরা আপনাদিগকে দোষী না কর।

তাহারা বাহির হইতে যখন গৃহে আসিতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, একটী ক্ষুদ্র বুল্‌বুল পক্ষীর মুখে একটা বৃহৎ মাকড়সা রহিয়াছে। অর্থকারক বলিলেন, এক বার দেখ। তাহারা চাহিয়া দেখিতে লাগিল, দেখিয়া করুণা আশ্চর্য্য বোধ করিল।

খ্রীষ্টীয়ানী। কি কদর্য্য! এই বুলবুল্ পক্ষী কত পক্ষী অপেক্ষা ভাল, এবং মনুষ্যের সহবাস কেমন ভাল বাসে! সেও কি এমন অত্যাচার করে? আমি মনে করিয়াছিলাম, উহারা ক্ষুদ কণা প্রভৃতি ভাল দ্রব্য খায়; এখন আমি এ পাখী আর দুই চক্ষে দেখিতে পারি না।

অর্থকারক। এই বুলবুল্ পক্ষী একটী দৃষ্টান্ত, ইহা-দ্বারা ধর্ম্মবেশধারি অনেক লোকের বর্ণন করা যায়; কেননা তাহারা স্বর, বর্ণ ও আচরণ সম্বন্ধে এই পক্ষির ন্যায় দেখিতে সুন্দর, বিশেষতঃ যাহারা নিতান্ত অকপট ধার্ম্মিক, তাহাদের প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া দেখায় সে, ধার্ম্মিকদের সহিত সদালাপে তাহাদের মন পরিতৃপ্ত হয়। এই ছল করিয়া তাহারা সর্ব্বদা ধার্ম্মিকদের গৃহে এবং ঈশ্বরের ভজনা-লয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু একাকী থাকিলে ঐ বুলবুল্ পক্ষির ন্যায় মাকড়সা ধরিয়া গিলিয়া থাকে, অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া, অধর্ম্ম পান, এবং পাপকে জলের ন্যায় উদরস্থ করে।

তাহারা গৃহে ফিরিয়া আইল, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য তখনও প্রস্তুত না হওয়াতে, খ্রীষ্টীয়ানী অর্থকারককে নিবেদন করিল, অনুগ্রহ করিয়া হিতজনক আর কোন২ বিষয় দেখাইতে অথবা বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক।

অর্থকারক বলিতে লাগিলেন, শূকর যত পুষ্ট হয়,

ততই কর্দ্দমে থাকিতে ভাল বাসে। গোরু যত পুষ্ট হয়, ততই গর্ব্বসহ কশাইখানায় যায়। এবং কামি ব্যক্তি যত সুস্থ থাকে, ততই তাহার মন কুকর্ম্মে ধাবিত হয়।

বস্ত্র অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত হওয়া যেমন স্ত্রীলোকদের, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা বহুমূল্য, তাহাতে বিভূষিত হওয়া তেমনি মনুষ্যের বাঞ্ছনীয়।

সমস্ত বৎসর জাগিয়া থাকা অপেক্ষা দুই এক রাত্রি জাগরণ যেমন সহজ, দুই এক দিন ঈশ্বরসেবাও তদ্রূপ সহজ বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন তাঁহার সেবায় রত থাকাই বীরের কার্য্য।

ঝড় হইলে প্রাণরক্ষার্থে নাবিকেরা নৌকা হইতে অল্প মূল্য দ্রব্য সকল অকাতরে জলে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু কে প্রথমেই ইচ্ছাপূর্ব্বক বহুমূল্য বস্তু ফেলে? ঈশ্বরাবমানক ভিন্ন আর কেহ তাহা করে না।

একটী ছিদ্রে নৌকা ডুবে, আর একটী পাপে মনুষ্য নষ্ট হয়।

যে কেহ বন্ধুকে বিস্মৃত হয়, সে বন্ধুর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু যে কেহ ত্রাণকর্ত্তাকে বিস্মৃত হয়, সে আপনারই প্রতি নির্দয় হয়।

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া পরলোকে সুখ লাভের আশা করে, সে এরূপ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্যামাঘাস বপন করিয়া ধান্যে গোলাঘর পূর্ণ করিবার প্রত্যাশা করে।

মনুষ্য যদি সদাচারী হইতে চাহে, তবে সর্ব্বদা আপনার শেষ দিন লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করুক; সে দিনটী যেন না ভুলে।

জগতে যে পাপ আছে, ইহার প্রমাণ কর্ণেক্ষপ, ও লোকদের চিন্তার পরিবর্ত্তন।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই জগৎ তুচ্ছ; কিন্তু ইহাই যদি মনু-

যাদের নিকট বহুমূল্য বোধ হয়, তবে ঈশ্বরপ্রশংসিত স্বর্গ কিরূপ!

অশেষ দুঃখসঙ্কুল ইহজীবনে আমরা যখন এতই আসক্ত, তবে স্বর্গীয় জীবন কিরূপ প্রিয়!

মনুষ্যের সৌজন্য দেখিলে সকলেই প্রশংসা করে; কিন্তু ঈশ্বরের সৌজন্যে কাহার মন উপযুক্তরূপে আকর্ষিত হয়?

ভোজন হইলে, প্রায়ই আমাদের পাত্রে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে; সেই রূপ যীশু খ্রীষ্টেতে বিরাজমান গুণ ও পুণ্য জগতিস্থ সমস্ত লোকের প্রয়োজন অপেক্ষাও প্রচুর।

এই সকল কথা সমাপ্ত হইলে অর্থকারক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে স্বীয় বাগানে লইয়া গিয়া একটী বৃক্ষ দেখাইলেন। সেই বৃক্ষের অন্তঃসার জীর্ণ, কিন্তু ত্বক্ ও পত্র সতেজ ছিল। করুণা জিজ্ঞাসিল, ইহার ভাব কি? অর্থকারক বলিলেন, বাহ্য সুন্দর অন্তর্গলিত এই বৃক্ষ ঈশ্বরের উদ্যানস্থ অনেকের দৃষ্টান্ত। তাহারা মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার নিমিত্তে কিছুই করে না। তাহাদের পল্লব অতি সুন্দর, কিন্তু অন্তঃকরণ অসার, কেবল শয়তানের চক্‌মকির শোলা করিবার যোগ্য।

অনন্তর আহার প্রস্তুত ও পরিবেশন হইল, এক জন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল; সকলে আহার করিতে বসিল। যাহারা অর্থকারকের সঙ্গে বাস করিত, তিনি ভোজনকালে প্রতিদিন গীতবাদ্যদ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। বাদ্যকরেরা আসিয়া বাদ্যারম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে এক জন অতি মিষ্ট স্বরে গান গাহিল, সে গাহিল,—

প্রভুই কেবল ভরসা আমার,
তিনিই আমার যোগান আহার।
অতএব যাতে মম প্রয়োজন,
তাহার অভাব না হবে কখন।

গান বাদ্য শেষ হইলে অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাত্রী হইবার জন্য প্রথমে কিসে তোমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল? খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, প্রথমতঃ স্বামিবিয়োগে আমি অতিশয় শোকাকুলা হই, কিন্তু কেবল স্বাভাবিক স্নেহ-প্রযুক্ত তাহা হইয়াছিল। তৎপরে স্বামির যাত্রা ও তদ্ঘটিত কষ্টাদি, এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমি যে নির্দয় ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেই সকল মনে পড়িল। তাহাতে আমি নিজের দোষ টের পাইয়া এমন অস্থির হইয়াছিলাম যে, পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এমন সময়ে শ্বরের অনুগ্রহে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম; দেখিলাম, আমার স্বামী কুশলে আছেন। তিনি যে দেশে বাস করি-তেছেন। সেই দেশের রাজার নিকট হইতে আহ্বানসূচক এক পত্রও পাইলাম। সেই স্বপ্ন ও পত্রদ্বারা আমার মনের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে, আর গৃহে থাকিতে পারি-লাম না।

অর্থকারক। ভাল, বাটী হইতে বাহির হইবার সময়ে কি কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই?

খ্রীষ্টীয়ানী। হাঁ, হইয়াছিল। ভয়শীলা নাম্নী কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া বাধা দিয়াছিল। সিংহের ভয়প্রযুক্ত আমার স্বামিকে পরাঙ্মুখ হইতে যে ব্যক্তি পরামর্শ দিয়া-ছিল, ভয়শীলা তাহারই জ্ঞাতি। যাত্রা কার্য্য অতি বিপদজনক জ্ঞান করিয়া আমাকে সে পাগল বলিয়াছিল। আর সে আমার স্বামির পথঘটিত দুঃখ ক্লেশাদি বর্ণন করিয়া, আমাকে নিরুৎসাহ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিল। তাহাতে আমার মন বড় চঞ্চল হয় নাই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন দুই জন কদাকার ব্যক্তি আমার যাত্রার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য কুমন্ত্রণা করিতেছে। সেই স্বপ্ন দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, এবং এখনও মনে হইলে,

যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে দেখিলেই ভয় হয়, পাছে এ ব্যক্তি আমার অপকার ও আমাকে পথভ্রষ্ট করে। সকলকে জানাইতে চাহি না, কিন্তু কেবল প্রভুকে বলি যে, এই বাটীতে আসিবার পথে প্রবেশ করিবার দ্বার ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, আমরা উভয়ে এমন আক্রান্তা হইয়াছিলাম যে, ডাকাইত২ বলিয়া চেঁচাইতে হইয়াছিল। যে দুই জন আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা স্বপ্নদৃষ্ট দুই ব্যক্তির তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট ছিল।

অর্থকারক পুনর্ব্বার বলিলেন, তোমার আরম্ভটী উত্তম হইয়াছে; অতএব শেষে মঙ্গলের বাহুল্য হইবে।

তদনন্তর তিনি করুণাকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে, এই স্থানে আসিবার জন্য তোমার প্রবৃত্তি কি রূপে জন্মিয়াছিল?

এই কথা শুনিয়া করুণা অধোমুখে ও কম্পিতকলেবরে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল।

অর্থকারক। ভয় করিও না, বিশ্বাস কর; মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল।

করুণা। মহাশয়, আমার অধিক অভিজ্ঞতা নাই, এই জন্য নীরবে থাকিতে চাহি; এবং পাছে অবশেষে অগ্রাহ্য হই, এই ভয় হইতেছে। প্রিয় সখী খ্রীস্টীয়ানীর ন্যায় আমি দর্শন কিম্বা স্বপ্নের কথা বলিতে পারি না, এবং ধার্ম্মিক আত্মীয়দিগের পরামর্শ অবহেলা করিলে যে মনস্তাপ জন্মে, তাহাও জানি না।

অর্থকারক। বৎসে, তবে এরূপ কার্য্য করিতে কি প্রকারে তোমার উৎসাহ জন্মিয়াছিল?

করুণা। আমাদের এই সখী স্থানান্তরে গমন করিবার নিমিত্তে যখন বোচকা বাচ্‌কি বান্ধিতেছিল, তখন হঠাৎ আমি আর একজন স্ত্রীর সহিত ইহাকে দেখিতে যাই। দ্বারে আঘাত

করিয়া আমরা ভিতরে গেলাম। ভিতরে গিয়া ইহাকে এই সকল করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার তাৎপর্য্য কি; এ বলিল, স্বামির নিকটে যাইবার জন্য আমি নিমন্ত্রণ পাইয়াছি, এবং স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি এখন এক আশ্চর্য্য স্থানে অমরগণের সহবাসে থাকিয়া মস্তকে মুকুট ধারণ এবং পরম সুখে বীণা বাদন করিয়া, তথাকার রাজার সহিত একাসনে ভোজন পান এবং সেই স্থানে গৃহীত হওন প্রযুক্ত সর্ব্বদা রাজার স্তুতি গান করিতেছেন। এই সকল শুনিতে২ আমার অন্তঃকরণ জ্বলিয়া উঠিল, মনে২ বলিলাম, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি পিতা, মাতা, জন্মভূমি প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানীর সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিব। এই আশয়ে আরো কথাবার্ত্তা করিয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সকল বিষয় কি সত্য; এবং আমাকে কি তোমার সঙ্গে যাইতে দিতে পার; কেননা আমি তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের নগরে আর বেশি দিন থাকিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু আমি যাত্রাকালে বড় দুঃখিতা হইয়াছিলাম; আমি যে আসিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা নহে, কিন্তু অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব ঐ নগরে রাহিয়া গেল, তাহাদের জন্য মনে দুঃখ হইতেছিল। সে যাহা হউক, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এখন আসিয়াছি, এবং যদি পারি, খ্রীষ্টীয়ানীর সঙ্গে ইহার স্বামির ও তাহার রাজার নিকটে যাইব।

অর্থকারক। তোমার যাত্রার আরম্ভ ভাল, কেননা তুমি সত্যে প্রত্যয় করিয়াছ। তুমি রূতের সদৃশ, কেননা সেও আপন শাশুড়ী নয়মী ও তাহার প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, অপরিচিত লোকদের সহিত বাস করিতে গিয়াছিল। (রূৎ ২, ১১, ১২।) পরমেশ্বর তোমার কর্ম্মের পুরস্কার দিউন। তুমি

লর যে প্রভু পরমেশ্বরের পক্ষের নীচে আশ্রয় লইতে
ছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুরস্কার দিউন।

াজনান্তে শয়নের আয়োজন হইল, স্ত্রীলোক এবং
। পৃথক্২ শয়ন করিল। করুণা শয্যাগতা হইয়া মনের
নিদ্রা যাইতে পারিল না, কেননা স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয়ে
াহার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা এক্ষণে অনেক পরি-
কৃত হইল, সুতরাং যিনি তাহার প্রতি এমন অনুগ্রহ
রিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও স্তুতি করত
রহিল।

---

৪ অধ্যায়।

তঃকালে সূর্য্যোদয় সময়ে তাহারা উঠিয়া তথা
প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিল, তখন অর্থকারক
কে বলিলেন, আর খানিক বিলম্ব কর; এ স্থান হইতে
কে নিয়মানুসারে সুসজ্জিত হইয়া যাইতে হইবে।
ন্যাটী প্রথমে তাহাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল,
তাহাকে বলিলেন, ইহাদিগকে বাগানের স্নানের
া যাইয়া, পথ চলাতে ইহাদের গাত্রে যে সকল ধূলি
তাহা ধুইয়া দিয়া, ইহাদিগকে পরিষ্কার কর। শুদ্ধ-
দিগকে বাগানে লইয়া গিয়া স্নানের ঘর দেখাইয়া
, এই স্থানে তোমাদিগকে স্নান করিয়া পরিষ্কৃত
া, কেননা যাত্রাকারি যত স্ত্রীলোক আমাদের কর্ত্তার
উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি এই প্রকারে ধৌত করা-
। অতএব তাহারা বালকদিগকে লইয়া ভিতরে
করিল। তাহাতে তাহারা কেবল পরিষ্কৃতই হইল
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিলক্ষণ বল পাইয়া সতেজ হইয়া,
হইতে বাহির হইল। তথা হইতে গৃহে আইলে,
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশ্রী দেখা গেল।

অর্থকারক হস্ত ধরিয়া তাহাদিগের প্রতি
করিয়া বলিলেন, চন্দ্রের ন্যায় তোমাদের শুভ্রকান্তি হ
অনন্তর স্নানের ঘরে ধৌত লোকেরা যে মুদ্রাতে
হয়, সেই মুদ্রা চাহিয়া পাঠাইলেন। মুদ্রা আনীত
গন্তব্য সমস্ত স্থানে তাহারা যেন পরিচিত হয়, এই
তিনি তাহাদিগকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিলেন। সেই
প্রকার, বলি, শুন। ইস্রায়েলীয়েরা মিসরদেশ হইতে
মন সময়ে যে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ গ্রহণ করিয়াছিল,
১২; ৮-১০) সেই ভোজের সার ঐ মুদ্রাতে তাহাদের
দ্বয়ের মধ্যস্থলে অঙ্কিত হইল। ঐ মুদ্রাঙ্ক মুখের সৌন্দর্য্য
অলঙ্কার স্বরূপ হওয়াতে, তাহাদের গাম্ভীর্য্য আরও
মুখশ্রী স্বর্গীয় দূতের ন্যায় হইয়া উঠিল।

অর্থকারক পুনরপি স্ত্রীলোকদের সেবাকারিণী ক
আজ্ঞা করিলেন, তুমি বস্ত্রাগারে যাইয়া ইহাদের
বাহির করিয়া আন। সে যাইয়া শুক্ল পরিচ্ছদ বাহির
আনিয়া, তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি তাহাদিগকে
ও পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে আজ্ঞা করিলেন। স্ত্রীলোকেরা
এই রূপে বিভূষিত হইলে, পরস্পর ভয় খাইতে
কেননা তাহারা প্রত্যেকে আপনার শোভা না দেখিয়া,
অন্যের শোভা দেখিতে পাইতেছিল। তাহারা
অন্য জনকে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া
লাগিল, তুমি আমা অপেক্ষা সুন্দরী; তাহাতে
বলিল, না; তুমি আমা অপেক্ষা অধিক রূপবতী।
স্বর সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিল।

অর্থকারক মহোৎসাহ নামক আপনার জনৈক
ডাকিয়া বলিলেন, তুমি ঢাল, খড়্গ ও শিরস্ত্র লইয়া
এই কন্যাগণকে রম্যপুরী নামক অপর প্রবাসগৃহে
লইয়া যাও। তদনুসারে মহোৎসাহ অস্ত্রশস্ত্র গ্র

অগ্রে২ চলিল। তখন অর্থকারক তাহাদিগকে বলি-লেন, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। সেই গৃহের পরিজনেরাও অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। তাহারা যাইতে২ আনন্দের সহিত এই গীত গাইতে লাগিল;

আমাদের বিশ্রামের দ্বিতীয় এ স্থানে,
দেখিনু বিষয় ভাল বিবিধ বিধানে।
অন্য প্রীতি গুপ্ত যাহা পুরুষানুক্রমে,
আমাদিগে ব্যক্ত তাহা ঈশ্বরের প্রেমে। ১।
শস্যল সংগ্রাহি ব্যক্তি মাকড়সা আর,
মুরগী কুক্কুটী হৈল শিক্ষক আমার।
সেই হেতু আমি যেন হয়ে দৃঢ় মন,
শিক্ষা অনুসারে সদা করি আচরণ। ২।
কসাই উদ্যান ক্ষেত্র বুলবুল পাখী,
যত্নে ধৃত তার খাদ্য আর জীর্ণ শাখী।
এদের স্বর্ণ তৌলে যেই ধন রয়,
তাৎপর্য্য বুঝিলে আরো শ্রেষ্ঠ লাভ হয়। ৩।
অতএব আমরা যেন হয়ে সচেতন,
প্রার্থনা করিয়া পাই নিষ্কপট মন।
সদা আত্মক্রুশ লয়ে সেবিতে ঈশ্বরে,
সেই জ্ঞান এ প্রবৃত্তি দেয় আমাদেরে। ৪।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন, এই যাত্রিরা চলিতে লাগিল, এবং মহোৎসাহ তাহাদের অগ্রে২ চলিল। খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠের বোঝা যে স্থলে খসিয়া এক গর্ত্তে পড়িয়াছিল, তাহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তথায় কিঞ্চিৎ কাল স্থগিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, বাক্যে এবং কার্য্যে আমরা প্রাপ্ত হই, এই কথা দ্বারদেশে আমাদের প্রতি কথিত,

হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে
অর্থাৎ অঙ্গীকারদ্বারা ; আর কার্য্যে, অর্থাৎ ক্ষমা
উপায়দ্বারা। সেই অঙ্গীকার কি, তাহা আমি
জানি ; কিন্তু কার্য্যের অর্থাৎ ক্ষমা পাইবার উপায়
করি, আপনি জ্ঞাত আছেন। অতএব অনুগ্রহ ক
বিষয়ের প্রসঙ্গ করুন।

মহোৎসাহ। কার্য্যদ্বারা যে ক্ষমা, তাহা
ব্যক্তির জন্যে অন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক লব্ধ হয় ; ফল
প্রয়োজন, তাহা কর্ত্তৃক নহে, কিন্তু বিশেষ উপায়
কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়। ইহার বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত
শুন। তোমার করুণার ও এই বালকদের যে
হইয়াছে, তাহা অন্য কর্ত্তৃক, অর্থাৎ যিনি তো
দ্বারে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক লব্ধ
তিনি তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিবার নিমিত্তে
করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে ধৌত করিবার নি
রক্তপাত করিয়াছেন ; এই দুই উপায়ে তিনি ক্ষম
পাইয়াছেন।

খ্রীষ্টীয়ানী। তিনি যদি আপনার পুণ্য
দান করেন, তবে তাঁহার আপনার নিমিত্তে কি থ

মহোৎসাহ। যে পুণ্যে তোমাদের এবং তাঁ
তদপেক্ষা অধিক পুণ্য তাঁহার আছে।

খ্রীষ্টীয়ানী। কি প্রকারে হইল ? অনু
বলুন তবে।

মহোৎসাহ। অবশ্য বলিব, শুন। প্রথমতঃ
যাঁহার কথা হইতেছে, তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ
কেহই নাই। তিনি এক ব্যক্তি বটেন, কিন্তু
ধারণ করেন। ঐ স্বভাবদ্বয়ের প্রভেদ স্পষ্ট দে
কিন্তু পৃথক্ করা অসাধ্য। সেই প্রত্যেক স্বভাবের

সেই পুণ্য তত্তৎ স্বভাবে এমন বদ্ধমূল যে, স্বভা-
করিলে, পুণ্যকে পৃথক্ করা যায় না। আমরা
ণ্যর অংশী হইতে পারি না, ফলতঃ আমাদিগকে
বনাধিকারী করিবার নিমিত্তে তাহা দত্ত হয় না।
ই স্বভাবের সংযোগমূলক তৃতীয় এক পুণ্য সেই
। তাঁহাতে মনুষ্যত্ব ব্যতীত ঈশ্বরত্বও আছে।
সেই ঈশ্বরত্বের পুণ্য নহে; এবং ঈশ্বরত্ব ব্যতিরেকে
ষ্যত্ব আছে, এ পুণ্য সেই মনুষ্যত্বেরও পুণ্য নহে;
া স্বভারের সংযোগমূলক এক বিশেষ পুণ্য,
ঈশ্বরকর্ত্তৃক যে মধ্যস্থ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন,
া সাধনের উপযোগী পুণ্য। প্রথম পুণ্য ত্যাগ
ঈশ্বরত্ববিহীন হন। দ্বিতীয় পুণ্য ত্যাগ করিলে
ত্বের শুচিতারূপ ভূষণবিহীন হন। তৃতীয় পুণ্য
তিনি মধ্যস্থপদের উপযোগী সিদ্ধতারহিত হন।
ব্যতিরেকে ক্রিয়াজন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকাশিত
ন্য তাঁহার আর এক পুণ্য আছে; সেই পুণ্য
গকে দেন, এবং তদ্দারা তাহাদিগের পাপ
। এই বিষয়ে লিখিত আছে, "মনুষ্যের
দ্বারা ঐ অনেকে পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল,
এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা সেই অনেকে
প্রতিপন্ন হইবে।" (রোম ৫; ১৯)।

ী। তবে তাঁহার অন্য তিন পুণ্যে কি আমা-
দর্শে না?

হ। হাঁ, অবশ্য দর্শে, কেননা সে সকল
স্বভাব ও কার্য্যের পক্ষে আবশ্যক। যদিও
রা যায় না, তথাপি তাঁহার পুণ্যদায়ক পুণ্য ঐ
কৃতার্থ হয়; ফলতঃ ঈশ্বরত্বসম্বন্ধীয় পুণ্যদ্বারা
াবহতা গুণবতী হয়; আর মনুষ্যত্বসম্বন্ধীয়

পুণ্যদ্বারা তাঁহার আজ্ঞাবহতা পুণ্যদানে সমর্থ হয়। এবং তাঁহার স্বভাবদ্বয়ের সংযোগ নিবন্ধন পুণ্যদ্বারা ঐ [illegible] পুণ্য কৃতকার্য্য হয়। অতএব দেখ, এই পুণ্যে, ঈশ্বরত্ব-বিশিষ্ট খ্রীষ্টের প্রয়োজন নাই, কেননা তিনি এতদ্বিহীন হইলেও ঈশ্বর বটেন। এবং ইহাতে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট খ্রীষ্টেরও প্রয়োজন নাই, কেননা এতদ্বিহীন হইলেও তিনি সিদ্ধ মনুষ্য বটেন। এবং ইহাতে নরেশ্বরস্বরূপ খ্রীষ্টেরও প্রয়োজন নাই, কেননা এতদ্বিহীন হইলেও তিনি নরেশ্বর বটেন।

অতএব ঈশ্বর হইতে কিম্বা মনুষ্য হইতে কিম্বা নরেশ্বর হইতে এই পুণ্যের প্রয়োজন না থাকাপ্রযুক্ত তিনি অন্যকে তাহা দান করিতে পারেন; ফলতঃ এই পুণ্যদায়ক পুণ্য তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক হওয়াতে তিনি মনুষ্যদিগকে তাহা [illegible] করেন, এই জন্যে তাঁহাকে পুণ্যদান বলা যায়। (রোমীয় ৫; ১৭।) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে ব্যবস্থার অধীন করাতে সেই পুণ্য বিতরণ করা তাঁহার উচিত; কেননা ব্যবস্থাধীন ব্যক্তির কেবল ন্যায়াচারী নয়, প্রেমশীল হওয়াও কর্ত্তব্য। যদি কাহার দুইখান বস্ত্র থাকে, তবে যাহার বস্ত্র নাই, এমন কোন লোককে এক খান দান করা ব্যবস্থানুসারে তাহার উচিত। আমাদের প্রভুর দুই খণ্ড পুণ্যবস্ত্র আছে, একখান নিতে তাঁহার নিজের প্রয়োজন, আর একখানি তাঁহার প্রয়োজনাতিরিক্ত; অতএব যাহার নাই, তাহাকে তিনি বিনামূল্যে সেই বস্ত্র খণ্ড প্রদান করেন। যাহা হউক, এখন বল দেখি, তোমাদের পাপক্ষমা, কার্য্যদ্বারা অর্থাৎ [illegible] জনের শ্রমদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে কি না? [illegible] যীশু খ্রীষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; এবং তা[illegible] উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তিনি দীনহীন ভিক্ষুককে [illegible] করিয়া থাকেন।

ও শুন। কার্য্যদ্বারা পাপক্ষমা পাইবার নিমিত্তে মাদের আবরণ প্রস্তুত করিলে চলিবে না, কিন্তু ক্তির মূল্যও দিতে হইবে। পাপ প্রযুক্ত আমরা নুযায়ী উপযুক্ত অভিশাপের পাত্র হইয়াছি; অত- কল অপকার করিয়াছি, তাহার যথোচিত মূল্য না মরা সেই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। প্রভুর রক্তই সেই মূল্য, তিনি তোমাদের প্রতি- উপস্থিত হইয়া তোমাদের অপরাধের ফলরূপে পরিবর্ত্তে আপনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। তিনি রক্তদ্বারা তোমাদিগকে পাপহইতে মুক্ত , এবং পুণ্যদ্বারা তোমাদের অপবিত্র কুৎসিত- আচ্ছাদিত করিয়াছেন; এই জন্যে ঈশ্বর যখন জগ- করিতে আসিবেন, তখন তোমাদিগকে দণ্ড দিবেন করিবেন। (রো ৮; ৩৪। গালা ৩; ১৩।)

য়ানী। বেস কথা, বেস কথা! বাক্যে ও ক্রিয়াতে পাপক্ষমা হয়, এ কথায় আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, এখন বুঝিতেছি। করুণে, এই শিক্ষা যেন আমা- থাকে। বৎসগণ, তোমরাও ইহা ভুলিও না। কিন্তু বোধ হয়, এই কারণেই আমার প্রিয়তম খ্রীষ্টীয়ানের হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, এবং তিনি আহ্লাদে লম্ফ দিয়াছিলেন।

ৎসাহ। হাঁ, তাই বটে। অন্য কোন প্রকারে ঝার দড়ি কাটা যাইতে পারিত না, এই প্রকার াই তাহা ছিন্ন হইয়াছিল, এবং ইহার গুণ তাহার রাইবার জন্যই তাহাকে ঐ ক্রুশ পর্য্যন্ত বোঝাটী সতে হইয়াছিল।

ানী। আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম, কেননা ামার অন্তঃকরণ পূর্ব্বে আনন্দিত ও পুলকিত

ছিল, কিন্তু এক্ষণে তদপেক্ষা দশ গুণ আনন্দিত
হইয়াছে। আমি অল্প চেতনা পাইয়াছি বটে,
পাইয়াছি, তদনুসারে বুঝিয়াছি, পৃথিবীতে সর্ব্বাপে
ক্রান্ত ব্যক্তিও যদি আমার মত এই খানে আ
ও প্রত্যয় করে, তাহারও অন্তঃকরণ আনন্দিত ও
হইবে।

মহোৎসাহ। এই সমস্ত বিষয়ের দর্শন ও
কেবল আমাদের সান্ত্বনালাভ ও ভারলাঘব হয় না
করণে বিলক্ষণ স্নেহভাবও উৎপন্ন হইয়া থাকে
পাপক্ষমা কেবল অঙ্গীকারমূলক নয়, কিন্তু এই রূপ
লব্ধ হয়, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলে পরিত্রা
উপায়ের আশ্চর্য্য উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত কাহার অন্তঃ
কর্ত্তার প্রতি স্নেহরসে আর্দ্রীভূত না হয়?

খ্রীষ্টীয়ানী। সত্য বলিয়াছেন, তিনি আম
আপনার রক্ত পাত করিয়াছেন, ইহা ভাবিতে
আমার বুক ফাটিয়া যায়। হে প্রেমময়, হে
তুমিই ধন্য। আমাতে তোমার অধিকার আছে
দাসীকে কিনিয়াছ; আমার কায়মন সর্ব্বস্ব তো
আমার প্রকৃত মূল্যের অপেক্ষা দশ সহস্র গুণ
আমার নিমিত্তে দিয়াছ। হায়! ইহাতেই যে আ
চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, এবং তিনি যে পরে
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে
তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল, যেন আমিও তাঁহার সঙ্গে
হায়! আমি কি অধম! আমি তাঁহাকে একাকী যাইতে
করুণে, তোমার পিতা মাতা এবং ভয়শীলা যদি এ
আসিতেন, কি সুখের বিষয় হইত! আহা! অ
কীও যদি এখানে উপস্থিত থাকিত; তাহা হইলে
সকলের অন্তঃকরণ নিশ্চয় আর্দ্র হইত। ভয়শী

যুকীর প্রবল কাম, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে পারিত না।

হাৎসাহ খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, তুমি এক্ষণে স্নেহের ঃ এরূপ বলিতেছ; তোমার এই ভাব কি সর্ব্বদা ? বিবেচনা করিয়া দেখ. তাহা সকলকে দত্ত হয় না। শুর মরণ কালে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার দয় হইতে ভূমিতে রক্ত পতিত হইতে দেখিয়াছিল, মধ্যে অনেকে তোমাদের মত আর্দ্রচিত্ত ও ত না হইয়া হাস্য পরিহাস করিয়াছিল, আর সেই নেও তাঁহার শিষ্য না হইয়া বরং তাঁহার বিপরীতে কঠিন করিয়াছিল।

যাগণ, ঈশ্বরের সাহায্যে আমার উক্ত বাক্য আলোতে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহমূলক তোমাদের মনে এই য়াছে। মনে করিয়া দেখ, তোমাদিগকে বলা হইয়া কুক্কুটী সামান্য ডাকদ্বারা শাবকদিগকে আহার দেয় তএব তোমাদের এই ভাবও বিশেষ অনুগ্রহেরই ফল।

তার পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা যাইতেং নের যাত্রাকালে অবিবেচক, অলস ও অভিমানী যে ইয়া নিদ্রা গিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত এবং পথের অন্য পার্শ্বে কিঞ্চিদ্দূরে ফাঁশিকাঠে ঝুলান ন ব্যক্তির শৃঙ্খলবদ্ধ শব দেখিতে পাইল।

ণা পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ঐ তিন ? এবং কি নিমিত্তে উহাদিগকে ফাঁশি দেওয়া ?

হাৎসাহ। ঐ তিন ব্যক্তি অতি দুর্বৃত্ত ছিল; উহারা া যাত্রী হইতে অনিচ্ছুক ছিল, এবং সাধ্যানুসারে কদিগকেও নিবারণ করিত। উহারা নিজে অলস ও এবং যাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিতে পারিত, তাহাদিগকে

আপনাদিগের ন্যায় অলস ও অজ্ঞান করিয়া, প[illegible] হইবে বলিয়া মিথ্যা অভিমান জন্মাইত। খ্রীষ্টীয়ানে[illegible] কালে উহারা নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে তোমরা উহাদিগ[illegible] কাষ্ঠে টাঙ্গান দেখিতেছ।

করুণা। তাহারা কি কাহাকেও আপনাদে[illegible] আনিতে পারিয়াছিল?

মহোৎসাহ। হাঁ, তাহারা অনেককে বিপথে আনিয়া-ছিল। কুপরামর্শ দিয়া মন্দগামী নামে এক জনকে আপনা-দের তুল্য করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ক্ষীণশ্বাস, নিরুৎসা[illegible] কাম-পীড়িত, নিদ্রালু এবং মন্দমতি নাম্নী এক যুবতীকে [illegible] দিয়া আপনাদের ন্যায় কুপথগামী করিয়াছিল। ইহ[illegible] কঠিন স্বামী বলিয়া অনেকের নিকটে তোমাদের প্রভ[illegible] যশ করিয়াছিল; এবং সেই সর্ব্বোত্তম দেশের দুর্নাম [illegible] বলিত, লোকে যেমন বলে, সে দেশ তাহার অর্দ্ধেক[illegible] নয়। অখ্যাতি করিয়া তাঁহার সৎ ভৃত্যাদিগকে অ[illegible]-চর্চ্চাকারী ও ক্লেশদায়ক বলিত। তাহারা ঈশ্বরদত্ত [illegible] ভূষি বলিত, ও তাঁহার সন্তানদিগের সুখকে মায়ামা[illegible] যাত্রিদের ক্লেশ ও পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রম বলিত।

খ্রীষ্টীয়ানী। উহারা যখন এই প্রকার লোক[illegible] উহাদের জন্যে আমি বিলাপ করিব না; উহাদের যে[illegible] তেমনি ফল হইয়াছে। উহারা যে রাজপথের এত [illegible] ঝুলিতেছে, সে ভালই হইয়াছে; কেননা উহাদিগকে [illegible] অন্য লোকে চেতনা পাইবে। কিন্তু অন্য দুষ্টদিগকে [illegible] করিবার জন্যে উহাদের কুকর্ম্মের বৃত্তান্ত লৌহ কিম্বা [illegible] তক্তিতে খুদিয়া, উহারা যেখানে দোষ করিয়াছিল, [illegible] খানে রাখিয়া দিলে কি ভাল হইত না?

মহোৎসাহ। তাহাই হইয়াছে; প্রাচীরের [illegible] গেলেই দেখিতে পাইবে।

করুণা। যাইব কেন? উহারা টাঙ্গানই থাকুক, ও উহাদের নাম লুপ্ত হউক, এবং উহাদের দোষ উহাদের প্রতিকূলে চিরকাল সাক্ষ্য দিউক। আমাদের এখানে আসিবার আগে যে উহাদের ফাঁশি হইয়াছে, এ বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তবে আমরা দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, উহারা যদি বাঁচিয়া থাকিত, আমাদের কি না করিত! পরে সে এই বিষয়ে গান বান্ধিয়া গাহিতে লাগিল।—

সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যত লোক মিলে,
তাহাদের চেতনার্থে থাক্ তোরা ঝুলে।
যে জন আসিবে পরে যাত্রিহানি খুঁজে,
শেষ ফল কি দেখুক সেই তাহা বুঝে।
ধর্ম্মের বিপক্ষ যারা তাহাদের প্রতি,
হে মন, সতর্ক থাক না করি বিস্মৃতি।

---

৫ অধ্যায়।

এই রূপে তাহারা চলিয়া ক্রমেং দুর্গম পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হইলে, খ্রীষ্টীয়ানের গমন কালে সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তখন বিবৃত করা বিহিত বুঝিয়া মহোৎসাহ তাহাদিগকে এক উনুইর নিকটে ডাকিয়া বলিল, দেখ, এই পর্ব্বত আরোহণ করিবার অগ্রে খ্রীষ্টীয়ান এই উনুইর জলপান করিয়াছিল; তৎকালে ইহার জল অতি নির্ম্মল ও উত্তম ছিল, কিন্তু এক্ষণে অপরিষ্কার হইয়াছে; কারণ যাত্রিরা যাহাতে এই জল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করে, এই জন্য দুষ্টেরা পা দিয়া তাহা ঘোলা করিয়াছে। (যিহি ৩৪; ১৮, ১৯।)

করুণা। তাহারা এত হিংসা করে কেন?

পথদর্শক বলিল, তা যা হউক, পরিষ্কার পাত্রে তুলিয়া রাখিলে এ জল ভাল হইতে পারে, কেননা তাহা করিলে ময়লা

তলায় পড়িয়া জল পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। সুতরাং খ্রী
য়ানী ও তাহার সঙ্গিদিগকে তাহাই করিতে হইল। তা
জল তুলিয়া একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিল এবং কিঞ্চিৎ
পরে মলা নীচে পড়িলে, সেই জল পান করিল।

ঐ পর্ব্বতের তলস্থ যে দুই বিপথে রীত্যালম্বী ও
নিক গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, মহোৎসাহ সেই পথ দুটী ত
দিগকে দেখাইয়া বলিল, এই দুই পথ অতি বিপদজ
যখন খ্রীষ্টীয়ান এই থান দিয়া যায়, তখন এই পথে দুই
নষ্ট হয়। তোমরা দেখিতেছ, সম্প্রতি শৃঙ্খল, কাষ্ঠস্ত
খাতদ্বারা এই বিপথ অবরুদ্ধ আছে, তথাপি কেহ২ এই
আরোহণার্থে পরিশ্রম করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হও
দুঃসাহসী হইয়া এই বিপথে যায়।

খ্রীষ্টীয়ানী। আজ্ঞালঙ্ঘনকারিদের পথই অতি ক
(হিতো ১৩ ; ১৫ ।) কিন্তু এ পথে প্রবেশ করিতে যে ত
দের ঘাড় ভাঙ্গে না, এ বড় আশ্চর্য্য।

মহোৎসাহ। তাহারা বড় দুঃসাহসী ; যদি কোন
কোন রাজভৃত্য তাহাদিগকে দেখিতে পায়, এবং তা
বলে, তোমরা এ পথে যাইও না, এটা পথই নয়, ই
গেলে বিপদ ঘটিবে। তাহা হইলে তাহারা বিদ্রূপ ক
বলে, রাজার নামে আমাদিগকে যে কথা বলিতেছ, তো
সে কথা আমরা মানিব না, কিন্তু আমাদের মুখ হইতে
নির্গত হয়, তাহাই করিব। (যিরি ৪৪ ; ১৬,১৭।) তো
কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে
সমস্ত পথ লোকদের সাবধানার্থে উপযুক্ত রূপেই রু
আছে ; কেবল কাষ্ঠস্তম্ভ, খাত ও শৃঙ্খল নয়, কিন্তু
বেড়া পর্য্যন্ত দেওয়া গিয়াছে, তবু তাহারা ঐ পথ
যাইতে ভাল বাসে।

খ্রীষ্টীয়ানী। তাহারা অলস, পরিশ্রম করিতে চাহে



পর্ব্বতে উঠিতে তাহাদের ক্লেশ বোধ হয়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা তাহাদিগেতে সফল হয়, যথা, অলসের পথ কন্টকের বেড়াস্বরূপ। (হিতো ১৫; ১৯।) তাহারা বরং ফাঁদে পা দিতে ভাল বাসে, তথাপি এই পর্ব্বতে উঠিয়া, এই পথ দিয়া স্বর্গপুরে যাইতে ইচ্ছা করে না।

অনন্তর তাহারা অগ্রসর হইয়া একান্ত মনে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত না পঁহুছিতেই খ্রীষ্টীয়ানী হাঁপাইয়া কহিল, আমার বোধ হয়, এ হাপাইবার পর্ব্বত। যাহারা আপন আত্মার পরিত্রাণাপেক্ষা সুখভোগ অধিক ভাল বাসে, তাহারা যে ইহা হইতে সুগম পথ মনোনীত করে, সে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরে করুণা বলিল, আমাকে বসিতে হইল। কনিষ্ঠ বালকটী ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে মহোৎসাহ বলিল, এখানে বসিও না; কিঞ্চিদ্দূর অগ্রে রাজার বৃক্ষবাটিকা আছে। ইহা বলিয়া সে বালকটীর হাত ধরিয়া বৃক্ষবাটিকা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে লইয়া গেল।

তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা অতিশয় শ্রান্ত ও উত্তপ্ত হওয়াতে সকলেই সুখে বসিল। পরে করুণা বলিল, পরিশ্রান্তদিগের পক্ষে বিশ্রাম কেমন সুখের! আর আমাদের যে রাজা যাত্রিদের নিমিত্তে এমন বিশ্রামস্থান প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি কেমন দয়াবান্! এই বৃক্ষবাটিকা আমি কখন দেখি নাই, কিন্তু ইহার বিষয় অনেক শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, আইস, আমরা সাবধানে সজাগ থাকি; শুনিয়াছি, এখানে নিদ্রা যাওয়াতে খ্রীষ্টীয়ানের অনেক দুঃখ ঘটিয়াছিল।

মহোৎসাহ বালকদিগকে বলিল, প্রিয় বালকগণ, তোমরা এখন কেমন আছ? যাত্রী হওয়ার বিষয় এখন তোমরা কেমন বিবেচনা কর?

কনিষ্ঠ বলিল, মহাশয়, আমার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত

হইয়াছিল ; আপনি যে আমাকে হাতে ধরিয়া আনিয়াছেন, সে জন্য আপনার নিকট উপকার স্বীকার করি।

এখন মাতার কথা আমার মনে পড়িল, তিনি বলিতেন, স্বর্গের পথ সিড়ির ন্যায়, আর নরকের পথ পর্ব্বতাবরোহণের ন্যায়। কিন্তু আমি পর্ব্বতাবরোহণ পূর্ব্বক মৃত্যুরাজ্যে যাইতে চাহি না, বরং সোপানারোহণ পূর্ব্বক জীবনরাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করি।

করুণা। লোকে বলে, পর্ব্বত হইতে নামা সহজ। তাহাতে যাকোব নামক বালক উত্তর দিল, আমার বোধ হয়, এমন দিন আসিবে, যখন পর্ব্বত হইতে নামা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম হইবে।

মহোৎসাহ বলিল, বাপু, তুমি সদুত্তর দিয়াছ।

করুণা হাসিল, কিন্তু বালকটীর ঈষৎ লজ্জা হইল।

খ্রীষ্টীয়ানী। এই খানে বসিয়া বিশ্রাম করত মুখ সরস করিবার নিমিত্তে তোমরা কি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবে না? অর্থকারক মহাশয়ের বাটী হইতে আসিবার সময় তিনি আমার হাতে এক খণ্ড দাড়িম্ব ও এক খণ্ড মধুচক্র, আর এক শিশি দ্রাক্ষারস দিয়াছিলেন ; তাহা আমার কাছে আছে।

করুণা। আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি তোমাকে কিছু দিয়াছেন, কেননা তিনি তোমাকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয়ানী। হাঁ, দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু করুণে, বাটী হইতে আসিবার সময়ে আমি যেমন বলিয়াছিলাম, এখনও তেমনি বলিতেছি, তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার সঙ্গিনী হইয়াছ, এই জন্যে আমার তাবৎ মঙ্গলের অংশিনী হইবে।

অনন্তর সে করুণাকে ও বালকদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিলে তাহারা তাহা খাইতে লাগিল। পরে মহোৎসাহকে বলিল, মহাশয়, আপনি কি আমাদের সঙ্গে কিছু আহার করিবেন

না? সে উত্তর করিল, না; আমার প্রয়োজন নাই; তোমরা পথে গমন করিতেছ, আমি অল্পক্ষণ পরেই ঘরে ফিরিয়া যাইব। তোমরা যাহা খাইতেছ, তাহাতে তোমাদের যথেষ্ট উপকার হউক; এই প্রকার দ্রব্য আমি প্রতিদিন গৃহে আহার করিয়া থাকি।

তাহারা ভোজন পান করিয়া, তৃপ্ত হইয়া কথাবার্ত্তায় কিঞ্চিৎ কাল যাপন করিল। অনন্তর পথপ্রদর্শক কহিল, বেলা অবসান হইতেছে; তোমাদের যদি কষ্ট না হয়, আইস, গমন করিতে প্রস্তুত হওয়া যাউক। তাহাতে তাহারা উঠিয়া গমনারম্ভ করিল, বালকেরা অগ্রে২ চলিল। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টীয়ানী সেই সুগন্ধি দ্রব্যের শিশি লইতে বিস্মৃত হওয়াতে, তাহা আনিবার নিমিত্তে কনিষ্ঠ বালকটীকে পাঠাইল।

তখন করুণা বলিল, বোধ হয়, এ হারাইবার স্থান। এখানে খ্রীষ্টীয়ান ছাড়পত্র হারাইয়াছিল, খ্রীষ্টীয়ানীও শিশিটী ভুলিয়া আইল, ইহার কারণ কি, মহাশয়?

পথপ্রদর্শক। ইহার কারণ নিদ্রা অথবা বিস্মৃতি। যে সময়ে জাগ্রত থাকা আবশ্যক, সে সময়ে কেহ২ নিদ্রা যায়, এবং যে সময়ে স্মরণ রাখা আবশ্যক, সে সময়ে কেহ২ বিস্মৃত হয়, এই কারণে কখন২ বিশ্রাম স্থানে যাত্রিদের ক্ষতি জন্মে। সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া, সুখভোগ কালে প্রাপ্ত মঙ্গল স্মরণ করা যাত্রিদের উচিত; তাহা না করাতে কখন২ তাহাদের আনন্দের শেষে অশ্রুপাত হয়, এবং আকাশ নির্ম্মল হইলে পর মেঘাচ্ছন্ন হয়। এই স্থানে খ্রীষ্টীয়ানের প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহার প্রমাণ।

যে স্থানে সংশয়ী ও ভয়শীল নামে দুই ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ানকে সিংহের ভয় প্রযুক্ত ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, সেই স্থানে খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিগণ উপস্থিত হইয়া, এক মঞ্চ দেখিতে পাইল। পথের পার্শ্বে সেই মঞ্চের গাত্রে

কতকগুলি শ্লোক খোদিত একখানি প্রশস্ত ফলক ছিল এবং সেই স্থানে ঐ শ্লোকের নীচে মঞ্চ স্থাপনের কারণ লিখিত ছিল। সেই শ্লোক এই,

যেই জন এই মঞ্চ করিবে দর্শন,
সাবধানে রাখে যেন তার জিহ্বা মন।
না রাখিলে পাছে ঘটে তারে সে দুর্গতি,
যেমন ঘটিয়াছিল এ দুয়ের প্রতি।

শ্লোকের নিম্নে এই বাক্য লিখিত ছিল, "ভয় কিম্বা সংশয়প্রযুক্ত যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে অসম্মত হয় তাহাদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্তে এই মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে আরো জ্ঞাত হইবে যে, খ্রীষ্টীয়ানের গমন নিবারণের চেষ্ট পাওয়াতে এই মঞ্চোপরি সংশয়ির ও ভয়শীলের জিহ্বা তপ্ত লৌহ শলাকাতে বিদ্ধ হইয়াছিল।"

করুণা। এই লিখিত বাক্যটী প্রিয়তম প্রভুর সে বাক্যের মত, যথা, "হে প্রতারক জিহ্বে, তিনি তোমাকে কি দিবেন? ও তোমাকে অধিক কি যোগাইবেন? বীরে তীক্ষ্ণবাণ ও কুল কাষ্ঠের অঙ্গার।" (গীত ১২০ ; ৩,৪।)

পরে তাহারা ক্রমে২ আসিয়া সেই দুই সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মহোৎসাহ বলবান ছিল, সুতরাং সিংহ দেখিয়া ভীত হইল না। কিন্তু অগ্রগামি বালকেরা সিংহ দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত হইয়া ত্বরা করিয়া পীছু কাটাইয়া সকলের পশ্চাদ্গামী হইল। পথদর্শক ইহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, বৎসগণ, যখন কোন ভয় ভীতি নাই তখন তোমরা অগ্রে২ যাইতে ভাল বাস, এখন সিংহ দেখিবামাত্র পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলে ; এ কেমন?

আরো মহোৎসাহ খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া সিংহদের সম্মুখ দিয়া যাত্রিদের জন্যে পথ করিবার উদ্যোগ করিলে, হঠাৎ সিংহের সহকারি স্বরূপ এক জন অসুর উপস্থিত হই



পথদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এ স্থানে আসিবার কারণ কি? সেই ব্যক্তির নাম উগ্রাকার, বা রক্তপাতী, কেননা সে যাত্রিদের প্রাণহত্যা করিত।

মহোৎসাহ। এই স্ত্রীলোক ও বালকেরা স্বর্গে যাত্রা করিতেছে; আর এই ইহাদের গন্তব্য পথ। অতএব তোমার কিম্বা সিংহদের বাধা ইহারা মানিবে না।

উগ্রাকার। এ পথ নয়; উহারা এ পথ দিয়া যাইতে পাইবে না; উহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আমি সিংহদের পক্ষ হইবার বাসনায় আসিয়াছি।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, সেই সিংহদের ভয়ানকতা ও তাহাদের সহকারি উগ্রাকারের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত ঐ পথ বহুকালাবধি প্রায় পথিকশূন্য ও কন্টকময় হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ানী। যদিও বহু দিনাবধি রাজপথ পথিকহীন হইয়া আছে, এবং যাত্রিদিগকে বক্র উপপথ দিয়া গমন করিতে হইয়াছে; কিন্তু অদ্য হইতে সে প্রকার আর হইবে না; যে-হেতুক আমি ইস্রায়েল বংশের মাতাস্বরূপ উৎপন্না হইয়াছি। (বিচারকর্ত্তৃগণ ৫; ৬,৭।)

ইহা শুনিয়া উগ্রাকার সিংহদের নাম লইয়া শপথ করিয়া বলিল, তোমরা এ স্থান দিয়া কোন মতে পথ করিতে পাইবে না। ফিরিয়া যাও, নতুবা নষ্ট হইবে।

তাহাতে পথদর্শক মহোৎসাহ তৎক্ষণাৎ উগ্রাকারকে আক্রমণ ও খড়্গদ্বারা এমন আঘাত করিল যে, সে পীছে হটিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কি আমার নিজ অধিকারে আমাকে হত করিবে?

মহোৎসাহ। আমরা রাজার অধিকৃত পথে আছি; তাঁহার অধিকৃত পথে তুমি সিংহদিগকে রাখিয়াছ। তোমার সিংহেরা যাহা করিতে পারে, করুক, এই স্ত্রীলোক ও বালকগণ দুর্ব্বল হইলেও এই পথ দিয়াই অগ্রসর হইবে। অনন্তর

পুনর্ব্বার এক নিদারুণ আঘাত করাতে সে হাঁটু গাড়িয়া পড়িল, এবং তাহার শিরস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অপর আঘাতে তাহার এক বাহু ছেদন হইল, তাহাতে বৃহৎকায় এমন চীৎকার শব্দে গর্জ্জন করিল যে, স্ত্রীলোকেরা ভয়ে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাটীতে গড়াইতে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদিত হইল।

ঐ দুই সিংহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, সুতরাং হিংসা করিতে পারিত না। তাহাদের সহকারী বৃদ্ধ উগ্রাকার হত হইলে, মহোৎসাহ যাত্রিদিগকে বলিল, এক্ষণে চলিয়া আইস; আমার অনুগামী হও, সিংহ হইতে তোমাদের কোন বাধা ঘটিবে না।

তাহারা গমন করিতে লাগিল; কিন্তু সিংহের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, ও বালকেরা আধমরা হইল। সে যাহা হউক, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়া আপন পথে চলিয়া গেল।

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, তাহারা রম্য পুরীর দ্বারপালের ঘর দেখিতে পাইয়া, আরও শীঘ্র চলিতে লাগিল, কেননা তখন বেলা অবসান প্রায়, আর রাত্রিকালে সে স্থান দিয়া যাওয়া সঙ্কটের বিষয় ছিল।

তাহারা দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে, মহোৎসাহ দ্বারে আঘাত করিল; তখন দ্বারপাল ডাকিয়া বলিল, কে তুমি? পথদর্শক বলিল, আমি। এই কথা বলিবামাত্র দ্বারপাল তাহার স্বর জানিয়া তৎক্ষণাৎ নামিয়া আইল, যেহেতুক মহোৎসাহ পূর্ব্বে অনেক বার যাত্রিদের পথদর্শক হইয়া আসিয়াছিল। দ্বারপাল আসিয়া দ্বার খুলিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি যাত্রিদিগকে দেখিতে পাইল না, কেবল পথদর্শককে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল, মহোৎসাহ, এ কি? এত রাত্রে এখানে যে? সে বলিল, আমি এখানে কতকগুলি যাত্রী আনিয়াছি; প্রভুর আজ্ঞামতে তাহারা এখানে রাত্রি

যাপন করিবে। আমি ইহার অনেক আগে পঁহুছিতাম, কিন্তু সিংহের সহকারি অসুর কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াতে, তাহার সহিত অনেকক্ষণ ঘোর যুদ্ধ করিতে হইল; শেষে তাহাকে বধ করিয়া নিরাপদে যাত্রিদিগকে এ স্থানে আনিয়াছি। দ্বারবান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে কি এখানে প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে না? মহোৎসাহ বলিল; না, এই রাত্রিতেই প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাইব।

ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, মহাশয়, আপনি যে আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া যাইবেন, ইহাতে কি প্রকারে সম্মত হইতে পারি? আপনি আমাদের বিশ্বস্ত ও স্নেহকারী ছিলেন। এবং আমাদের জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, ও অতি সরল ভাবে আমাদিগকে সদুপদেশ দিয়াছেন; আপনকার এই অনুগ্রহ কখন ভুলিতে পারিব না।

করুণা। আহা, গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে বড় ভাল হইত। আমরা নিরুপায় স্ত্রীলোক, এমন আপদ-পূর্ণ পথে বন্ধু ও রক্ষক বিনা কি প্রকারে যাইব?

যাকোব নামে কনিষ্ঠ বালক বলিল, মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন, কেননা আমরা বড় দুর্ব্বল, আর এই পথ অতি ভয়ানক।

মহোৎসাহ। আমি প্রভুর আজ্ঞার অধীন। সমস্ত পথ তোমাদের পথপ্রদর্শক হইতে তিনি যদি আমাকে নিযুক্ত করেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের সঙ্গে যাইব। কিন্তু তোমরা গোড়ায় ভুল করিয়াছ। যখন তিনি আমাকে তোমাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত আসিতে আজ্ঞা করেন, সেই সময়ে সমস্ত পথ যাইবার জন্য তাঁহার নিকটে নিবেদন করা উচিত ছিল; তাহা করিলে তিনি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিতেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাকে বিদায় হইতে

হইতেছে। হে খ্রীষ্টীয়ানী, করুণে ও প্রিয় বালকগণ, প্রভু তোমাদের সঙ্গী হউন।

তখন জাগরূক নামক ঐ দ্বারবান খ্রীষ্টীয়ানীকে তাহার দেশ ও জ্ঞাতি কুটুম্বদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল, আমি ধ্বংস্য নগর হইতে আসিয়াছি; আমি বিধবা; আমার মৃত স্বামির নাম খ্রীষ্টীয়ান যাত্রী। শুনিয়া দ্বারবান বলিল, বটে? তুমি কি তাহার স্ত্রী? খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হাঁ, এবং ইহারা তাঁহার পুত্র। পরে করুণাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যুবতীও আমার স্বদেশীয়া।

দ্বারবান নিয়মানুসারে ঘন্টা বাজাইল। পরে নম্রচেতা নাম্নী একটী কন্যা দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; সেই কন্যাটীকে দ্বারবান বলিল, ভিতরে যাইয়া বল যে, খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানেরা যাত্রী হইয়া এখানে আসিয়াছে। সেই কন্যাটী গৃহমধ্যে যাইয়া সম্বাদ দিল, তাহার মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইতে না হইতে গৃহমধ্যে অতিশয় আনন্দের কোলাহল হইল। খ্রীষ্টীয়ানী তখনও দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। অতএব গৃহস্থিত লোকেরা ত্বরায় বাহির হইয়া দ্বারির নিকটে আইল। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রবীণা, তাহারা বলিল, খ্রীষ্টীয়ানী, গৃহমধ্যে আইস, হে সাধু পুরুষের ভার্য্যে, হে ধন্যা স্ত্রী, তোমার সঙ্গিদিগকে লইয়া ভিতরে আইস। সে ভিতরে গেল। সঙ্গিনী ও সন্তানেরাও তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে গৃহের লোকেরা তাহাদিগকে একটি প্রশস্ত কুঠরীতে লইয়া গিয়া বসিতে বলিল। তাহারা বসিল, অনন্তর অতিথিদিগকে দেখিতে ও তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে গৃহের প্রধানেরা আহূত হইল। তাহারা ভিতরে আসিয়া সকলের পরিচয় পাইয়া চুম্বন দ্বারা পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া বলিল, হে ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্রেরা, আইস২, আমাদিগকে বন্ধু জানিয়া এখানে স্বচ্ছন্দে থাক

তৎকালে রাত্রি অধিক হইয়াছিল : এবং যুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর সিংহদর্শনে ভয়াক্রান্ত ও পথপর্য্যটনে অত্যন্ত শ্রান্তি প্রযুক্ত যাত্রিরা যত শীঘ্র হইতে পারে, শয়ন করিবার ইচ্ছা জানাইল। গৃহস্থেরা বলিল, না, অগ্রে কিছু আহার করিয়া তৃপ্ত হও। কেননা দ্বারবান পূর্ব্বে তোমাদের আসিবার কথা শুনিয়া গৃহমধ্যে সম্বাদ দেওয়াতে আমরা তোমাদের নিমিত্তে একটী মেষশাবকের মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া রাখিয়াছি। (যাত্রা ১২ ; ২১। যোহন ১ ; ২৯) পরে ভোজন ও ভোজনের পরে প্রার্থনা ও গীত সমাপ্ত হইলে, তাহারা শয়ন করিতে চাহিল। খ্রীষ্টীয়ানী নিবেদন করিল, যদি অনুমতি হয়, একটী কথা বলি ; আমার স্বামী এই বাটীর যে কুঠরীতে শুইয়াছিলেন, আমরা সেই কুঠরীতে শুইতে চাই। তাহাতে তাহারা সম্মত হইলে, সকলে শয়ন করিতে গেল। খ্রীষ্টীয়ানী ও করুণা শুইয়া উপযুক্ত বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয়ানী। আমার স্বামী যখন যাত্রী হইয়া বাহির হয়েন, তখন মনেও করি নাই যে, শেষে আমি তাঁহার অনুগামিনী হইব।

করুণা। আর তোমাকে যে এই কুঠরীতে তাঁহারই শয্যায় শয়ন করিতে হইবে, ইহাও, বোধ হয়, তোমার মনে কখনও হয় নাই ?

খ্রীষ্টীয়ানী। আর আমি যে আনন্দে তাঁহার মুখ দেখিব, ও তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রভু রাজার সেবা করিব, ইহাও কখনও মনে করি নাই—কিন্তু এক্ষণে আমি সে সকলের প্রত্যাশা করিতেছি।

করুনা। চুপ কর, ঐ একটা শব্দ শুনিতেছ না ?

খ্রীষ্টীয়ানী। বোধ হয়, আমাদের আসাতে করিয়া আনন্দের বাদ্যধ্বনি হইতেছে। করুণা বলিল, এ কি আশ্চর্য্য ! আমাদের আসাতে করিয়া আনন্দে ঘরে বাদ্য, অন্তঃকরণে

বাদ্য, এবং স্বর্গেও বাদ্য হইতেছে। এই রূপ কথাবার্ত্তা করিতেং তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে খ্রীষ্টীয়ানী করুণাকে বলিল, গত রাত্রে তুমি যে ঘুমের ঘোরে হাসিয়া উঠিয়াছিলে, কারণ কি? বোধ হয়, স্বপ্ন দেখিতেছিলে?

করুণা। হাঁ, আমি বড় সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিশ্চয় জান যে, আমি হাসিয়াছিলাম?

খ্রীষ্টীয়ানী। হাঁ, তুমি খুব হাসিয়াছিলে। সে যাহা হউক, করুণে, তোমার স্বপ্ন আমায় বল।

করুণা। তবে শুন, স্বপ্নে দেখিলাম, যেন কোন নির্জ্জন স্থানে একাকিনী বসিয়া অন্তঃকরণের কঠিনতার নিমিত্তে আমি বিলাপ করিতেছিলাম। খানিকক্ষণ পরেই বোধ হইল যে, আমাকে দেখিতে ও আমার কাকুক্তি শুনিতে অনেক লোক আমার চারিদিকে দাঁড়াইল; তথাপি আমি অন্তঃকরণের কাঠিন্য বিষয়ে ক্রমাগত বিলাপ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তাহাদের কেহং আমাকে পরিহাস করিতে, কেহ বা উন্মত্তা বলিতে, ও কেহ বা ধাক্কা মারিতে লাগিল। ইতি মধ্যে আমি আকাশের দিকে চাহিয়া পক্ষযুক্ত এক ব্যক্তিকে আমার নিকটে আসিতে দেখিলাম। তিনি বরাবর আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, করুণে, তোমার কি দুঃখ হইয়াছে? তখন আমি নিজ দুঃখের কথা তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, তোমার কল্যাণ হউক। পরে রুমাল দিয়া আমার চক্ষুর্জল মুছিয়া স্বর্ণ রৌপ্য সূত্রময় বস্ত্র পরিধান করাইয়া আমার গলায় হার ও কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে রমণীয় মুকুট দিলেন। এবং আমার হাত ধরিয়া, হে করুণে, আমার সঙ্গে আইস, বলিয়া ঊর্দ্ধগামী হইলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিয়া শেষে এক স্বর্ণময় দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সেই দ্বারে আঘাত করিলেন। ভিতরের লোকেরা দ্বার

খুলিয়া দিল। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ২ যাইয়া এক সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলাম; সেই সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে বৎসে, তোমার মঙ্গল হউক। ঐ স্থান নক্ষত্র কিম্বা সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্ট হইল, আর তোমার স্বামিকেও যেন সেখানে দেখিলাম। অনন্তর আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। কিন্তু আমি কি হাসিয়াছিলাম?

খ্রীষ্টীয়ানী। হাঁ, তুমি হাসিয়াছিলে, আপনাকে তেমন উত্তম স্থানে দেখিয়া হাসিবে না কেন? আমার কথা শুন, এ অতি শুভ স্বপ্ন; এবং বোধ হয়, ইহার প্রথম ভাগ যেমন সত্য দেখিতেছ, শেষাংশও তদ্রূপ সত্য দেখিবে। "ঈশ্বর এক বার বলেন; দ্বিতীয় বারও বলেন, কিন্তু লোকে তাহা টের পায় না। রাত্রিকালীন স্বপ্নদর্শনে যখন সকল মনুষ্য অগাধ নিদ্রাতে মগ্ন ও শয্যাতে সুষুপ্ত হয়, তখন তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন।" (ইয়োব ৩৩; ১৪, ১৫।) অতএব শয্যাগত সময়ে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করণার্থে জাগিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। নিদ্রাগত সময়ে তিনি নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনার বাক্য আমাদিগকে শ্রবণ করাইতে পারেন। নিদ্রা সময়েও আমাদের অন্তঃকরণ কখন২ জাগ্রত থাকে; তাহাতে বাক্য বা উপদেশ কিম্বা কোন চিহ্ন বা দৃষ্টান্তদ্বারা জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় আমাদের মনের সহিত ঈশ্বর স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারেন।

করুণা। স্বপ্ন দেখাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি, এখন তাহার পরিণাম দেখিবার বাসনা হইতেছে; কেননা তাহা দেখিলে আবার হাসিতে পারিব।

খ্রীষ্টীয়ানী। বোধ হয়, এখন আমাদের গা তুলিবার সময় হইল। আইস, উঠিয়া দেখি, আমাদিগকে কি করিতে হইবে।

করুণা। ভগিনি, ইহারা যদি আমাদিগকে এ বাটীতে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করে, আমরা আনন্দের সহিত সম্মত হইব। এখন দেখিতে পাইতেছি, পরিণামদর্শিনী ধর্ম্মিষ্ঠা ও প্রেমিকা এই তিনটি স্ত্রীলোক অতি মনোহারিণী ও সুশীলা; অতএব এই স্থানে কিছু দিন থাকিয়া ইহাদের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইতে আমার বড় ইচ্ছা।

খ্রীস্টীয়ানী। উহারা কি করে, দেখা যাউক।

পরে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আইলে, তাহাদের নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন হইয়াছিল কি না, সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। করুণা বলিল, আমার সুনিদ্রা হইয়াছে, এ জীবনে ইহা অপেক্ষা সুখে রাত্রি বাস কখন হয় নাই।

পরিণামদর্শিনী ও ধর্ম্মিষ্ঠা বলিল, যদি এই স্থানে কিছু দিন থাকিতে তোমরা সম্মত হও, তাহা হইলে বাটীর আয়োজনানুসারে আমরা যথাশক্তি তোমাদের আতিথ্য করিব। প্রেমিকাও বলিল, আমরা অতি প্রণয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে রাখিব।

তাহাতে তাহারা সম্মত হইয়া প্রায় এক মাস বা তাহার অধিক কাল তথায় প্রবাস করিলে সকলেই পরস্পরের পরম হিতকারিণী হইয়া উঠিল।

খ্রীস্টীয়ানী আপন সন্তানদিগকে কি রূপ সুশিক্ষিত করিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে এক দিন পরিণামদর্শিনী তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে বাসনা করিল, খ্রীষ্টীয়ানী সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি দিল। তাহাতে পরিণামদর্শিনী প্রথমে যাকোব নামক কনিষ্ঠ বালককে পশ্চাদুক্ত রূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে লাগিল. যাকোব, বল দেখি, কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

যাকোব। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরিণাম। ভাল, তোমার পরিত্রাণকর্ত্তা কে, বলিতে পার?

যাকোব। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমার ত্রাণকর্ত্তা।

পরিণাম। বেস২, বল দেখি, পিতা ঈশ্বর কি প্রকারে তোমার ত্রাণকর্ত্তা হন?

যাকোব। স্বীয় অনুগ্রহদ্বারা।

পরিণাম। পুত্র ঈশ্বর কি প্রকারে তোমার ত্রাণকর্ত্তা?

যাকোব। স্বীয় পুণ্য, মৃত্যু ও রক্তপাত এবং জীবনদ্বারা।

পরিণাম। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর কিরূপে তোমার ত্রাণ-কর্ত্তা হন?

যাকোব। জ্ঞানদান, নূতন স্বভাব দান ও রক্ষা করণ-দ্বারা।

বালকের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরিণাম-দর্শিনী খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, তোমার সন্তানদিগকে এরূপ সুশিক্ষিত করাতে তুমি প্রশংসনীয়া হইয়াছ। যখন কনিষ্ঠ বালক এরূপ সদুত্তর দিয়াছে, তখন উক্ত প্রশ্ন সকল অন্য তিন জনকে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই, অতএব এক্ষণে তৃতীয় বালকটীর সঙ্গে কথা বলা যাউক।

তাহাতে সে যূষফ নামক তৃতীয় বালকটীকে ডাকিয়া বলিল, যূষফ, তোমাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, ইহাতে সম্মত আছ?

যূষফ। হাঁ, সম্মত আছি বই কি?

তখন পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি, কাহাকে মনুষ্য বলে?

যূষফ। বিবেকশক্তি বিশিষ্ট প্রাণীকেই মনুষ্য বলা যায়। আমার ভ্রাতা যেমন বলিয়াছে, সেই নিয়মানুসারে ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরিণাম। পরিত্রাণ শব্দের দ্বারা কি বুঝা যায়?

যূষফ। মনুষ্য পাপদ্বারা আপনাকে বন্দী ও দুঃখগ্রস্ত করিয়াছে, ইহাই বুঝা যায়।

পরিণাম। খ্রিস্ত কর্তৃক মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়, ইহা শুনিলে কি অনুমান হয়?

যূষফ। অনুমান হয়, পাপ এমন বলবান দুরাত্মা যে, তাহার হস্তহইতে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহ মনুষ্যকে উদ্ধার করিতে পারে না; এবং পরমেশ্বরও মনুষ্যের এমন শুভাকাঙ্ক্ষী ও তাহার প্রতি এমন দয়াশীল যে, তিনি তাহাকে ঐ দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করেন।

পরিণাম। ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে নিরুপায় মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ করেন?

যূষফ। আপন নাম, অনুগ্রহ ও যাথার্থ্য প্রভৃতি গুণের গৌরব প্রকাশ করিবার নিমিত্তে, এবং আপনার সৃষ্ট প্রাণিকে অনন্ত সুখ দিবার জন্য।

পরিণাম। বল দেখি, কাহারা পরিত্রাণ পাইবে?

যূষফ। যাহারা তাঁহার কৃত পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে।

তাহার এই সকল উত্তর শুনিয়া পরিণামদর্শিনী সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, ভাল, যূষফ, মাতা তোমাকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তুমিও মনোযোগ দিয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াছ।

পরে পরিণামদর্শিনী শমূয়েল নামক দ্বিতীয় বালকটীকে বলিল, শমূয়েল, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি ইহাতে তুমি রাজি আছ?

শমূয়েল। হাঁ, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করুন।

তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, স্বর্গ কি?

শমূয়েল। স্বর্গ পরম সুখের স্থান ও অবস্থা; কেননা পরমেশ্বর তথায় বাস করেন।

পরিণাম। নরক কি ?

শমূয়েল। নরক অতি ভয়ানক দুঃখের স্থান ও অবস্থা ; কেননা পাপ, শয়তান ও মৃত্যু সেখানে থাকে।

পরিণাম। তুমি স্বর্গে যাইতে চাহ কেন ?

শমূয়েল। পরমেশ্বরের দর্শন পাইয়া অক্লান্ত মনে তাঁহার সেবা করিতে, এবং খ্রীষ্টের দর্শন পাইয়া নিরন্তর তাঁহাকে প্রেম করিতে, এবং ইহলোকে অপ্রাপ্য যে পবিত্র আত্মার পূর্ণতা, তাহা অন্তঃকরণে ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা আছে।

পরিণাম। তুমিও বড় ভাল ছেলে এবং বেস শিখিয়াছ।

তদনন্তর পরিণামদর্শিনী বলিল, মথি, তোমাকেও কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব ?

মথি। আজ্ঞা হাঁ, জিজ্ঞাসা করুন।

পরিণাম। বল দেখি, ঈশ্বরের পূর্ব্বে কিছু ছিল কি না ?

মথি। না ; কেননা ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। স্বর্গীয় দূতগণের ও পৃথিবীর পূর্ব্বে তিনি ব্যতিরেকে কিছুই ছিল না। পরমেশ্বরই ছয় দিবসে আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পরিণাম। ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর ?

মথি। ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য।

পরিণাম। তাহাতে কি এমন কোন কথা আছে, যাহা তুমি বুঝিতে পার না ?

মথি। হাঁ, অনেক আছে।

পরিণাম। যে কথা বুঝিতে পার না, ধর্ম্মপুস্তকে এমন কথা পাইলে তুমি কি কর ?

মথি। তখন বিবেচনা করি, পরমেশ্বর আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। শাস্ত্র তন্মধ্যে লিখিত যেং কথা আমার

হিতজনক, তাহা যেন তিনি আমাকে বুঝাইয়া দেন, এ জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি।

পরিণাম। পুনরুত্থান বিষয়ে তোমার বিশ্বাস কি রূপ?

মথি। যে অবস্থায় দেহ কবরস্থ হয়, তদবস্থায়ই উঠিবে, কিন্তু নশ্বরাবস্থায় উঠিবে না। আমার এই বিশ্বাসের দুইটী কারণ আছে; প্রথম, ঈশ্বরের অঙ্গীকার; দ্বিতীয়, আপন অঙ্গীকার পালনে তাঁহার সামর্থ্য।

অপর পরিণামদর্শিনী বালকদিগকে বলিল, ইহার পরেও মাতার বাক্যে তোমাদের মনোযোগ করা উচিত, তিনি তোমাদিগকে আরও শিক্ষা দিতে পারেন। এবং অন্য ধার্ম্মিকদের যে উত্তম কথোপকথন শ্রবণ কর, তাহাও মনোযোগ করিয়া শিক্ষা কর; কেননা তোমাদের হিতের নিমিত্তেই তাঁহারা তদ্রূপ কথোপকথন করেন। আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীহইতে যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতেও মনোযোগী হইও। অধিকন্তু যে গ্রন্থ তোমাদের পিতার যাত্রা বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল, সেই গ্রন্থের কথা বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক আলোচনা করিও। বৎসগণ, তোমরা এই বাটীতে যত দিন থাকিবে, আমিও তোমাদিগকে সাধ্যানুসারে শিক্ষা দিব, এবং পারমার্থিক বিষয়ে তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।

---

৬ অধ্যায়।

অনন্তর সেই স্থানে যাত্রিরা এক সপ্তাহ কাল বাস করিলে পর এক ব্যক্তি করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাহার প্রতি ভালবাসা দেখাইতে লাগিল; তাহার নাম অতন্দ্র। সে ভদ্রসন্তান, এবং ধর্ম্মানুরাগও দেখাইত বটে, কিন্তু সে বাস্তবিক সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই ব্যক্তি দুই তিন বার আসিবার পর করুণার সহিত বিবা-

হের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিল; কারণ করুণা অতি সুন্দরী সুতরাং মনোহারিণী ছিল।

করুণার মন সর্ব্বদাই কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিত। যখন আপনার কোন কর্ম্ম কাজ না থাকিত, তখন সে দীনহীন-দিগকে দান করিবার নিমিত্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কিন্তু করুণা আপনার নির্ম্মিত বস্ত্রাদি কি করিত, তাহা অতন্দ্র জানিতে পারিল না। অতএব তাহাকে সর্ব্বদা শ্রমশীলা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, মনে২ ভাবিল, এই স্ত্রী অতি উত্তম গৃহিনী হইতে পারিবে।

করুণা সেই গৃহবাসিনী কুমারীদিগকে অতন্দ্রের অভি-প্রায় অবগত করাইয়া, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিল; কেনন তাহারা তাহার বিষয় অপেক্ষাকৃত অধিক জানিত।

তাহারা বলিল, এই যুবক বিলক্ষণ পরিশ্রমী, এবং মুখে ধর্ম্ম ভাবও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু বোধ হয়, ধর্ম্মের গুণ ও শক্তি ইহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় নাই।

করুণা। তবে আমি উহার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিব না। কোন মতে আত্মার প্রতিবন্ধক যেন না থাকে, ইহাই আমার সংকল্প।

পরিণাম। ওকে নিরস্ত করা বড় কঠিন কথা নয়। তুমি যদি এখনকার মতন দরিদ্রদের প্রতি দয়া করিতে ক্লান্ত না হও, তবে উহার অনুরাগ ত্বরায় শিথিল হইবে।

পরে একদিন অতন্দ্র পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া করুণাকে পূর্ব্ববৎ দরিদ্রদের নিমিত্তে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যস্ত দেখিয়া বলিল, তুমি কি সর্ব্বদাই কার্য্যে রত থাকিবে? সে বলিল, হাঁ, আপনার জন্যে হউক বা পরের জন্যেই হউক, আমি কর্ম্ম করিতে বড় ভাল বাসি। অতন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে প্রতিদিন তোমার কত লাভ হয়? করুণা উত্তর করিল, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনী হইতে, এবং সত্য জীবন

পাইবার আশয়ে পরকালের জন্যে উত্তম ভিত্তিমূল রূপ নিধি সঞ্চয় করিতে আমার বাঞ্ছা আছে, এই জন্য এ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি। (১ তীম ৬ ; ১৭-১৯।)

সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, এই সমস্ত বস্ত্রাদি তুমি কি কর ? অনুগ্রহ করিয়া বল।

করুণা। বস্ত্রহীনদিগকে পরিধান করিতে দি।

এই কথা শুনিবামাত্র অতন্দ্রের মুখ বিবর্ণ হইল, এবং তদবধি সে তাহার নিকটে আসিতে ক্ষান্ত হইল। পরে অন্য কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর করিয়াছিল, করুণা অতি সুন্দরী বটে, কিন্তু আমার প্রবৃত্তির সহিত তাহার প্রবৃত্তির ঐক্য হইল না।

সে করুণাকে ত্যাগ করিলে পর পরিণামদর্শিনী বলিল, আমি কি বলি নাই, অতন্দ্র তোমাকে অবিলম্বেই ত্যাগ করিয়া যাইবে ? তাহা কেবল নয় ; সে এখন যাইয়া তোমার দুর্নাম রটাইবে। কেননা সে যদিও ধর্ম্মানুরাগ ও করুণার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, তথাপি তাহার স্বভাব ও করুণার স্বভাব এত ভিন্ন যে, উভয়ের সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

করুণা। যদিও আমি কাহাকেও এ কথা বলি নাই, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যদি সম্মত হইতাম, স্বামী পাইতে পারিতাম। কিন্তু যাহারা আমাকে চাহিয়াছিল, তাহারা আমার রূপ নির্দ্দোষ জ্ঞান করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার বিবাহসম্বন্ধীয় নিয়মে অসন্তুষ্ট ছিল, এই কারণ আমার সহিত তাহাদের কাহারও মিলন হইল না।

পরিণাম। আজ কাল অনেকেই করুণার মৌখিক প্রশংসা করে, কিন্তু তোমার নিয়মে প্রকাশিত অনুষ্ঠান মতে অল্প লোকে চলিতে পারে।

করুণা। ভাল, যদি আমাকে কেহ গ্রহণ নাই করে, তবে যাবজ্জীবন অনূঢ়া থাকিব, আমার নিয়মই আমার স্বামিস্বরূপ

হইবে ; কেননা আমি আপন স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। স্বভাবের বিপরীতাচারি কোন ব্যক্তিকে জীবৎ থাকিতে কখন গ্রহণ করিব না। দানশীলা নাম্নী আমার এক ভগিনী ছিল, এই রূপ ক্ষুদ্রাশয় কোন লোকের সহিত তাহার বিবাহ হয়, সুতরাং দুজনের মিল হইল না। আমার ভগিনী আপন রীত্যানুসারে কার্য্য করিতে, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ দুঃখিদের প্রতি দয়া করিতে মনস্থ করে, তাহাতে তাহার স্বামী প্রথমতঃ হাটে গিয়া তাহার অপব্যয়িতা রাষ্ট্র করায়, শেষে তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

পরিণাম। তবুত সে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিত ?

করুণা। হাঁ, সে এমন ধার্ম্মিকই ছিল। তাহার মতন লোকে এক্ষণে জগৎ পরিপূর্ণ ; কিন্তু এ প্রকার লোকে আমার প্রয়োজন নাই।

ইতি মধ্যে মথি নামে খ্রীষ্টীয়ানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীড়িত হইয়া বড় ক্লেশ পাইতে লাগিল ; বিশেষতঃ উদরে অত্যন্ত বেদনা হইল। অতএব সেই বাটীর নিকটে নিপুণ নামে যে প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বাস করিতেন, গৃহস্থেরা খ্রীষ্টীয়ানীর ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে ডাকাইল। তিনি ত্বরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বালককে দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, তাহার শূলবেদনা হইয়াছে। পরে তিনি তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক দিন মথি কি আহার করিয়াছে ?

খ্রীষ্টীয়ানী। অস্বাস্থ্যকর কোন কিছু খায় নাই।

চিকিৎসক। এ কোন গুরুপাক দ্রব্য নিশ্চয়ই খাইয়া থাকিবে। বিনা ঔষধে উপশম হইবে না ; জোলাপ দিতে হইবে, নতুবা এ বাঁচিবে না।

ইহা শুনিয়া শমুয়েল বলিল, ও মা, জান ? এই পথের মাথায় যে দ্বার আছে, তাহা ছাড়াইলে পর দাদা কি ফল

পাড়িয়া খাইয়াছিল। তোমার মনে থাকিতে পারে, পথের বাঁ দিকে দেওয়ালের ওপারে ফলের এক বাগান ছিল ; সেই দেওয়ালের উপর দিয়া কতকগুলি গাছের ডাল হেলিয়া পড়িয়াছিল, দাদা তাহার ফল পাড়িয়া খাইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয়ানী। হাঁ, বাছা, ঠিক বলিয়াছ, কিছু পাড়িয়া খাইয়াছিল বটে ; আমি বারণ করিলেও ক্ষান্ত হয় নাই।

চিকিৎসক। দেখ, এ যে অস্বাস্থ্যকর কোন দ্রব্য খাইয়াছে, তাহা এখন নিশ্চয় জানা গেল। সেই ফলের মতন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আর নাই। সে বাল্‌সিবূবের [শয়তানের] উদ্যানের ফল। তাহা খাইতে কেহ যে তোমাদিগকে বারণ করে নাই, এ বড় আশ্চর্য্য ; কেননা সে ফল খাইয়া অনেকে মারা পড়িয়াছে।

খ্রীষ্টীয়ানী কাঁদিতে২ বলিল, হায়, কি অবাধ্য ছেলে! আর আমিও কি নির্ব্বোধ মা! হায়, এখন ছেলের জন্যে করি কি?

তখন নিপুণ বলিলেন, এত নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই ; রেচন ও বমন করাইলে রোগের উপশম হইতে পারে।

খ্রীষ্টীয়ানী। মহাশয়, যত টাকা খরচ হউক না কেন, আপনি সাধ্যানুসারে চিকিৎসা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

চিকিৎসক। ভয় নাই ; আমি অধিক ব্যয় করাইব না। অনন্তর তিনি রেচক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন গুণ দর্শিল না। উক্ত আছে, ঐ ঔষধ ছাগের রক্ত, গাভীর ভস্ম (ইব্রী ৯ ; ১৩, ১৯। ১০ ; ১-৪।) এবং এষোব তৃণের রসে প্রস্তুত হইয়াছিল।

যখন চিকিৎসক দেখিলেন যে, সে ঔষধ গুণকারী হইল না, তখন এক উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

খ্রীষ্টস্য রক্তমাংসাভ্যাং ঔষধ (যোহন ৬; ৫৪-৫৭। ইব্রী ৯ ; ১৪।) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দুই একটা প্রতিজ্ঞা এবং

উপযুক্ত ভাগ লবণ মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিলেন। তাহা সেবন করিবার নিয়ম এই; উপবাস পূর্ব্বক এক২ বার তিন২ বটিকা, অনুতাপজনিত দেড় ছটাক চক্ষুর্জল দিয়া খাইবে। (মার্ক ৯; ৪৯। মথ ১২; ১০।) পরে ঐ ঔষধ যখন বালকের নিকটে আনীত হইল, তখন সে বেদনাতে প্রায় বিদীর্ণকায় হইলেও কোন মতে তাহা ভক্ষণ করিতে চাহিল না। তাহাতে চিকিৎসক বলিলেন, না, না, এমন করিও না; ইহা তোমাকে অবশ্য খাইতে হইবে।

বালক বলিল, ও ঔষধ খাইতে আমার ঘৃণা করে। তাহার মাতা বলিল, ও কথা আমি শুনিব না; তোমাকে খাইতে হইবে। বালক বলিল, খাইলে বমি করিয়া ফেলিব। তাহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, এ ঔষধের স্বাদ কেমন? তিনি বলিলেন, ইহার স্বাদ মন্দ নয়, অনায়াসে খাওয়া যায়। তখন তাহার মাতা একটী বড়ি লইয়া জিহ্বার অগ্রে দিয়া বলিল, মথি, এ ঔষধ মধু অপেক্ষাও মিষ্ট; অতএব যদি তুমি আমাকে ও তোমার ভ্রাতাদিগকে এবং এই করুণাকে ও আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে ইহা খাও। এই রূপ অনেক কষ্টের পরে এবং তৎক্ষণে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করণান্তর সে তাহা খাইলে ত্বরায় উপকার দর্শিল। ফলতঃ ঐ ঔষধে উত্তমরূপ রেচন হওয়াতে সে সুস্থির হইয়া নিদ্রা গেল। পরে গাত্র উষ্ণ হইয়া ঘর্ম্ম হইলে সে শূলবেদনা হইতে মুক্ত হইল।

এই রূপে অল্প কালের পরে ঐ বালক গাত্রোত্থান করিয়া যষ্টি ধরিয়া গৃহমধ্যে বেড়াইতে২ পরিণামদর্শিনী, ধর্ম্মিষ্ঠা ও প্রেমিকার সহিত কথোপকথন করিয়া আপন পীড়া ও তৎশান্তির বিষয় তাহাদিগকে বর্ণনা করিয়া বলিল।

অনন্তর বালকটী সুস্থ হইলে পর খ্রীষ্টীয়ানী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আমার ও আমার বালকের

নিমিত্তে আপনকার যে পরিশ্রম ও ক্লেশ হইয়াছে, তজ্জন্যে আপনাকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারি?

তিনি উত্তর করিলেন, আমাকে কিছু দিতে হইবে না; কিন্তু ইহার নিরূপিত নিয়মানুসারে বৈদ্যবর্গের অধ্যক্ষকে যাহা দিতে হয়, তাহা দিও। (ইব্রী ১৩; ১১-১৫।)

খ্রীষ্টীয়ানী। মহাশয়, এ বটিকাতে অন্য কোন রোগের শান্তি হয় কি?

চিকিৎসক। ইহা সর্ব্বরোগনাশক। বিশেষতঃ যাত্রিদের যত প্রকার রোগ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে সমস্ত রোগে ইহাতে উপকার দর্শে; আর ভালরূপে প্রস্তুত হইলে অনন্ত কালেও এ বটিকা বিকৃত হয় না।

খ্রীষ্টীয়ানী। মহাশয়, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিমিত্তে এই ঔষধ বারো কৌটা প্রস্তুত করিয়া দিউন। যেহেতুক ইহা পাইলে আমি অন্য কোন ঔষধ কখন সেবন করিব না।

চিকিৎসক। এ বটিকাতে কেবল রোগির উপকার দর্শে না; সুস্থ লোকেরও রোগভয় নিবারণ হয়। তদ্ভিন্ন আমি নিশ্চয় জানিয়া বলিতেছি, কোন মনুষ্য যদি এই ঔষধ প্রকৃতরূপে সেবন করে, তবে অমর হইবে। (যোহন ৬; ৫৮।) কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানি, আমি যে অনুপান দেখাইয়া দিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য কোন রূপে তুমি এ বটিকা খাওয়াইও না; খাওয়াইলে কোন উপকার দর্শিবে না।

পরে তিনি খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানগণ এবং করুণার নিমিত্তে ঔষধ দিয়া মথিকে বলিলেন, সাবধান, তুমি অপক্ক বদরি আর খাইও না। এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরিণামদর্শিনী বালকদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কোন সময়ে হিতজনক কোন প্রশ্ন

করিতে বাসনা করিলে আমাকে বলিও, আমি তাহার উত্তর দিব।

তাহাতে আরোগ্য প্রাপ্ত মথি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মুখে ঔষধ প্রায় সর্ব্বদা তিক্ত লাগে কেন?

পরিণাম। সংসারাসক্ত অন্তঃকরণে ঈশ্বরের বাক্য ও তাহার ফল কেমন মন্দ লাগে, তাহা জানাইবার নিমিত্তে।

মথি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, যে ঔষধে উপকার হয়, তাহাতে রেচন ও বমন হয় কেন?

পরিণাম। ঈশ্বরের বাক্য গুণযুক্ত হইলে অন্তঃকরণ ও চিত্তকে পরিষ্কার করে, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে। বিবেচনা করিয়া দেখ, শরীরের পক্ষে ঔষধ যেমন, মনের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্য তেমান উপকারী।

মথি। অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধগামী হয় ও সূর্য্যের হিতজনক কিরণ অধোগামী হয়, ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

পরিণাম। অগ্নিশিখার ঊর্দ্ধগমনে এই জ্ঞান জন্মে যে, ঈশ্বরভক্তির তেজোরূপ পথে আমাদের পারমার্থিক স্বর্গারোহণ করা কর্ত্তব্য। আর সূর্য্যের উত্তাপ ও হিতজনক রশ্মির অধোগমন দর্শনে আমাদের এই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য যে, জগত্রাতা অতি উন্নত হইলেও, অতি নীচ যে আমরা, আমাদিগেতেও আপন অনুগ্রহ ও স্নেহরূপ কিরণ ব্যাপ্ত করেন।

মথি। মেঘের জল কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

পরিণাম। সমুদ্র হইতে।

মথি। তাহাতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি?

পরিণাম। তাহাতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়, জ্ঞানের আকর পরমেশ্বর হইতে জ্ঞানান্বেষণ করিয়া শিক্ষা দেওয়া উপদেশকদের কর্ত্তব্য।

মথি। ঐ মেঘ যে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করে, তাহাতে কি শিক্ষা পাই?

পরিণাম। এই জ্ঞান পাই যে, উপদেশকেরা ঈশ্বর-বিষয়ক যে জ্ঞান পাইয়াছেন, তাহা মনুষ্যদিগকে বিতরণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

মথি। মেঘধনুক যে সূর্য্যকিরণে জন্মে, ইহার তাৎপর্য্য কি?

পরিণাম। আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহজন্যনিয়ম খ্রীষ্টেতেই যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাই জানাইবার নিমিত্তে।

মথি। নির্ঝরের জল সমুদ্র হইতে পৃথিবীর মধ্য দিয়া আমাদের নিকটে যে আইসে, ইহার তাৎপর্য্য কি?

পরিণাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহ খ্রীষ্টের শরীর দিয়া আমাদের নিকটে যে উপনীত হয়, ইহা দেখাইবার জন্যে।

মথি। কোন২ নির্ঝর অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া হইতে যে নির্গত হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

পরিণাম। তাহাতে এই জানাইতেছে যে, পবিত্র আত্মার দানরূপ অমৃত অনেক দীনহীন ও নীচ ব্যক্তির মনে যদ্রূপ, কোন২ মহান ও উচ্চপদস্থ লোকের মনেও তদ্রূপ উদয় হইতে পারে।

মথি। প্রদীপের শলিতাতে অগ্নি ধরে কেন?

পরিণাম। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্তঃকরণে বিরাজমান না থাকিলে, জীবনের সত্য দীপ্তি মনুষ্যেতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

মথি। প্রদীপের আলোক রক্ষার্থে তৈল শলিতাদি ব্যয় হয় কেন?

পরিণাম। তাহাতে এই জানা যায় যে, আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত তেজঃ উত্তমরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কায় মন সর্ব্বস্ব ব্যয় করা উচিত।

মথি। পেলিকন্ নামক বক ঠোঁট দিয়া আপন বুক চিরে কেন?

পরিণাম। আপনার রক্ত দিয়া শাবকদিগকে প্রতি-পালন করিবার জন্য। ইহা দ্বারা শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দয়াময় খ্রীষ্ট আপনার সন্তান সদৃশ প্রজাগণকে এমন স্নেহ করেন যে, স্বীয় রক্ত দিয়া তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন।

মা। কুক্কুটের ডাক শুনিয়া আমরা কি শিখিতে পারি?

পরিণাম। তদ্দ্বারা পিতরের পাপ ও তাহার অনুতাপ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন কুক্কুটের ডাকদ্বারা আরো জানিতে পাই যে, দিবস সন্নিকট হইতেছে, অতএব কুক্কুটের ডাক শুনিয়া অন্তিম অথচ মহাভয়ঙ্কর বিচার দিবস যেন তোমার স্মরণ হয়।

অপর তাহাদের প্রবাসের এক মাস সম্পূর্ণ হওয়াতে যাত্রিরা গৃহবাসিগণকে জানাইল, এক্ষণে আমাদের এস্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় হইয়াছে। তাহাতে যুবক আপন মাতাকে বহিল, মহোৎসাহ মহাশয় যেন শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে পথ দেখাইয়া যান, এরূপ প্রার্থনা করণার্থে অর্থকারকের নিকটে লোক পাঠান কি উচিত নয়?

খ্রীষ্টীয়ানী। বৎস, ভাল বলিয়াছ, আমি ও কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

ইহা বলিয়া সে একখানি আবেদনপত্র লিখিয়া জাগরূক নামক দ্বারপালের হস্তে দিয়া নিবেদন করিল, আপনি এই পত্রখানি কোন উপযুক্ত লোকদ্বারা আমার পরম হিতকারি অর্থকারক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

পরে অর্থকারক ঐ পত্র পাইয়া, সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, পত্রবাহককে বলিলেন, তুমি গিয়া তাহাদিগকে বল যে, আমি তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

অনন্তর গৃহের পরিজনেরা যখন দেখিল, খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গীরা যাইবার সংকল্প করিয়াছে, তখন তাহারা

যে এই রূপ হিতকারি অতিথি পাইয়াছিল, তজ্জন্য আপনাদের রাজার ধন্যবাদ করণার্থে গৃহবাসি সকলকে ডাকিয়া একত্র করিল। পরে ঈশ্বরারাধনা সমাপ্ত হইলে, তাহারা খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, পথে যাইতে২ ধ্যান করিবার কোন বিষয় আমরা যেমন অন্য যাত্রিদিগকে দেখাইয়া দিয়া থাকি, তোমাদিগকেও তদ্রূপ দেখাইতে চাহি। অনন্তর তাহারা খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানগণ এবং করুণাকে একটী বিশেষ কুঠরীতে লইয়া গিয়া যে প্রকার ফল হবা ভক্ষণ করিয়া আপন স্বামিকে দিয়াছিল, এবং যাহা ভক্ষণ করাতে তাহারা উভয়ে এদনস্থ উদ্যানহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার একটী ফল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি ফল, জান? খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, এ ভক্ষ্য দ্রব্য কি বিষ, তাহা বলিতে পারি না। পরে তাহারা সে বিষয় তাহাকে ব্যক্ত করিয়া বলিল, শুনিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হস্ত বিস্তার করিয়া রহিল। (আদি ৩; ১-৬। রোম ৭; ২৪।)

তাহারা তাহাদিগকে অন্য এক স্থানে লইয়া যাইয়া যাকোবের সোপান দেখাইল। (আদি ২৮; ১২।) তৎকালে তাহা দিয়া কোন২ স্বর্গদূত আরোহণ করিতেছিলেন। খ্রীষ্টীয়ানী দূতগণের ঊর্দ্ধগমন দেখিবার জন্য উপর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, এবং তাহার সঙ্গিরাও তদ্রূপ দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে তাহাদিগকে আরও কোন বিষয় দেখাইবার নিমিত্তে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে যাকোব মাতাকে বলিল, মা, এ অতি চমৎকার দর্শন! এখানে উঁহাদিগকে আরও খানিক বিলম্ব করিতে বল। তাহাতে তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, সেই মনোহর দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রহিল। (যোহন ১; ৫১।)

তাহারা তাহাদিগকে আর এক স্থানে লইয়া গিয়া তথায় টাঙ্গান এক স্বর্ণ লঙ্গর দেখাইয়া, খ্রীষ্টীয়ানীকে তাহা

নামাইতে বলিয়া কহিল, এই লঙ্গর তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে; কেননা তিরস্করণীর অভ্যন্তরে গেলে তোমরা অমোঘ থাকিবে, এবং ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইলে, তোমাদিগকে সুস্থির রাখিবার পক্ষে ইহা বড় প্রয়োজনীয় হইবে। তাহারা আহ্লাদিত হইয়া তাহা লইয়া গেল। (যোয়েল ৩; ১৬। ইব্রী ৬; ১৯।)

আমাদের পিতা ইব্রাহীম যে পর্ব্বতের উপরে আপন পুত্র ইস্‌হাককে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতে লইয়া যাইয়া তাঁহার সেই যজ্ঞবেদি, কাষ্ঠ, অগ্নি ও ছুরিকাদি দেখাইল, কেননা ঐ সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। (আদি ২২; ৯।) তাহা দেখিয়া যাত্রিরা আহ্লাদে হাত তুলিয়া পরম সৌভাগ্য মানিয়া বলিতে লাগিল, আহাঃ, প্রভুর প্রতি প্রেম ও ইন্দ্রিয়দমন বিষয়ে ইব্রাহীম কি চমৎকার মনুষ্য ছিলেন।

ঐ সমস্ত বিষয় দেখাইবার পরে যেখানে একটী উত্তম বাদ্য যন্ত্র ছিল, এমন কোন এক বৈঠকখানায় পরিণামদর্শিনী তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, যন্ত্র বাজাইয়া দৃষ্ট বস্তু সমূহ সম্বন্ধে এই গীত গান করিতে লাগিল:—

হবার ভক্ষিত ফল করিলে দর্শন।
সে বিষয়ে সাবধান হবে প্রতিক্ষণ॥
যাকোবের সোপান দেখিলে বিলক্ষণ।
যদুপরি দূতগণ করে আরোহণ॥
সুবর্ণ লঙ্গর পাইয়াছ তোমা সবে।
প্রচুর হইল ইথে মনে না ভাবিবে॥
আপনার বহু মূল্য যে দ্রব্য হইবে।
ইব্রাহীম সম তাহা উৎসর্গ করিবে॥

ঐ সময়ে কোন ব্যক্তি দ্বারে আঘাত করিলে, দ্বারবান দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, মহোৎসাহ আসিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। সে ভিতরে গেলে তাহাকে দেখিয়া সকলের যে কি আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? কেননা পূর্ব্বে সে যে প্রকারে উগ্রাকার রক্তপাতী নামক বৃদ্ধ অসুরকে হত করিয়া সিংহের মুখহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল, তাহা তখন পুনর্ব্বার তাহাদের মনে উদয় হইল।

অনন্তর মহোৎসাহ খ্রীষ্টীয়ানী ও করুণাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তোমাদের পাথেয় দ্রব্যের নিমিত্তে আমার প্রভু তোমাদের দুই জনকে এক২ শিশি দ্রাক্ষারস ও কিঞ্চিৎ ভার্জ্জিত শস্য ও দুইটী দাড়িম্ব দিয়াছেন, এবং বালকদিগের নিমিত্তে কতক গুলিন ডুম্বুর ও দ্রাক্ষাফল পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তাহারা যাইবার উপক্রম করিলে পরিণামদর্শিনী ও ধর্ম্মিষ্ঠা তাহাদের সঙ্গে২ খানিক দূর যাইবার মনস্থ করিল। অনন্তর দ্বারে উপস্থিত হইলে খ্রীষ্টীয়ানী দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মধ্যে কি কেহ এ খান দিয়া গিয়াছে? দ্বারবান বলিল, না; কেবল কিছু দিন হইল, এক জন এই পথ দিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে, অল্প দিন হইল এই রাজপথের মধ্যে এক মহা ডাকাইতি হইয়াছে; কিন্তু দস্যুদল ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাদের প্রাণদণ্ড বিষয়ক বিচার শীঘ্র হইবে। এই কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী ও করুণা ভীতা হইল; কিন্তু মথি বলিল, মা, যতক্ষণ মহোৎসাহ মহাশয় পথ দেখাইয়া আমাদের সঙ্গে যাইবেন, ততক্ষণ কিছুই ভয় নাই।

খ্রীষ্টীয়ানী দ্বারবানকে বলিল, ভদ্র! আমার এই খানে আসা অবধি আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমার সন্তানদের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সে জন্য আপনকার নিকটে অতিশয় বাধিত রহিলাম। আমি কি দিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিব, জানি না। অতএব আমি যে আপনকার মর্য্যাদা করি, তাহার চিহ্ন স্বরূপ

এই সামান্য বস্তু গ্রহণ করুন ; অনন্তর একটী স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তে দিল। দ্বারবান খ্রীষ্টীয়ানীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্ল হউক, ও তোমার মস্তকে তৈলের অকুলান না হউক। (উপদেশক ৯:৮।) আর করুণা চিরজীবিনী হউক এবং তাহার সৎক্রিয়া অল্পসংখ্যক না হউক। (দ্বিং বিং ৩ : ৬।) সে বালকগণকেও বলিল, তোমরা যৌবনাবস্থার কু-অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা ধীর ও জ্ঞানবান, তাহাদের সহিত ধর্ম্মের অনুগামী হও ; (২ তীম ২ ; ২২।) তাহা করিলে তোমাদের মাতার চিত্ত আনন্দে প্রফুল্ল করিবে, এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের প্রশংসাপাত্র হইবে। পরে তাহারা দ্বারপালকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইল।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যাত্রিরা ক্রমাগত গমন করত সেই পর্ব্বতের চূড়ার ধারে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মিষ্ঠা হঠাৎ চীৎকার শব্দ করিয়া বলিল, হায়! খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিদিগকে যাহা দিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া আসিয়াছি। আমি ফিরিয়া গিয়া আনি। ইহা বলিয়া সে তাহা আনিতে দৌড়িয়া গেল। ধর্ম্মিষ্ঠা গেলে পরে সে স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বের নিকটবর্ত্তি এক উপবনহইতে খ্রীষ্টীয়ানী অতি সুশ্রাব্য অসাধারণ স্বর শুনিতে পাইল ও বিশেষ মনোযোগ দেওয়াতে যেন এই বাক্য তাহার কর্ণগোচর হইল ;—

মহা অনুগ্রহ তুমি কৈলে মম প্রতি।
তব গৃহে নিত্য আমি করিব বসতি॥

ইহা শুনিতেং যেন আর কেহ ইহার উত্তর দিতেছে, এমন এক শব্দ শুনিতে পাইল ; সে এই,

আমাদের পক্ষে প্রভু পরম দয়াল।
অটল তাঁহার কৃপা আছে চিরকাল॥
তাঁহার সত্যতা সদা আছে দৃঢ় ভাবে।
অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী হবে।

ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী পরিণামদর্শিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এমন মধুর স্বরে কে গান করে? (পরম গীত ২; ১১, ১২।)

সে বলিল, আমাদের দেশীয় পক্ষীরা; তাহারাও গান করে। কিন্তু তাহারা এরূপ স্বরে সর্ব্বদা গান করে না, কেবল বসন্ত কাল হইলে যখন নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ও সূর্য্যের কিরণ সন্তপ্ত হয়, তখনই তাহারা গান করে, ও তৎকালে তাহাদের গান সমস্ত দিন শুনিতে পাওয়া যায়। আমি বার বার তাহাদের রব শুনিতে যাই, এবং আমরা ঐ প্রকার পক্ষী গৃহে পুষিয়াও থাকি। মনের ঔদাস্য জন্মিলে তাহাদের গান বড় সান্ত্বনাজনক হয়; এবং ঐ সকল পক্ষী থাকাতে বন ও উপবন প্রভৃতি নিভৃত স্থান সকল অতি রমণীয় হইয়াছে।

এমন সময়ে ধর্ম্মিষ্ঠা ফিরিয়া আসিয়া খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, এই দেখ, আমাদের গৃহে যে সকল বিষয় দেখিয়া আসিয়াছ, তাহার নকসা আনিয়াছি। ভুলিয়া গেলে, ইহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, তোমাদের শিক্ষা, ও সন্তোষের নিমিত্তে পুনরায় স্মরণ হইতে পারিবে।

অনন্তর তাহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া নম্রতা নামক উপত্যকাতে যাইতে লাগিল। সেই পথ অতি গড়ানে ও পিচ্ছিল ছিল, কিন্তু তাহারা অতি সাবধানে যাওয়াতে বড় বিঘ্ন পাইল না। সেই উপত্যকাতে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মিষ্ঠা খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, এই স্থানে তোমার স্বামী অতি ভয়ঙ্কর আপল্লুয়োন নামক ভূতের সহিত সাক্ষাৎ ও ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে; কিন্তু ভীত হইও না। এই মহোৎসাহ যাবৎ তোমাদের রক্ষক ও পথপ্রদর্শক আছেন, তাবৎ কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পরে উক্ত দুই স্ত্রী যাত্রীদিগকে পথদর্শকের

হস্তে সমর্পণ করিয়া, ফিরিয়া গেল ; পথদর্শক অগ্রে২ চলিল, এবং যাত্রিরা তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।

মহোৎসাহ বলিল, এই উপত্যকা দেখিয়া ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি আপনার কোন আপদ নিজে উপস্থিত না করি, এ স্থানে আমাদের অনিষ্টজনক কিছুই নাই। এই স্থানে আপল্লুয়োনের সহিত খ্রীষ্টীয়ানের দেখা হওয়াতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিবার সময়ে যে সকল উছোট খাইয়াছিল, ঐ যুদ্ধ তাহারই ফল ছিল ; কেননা যাহারা সে স্থানে উছোট খায়, তাহাদিগকে এ স্থানে যুদ্ধ করিতে হয়, এই নিমিত্তেই এই উপত্যকার এমন দুর্নাম হইয়াছে। দেখ, সাধারণ লোকে যখন শুনে যে, অমুক স্থানে অমুকের ভারি বিপদ ঘটিয়াছে, তখনই তাহারা অনুমান করে যে, সে স্থান কোন ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বা প্রেতের অধিকার। কিন্তু হায়! লোকদের আপন২ কর্ম্মফলে যে তদ্রূপ ঘটনা ঘটে, তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না। ফলতঃ এই নম্রতা নামক উপত্যকা স্বভাবতঃ অতি উর্ব্বরা স্থান, ইহা অপেক্ষা উত্তম স্থান খেচর পক্ষিগণও দেখিতে পায় না। খ্রীষ্টীয়ান এই স্থানে কি জন্যে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণসূচক কোন চিহ্ন অন্বেষণ করিলে এই অঞ্চলে অবশ্য পাওয়া যাইতে পারে, আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

তখন যাকোব মাতাকে বলিল, ঐ দেখ, একটা স্তম্ভ, এবং তাহার উপরে যেন কিছু লেখা আছে, বোধ হইতেছে। চল, আমরা যাইয়া দেখি। তাহারা যাইয়া ঐ স্তম্ভের উপরে এই লিপি দেখিল, যথা, "এই স্থানে আসিতে আসিতে খ্রীষ্টীয়ান যে উছোট খাইয়াছিল, ও তজ্জন্য তাহাকে যে ঘোর যুদ্ধে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি যাত্রিরা সাবধান হউক।" পথদর্শক বলিল,

দেখ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এখানে খ্রীস্টীয়ানের যে দুর্গতি হইয়াছিল, তৎকারণসূচক কোন লক্ষণ অবশ্য পাওয়া যাইবে। অনন্তর সে খ্রীস্টীয়ানীর প্রতি ফিরিয়া বলিল, ইহাতে যে তোমার স্বামিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতেছে এমন মনে করিও না; আরও অনেকের প্রতি তাহাই ঘটিয়াছিল। এই পর্ব্বতে উঠা অপেক্ষা নামা কঠিন, কিন্তু এ কথা এ দেশের আর কোন পর্ব্বত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, এই ব্যক্তির বিষয়ে আর কোন কথার আবশ্যক নাই। সে ব্যক্তি আপন শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া, এখন বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমরাও তাহার ন্যায় পরীক্ষিত হইলে যেন তদপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত না হই, সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বর এমন অনুগ্রহ করুন।

সে যাহা হউক, এক্ষণে এই নম্রতা নামক উপত্যকার প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। এই দেশের মধ্যে এই উপত্যকার ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও অতিশয় শস্যশালিনী, এবং এখানে তৃণভূষিত চরাণী মাঠ বিস্তর। মনোরম্য স্থানের দর্শনাকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তি যদি অনপেক্ষিতরূপে আমাদের ন্যায় বসন্তকালে এখানে আইসে, তবে সে নয়নের আনন্দজনক অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে। দেখ, এই ভূমি কেমন শ্যামবর্ণ এবং কানুড় পুষ্পে কেমন সুশোভিত। (পরমগীত ২; ১।) এই নম্রতা উপত্যকার মধ্যে যাহারা আবাদ করিয়া অনেক ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ অনেক কৃষককে আমি জানি। কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিদের বিপক্ষ, কিন্তু নম্রদিগকে উত্তম বর প্রদান করেন। (যাকোব ৪; ৬। ১ পিতর ৫; ৫।) অতএব এ ভূমি যে অতি উর্ব্বরা এবং যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই জন্য এ স্থানে উপস্থিত হইয়া, পিতার বাটীতে যেন একবারে পৌঁছান যায়, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত দিয়া যাইতে ও ক্লেশ



পাইতে যেন আর না হয়, এমন বাসনা কেহ২ করিয়াছে। কিন্তু এই পথই পথ, অন্য পথ নাই, ইহা নিশ্চয়।

তাহারা এই রূপ কথোপকথন করিয়া গমন করিতেছিল, পথিমধ্যে দেখিল, একটী বালক আপন পিতার মেষ চরাইতেছে। ঐ বালকের বস্ত্র অতি সামান্য, কিন্তু মুখশ্রী পরম সুন্দর। সে একাকী বসিয়া গান করিতেছিল। মহোৎসাহ বলিল, ঐ মেষপালক বালক কি গান করে, শুন। তাহারা শুনিতে লাগিল। বালক এই গান করিল :—

নীচস্থ যে লোক তার পতনে কি ভয়,
অধোতে থাকিলে নাহি অহঙ্কার হয়।
অভিমানহীন সদা সুশীল যে লোক,
ঈশ্বর সর্ব্বদা তার পথপ্রদর্শক। ১।
অল্প বা অধিক যাহা আছয়ে আমার,
তাহাতেই তৃপ্ত আছি তৃষ্ণা নাহি আর।
তৃপ্তমনা যেই জন সেই পায় ত্রাণ,
মোরে তৃপ্তমন প্রভু কর তুমি দান। ২।
যাত্রী হয়ে যেই জন পথে করে গতি,
তাহার বাধক হয় প্রচুর সম্পত্তি।
ইহ অল্প পরত্রেতে আনন্দ অপার,
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা তাহা শ্রেষ্ঠ অধিকার। ৩।

ইহা শুনিয়া পথদর্শক বলিল, ঐ বালকের গান শুনিলে? আমি নিশ্চয় জানি, যাহারা সতত মখমল রেশমি প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করে, তাহাদের অপেক্ষা বরং এই বালক অধিক আনন্দে কাল যাপন করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা শান্তিরূপ পুষ্প হৃদয়ে ধারণ করে। যাহা হউক, এই উপত্যকার কথা আরও বলিতেছি।

পূর্ব্বে এই উপত্যকাতে আমাদের প্রভুর বাগান বাটী ছিল; কেননা এই স্থলের বায়ু অতি সুখজনক, এই নিমিত্তে

তিনি এই স্থানে থাকিতে ও এই সকল মাঠে বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। এখানে বাস করিলে সংসারের গোযোগ হইতে পৃথক থাকা যায়। সমস্ত স্থানই গোলযো ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ; কেবল এই নম্রতা নামক নিম্ন ভূ নিভৃত ও নিঃশব্দ স্থান। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখা ধ্যানভঙ্গের কোন কারণ নাই। এই উপত্যকাতে যাত্রিধ প্রিয় ব্যক্তিরেকে অন্য কেহ গমনাগমন করে না। যদ খ্রীষ্টীয়ানের দুর্ঘটনা প্রযুক্ত এই স্থানে আপল্লুয়োনের সহি সংঘটন ও তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি পূর্ব্বকালে এ স্থানে কেহ২ স্বর্গীয় দূতগণের দর্শন পাইয়াছে। (হোশে ১২; ৪,৫।) কেহ বা দিব্য মুক্তা লাভ করিয়াছে। (মি ১৩; ৪৬।) অন্য কেহ বা জীবনদায়ক বাক্যরূপ ধন প্রা হইয়াছে। (হিতো ৮; ৩৫।)

আমি কি বলি নাই যে, পূর্ব্বকালে এই স্থলে আমাদে প্রভুর বাগানবাটী ছিল, এবং তিনি এই স্থানে বেড়াই ভাল বাসিতেন? আরো বলিতেছি, যাহারা এই স্থানে বা করিতে ও এই স্থান দিয়া যাইতে চাহে, তাহাদের পথ খর ও গমন বিষয়ে উৎসাহ দান জন্য তিনি ধন রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহার আয় হইতে তাহাদিগকে নিয়মিত কালে বার্ষি বৃত্তি দান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

পরে যাইতে২ শমূয়েল মহোৎসাহকে বলিল, মহাশয় শুনিলাম, এই স্থলীতে আপল্লুয়োনের সহিত আমার পিতা যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু এ অতি প্রশস্ত স্থান; কোথায় যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

মহোৎসাহ। আমাদের সম্মুখস্থ ঐ স্থানের নাম বিস্মৃতি ক্ষেত্র। তাহার ওপারে যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, সেই পথে আপল্লুয়োনের সহিত তোমার পিতার যুদ্ধ হইয়াছিল অঞ্চলে ঐ স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। কেননা প্রাপ্ত উপকা

রের ও উপকার প্রাপ্তির অযোগ্যতার বিস্মৃতি হইলে যাত্রিরা বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে অনেকের দুর্ঘটনা হইয়াছে। যাহা হউক, তথায় পৌঁছিলে এই বিষয় আরো বলিব। সেখানে ঐ যুদ্ধের কোন চিহ্ন কিম্বা প্রমাণসূচক কোন স্তম্ভ অদ্য পর্য্যন্ত অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে।

তখন করুণা বলিল, পথের অন্য স্থান অপেক্ষা বরং এই স্থানে আমার আন্তরিক সুখ অনুভব হইতেছে; আর এই স্থান আমার মনের মত, বোধ হইতেছে। যে স্থানে গাড়ী ঘোড়ার শব্দ নাই, এমন স্থানে আমি থাকিতে বড় ভাল বাসি। অনুমান হয়, এই স্থানে থাকিয়া, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কিং করিয়া আসিতেছি, আর কি নিমিত্তে রাজাকর্ত্তৃক আহূত হইয়াছি, এই প্রকার চিন্তা করিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। এই স্থানে বসিয়া আত্মচিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত হইলে অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়, ও শেষে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া হিশ্‌বোনস্থ সরোবরের ন্যায় হইয়া উঠে। (পরম ৭; ৪।) যাহারা এই ক্রন্দনের তলভূমি দিয়া যথানিয়মে গমন করে, তাহারা ইহা উনুইতে পরিণত করে, এখানকার লোকদের উপরে ঈশ্বর আকাশ হইতে যে জল বর্ষণ করেন, তাহাতে পুষ্করিণী সকল পরিপূর্ণ হয়। (গীত ৮৪; ৫-৭।) এই স্থলীর মধ্য হইতে রাজা আপন লোকদিগকে স্ব২ দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিবেন। এবং আপল্লুয়োনের সহিত যুদ্ধ হইলেও খ্রীষ্টীয়ান যেমন গান করিয়াছিল, যাহারা এই স্থলী দিয়া গমন করে, তাহারাও তদ্রূপ গান করিবে। (হো ২; ১৫।)

পথদর্শক বলিল, সত্য বটে; আমি এ স্থলী দিয়া অনেক বার গিয়া দেখিয়াছি, অন্য সকল স্থান অপেক্ষা বরং এ স্থানে আমার অধিক সুখ বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন আমি যে সকল যাত্রিকে পথ দেখাইয়াছি, তাহারাও এ স্থলীর উত্তমতা স্বীকার করিয়াছে। আমাদের রাজাও বলেন, "দুঃখী ও চূর্ণমনা ও

আমার বাক্যে কম্পিত মনুষ্যের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।” (যিশ ৬৬; ২।)

অতন্তর তাহারা গমন করত পূর্ব্বোক্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলে, পথপ্রদর্শক খ্রীষ্টীয়ানী, তাহার সন্তানগণ ও ঐক্‌নাকে বলিল, দেখ, এই ভূমিতে খ্রীষ্টীয়ান যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং ঐ স্থানহইতে আপল্লুয়োন তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আর আমি কি সত্য বলি নাই; দেখ, এই সকল প্রস্তরে তোমার স্বামির রক্তের চিহ্ন অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে। আরও দেখ, আপল্লুয়োনের ভগ্ন শর স্থানে২ পড়িয়া আছে। এবং পরস্পর যুদ্ধ সময়ে স্ব২ স্থান রক্ষার্থে তাহারা ভূমিতে যে পদাঘাত করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। তাহাদের লক্ষ্যচ্যুত অস্ত্রাঘাতে এই প্রস্তর সকল কেমন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই স্থলে খ্রীষ্টীয়ান যথার্থ পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। স্বয়ং রাম উপস্থিত থাকিলে ইহা অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। খ্রীষ্টীয়ানের শত্রু আপল্লুয়োন পরাস্ত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়া নামক যে নিকটবর্ত্তি উপত্যকাতে পলায়ন করিয়াছিল, সে স্থলীতেও আমরা অবিলম্বে উপস্থিত হইব।

আর সম্মুখে ঐ যে স্তম্ভ দেখিতেছ, উহাতে খ্রীষ্টীয়ানের সুখ্যাতি চিরস্মরণীয় করণার্থে তাহার যুদ্ধের ও বিজয়ের বিবরণ লিখিত আছে। ইহা শুনিয়া ঐ স্তম্ভ তাহাদের সম্মুখবর্ত্তি পথের পার্শ্বে থাকাতে, তাহারা নিকটে যাইয়া সেই লিপি পাঠ করিল। যথা—

এ স্থানের সন্নিধানে এক যুদ্ধ ঘটে।
অতি অপরূপ তাহা কিন্তু সত্য বটে॥
অসুর আপল্লুয়োন আর খ্রীষ্টীয়ানে।
মিথো মহারণ হয় নাশিবারে প্রাণে॥ ১
সে পুরুষ পুরুষত্ব করিলে প্রকাশ।



পলাইল ভূতরাজ মনে পেয়ে ত্রাস ॥
সেই ঘটনার আমি প্রমাণ কারণে।
স্মরণার্থ স্তম্ভ হয়ে আছি এই স্থানে ॥ ২ ॥

প্রস্থান করিলে পর তাহারা মৃত্যুচ্ছায়া নামক উপত্যকার সীমাতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত উপত্যকা অপেক্ষা এটী দীর্ঘ, এবং এখানে ভয়ঙ্কর পিশাচেরা যাতায়াত করে, ইহারও প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু দিবাভাগে তথায় গমন করাতে এবং মহোৎসাহ তাহাদের পথপ্রদর্শক হওয়াতে, স্ত্রীলোক ও বালকেরা নিরাপদে তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

সেই স্থলীতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা ম্রিয়মাণ-ব্যক্তির আর্ত্তনাদের ন্যায় যেন অতিশয় কাতরোক্তি শ্রবণ করিল। তদ্ব্যতীত অতিশয় যন্ত্রণাতে কাতর ব্যক্তির ক্রন্দন-ধ্বনিও যেন তাহাদের কর্ণগোচর হইল। এই সকল শ্রবণ করিয়া বালকেরা কম্পমান হইল, এবং ভয়ে স্ত্রীলোকদের মুখ শুষ্ক ও ম্লান হইল। কিন্তু পথপ্রদর্শক বলিল, সুস্থির হও।

এই রূপে খানিকদূর গেলে পর পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন তাহাদের পায়ের নীচেকার মাটী ফাঁপা, আর যেন সর্প ফোঁস২ করিতেছে, এমন শব্দও শুনিল, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। পরে বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এ নিরানন্দ ভূমির অন্ত কি নিকট নহে? পথদর্শক বলিল, তোমরা ভীত হইও না, কিন্তু কোন ফাঁদে যেন না পড়, এই জন্যে সাবধানে পা ফেল।

ইত্যবসরে যাকোবের গা বমি বমি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কারণ কেবল ভয়। তাহাতে তাহার মাতা অর্থ-কারকের গৃহে যে দ্রাক্ষারস পাইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আর নিপুণ নামক চিকিৎসকের তিনটী বড়ি খাওইয়া দিলে সে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। এই রূপে গমন করিয়া তাহারা ঐ স্থলীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিলে খ্রীষ্টীয়ানী বলিল,

দেখ, দেখ, সম্মুখে পথের উপরে ঐ একটা কি বিকটাকার দেখা যাইতেছে? এমন আকার আমি কখনও দেখি নাই।

যূষফ বলিল, মাতঃ, ও কি? খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, বৎস, ওটা অতি কুৎসিত! অতি কদাকার! বালক পুনর্ব্বার বলিল, মা, ওটা কিসের ন্যায়? মাতা বলিল, আমি বলিতে পারি না। পরে তাহা আরও নিকটবর্ত্তী হইলে খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, এই আইল।

তখন মহোৎসাহ বলিল, আইস্থক। তোমাদের মধ্যে যে ভয় করে, সে আমার সঙ্গ না ছাড়ুক। পরে ঐ অসুর তাহাদের আরও নিকটে আইল, কিন্তু পথদর্শক অগ্রসর হইয়া ধরিতে উদ্যত হইলে, সে অন্তর্হিত ও দৃষ্টির অগোচর হইল। তখন যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ "শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে;" তাহা তাহাদের মনে পড়িল। (যাকো ৪ : ৭)।

পরে তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু বিস্তর দূর না যাইতে২ করুণা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া সিংহের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর আকৃতিকে অতি দ্রুতগতিতে পশ্চাৎ২ আসিতে দেখিল; তাহার গর্জ্জন অতি গম্ভীর, এবং প্রত্যেক গর্জ্জনে সমস্ত উপত্যকা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাতে পথদর্শক ব্যতিরেকে সকলেরই অন্তঃকরণ ত্রাসযুক্ত হইল। ঐ সিংহ আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে মহোৎসাহ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া যাত্রিদিগকে আপনার অগ্রে২ যাইতে বলিল। ইতিমধ্যে সিংহ উপস্থিত হইল, কিন্তু মহোৎসাহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সে প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া মুখ ফিরাইল, আর অগ্রসর হইল না। (১ পিতর ৫ ; ৮, ৯ ।)

তাহারা পুনশ্চ গমনারম্ভ করিলে পথদর্শক তাহাদের অগ্রে২ চলিল। অল্প ক্ষণ পরে তাহারা পথের তাবৎ

পরিশরব্যাপি এক খাতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা পার হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত না হইতেং হঠাৎ এমন ঘোর কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার আসিয়া পড়িল যে, তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহাতে যাত্রিরা হাহাকার করিয়া বলিল, এখন কি করি? পথদর্শক উত্তর করিল, ভয় করিও না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ইহার শেষ কি হয়, দেখ। এই রূপে পথ রুদ্ধ হও তাতে সুতরাং তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে তাহারা যেন শত্রুদের কোলাহল ও বেগে আগমনজন্য শব্দ আরও স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইল; তদ্ভিন্ন অতলস্পর্শ কুণ্ডের অগ্নি ও ধূম তাহাদের আরও স্পষ্ট দৃশ্য হইল। তখন খ্রীষ্টীয়ানী করুণাকে বলিল, এই স্থানের কথা আমি পূর্ব্বে অনেক বার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এই প্রথম বার এখানে আসিয়াছি; অতএব এই স্থান দিয়া যাইবার কালে আমার স্বামীর যে কত ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তাহা এখন বুঝিলাম। হায়, কি ভয়ের বিষয়! তিনি রাত্রিকালে এ পথে একাকী গিয়াছিলেন; প্রায় সমস্ত পথ রাত্রিতেই গিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে খণ্ডং করিবার মানসে এই অসুর সকল ঘেরিয়াছিল। এই মৃত্যুচ্ছায়া স্থলীর বর্ণনা অনেকে করিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত না হইলে এ যে কেমন স্থান, কেহই বুঝিতে পারে না। লিখিত আছে, "অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে, এবং অপরিচিত লোক তাহার আনন্দের ভাগী হইতে পারে না।" (হিতো ১৪; ১০।) হায়, এ স্থান দিয়া যাওয়া কি ভয়ানক বিষয়!

মহোৎসাহ বলিল, ইহা জলরাশির মধ্যে ব্যবসায় করণের বা গভীর জলে অধোগমনের ন্যায়, এবং সমুদ্রে মগ্ন হওয়ার ও পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত নামিয়া যাওয়ার সদৃশ। এ ক্ষণে বোধ হইতেছে, আমাদের পশ্চাতে যেন পৃথিবীর অর্গল অনন্ত কালের জন্যে বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অন্ধকারে

গমন করে ও দীপ্তি প্রাপ্ত হয় না, তাহারা পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস, এবং আপন ঈশ্বরেতে নির্ভর করুক (যিশ ১ ; ১০)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ উপত্যকা দিয়া আমি অনেক বার গমনাগমন করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা বিষম সঙ্কটেও পড়িয়াছি ; তথাপি তোমরা দেখিতেছ, আমি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি। গর্ব্ব করিতে চাহি না, কেননা আমি আপনার ত্রাণকর্ত্তা আপনি নহি ; কিন্তু ভরসা করি যে, আমরা নিরাপদে নিস্তার পাইব। অতএব যিনি আমাদের অন্ধকারকে উজ্জ্বল করিতে, এবং নরকে যত পিশাচ আছে, সে সকলকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, আইস, তাঁহার নিকটে দীপ্তির প্রার্থনা করি। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর দীপ্তি ও মুক্তি প্রদান করাতে তাহাদের গমনের আর কোন বাধা উপাস্থত হইল না; বিশেষতঃ যে স্থানে ঐ খাতনিবন্ধন পথ রুদ্ধ ছিল, সেই স্থানেও কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। তথাপি তখনও তাহারা সেই উপত্যকার শেষ পর্য্যন্ত যায় নাই। পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া তাহাদের ক্লেশ জন্মাইল, তখন করুণা খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, পথের দ্বারে এবং অর্থকারকের গৃহে ও রম্যপুরীতে আমাদের যেমন সুখ হইয়াছিল, তেমন সুখ এ খানে নাই। তাহা শুনিয়া এক জন বালক বলিল, এখান দিয়া যাওয়া মন্দ বটে ; কিন্তু এই স্থানে সর্ব্বদা থাকা আরও মন্দ। আমার বোধ হয়, আমাদের নিমিত্তে যে গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই গৃহে যেন আমাদের অধিক সুখ বোধ হয়, এই কারণ আমাদিগকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইতেছে।

তাহাতে পথদর্শক সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, শমূয়েল, তুমি বেস বলিয়াছ ; তোমার এ কথা পুরুষার্থের কথা বটে।

বালক পুনর্ব্বার বলিল, আমি যদি এই স্থানহইতে কখন

উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবে দীপ্তি ও সুগম পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মানিব। তখন পথদর্শক উত্তর করিল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমরা উত্তীর্ণ হইব।

এই রূপে যাইতে২ যুষফ বলিল, এখনও কি এ স্থলীর শেষ দেখা যায় না?

পথদর্শক। নীচে দৃষ্টি করিয়া অতি সাবধানে পা ফেল, কেননা মধ্যে২ ফাঁদ পাতা আছে।

তাহাতে তাহারা পায়ের দিগে দৃষ্টি করত গমন করিল বটে, কিন্তু ফাঁদের মধ্য দিয়া যাইতে বড় কষ্ট হইল। পরে যাইতে ২ তাহারা পথের বাম পার্শ্বে খাতে নিক্ষিপ্ত ছিন্নমাংস একটা শব দেখিল। পথদর্শক বলিল, ঐ ব্যক্তিও এই পথের পথিক, উহার নাম অনবধান, বহুকালাবধি এ স্থানে পড়িয়া আছে। সে যখন ফাঁদে ধরা পড়িয়া হত হয়, তখন কৃতাবধান নামে আর একজন তাহার সঙ্গে ছিল, কিন্তু সে সতর্ক হওয়াতে দস্যুদের হস্তহইতে রক্ষা পায়। এ স্থানে কত লোক হত হয়, তাহা বলা কঠিন; তথাপি অনেক লোক এমন দুঃসাহসী যে, যাত্রা করণ অতি সহজ জ্ঞান করিয়া পথপ্রদর্শক ব্যতিরেকে যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়। হায়, খ্রীষ্টীয়ান যে এ স্থান হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এ অতি আশ্চর্য্য। সে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত ছিল; তাহা না হইলে কখন এ পথ পার হইতে পারিত না।

ইতিমধ্যে তাহারা পথের প্রান্তভাগের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। খ্রীষ্টীয়ান এই পথ দিয়া গমন কালে যে গহ্বর দেখিয়াছিল, সেই গহ্বর হইতে গদাহস্ত নামে এক অসুর বাহির হইল। সে পূর্ব্বে যুবযাত্রিদিগকে মিথ্যাতর্কদ্বারা প্রতারণা করিয়া ভ্রষ্ট করিত। সে তখন মহোৎসাহকে ডাকিয়া বলিল, ওরে, এই রূপ কার্য্য করিতে তোকে কত বার নিষেধ করা গিয়াছে। মহোৎসাহ বলিল, কি কার্য্য? সে

বলিল, কি কার্য্য ! তাহা কি জানিস্ না ? কিন্তু এ বার আমি তোর ব্যবসায়ের শেষ করিব।

মহোৎসাহ। ভাল, হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিবার অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক, কি জন্যে যুদ্ধ করিব। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা নিরুপায় হইয়া কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ঐ অসুর বলিল, তুই চোর, বরং সকল চোরের অধম। এ দেশে কত উৎপাত করিয়া থাকিস্! মহোৎসাহ উত্তর করিল, এমন ঘোর ঘারে কেন বলিতেছ? ভেঙ্গে বল। অসুর বলিল, তুই মানুষ চোর, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে ধরিয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া তোর ব্যবসায়, এই রূপে তুই আমার প্রভুর রাজ্য ক্ষয় করিতেছিস্।

মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমি স্বর্গাধিপতি ঈশ্বরের দাস; পাপিদিগকে অনুতাপ করণার্থ প্রবৃত্তি দেওয়া আমার কর্ম্ম। আর আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সমস্ত লোক যাহাতে অন্ধকার হইতে দীপ্তির প্রতি, এবং শয়তানের কর্ত্তৃত্বহইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, সাধ্যানুসারে এরূপ চেষ্টা করণার্থ আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা যদি বিবাদের কারণ হয়, তবে আইস, যত শীঘ্র চাহ, যুদ্ধারম্ভ করি।

অসুর যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলে মহোৎসাহ তরবাল নিষ্কোষ করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অসুরের হস্তে গদা ছিল। তাহারা যুদ্ধারম্ভ করিলে অসুরের প্রথম আঘাতে মহোৎসাহ পড়িয়া গেল, ও তাহার এক হাঁটু গাড়িয়া রহিল; তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোক ও বালকেরা চেঁচাইয়া উঠিল। কিন্তু মহোৎসাহ শীঘ্র উঠিয়া অতিশয় বল প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিয়া অসুরের বাহুদেশে আঘাত করিল। উভয়ে প্রাণপণে এক ঘটিকা কাল যুদ্ধ করিল। শেষে তপ্ত কটাহের বাষ্পের ন্যায় অসুরের নাসিকাহইতে শ্বাস নির্গত হইলে, উভয়ে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামার্থে উপবেশন

করিল। তখন মহোৎসাহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং যতক্ষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, স্ত্রী ও বালকেরাও কেবল ক্রন্দন ও কাকুক্তি করিতেছিল।

কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করণানন্তর তাহারা বল পাইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল। মহোৎসাহ গুরুতর আঘাতদ্বারা অসুরকে ভূমিসায়ী করিলে, সে চেঁচাইয়া বলিল, ক্ষান্ত হও, আমাকে উঠিতে দেও। পরে মহোৎসাহ তাহাকে স্বচ্ছন্দে উঠিতে দিলে, তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে মহোৎসাহের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, অসুরের গদাঘাতে তাহার মস্তক নিশ্চয় চূর্ণ হইত।

তখন মহোৎসাহ ইহা দেখিয়া, অতি উগ্রচিত্ত হইয়া তাহার প্রতি দৌড়িয়া যাইয়া তাহার পঞ্জরের অধঃস্থান ভেদ করিল, তাহাতে অসুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আর গদা ধরিতে পারিল না। তখন মহোৎসাহ দ্বিতীয় আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিল।

ইহা দেখিয়া স্ত্রীলোক ও বালকেরা আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এবং মহোৎসাহ এই উদ্ধারের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

তদনন্তর যাত্রিরা এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ঐ অসুরের মস্তক টাঙ্গাইয়া রাখিল, এবং পথিকদিগের পাঠ করিবার নিমিত্তে পশ্চাদুক্ত পদ্যটী নীচে লিখিয়া দিল।—

যাহার মস্তক এই করিছ দর্শন।
যাত্রিদের শত্রু সেই ছিল এক জন॥
তাহাদের পথ রোধ সর্ব্বদা করিত।
হিংসা করি সকলের অনিষ্ট সাধিত॥ ১ ॥
পরে আমি মহোৎসাহ নামে এক লোক।
হইলাম যাত্রিদের পথপ্রদর্শক॥

যাত্রি প্রতি বিপক্ষতা দেখিয়া তাহার।
প্রতিরোধ করি তারে করিনু সংহার ॥ ২ ॥

---

৮ অধ্যায়।

অনন্তর আমি দেখিলাম, সেই স্থানের কিঞ্চিৎ অগ্রে যাত্রিদের দূর দর্শনের নিমিত্তে যে এক উচ্চ স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারা সেই স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিল। ঐ স্থানে থাকিয়া পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ান বিশ্বাসী নামা সহযাত্রির প্রথম দর্শন পাইয়াছিল। অতএব সেই স্থানে তাহারা কিছু কাল বসিয়া বিশ্রাম করিল, এবং ভয়ঙ্কর শক্রহইতে মুক্তি লাভ প্রযুক্ত ভোজন পান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিল। ভোজনকালে খ্রীষ্টীয়ানী পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল, এ যুদ্ধে আপনি কি কোন আঘাত পাইয়াছেন? মহোৎসাহ বলিল, না, কেবল গাত্রের এক স্থানে অত্যল্প আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখিত নহি; কেননা তাহা সম্প্রতি প্রভুর ও তোমাদের প্রতি আমার স্নেহের লক্ষণ, এবং অবশেষে ঈশ্বরানুগ্রহে আমার পুরস্কার বৃদ্ধির উপায় হইবে।

খ্রীষ্টীয়ানী। মহাশয়, সে যখন গদাহস্ত হইয়া নিকটে আসিয়াছিল, তখন কি আপনার ভয় হয় নাই?

মহোৎসাহ। নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাস না করিয়া সর্ব্ব-শক্তিমানের শক্তিতে নির্ভর করা আমার কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টীয়ানী। সে যখন প্রথম আঘাতে আপনাকে ভূমি-সায়ী করিল, তখন আপনি কি ভাবিয়াছিলেন?

মহোৎসাহ। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার প্রভুর প্রতি তাহাই ঘটিয়াছিল, তথাপি অবশেষে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। (২ করি ৪; ১০, ১১। রোম ৮; ৩৭।)

ইতিমধ্যে মথি বলিল, তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহা ভাব ; কিন্তু আমি ভাবিতেছি, এই স্থলী হইতে এবং এই শত্রু হইতে আমাদিগকে মুক্ত করাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমার বোধ হয় যে, এমন সময়ে, এমন স্থানে, এমন অনুগ্রহের প্রমাণ পাইবার পর ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা আমাদের নিতান্ত অনুচিত।

অনন্তর তাহারা উঠিয়া চলিল। তাহাদের সম্মুখে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল, তাহারা সেই গাছের নিকট আসিয়া দেখিল, এক জন বৃদ্ধ যাত্রী পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে যে যাত্রী, তাহা তাহার পরিচ্ছদ, যষ্টি ও পাদুকা দেখিয়া তাহারা জানিতে পারিল।

মহোৎসাহ তাহাকে জাগাইল, তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্র লোক চক্ষু মেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, কেন? কি হইয়াছে? তোমরা কে? কি চাহ?

মহোৎসাহ। হে বন্ধো, এত রাগ কেন? এ খানে তোমার শত্রু কেহই নাই।

ইহা শুনিয়াও সে বৃদ্ধ বিশ্বাস করিল না, কিন্তু উঠিয়া সাবধানে দাঁড়াইয়া বলিল, তোমরা কে? আমাকে পরিচয় দেও।

তখন পথদর্শক বলিল, আমার নাম মহোৎসাহ। এই যে যাত্রিরা স্বর্গরাজ্যে গমন করিতেছে, আমি ইহাদের পথদর্শক।

সরলাত্মা নামক ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে ক্ষমা করিবে, কিছু মনে করিও না ; কেননা কিয়ৎকাল হইল, যাহারা ক্ষুদ্র-বিশ্বাস নামক যাত্রির ধন হরণ করিয়াছিল, তোমাদিগকেও সেই দলস্থ লোক ভাবিয়া প্রথমে আমার ভয় হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, তোমরা ভাল মানুষ।

মহোৎসাহ। ভাল, আমরা বাস্তবিক সেই দলস্থ লোক হইলে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে তুমি কি করিতে পারিতে?

সরলাত্মা। আর কি করিতাম? যতক্ষণ এ দেহে প্রাণ থাকিত, ততক্ষণ যুদ্ধ করিতাম। তাহা করিলে, নিশ্চয় জানি, তোমরা কখন আমাকে পরাস্ত করিতে পারিতে না, কেননা খ্রীষ্টীয়ান ব্যক্তি স্বয়ং পরাজয় স্বীকার না করিলে অন্যকর্তৃক কদাচ পরাজিত হইতে পারে না।

মহোৎসাহ অতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, হে সাধো, বেশ বলিয়াছ, তোমার এই কথায় জানা গেল, তুমি এক জন যথার্থ পুরুষ বট। তোমার এ কথা সত্য।

সরলাত্মা। তোমার কথাতে আমিও বুঝিলাম যে, যথার্থ যাত্রিকের ধর্ম্ম কি প্রকার, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান; কেননা অন্য সকলে আমাদিগের পরাজয় সহজ জ্ঞান করে।

মহোৎসাহ। অদ্য আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে সুখী হইলাম। অতএব অনুগ্রহ করিয়া তোমার নাম ও কোথা হইতে আসিয়াছ, সেই স্থানের নাম বল।

সরলাত্মা। আমার নামটী বলিতে চাহি না; কিন্তু মূর্খতা নামক নগর হইতে আমি আসিতেছি। ঐ নগর ধ্বংস্য নগর হইতে প্রায় চারি অংশ দূর।

মহোৎসাহ। বটে? তুমি সেই দেশী, তবে, বোধ হয়, তোমার নামটী ঠাহর করিতে পারিয়াছি—তোমার নাম কি সরলতা নয়?

বৃদ্ধ অধোবদন হইয়া বলিল, সরলতা নহে; আমার নাম সরলাত্মা, আর নামের সঙ্গে যেন স্বভাবের একতা হয়, এই আমার বাসনা। কিন্তু দেশের নাম শুনিবামাত্র আমার নাম কি প্রকারে জানিতে পারিলে?

মহোৎসাহ। আমার প্রভুর কাছে পূর্ব্বে তোমার বিষয় শুনিয়াছি। পৃথিবীতে যে কিছু হয়, সকলি তিনি জানেন। সে যাহা হউক, তোমাদের দেশ হইতে কাহার যাত্রী হইয়া আসা আশ্চর্য্যের বিষয়, কেননা সে দেশ ধ্বংস্য নগর অপেক্ষাও মন্দ।

সরলাত্মা। হাঁ, ধ্বংসা নগরাপেক্ষা আমাদের দেশ সূর্য্যহইতে অধিক দূরবর্ত্তী, এই জন্যে আমরা অতিশয় শীতল ও জড়বৎ; কিন্তু যে ব্যক্তি হিমালয়ের চূড়াতে অবস্থিতি করে, তাঁহার উপর ধর্ম্মসূর্য্য যদি উদিত হয়, তাহারও জড়ীভূত অন্তঃকরণ দ্রব হয়; আমার পক্ষে সেই রূপ ঘটিয়াছে।

মহোৎসাহ। তাহাই বটে; আমি তাহা বিশ্বাস করি, এবং তোমার কথা যে সত্য, তাহা নিশ্চয় জানি।

পরে ঐ বৃদ্ধ প্রেমরূপ পবিত্র চুম্বন দ্বারা সমস্ত যাত্রিকে সম্ভাষণ করিয়া, তাহাদের নাম ও পথের সমাচার জিজ্ঞাসা করিল।

খ্রীষ্টীয়ানা। বোধ হয়, আমার নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। খ্রীষ্টীয়ান আমার স্বামী ছিলেন; আর এই চারিটি তাঁহার সন্তান।

খ্রীষ্টীয়ানীর এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধ যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট হইল, তাহা কি বলিব! সে অনেক ক্ষণ হাস্য, নৃত্য ও সহস্র২ আশীর্ব্বাদ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, তোমার স্বামির বিষয়, অর্থাৎ যাত্রাকালে তাহার ক্লেশ ভোগের ও যুদ্ধের বিবরণ আমি অনেক বার শুনিয়াছি। তোমার সান্ত্বনার্থে বলিতেছি; এ অঞ্চলে তোমার স্বামির প্রশংসাধ্বনি প্রসিদ্ধ আছে; বিশ্বাস, সাহস, সহিষ্ণুতা ও সারল্য প্রযুক্ত তাহার নাম অতি বিখ্যাত হইয়াছে। পরে বালকদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা আপন২ নাম বলিলে সে মথিকে বলিল, হে মথি, তুমি পাপে নয়, কিন্তু ধর্ম্মে করগ্রাহি মথির সদৃশ হও। (মথি ১০; ৩।) হে শমূয়েল, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তা শমূয়েলের ন্যায় বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় অনুরক্ত হও। (গীত ৯৯; ৬।) যূষফকেও বলিল, হে যূষফ, পোটিফরের গৃহে যূষফ যেমন ছিল, তুমিও তদ্রূপ শুদ্ধমতি এবং পরীক্ষাহইতে

পরাঙ্মুখ হও। (আদি ৩৯।) আর হে যাকোব, তুমি ধার্ম্মিক যাকোবের সদৃশ, কিম্বা আমাদের প্রভুর ভ্রাতা যাকোবের সদৃশ হও। (প্রেরিত ১; ১৩।) অনন্তর করুণার নাম এবং সে কি প্রকারে আপন গ্রাম, ধাম ও পরিজন পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পুত্রদিগের সহিত আসিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইল, তখন বৃদ্ধ সরলাত্মা বলিল, তোমার নাম করুণা; ভাল; করুণাতে তুমি রক্ষিতা হইয়া পথের সমস্ত সঙ্কটহইতে উদ্ধার পাইবে, এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে করুণার আকরস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

এই সকল কথা শুনিতে২ পথদর্শক অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া হাস্যবদনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অপর একত্র গমন করত পথপ্রদর্শক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ঐ অঞ্চল হইতে সভয় নামে যে এক ব্যক্তি যাত্রী হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে কি চিনিতে?

সরলাত্মা। হাঁ, তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতাম, সে খাঁটি ধার্ম্মিক ছিল বটে, কিন্তু তাহার ন্যায় বিরক্তিকর যাত্রী আমি কদাচ দেখি নাই।

মহোৎসাহ। আমি দেখিতেছি, তুমি তাহাকে জানিতে বটে, কেননা তাহার যথার্থ চরিত্র বলিয়াছ।

সরলাত্মা। তাহাকে জানিব না কেন? আমি তাহার এক জন বিশেষ বন্ধু ছিলাম, এবং প্রায় সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে২ থাকিতাম। বিশেষতঃ পরকালের বিষয় যখন সে প্রথম চিন্তা করে, তখন আমি তাহার নিকটে ছিলাম।

মহোৎসাহ। আর আমি নিজ প্রভুর বাটী অবধি স্বর্গপুরীর দ্বার পর্য্যন্ত তাহার পথদর্শক ছিলাম।

সরলাত্মা। তবে সে যে দুঃখদায়ক ছিল, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।

পথপ্রদর্শক। হাঁ, ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমি বিরক্ত হই নাই ; যেহেতুক পথপ্রদর্শকের হস্তে সেই প্রকার কোনং লোক বারম্বার সমর্পিত হয়।

সরলাত্মা। ভাল ; তবে নিবেদন করি, সে যৎকালে তোমার সঙ্গে ছিল, তৎকালে কিরূপ আচরণ করিয়াছিল ? অনুগ্রহ করিয়া বল।

মহোৎসাহ। তবে শুন। সে যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, পাছে সেস্থানে পঁহুছিতে অক্ষম হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা কাতর ছিল। আর কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাতের উল্লেখ শ্রবণ করিলে অত্যন্ত ভীত হইত। বিশেষতঃ নৈরাশ্য পঙ্কের ধারে সে ক্রন্দন করত এক মাস কাল বসিয়াছিল। অনেককে পার হইতে দেখিয়াও সে পার হইতে সাহস করিতে পারে নাই ; এবং অনেকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেও সম্মত হয় নাই, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেও কোন মতে চাহিল না। স্বর্গীয় রাজধানীতে না পৌঁছিলে আমি মরিব, এই কথা সে সর্ব্বদাই বলিত ; তথাপি কষ্টমাত্র দেখিলেই নিরাশ হইত, এবং পথে পতিত প্রত্যেক তৃণকর্ত্তৃক উছোট খাইত। এই রূপে নৈরাশ্য পঙ্কের নিকটে বহুকাল বিলম্ব করণানন্তর এক দিবস রৌদ্র হওয়াতে প্রাতঃকালে হঠাৎ সাহস বান্ধিয়া পার হইয়া গেল। কিন্তু পার হইলেও প্রায় তাহার বিশ্বাস জন্মিল না ; বুঝি তাহার মন নৈরাশ্যপঙ্ক স্বরূপ দেখিত ; তাহা না হইলে সে অন্য প্রকার লোক হইত। ক্ষুদ্র দ্বারে, অর্থাৎ এই পথের মস্তকে স্থিত দ্বারে উপস্থিত হইলে, সে ঘা মারিতে সাহস করিতে না পারাতে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কখনং দ্বার মুক্ত হইলে সে পশ্চাৎ থাকিয়া অন্যকে যাইবার পথ দিয়া বলিত, আমি প্রবেশ করিবার যোগ্য নহি। যাহারা পরে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, এমন অনেকে তাহার অগ্রে প্রবিষ্ট হইল।

এই রূপে ঐ ব্যক্তি ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া অনেক ক্ষণ সে খানে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং ফিরিয়া যাইতেও অসম্মত ছিল; তাহাতে তাহাকে দেখিয়া সকলে দয়া করিল। অবশেষে দ্বারে যে মুদ্গার ঝুলিতেছিল, তাহা হাতে করিয়া দ্বারে দুইটী আঘাত করিল। তাহাতে এক ব্যক্তি দ্বার মোচন করিল, এবং তাহাকে পূর্ব্ববৎ কুণ্ঠিত হইয়া পিছে হটিতে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, হে কম্পিতকলেবর, তুমি কি চাহ? এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সভয় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িল; ঐ ব্যক্তি তাহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া বলিল, তোমার শান্তি হউক; উঠিয়া দাঁড়াও; আমি তোমার নিমিত্তে দ্বার মুক্ত করিয়াছি; ভিতরে আইস। তুমি আশীর্ব্বাদের পাত্র। তাহাতে সে উঠিয়া কাঁপিতে২ ভিতরে গেল, কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়াও মুখ দেখাইতে লজ্জিত হইল। সে তথায় কিছুকাল আতিথ্যসুখভোগ করিলে পর গৃহবাসিরা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়া যাত্রাতে অগ্রসর হইতে বলিল। সে গমন করিয়া কোন মতে আমাদের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দ্বারে যেরূপ করিয়াছিল, আমার প্রভু অর্থকারকের দ্বারেও তদ্রূপ ব্যবহার করিল, ফলতঃ ডাক দিতে সাহস না করিয়া শীতকালে সেই স্থানের এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেও অসম্মত ছিল। সেই সময়ে রাত্রি অতি দীর্ঘ ও ঠাণ্ডা ছিল। আর প্রভু যেন তাহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে আতিথ্য পূর্ব্বক সান্ত্বনা করেন, এবং প্রস্থান কালে বলবান ও সাহসী এক জন পথপ্রদর্শক সঙ্গে দেন, কেননা সে বড় ভীরু ছিল, এমত অনুরোধসূচক এক পত্রও তাহার বক্ষঃস্থলে ছিল; তথাপি দ্বারে আঘাত করিতে তাহার সাহস হইল না। এই রূপে দীর্ঘ কাল তথায় পড়িয়া থাকিয়া অনাহারে মৃতকল্প হইল। সে এমন কাতর হইয়াছিল যে, অনেককে দ্বারে আঘাত

করিয়া প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেও কোন মতে তাহার সাহস হইল না। শেষে আমি জানালা দিয়া দেখিলাম, দ্বারের নিকটে কেহ যেন গমনাগমন করিতেছে; দেখিয়া, বাহিরে যাইয়া জিসাজ্ঞা করিলাম, তুমি কে? তাহাতে সে কেবল কাঁদিতে লাগিল, তখন আমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, গৃহবাসিদিগকে সংবাদ দিলাম, এবং আমাদের প্রভুকেও জানাইলাম। তখন তিনি তাহাকে ভিতরে আনিবার জন্য আমাকে বাহিরে পাঠাইলেন, কিন্তু আমি অতি কষ্টে কৃতকার্য্য হইলাম। সে ভিতরে আইলে প্রভু অতি প্রেম সহকারে তাহাকে গ্রহণ করিয়া, গৃহে যে কিছু উত্তম খাদ্য সামগ্রী ছিল, তাহা তাহাকে ভোজন করিতে দিলেন। পরে সে উক্ত পত্র প্রদান করিলে, প্রভু তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এই রূপে সেই স্থানে দিন কতক বাস করিলে পর ক্রমে২ তাহার কিঞ্চিৎ সাহস ও মনের শান্তি জন্মিতে লাগিল। কেননা আমার প্রভু স্বভাবতঃ দয়ালু, বিশেষতঃ সভয়দিগের প্রতি তিনি অতিশয় কৃপাবান। অতএব যাহাতে তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এরূপ ব্যবহার তাহার প্রতি সর্ব্বথা করিলেন। পরে যথা রীতি গৃহের সমস্ত বিষয় দর্শনানন্তর যখন সে স্বর্গপুরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন প্রভু যেমন খ্রীষ্টীয়ানকে পাথেয় দ্রব্য দিয়াছিলেন, সেই রূপ তাহাকেও এক শিশি সুগন্ধিদ্রব্য ও স্বাস্থ্যজনক কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য দিয়া বিদায় করিলেন। এই রূপে যাত্রারম্ভ করিলে আমি তাহার অগ্রগামী হইয়া চলিলাম, এবং সে বড় একটা কথাবার্ত্তা না করিয়া কেবল মধ্যে২ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত পিছেং চলিল।

যে ফাঁশিকাষ্ঠে তিন জন লোক টাঙ্গান ছিল, তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে, সে আমাকে বলিল, বোধ হয়, শেষে

আমারও এই দশা ঘটিবে। কিন্তু ক্রুশ ও গহ্বর দর্শন করিয়া সে কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইল, এবং সেই সকল দেখিবার নিমিত্তে তথায় কিয়ৎকাল বিলম্ব করিতে চাহিল, আর তদবধি কিছু কাল তাহাকে আনন্দিত বোধ হইল। দুর্গম পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, সে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ করিল না, এবং সিংহ দেখিয়াও বড় একটা ভীত হইল না; কেননা এ সকল বিষয়ে তাহার শঙ্কা ছিল না, কেবল শেষকালে অনুগৃহীত হইব কি না, এই মাত্র তাহার আশঙ্কা ছিল।

রম্যপুরীতে প্রবেশ করিতে তাহার বড় ইচ্ছা ছিল না, তথাপি আমি তাহাকে লইয়া গিয়া, সেখানকার স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দিলাম। সে লজ্জা প্রযুক্ত এত লোকের সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করিত না, একাকী থাকিতে চাহিত, কিন্তু সৎকথা শুনিতে বড় ভাল বাসিত; এই নিমিত্তে বারম্বার পর্দ্দার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত। প্রাচীন বিষয় দেখিতে ও তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে তাহার বড় প্রীতি জন্মিত। এক দিন সে আমাকে বলিল, আমি যে দুটী গৃহ হইতে আসিয়াছি. অর্থাৎ দ্বারের নিকটবর্ত্তি গৃহ ও অর্থকারকের গৃহ, সেই দুই বাটীতেই থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরূপ প্রার্থনা করিতেই আমার সাহস হইল না।

রম্যপুরী হইতে প্রস্থান করিয়া, পর্ব্বতের নীচস্থ নম্রতা নামক উপত্যকায় অবতরণ কালে তাহাকে বিলক্ষণ সুস্থির বোধ হইল। বোধ হয়, তদপেক্ষা উত্তমরূপে ঐ পর্ব্বত হইতে নামিতে আমি যাবজ্জীন কাহাকেও দেখি নাই; কারণ সে পরিণামে সুখের আশায় পথের মধ্যে অতিশয় নীচ অবস্থা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। আর আমার বোধ হয়, ঐ উপত্যকার সঙ্গে যেন তাহার এক প্রকার প্রেমসম্বন্ধ ছিল, কেননা সেখানে আসিয়া সে যেমন সুখী হইয়াছিল, তেমন সুখী আর কুত্রাপি তাহাকে দেখি নাই। সে তথায় কখনং

শয়ন করিয়া ভূমি আলিঙ্গন করিত, ও সেই উপত্যকায় উৎপন্ন পুষ্প সকল চুম্বন করিত, এবং প্রতিদিন অরুণোদয় কালে উঠিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া আমোদিত হইত। (বিলাপ ৩; ২৭-২৯।)

মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকার প্রবেশস্থানে উপস্থিত হইলে, আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, হয়ত এবার আমার সঙ্গীকে হারাইলাম। ফলতঃ সে যে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল তাহা নহে, বরং ফিরিয়া যাওয়া বড় ঘৃণা করিত; কিন্তু ভয়ে মৃতকল্প হইয়া, হায়, এখানে আমাকে ভূতে ধরিবে, এই কথা বলিয়া বড় চীৎকার করিতে লাগিল। আমি তাহার এ ভয় কোন মতে দূর করিতে পারিলাম না। সে এমন উৎকট হাহাকার রব করিয়াছিল যে, ভূতেরা শুনিতে পাইলে আমাদের উপর আক্রমণ করিতে সাহস পাইত; কিন্তু তৎকালে আমি এই আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, তাহার গমন সময়ে ঐ উপত্যকা অতিশয় নিস্তব্ধ ছিল। আমি কখন এস্থানে এমন নিস্তব্ধতা দেখি নাই। বোধ হয়, আমাদের প্রভু তথাকার শত্রুদিগকে নিবারণ করিয়া, যাবৎ সভয় পার না হয়, ক্ষান্ত থাকিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

সভয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করা দীর্ঘ কালের আবশ্যক, অতএব কেবল আর দুই একটী ঘটনার বিষয় বলিব। মায়া হট্টে উপস্থিত হইলে তথাকার লোকদের ক্ষিপ্ততা দর্শনে সে অতিশয় বিরক্ত ও রাগত হইয়া হট্টস্থ সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; তাহাতে পাছে আমাদের উভয়েরই মস্তক চূর্ণ হয়, আমার এমন ভয় হইয়াছিল। মোহ ভূমিতেও সে অতিশয় সতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেতুহীন নদীতীরে উপস্থিত হইল; তাহার বড় ভয় হইল। সে বলিল, হায়, এইবার বুঝি চিরতরে ডুবিয়া মরিলাম। হায়! যাঁহার শ্রীমুখ দর্শনের জন্য এত দূর আইলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।

এই স্থানে আমি এক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিলাম। নদীর জল কমিয়া এত অল্প হইল যে, শেষে সে অনায়াসে পার হইয়া গেল, কেবল তাহার পা-দুখানি মাত্র ভিজিল। এই নদীতে এত অল্প জল আমি কখন দেখি নাই। পরে সে রাজধানীর দ্বারাভিমুখে উঠিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি তাহার নিকটে বিদায় লইয়া বলিলাম, ঊর্দ্ধলোকে তুমি যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও, এই আমার প্রার্থনা। তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি তথায় নিশ্চয়ই গৃহীত হইব। এই রূপে আমরা পরস্পর বিদায় হইলাম; তাহার পরে আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

তখন সরলাত্মা বলিল, তবে বুঝি, শেষে তাহার মঙ্গল হইয়াছিল?

মহোৎসাহ। অবশ্য। তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই। সে বড় সদাত্মা ছিল, কেবল আপনাকে সর্ব্বদা নিতান্ত ক্ষীণ জ্ঞান করাতে, জীবন তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ ও অন্যের দুঃখদায়ক হইয়াছিল। (গীত ৮৮ ৩।) সে অনেক লোক অপেক্ষা পাপকে অধিক ভয় করিত; বিশেষতঃ পরের অনিষ্ট করিতে এত ভীত ছিল যে, পাছে কাহারও মনোদুঃখ জন্মে, এই ভয়ে বার২ বৈধ সুখভোগও অস্বীকার করিত। (রোম ১৪; ২১। ১ করি ৮; ১৩।)

সরলাত্মা। এমন সৎ লোক যাবজ্জীবন অন্ধকারে মগ্ন থাকে কেন?

মহোৎসাহ। ইহার দুই প্রকার কারণ আছে; প্রথমতঃ, তাহা সর্ব্বদর্শি পরমেশ্বরের অভিমত। কাহাকেও বংশীধ্বনি করিতে হয়, এবং কাহাকেও বিলাপ করিতে হয়। (মথি ১১; ১৬।) সভয় এক জন বাদ্যকর ছিল, এবং গম্ভীর বাদ্য করিত। সে এবং তাহার তুল্য লোকেরা অন্য স্বর অপেক্ষা গম্ভীরস্বর-জনক রামশিঙ্গা বাজাইয়া থাকে। কেহ২ বলে, গম্ভীরধ্বনি

সকল বাদ্যের মূল। দ্বিতীয়তঃ, আমি বলি, যে ঈশ্বরভক্তি মনের গাম্ভীর্যমূলক নহে, তাহা কিছুই নহে। বীণার স্বর-সংমিলন করিতে গেলে বাদ্যকর গম্ভীরস্বরযুক্ত তারেই প্রথমে হাত দেয়। আর ঈশ্বর যখন আপনার নিমিত্তে মনুষ্যের চিত্তযন্ত্রের স্বরমিলন করেন, তখন তিনিও প্রথমে গম্ভীর স্বর-যুক্ত তার বাজান। কিন্তু সভয়ের ত্রুটি ছিল, সে প্রায় জীব-নান্ত পর্য্যন্ত গম্ভীর স্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন স্বরে বাদ্য করিতে পারিত না।

দেখ, পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও বীণা বাজাইয়া সিংহা-সনের সম্মুখে গানকারি বাদ্যকরস্বরূপ, ইহা প্রকাশিত ভবি-ষ্যদ্বাক্যে ব্যক্ত আছে। এই জন্যে আমি অল্পবয়স্ক পাঠক-দিগের জ্ঞানবর্দ্ধক দৃষ্টান্তদ্বারা এই বর্ণনা করিলাম। (প্রকা-শিত ৫ ; ৮। ১৪ ; ২,৩।)

সরলাত্মা। তোমার কথায় বোধ হইতেছে, সভয় অতি উৎসাহশীল লোক ছিল; কেননা মায়াহট্ট প্রভৃতি বাহ্য সঙ্কটে তাহার কিছু মাত্র ভয় ছিল না; সে কেবল পাপ, মৃত্যু ও নরক ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিত; কেননা আপনি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী কি না, এই বিষয়ে তাহার সংশয় হইত।

মহোৎসাহ। তুমি যথার্থ বলিয়াছ; ঐ বিষয়গুলিই তাহার ভয়ের কারণ ছিল বটে, কেননা ঐ বিষয়ে তাহার মনের বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল; নতুবা যাত্রির কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সে হীনসাহস ছিল না, বরং, বোধ হয়, সে সমুদ্রকেও গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া স্বীয় পথে অগ্রসর হইত। কিন্তু যেরূপ ভাবনার ভারে সে ভারগ্রস্ত ছিল, অনায়াসে কেহ সেই ভার ফেলিয়া দিতে পারে না।

এই সকল কথা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, সভয়ের বিবরণ শুনিয়া আমার মনে অনেক সান্ত্বনা জন্মিল। পূর্ব্বে বোধ করিতাম, আমার ন্যায় ভীতা কেহই নাই; কিন্তু এক্ষণে

দেখিলাম, এই সাধু ব্যক্তির সঙ্গে আমার অনেক সাদৃশ্য আছে, কেবল দুই বিষয়ে আমরা ভিন্ন। আপনার দুঃখ সে ব্যক্ত করিত, আমি নিজ মনোদুঃখ মনেই রাখিতাম। আর দুঃখ গুরুতর ভারস্বরূপ হওয়াতে, সে অতিথিশালার দ্বারে আঘাত করিতে পারিত না; কিন্তু আমার দুঃখ এমন যে, তজ্জন্য আমাকে খুব জোরে আঘাত করিতে হইত।

করুণা বলিল, আমাকেও যদি মনের কথা বলিতে অনুমতি দেও, তবে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারি। ঐ ব্যক্তির কোন২ স্বভাব আমাতেও আছে, ফলতঃ পাছে স্বর্গপুরে স্থান না পাইয়া নরককুণ্ডে পতিত হই, আমার এ বিষয়ে যত ভয়, অন্য কোন ক্ষতির বিষয়ে তত ভয় হয় নাই। আমি যদি স্বর্গপুরে স্থান পাইতে পারি, তৃপ্ত হইব। অন্যান্য সমস্ত বিষয় হারাইলেও ঐ সুখ পরম লাভ জ্ঞান করিব।

মথি বলিল, সর্ব্বদা ভয় প্রযুক্ত আমিও বার২ ভাবিয়াছিলাম, আমি পরিত্রাণপথের পথিক নহি; কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, যখন ঐ সাধু ব্যক্তির তদ্রূপ ঘটিয়াও মঙ্গল হইয়াছে, তখন অবশেষে আমারও মঙ্গল হইতে পারে।

যাকোব বলিল, যাহার ভয় নাই, ঈশ্বরের অনুগ্রহও তাহাতে নাই। যাহারা নরককে ভয় করে, তাহারা সকলে অনুগ্রহের পাত্র নহে, সত্য বটে; তথাপি যাহারা ঈশ্বরকে ভয় না করে, তাহারা কোন প্রকারে অনুগ্রহের পাত্র নহে, ইহা নিশ্চয়।

মহোৎসাহ। হে যাকোব, উত্তম বলিয়াছ; তুমিই মর্ম্ম বুঝিয়াছ, ঈশ্বর বিষয়ক যে ভয়, তাহাই জ্ঞানের আরম্ভ; অতএব যাহাতে আরম্ভ নাই, তাহাতে অন্ত্য মধ্য কিছুই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভয়ের উদ্দেশে এই প্রশংসাসূচক কবিতা বলিয়া তাহার কথা শেষ করি।

ধন্য ধন্য মহাশয় তুমি হে সভয়।
আপন ঈশ্বরে ভয় তোমার আছয়॥
ভ্রান্তি যুক্ত কোন কার্য্য পাছে তব হয়।
এই হেতু সদা তব শঙ্কা তাহে রয়॥ ১॥
নরক কুণ্ডেতে যথা হয়েছিলা ভীত।
তব তুল্য হয় যেন অন্য লোক যত॥
তোমার সদৃশ বুদ্ধি যার নাহি হবে।
আপন অনিষ্ট সেই আপনি সাধিবে॥ ২॥

---

৯ অধ্যায়।

অপর আমি দেখিলাম, সভয়ের কথা সমাপ্ত হইলে, পথে যাইতে২ সরলাত্মা স্বেচ্ছাচারী নামে অপর এক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, সেই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যাত্রি বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ করি, পথের অগ্রস্থিত দ্বার দিয়া সে প্রবেশ করিয়া আইসেন নাই।

মহোৎসাহ। তাহার সঙ্গে কি তোমার কখন যাত্রা বিষয়ে কথা হইয়াছিল?

সরলাত্মা। হাঁ; কএক বার হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাচারী দেখিলাম। লোকের কথা, যুক্তি বা উদাহরণ কিছুই মানিত না, সে আপনি যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাই করিত, তাহা ছাড়া কিছুতেই সম্মত হইত না।

মহোৎসাহ। এ বিষয়ে তাহার কি মত ছিল, তাহা, বোধ হয়, তুমি বলিতে পার?

সরলাত্মা। সে বলিত, যাত্রিদের সদ্গুণ ও দোষ, এই উভয়েরই অনুসরণ করা যাইতে পারে; এবং করিলে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে।

মহোৎসাহ। সে কি! যদি সে বলিত, নিতান্ত সৎ লোকও যাত্রিজনসুলভ দোষ ও গুণের ভাগী হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বড় দোষ দেওয়া যাইতে পারিত না। কেননা জাগ্রত ও যত্নবান না থাকিলে আমরা কোন পাপ হইতেই বিমুক্ত নহি। বাস্তবিক সে এরূপ ভাবিত না; কিন্তু তোমার কথায় বোধ হয়, তাহার মতে এরূপ হওয়া বৈধ।

সরলাত্মা। তাই বটে, তাই বটে; আমার কথার মানেও তাই এবং সেও এই রূপ বিশ্বাস ও কার্য্য করিত।

মহোৎসাহ। সে এরূপ বলিবার কি কারণ দেখাইত?

সরলাত্মা। সে বলিত, ধর্ম্মপুস্তক আমার প্রমাণ।

মহোৎসাহ। তবে তুমি কিছু বিশেষ করিয়া বল।

সরলাত্মা। বলিতেছি। সে বলিত, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র দায়ূদ ব্যভিচার করিয়াছিল; অতএব আমিও তদ্রূপ করিতে পারি। শলোমন একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিল; অতএব আমিও তাহা করিতে পারি। সারা, মিসরদেশীয় ধাত্রীগণ, ও পরিত্রাণপ্রাপ্তা রাহব, ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলিয়াছিল; অতএব আমিও বলিতে পারি। প্রভুর আজ্ঞায় শিষ্যগণ পরের গর্দ্দভ লইয়া গিয়াছিল; অতএব আমিও তদ্রূপ করিতে পারি। আর দেখ, যাকোব ছল ও প্রতারণাদ্বারা পিতার ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল; আমিও সেরূপ করিতে পারি।

মহোৎসাহ। এ অতি অধমের কথা। কিন্তু তুমি কি নিশ্চয় জান যে, তার এই মত।

সরলাত্মা। হাঁ, আমি তাহাকে এই মতের পোষকতা করিতে, ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ দেখাইতে ও যুক্তি প্রদর্শন করিতে শুনিয়াছি।

মহোৎসাহ। এ রূপ মত যে সংসারে সকলেরই ঘৃণার্হ

সরলাত্মা। আমার কথার ঠিক অর্থ গ্রহণ করিও

সে বলে নাই যে, সকলেই ঐ প্রকার করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিকদের সদ্গুণ যাহাদিগেতে আছে, তাহারাই তাহাদের ন্যায় দোষ করিতে পারে, এই তাহার মত।

মহোৎসাহ। তবে এ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আর অধিক ভ্রান্তি কি আছে? উক্ত ধার্ম্মিকেরা দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত কদাচিৎ পাপকর্ম্ম করিতেন; এই জন্য সে কি দুঃসাহস পূর্ব্বক পাপ করিবার অনুমতি পাইতে পারে? কিম্বা কোন২ বালক যদি বায়ুবেগে বা প্রস্তরে উচোট খাইয়া কর্দ্দমে পড়িয়া থাকে, এই জন্য সে ব্যক্তি কি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শূকরের ন্যায় কর্দ্দমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিবার অনুমতি পাইতে পারে? হায়! কামনার উত্তেজনায় কোন মনুষ্য যে এমন অন্ধীভূত হয়, ইহা কে অনুমান করিতে পারে! কিন্তু যাহা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, "বাক্যের অনাজ্ঞাবহ হওয়াতে তাহারা ব্যাঘাত পায়, এবং তাহাতেই নিযুক্তও ছিল।" (১ পিত ২; ৮।) আর যাহারা ধার্ম্মিকদের দোষের অনুকরণ করে, তাহারা যে তাঁহাদের সদ্গুণবিশিষ্ট হইতে পারে, এই অনুমানও পূর্ব্ব ভ্রান্তির তুল্য। বালকের মল খাইয়া কি কুক্কুর বলিতে পারে, আমি বালকের গুণ পাইয়াছি, কেননা তাহার মল আস্বাদন করি? ঈশ্বরীয় লোকদের অপরাধরূপ দুর্গন্ধি দ্রব্যে তৃপ্ত হওয়া ধার্ম্মিকদের গুণধারি ব্যক্তির লক্ষণ নহে। (হোশেয় ৪; ৮।) এরূপ ভ্রান্ত লোকের মনে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বা প্রেম আছে, আমার এ বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, আমি জানি, তুমি তদ্বিষয়ে অনেক আপত্তি উপস্থিত করিতে, অতএব সে তাহার কি উত্তর দিত, অনুগ্রহ করিয়া বল।

সরলাত্মা। সে বলিত, এরূপ করিয়া ইহার বিপরীত মতাবলম্বী হওয়া অপেক্ষা বরং এই মতাবলম্বী হইয়া এরূপ করা সহস্রগুণে সরলতার কার্য্য।

মহোৎসাহ। এ উত্তর দুষ্টামী পরিপূর্ণ দেখিতেছি।

স্বীয় ধর্ম্মমতের বিপরীতে পাপ করা অতি মন্দ কার্য্য বটে কিন্তু এরূপ কারণ দেখাইয়া পাপ করা আরও মন্দ। পূর্ব্বোক্ত মত লোকদিগকে একবারে পাপের ফাঁদে লইয়া যায়।

সরলাত্মা। এই প্রকার মত অনেকের, কিন্তু ইহার মতন মুখ নাই; এজন্য যাত্রা করণার্থ অনুরাগ নাই।

মহোৎসাহ। এ কথা যথার্থ, এবং বড় দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু যে জন স্বর্গের রাজাকে ভয় করে, সে সকলই জয় করিয়া উত্তীর্ণ হয়।

খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হায়, জগতের মধ্যে নানাবিধ অপরূপ মত দেখিতে পাই। আমিও জানি, এক জন বলিত, মরণ কালেও অনুতাপ করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।

মহোৎসাহ। সে বড় বিবেচক নহে। প্রাণ রক্ষার্থে যদি তাহাকে এক সপ্তাহে দশ ক্রোশ দূরে পলাইতে হয়, তবে সে কি সপ্তাহের শেষদণ্ড পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে ভয় করিবে না?

সরলাত্মা। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, তথাপি যাহারা আপনাদিগকে যাত্রি বলিয়া জানে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি প্রাচীন এবং বহুদিবস অবধি এই পথের পথিক; সুতরাং অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি। যে সকল লোককে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ২ যাত্রার আরম্ভকালে যেন জগৎসংসারকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবে, এরূপ ব্যগ্রচিত্ত ছিল; কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যে তাহাদিগকে ইস্রায়েলদের ন্যায় অরণ্যে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইল, প্রতিশ্রুত দেশের দর্শনও পাইল না। অন্য অনেকে যাত্রায় প্রবৃত্ত হওনকালে এমন বলহীন ছিল যে, বোধ হইল, তাহারা এক দিবসও বাঁচিবে না, কিন্তু শেষে তাহারা প্রসিদ্ধ যাত্রী হইয়া উঠিল। আর কেহ২ প্রথমে অতি দ্রুত পদে কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়া, পরক্ষণে তেমনি দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। আর কেহ২ প্রথমে যাত্রিধর্ম্মের প্রশংসা

করিয়া, পরে তাহার বড় নিন্দা করিল। আর অনেকে স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্তে যাত্রা আরম্ভ কালে, স্বর্গ নামে একটী স্থান অবশ্যই আছে, ইহা দৃঢ়রূপে বলিত, পরে সেই স্থানে পঁহুছিবার কিঞ্চিৎ পথ অবশিষ্ট থাকিতে ফিরিয়া আসিয়া, বলিতে লাগিল, স্বর্গ নাই। শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি রূপে ঘোরতর যুদ্ধ করিবে, এ বিষয়ে যাহাদিগকে দর্প করিতে শুনিয়াছি, এরূপ অনেকে মিথ্যা ভয় পাইবামাত্র বিশ্বাস ও যাত্রিকের পথ প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

---

১০ অধ্যায়।

তাহারা এই রূপ কথাবার্ত্তা করিতে২ যাইতেছিল, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি অতি দ্রুতপদে আসিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কহিল, হে ভদ্রগণ ও অবলারা, তোমরা যদি আপন২ প্রাণ ভাল বাস, তবে রক্ষার নিমিত্ত অবিলম্বে উপায় দেখ, কেননা সম্মুখে তোমাদের পথে দস্যুদল রহিয়াছে।

মহোৎসাহ। পূর্ব্বে ক্ষুদ্রবিশ্বাসকে যাহারা আক্রমণ করিয়াছিল, উহারা সেই তিন জন দস্যু। ভাল, আমরাও উহাদের জন্যে প্রস্তুত আছি।

পরে তাহারা অগ্রসর হইয়া, না জানি, দস্যুদের সহিত কখন্ কোন্ স্থানে দেখা হয়, এই ভয়ে প্রত্যেক উপপথে ও মোড়ে দৃষ্টি করিতে২ যাইতে লাগিল; কিন্তু দস্যুরা মহোৎসাহের নাম শুনাতে কিম্বা অন্য কোন চৌর্য্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকাতে, যাত্রিদের নিকটে আইল না।

অনন্তর পথশ্রান্তিপ্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ানী আপনার ও সন্তানদের নিমিত্তে কোন সরাই খুঁজিতে লাগিল। তাহাতে সঙ্গ-

আত্মা বলিল, ইহার কিঞ্চিৎ অগ্রেই গায় নামে অতি সম্ভ্রান্ত একজন শিষ্যের বাটীতে সরাই আছে। (রোম ১৬ ; ২৩।) বৃদ্ধ সরলাত্মার প্রমুখাৎ ঐ স্থানের প্রশংসা শুনিয়া তাহারা সকলেই সেখানে যাওয়া স্থির করিল।

তথায় পঁহুছিলে তাহারা সরাইয়ের দ্বারে আঘাত ন করিয়া পথিকদের রীত্যনুসারে একবারে ভিতরে যাইয়া ঘরের কর্ত্তাকে ডাকাইল। সে আইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য রাত্রিতে আমরা এখানে প্রবাস করিতে পারি কি ?

গৃহপতি গায় বলিল, হাঁ, আপনারা যদি ভাল মানুষ হন, তবে থাকিতে পারেন ; আমার গৃহ কেবল যাত্রিদের নিমিত্তেই হইয়াছে।

যাত্রিদের প্রতি গৃহপতির এরূপ অনুরাগ দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানী, করুণা ও বালকগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। পরে তাহারা শয়নাগার চাহিলে, সে খ্রীষ্টীয়ানী, করুণা ও বালকদের নিমিত্ত এক কুঠরী, এবং মহোৎসাহ ও বৃদ্ধ সরলাত্মার জন্য অপর এক কুঠরী দেখাইয়া দিল।

পরে মহোৎসাহ জিজ্ঞাসিল, হে বন্ধো গায়, আমার এই যাত্রিরা অদ্য অনেক পথ পর্য্যটন করাতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে ; তোমার ঘরে কিং খাদ্য দ্রব্য আছে ?

গায়। বেলা গিয়াছে ; এখন আমরা খাদ্যের অন্বেষণে বাহিরে যাইতে পারি না। কিন্তু ঘরে যাহা আছে, তাহাতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, দিতে পারি।

মহোৎসাহ। তোমার যাহা আছে, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব ; তোমার গৃহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব কখন হয় না, ইহা আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

পরে গায় উত্তমাস্বাদক নামা পাচকের নিকটে গেল, এবং যাত্রিদের সংখ্যানুসারে খাদ্য প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়া, পুনর্ব্বার আসিয়া বলিল, হে প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের

আগমনের, বিশেষতঃ তোমাদের আতিথ্যার্থে যে আমার এই গৃহ আছে, ইহা আমার বড় সন্তোষের বিষয়। অতএব তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, তবে আইস, যতক্ষণ খাবার প্রস্তুত না হয়, আমরা সৎপ্রসঙ্গদ্বারা পরস্পর আমোদিত হই। তাহারা সকলেই সম্মত হইল।

গায়। এই প্রবীণা কাহার ভার্য্যা? আর এই যুবতী কাহার কন্যা?

মহোৎসাহ। পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ান নামে যে এক জন যাত্রী ছিল, এ তাহারই ভার্য্যা, এবং এই চারিটী তাহার সন্তান। আর এই যুবতী উহার পরিচিতা; এ ইহাকে প্রবৃত্তি দিয়া আপনার সঙ্গিনী করিয়াছে। এই বালকেরা পিতার অনুকারী; সর্ব্ব বিষয়ে তাহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করিতে চেষ্টা করে। অধিক কি বলিব, পিতার শয়ন বা গমন স্থানের চিহ্নমাত্র দেখিলে, ইহারা আনন্দ মনে সেই স্থানে শয়ন বা সেই পদচিহ্ন দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করে।

গায়। এ কি খ্রীষ্টীয়ানের ভার্য্যা? এবং ইহারা কি তাহার সন্তান বটে? হে খ্রীষ্টীয়ানি, আমি তোমার স্বামির পিতাকে ও পিতামহকেও জানিতাম। এই বংশে অনেক সাধু জন্মিয়াছেন। উহাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা আন্তিয়খিয়া নগরে বাস করিতেন। (প্রেরিত ১১; ২৬।) বোধ হয়, স্বামির প্রমুখাৎ তুমি তাঁহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া থাকিবে, তাঁহারা বিলক্ষণ সৎ লোক ছিলেন। আমার পরিচিত অনেকের অপেক্ষা তাঁহারা অধিক সৎগুণবিশিষ্ট ছিলেন, বরং প্রভুর ও তাঁহার অনুরক্ত লোকদের ও তাঁহার ধর্ম্মের জন্য অসীম সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তোমার পতির জ্ঞাতিগণের মধ্যে অনেকে সত্যের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। দেখ, এই বংশের এক জন আদিপুরুষ স্তিফান প্রস্তরাঘাতে হত হইয়াছিলেন। (প্রেরিত ৭; ৫৯,৬০।) এবং যাকোব নামে তৎ-

কুলজাত অপর এক ব্যক্তি তরবালের আঘাতে ছিন্ন হইয়াছিলেন। (প্রেরিত ১২; ২।) আর তোমার স্বামির আদিপুরুষ পৌল ও পিতরের কথা বলা অনাবশ্যক। তদ্ভিন্ন ইগ্নাতিয় নামে এক জন সিংহগণের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। আর রোমাণ নামে অপর এক জনের শরীরের মাংস খণ্ড২ করিয়া অস্থি হইতে পৃথক্ করা হইয়াছিল। এবং পলিকার্প নামক আর এক জন অগ্নিবেষ্টিত হইয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অনেককে বোলতা কর্ত্তৃক দংশিত হইবার নিমিত্তে সর্ব্বাঙ্গে মধু লেপন পূর্ব্বক চুপড়িতে করিয়া রৌদ্রে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল, কিম্বা থলিয়াতে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া নষ্ট করা হইয়াছিল। এই রূপে যাত্রি ধর্ম্মের অনুরোধে তদ্বংশীয় কত ব্যক্তি যে যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অতএব তোমার স্বামী এই যে পুত্র চতুষ্টয় রাখিয়া গিয়াছে, ইহাদিগকে দেখিয়া আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম। ইহারা যেন আপনাদের পিতার সুনাম রক্ষা করে, ও যাবজ্জীবন তৎপথানুগামী হইয়া অন্তে তদনুরূপ ফল লাভ করে, এই আমার ইচ্ছা।

মহোৎসাহ। যথার্থ; ইহারা এই রূপ বালকই বটে, ইহারা পিতৃপথ অনুসরণে একান্ত অনুরাগী।

গায়। আমারও এই প্রত্যাশা। আর, বোধ হইতেছে, খ্রীষ্টীয়ানের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া তাবৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইবে। অতএব তাহাদের পিতৃনাম ও পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি যেন জগতে বিস্মরণীয় না হয়, এই জন্য খ্রীষ্টীয়ানী পুত্রগণের বিবাহার্থে কন্যা দেখুক।

সরলাত্মা। তাহার বংশ যেন কখন পতিত ও লুপ্ত না হয়।

গায়। সে বংশ হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু কখন লুপ্ত

হইতে পারে না। অতএব খ্রীষ্টীয়ানী বংশ রক্ষার্থে আমার পরামর্শ গ্রহণ করুক।

পরে সে খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, তোমাকে ও তোমার সখী করুণাকে এক সঙ্গে দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। আমার পরামর্শ যদি গ্রাহ্য কর, তবে করুণার সঙ্গে তোমার আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ভাল হয়, অর্থাৎ সে যদি সম্মত হয়, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মথির সঙ্গে তাহার বিবাহ দেও; তাহা হইলে এ জগতে তোমার বংশ রক্ষা পাইবে। এই রূপে সম্বন্ধ স্থির হইলে, কিছু দিন পরে তাহাদের বিবাহ হইল, ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বলা যাইবে।

গায় পুনশ্চ বলিতে লাগিল, এক্ষণে স্ত্রী জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য আমি তাহাদের পক্ষ হইয়া কিছু বলিতেছি; স্ত্রীহইতে যেমন মৃত্যু ও অভিশাপ জগতে আসিয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীহইতে স্বাস্থ্য ও জীবনও উপস্থিত হইয়াছে, কেননা ঈশ্বর আপন পুত্রকে স্ত্রীজাত করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (গালা ৪; ৪।) আর পূর্ব্বকালের ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা আপনাদের আদি মাতার কর্ম্মে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে অঙ্গীকৃত জগত্রাতার মাতা হইবার প্রত্যাশায় প্রত্যেকে সন্তান কামনা করিত। যখন ত্রাণকর্ত্তা জগতে উপস্থিত হন, তখন পুরুষ বা স্বর্গীয় দূতগণের অগ্রে স্ত্রীলোকেরা হর্ষ করিয়াছিল। (লূক ১; ৪২-৪৬।) যাবৎ তিনি এই জগতে ছিলেন, কোন পুরুষ যে তাঁহাকে এক পয়সাও দিয়াছিল, এমন কথা আমি কখন পাঠ করি নাই; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁহার অনুগামিনী হইয়া, আপন২ সম্পত্তি হইতে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। (লূক ৮; ২, ৩।) দেখ, এক জন স্ত্রী চক্ষের জল দিয়া তাঁহার পা ধুইয়া দিয়াছিল। (লূক ৭; ৩৭-৫০।) আর এক জন স্ত্রী কবর দিবার উপলক্ষে তাঁহার গাত্রে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়াছিল। (যোহন ১১; ২।

১২; ৩।) বধ্য ভূমিতে তাঁহার গমন সময়ে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়াছিল। (লূক ২৩; ২৭।) এবং তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া লইয়া যাইবার সময়ে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পশ্চাৎ২ গিয়াছিল। (মথি ২৭; ৫৫, ৫৬। লূক ২৩; ৫৫।) এবং তিনি কবরস্থ হইলে স্ত্রীরাই তাঁহার কবরের নিকটে বসিয়াছিল। (মথি ২৭; ৬১।) পুনরুত্থান দিনের প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকেরাই প্রথমে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তিনি যে মৃত্যুহইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন, এই সংবাদ তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে আনিয়াছিল। (লূক ২৪; ১, ২২-২৩।) অতএব স্ত্রীলোকেরা যে অত্যন্ত অনুগ্রহের পাত্র, এবং আমাদের সহিত যে এক জীবনরূপ বরের অধিকারিণী, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

ইতিমধ্যে খাদ্য দ্রব্যাদি প্রায় প্রস্তুত হইল, এবং পাচক এই সংবাদ দিয়া মেজের উপর চাদর পাতিতে এবং থালা লবণ রুটী ইত্যাদি যথা স্থানে সাজাইতে এক জন লোক পাঠাইয়া দিল।

তখন মথি বলিল, চাদর প্রভৃতি আহারের সজ্জা দেখিয়া আগের অপেক্ষা আমার অধিক ক্ষুধা জন্মিল।

গায়। ইহকালে যে সমস্ত ধর্ম্ম উপদেশ পাইয়া থাক, তাহাতে যেন স্বর্গস্থ মহারাজের ভোজনাসনে বসিবার জন্য তোমার বাসনা সমধিক বর্দ্ধিত হয়; কেননা প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদের জন্য যে ভোজ প্রস্তুত করিবেন, সেই ভোজের সহিত তুলনায় এই জগতিস্থ ধর্ম্মোপদেশ, রীতি, নীতি ও গ্রন্থ সকল কেবল মেজের উপর থালা ও লবণ দেওয়ারূপ আয়োজনমাত্র বোধ হয়।

ভোজ প্রস্তুত হইলে, ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রার্থনা করিয়া যে ভোজন আরম্ভ করা উচিত, ইহা দেখাইবার জন উত্তোলনীয় এক স্কন্ধ এবং আন্দোলনীয় এক বক্ষ প্রথমে



তাহাদের সম্মুখে আনীত হইল। (লেবীয় ৭;৩২-৩৪।) উত্তোলিত স্কন্ধে দায়ূদ রাজার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি উত্তোলিত হইত, এবং বীণা বাদন সময়ে তিনি অন্তঃকরণের আধারস্বরূপ আন্দোলনীয় বক্ষোদ্বারা বীণাতে ৎস্ দিয়া বাদ্য করিতেন। (লেবীয় ১০ ; ১৫। গীত ২৫ ; ১। ইব্রী ১৩ ; ১৫।) ঐ দুই মাংসখণ্ড সরস ও সুস্বাদু হওয়াতে তাহারা সকলে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিল।

পরে রক্তবৎ লোহিতবর্ণ এক শিশি দ্রাক্ষারস আনীত হইল। (যোহন ১৫ ; ৫। দ্বিঃ বিং ৩২ ; ১৪।) তখন গায় যাত্রিদিগকে বলিল, তোমরা তৃপ্তিপূর্ব্বক পান কর, কেননা ঈশ্বর ও মনুষ্যের অন্তঃকরণ যাহার রসে তৃপ্ত হয়, এ সেই প্রকৃত দ্রাক্ষালতার রস। (বিচার ৯ ; ১৩। যোহন ১৫ ; ৫।) তাহারা পান করিয়া পরম আপ্যায়িত হইল।

অতি উত্তম এক পাত্র দুগ্ধ আনীত হইলে গায় বলিল, বৃদ্ধি পাইবার নিমিত্তে এই দুগ্ধ বালকেরা পান করুক। (১ পিতর ২ ; ১, ২।)

পরিচারক ভোজনার্থে দধি ও মধু আনিয়া দিলে গায় বলিল, তোমরা ইহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, ইহাতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকশক্তি বাড়িবে। ইহাই আমাদের প্রভুর বাল্যকালের আহার ছিল ; যেমন লিখিত আছে, যাহা মন্দ, তাহা অগ্রাহ্য করণে, এবং যাহা ভাল, তাহা মনোনীত করণে সমর্থ জ্ঞান পাওয়া পর্য্যন্ত বালকটী দধি ও মধু খাইবে। (যিশায়াহ ৭ ; ১৫।)

একটী পাত্রে করিয়া কতকগুলিন অতি সুস্বাদু ফল আনিয়া দিলে মথি বলিল, এই ফল দ্বারা সর্প আমাদের আদি মাতাকে ভুলাইয়াছিল ; এই ফল কি আমরা খাইব ?

তদুত্তরে গায় বলিল,—

এ ফল ভক্ষণ জন্য দোষ প্রতিফলে,

জন্মেছিল মনুষ্যের ভ্রংশ আদিকালে।
তথাপি ফলেতে নহে কেবল পাপেতে,
আমাদের মন হৈল লিপ্ত কলঙ্কেতে। ১
আদেশ লঙ্ঘিয়া ফল করিলে আহার,
তাহাতে শরীরে হয় রক্তের বিকার।
অনুমতি অনুসারে করিলে ভক্ষণ,
আমাদের হয় তাতে শুভ সংঘটন। ২
এ হেতু কপোত রূপী মণ্ডলী তাঁহার,
তুমি হে তাঁহার দ্রাক্ষারস পান কর।
ওহে নর যারা তাঁর প্রেমপরায়ণ,
তোমরা তাঁহার ফল করহ ভক্ষণ। ৩

মথি। কিছু দিন হইল, আমি ফল খাইয়া পীড়িত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই আপত্তি করিলাম।

গায় মথিকে বলিল, নিষিদ্ধ ফল খাইলে অবশ্য পীড়া জন্মিবে, কিন্তু আমাদের প্রভুর অভিমত ফল কখন পীড়া-দায়ক হয় না।

এই রূপ আলাপ সময়ে কতকগুলি নারিকেল তাহাদের সম্মুখে আনীত হইল। ভোজনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলিলেন, নারিকেলে দাঁতের ক্ষতি করে, বিশেষতঃ ছেলেদের দাঁতের বড় ক্ষতি করে। গায় বলিল,

নারিকেল তুল্য কোন পদ শাস্ত্রে হয়,
কঠিন ত্বগেতে তার শাঁস গুপ্ত রয়।
কিন্তু ঐ পদ কভু বোধগম্য নয়,
হেন না ভাবিবে মনে ভাঙ্গিলেই হয়।
ত্বকরূপ আচ্ছাদন মোচন করিলে,
তাহার সুস্বাদু শাঁস পাইবে সকলে।

এই রূপে আমোদ আহ্লাদে নানা বিষয়ে কথোপকথন করত তাহারা অনেক ক্ষণ ভোজনাসনে বসিয়া রহিল।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সরলাত্মা বলিল, হে গৃহপতি, যতক্ষণ আমরা আপনকার নারিকেল ভাঙ্গি, ততক্ষণ আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রহেলিকার অর্থ ভাঙ্গিয়া বলুন।—

কোন কালে এক জন ছিল এ সংসারে,
অনেকে উন্মত্ত বলে৷ জানিত তাহারে।
যত সে আপন ধন করিত বর্জ্জন,
ততোধিক অর্থ তার হৈত উপার্জ্জন।

ইহার উত্তরে না জানি গৃহপতি কি বলে, ইহা ভাবিয়া সকলেই অপেক্ষা করিয়া রহিল। পরে কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া, গায় উত্তর করিল ;—

দরিদ্রে সম্পত্তি যে বা করে বিতরণ,
দশ গুণ ধনবৃদ্ধি পায় সেই সেই জন।

যুষফ বলিল, মহাশয়, আপনি যে ইহার অর্থ করিতে পারিবেন, আমার এমন বোধ ছিল না।

গায়। বৎস, বহুকাল হইতে এই প্রকার কাজ করিয়া আমি পাকিয়া গিয়াছি। অভ্যাসেই নৈপুণ্য জন্মে। প্রভু কর্ত্তৃক দয়াশীল হইতে শিখিয়াছি ; এবং পরীক্ষাদ্বারা জানিয়াছি, তাহাতে আমার লাভ হইয়াছে। এ বিষয়ে লিখিত আছে, কেহ বিতরণ করিযাও বৃদ্ধি পায়, আর কেহ উচিত ব্যয় অস্বীকার করিয়াও কেবল দারিদ্র্য ভোগ করে। আরও লেখা আছে, কেহ২ অকিঞ্চন হইয়াও আপনাকে ধনির ন্যায় দেখায়, আর কেহ বা ধনী হইয়াও আপনাকে দরিদ্রের ন্যায় দেখায়। (হিতো ১১ ; ২৪। ১৩ ; ৭।)

শমুয়েল আপন জননী খ্রীষ্টীয়ানীকে কানে কানে বলিল, মা, এ অতি উত্তম লোকের ঘর ; এই খানে কিছু দিন থাকিলে ভাল হয় এবং এ খান থেকে যাইবার আগে করুণার সহিত আমার ভ্রাতা মথির বিবাহ দেওয়া যাউক।

গৃহপতি গায় এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, বৎস,

তাহাতে আমিও পরম আহ্লাদিত হইব। অতএব তাহারা ঐ স্থানে মাসাধিক কাল থাকিয়া মথির সহিত করুণার বিবাহ দিল। এবং যাবৎ তাহারা তথায় রহিল; করুণা রীত্যনুসারে দরিদ্রদিগকে দান করিবার নিমিত্ত পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণ করিত, তাহাতে যাত্রিদের বড় সুখ্যাতি হইল।

---

১১ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথম দিনের রাত্রিকার ভোজ সমাপ্ত হইলে বালকেরা পথশ্রান্তি প্রযুক্ত শয়ন করিতে বাঞ্ছা করিল, তখন গায় ভৃত্যকে আজ্ঞা করিল, ইহাদিগকে শোবার ঘর দেখাইয়া দেও। কিন্তু করুণা বলিল, ভৃত্যের আবশ্যক নাই, আমি উহাদিগকে শয়ন করাইব। এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে শয়ন করাইল, তাহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেল। অবশিষ্ট সকলে সমস্ত রাত্রি গায়ের সহিত সদালাপ করিয়া পরস্পর এমন আমোদিত হইল যে, কোন প্রকারে পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিল না। পরে তাহাদের প্রভুর বিষয়ে ও আপন২ যাত্রার বিষয়ে অনেক কথা হইবার পর গায়ের প্রশ্নকর্ত্তা বৃদ্ধ-সরলাত্মার ঘুম পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহোৎসাহ বলিল, তুমি কি ঝিমাইতেছ? আইস, চক্ষু মেল, তোমাকে একটী প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করি। তখন সরলাত্মা সচেতন হইয়া বলিল, বল, শুনি। মহোৎসাহ বলিল,—

পরাজিত অগ্রে যে সে বৈরিকে বধিবে,
ঘরেতে যে মরে সেই বিদেশে বাঁচিবে।

ইহা শুনিয়া সরলাত্মা বলিল, এ হেঁয়ালি বড় কঠিন, কেননা ইহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা কঠিন, এবং তদনুসারে কার্য্য করা আরো কঠিন। অতএব হে গৃহপতি, আপনকার যদি ইচ্ছা হয়, আপনাকে ইহার উত্তর দিবার ভার দি; আপনি অর্থ করুন; আমি শুনি।

গায় বলিল, তাহা হইতে পারে না, এ প্রশ্ন তোমাকে করা হইয়াছে, তুমিই ইহার উত্তর দেও।

বৃদ্ধ সরলাত্মা তাহার এই অর্থ করিল,—

পাপ বধ করিবারে যার বাঞ্ছা হয়,
অগ্রে চাহি কৃপাগুণে তার পরাজয়।
স্বর্গেতে জীবন পেতে ইচ্ছুক যে জন,
আত্ম প্রতি অগ্রে তার হউক মরণ।

ইহা শুনিয়া গায় বলিল, যথার্থ বলিয়াছ, সদুপদেশ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়। কেননা প্রথমতঃ, যাবৎ ঈশ্বরের কৃপা সপ্রকাশ হইয়া নিজ মহিমাদ্বারা অন্তঃকরণকে পরাস্ত না করে, তাবৎ পাপ দমন করণার্থ সাহস জন্মে না। আর যদি শয়তানের পাপরূপ রজ্জুদ্বারা অন্তঃকরণ বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সেই বন্ধন থাকিতে কি প্রকারে পাপ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি নিজ কুঅভিলাষের দাস, সে যে ঈশ্বরের কৃপাগুণে জীবনাধিকারী হইয়াছে, ইহা অযুক্তিসিদ্ধ এবং ধার্ম্মিকদের অগ্রাহ্য।

গায়। এই সুযোগে আমি শ্রবণযোগ্য একটী আখ্যায়িকা বলি, শুন। একদা দুই ব্যক্তি যাত্রী হইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার এক জন যুবা, অন্য জন বৃদ্ধ। যুবা ব্যক্তির স্বাভাবিক কুঅভিলাষ অতি প্রবল এবং শরীরের ক্ষীণতা প্রযুক্ত বৃদ্ধের কুঅভিলাষ দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু যুবা ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ঐ বৃদ্ধের ন্যায় ধর্ম্মপথে চলিতে লাগিল। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুলারূপে দৃষ্ট হইলেও সেই দুই জনের মধ্যে কাহার পারমার্থিক গুণ অধিক সতেজ ছিল?

সরলাত্মা। যুবার ধর্ম্মগুণ অধিক সতেজ ছিল, ইহার সন্দেহ নাই; কেননা মহাবাধা জয় করিয়া অগ্রসর হওয়া মহাবলবানের লক্ষণ, বিশেষতঃ অল্পবাধাবিশিষ্টের সঙ্গেও মহাবাধা বিশিষ্টের অগ্রসর হওয়া মহাবলবানের লক্ষণ, আর

এই যাত্রাতে বার্দ্ধক্য অল্পবাধাবিশিষ্ট বটে। আমি বৃদ্ধ লোকদের এই এক ভ্রম দেখিয়াছি, তাহারা দেহের জীর্ণতাকে কুঅভিলাষের দমন জ্ঞান করিয়া, আপনাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। সংসারের অসারত্ব বিষয়ে বৃদ্ধ ধার্ম্মিকদের অধিক জ্ঞান থাকাতে তাহারা যুবকদিগকে সৎপরামর্শ দিতে পারক বটে, তথাপি যুবা বৃদ্ধ উভয়কে একত্র যাত্রা করিতে হইলে, বৃদ্ধের কুঅভিলাষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলিয়া মনোমধ্যে পবিত্র আত্মার গুণ বিষয়ে প্রমাণ পাইতে বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবার অধিক সুযোগ আছে। এই রূপে তাহারা প্রভাত পর্য্যন্ত বসিয়া২ আলাপ করিল।

পরে গৃহস্থেরা সকলে গাত্রোত্থান করিলে খ্রীষ্টীয়ানী যাকোব নামে আপন পুত্রকে ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পাঠ করিতে বলিল; সে যিশায়াহের ৫৩ অধ্যায় পাঠ করিলে সরলাত্মা জিজ্ঞাসা করিল, জগত্রাতা শুষ্ক ভূমিহইতে উৎপন্ন চারাস্বরূপ, এবং তাঁহার রূপ সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না, এ কথা বলা হইয়াছে কেন?

মহোৎসাহ। প্রথম কথার অর্থ এই, খ্রীষ্ট যে যিহূদীয় মণ্ডলীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে মণ্ডলী তৎকালে ধর্ম্মের তেজ ও গুণরহিত ছিল। আর দ্বিতীয়টী অবিশ্বাসিদের কথা; ফলতঃ অবিশ্বাসিরা পারমার্থিক চক্ষুঃহীন, আমাদের প্রভুর অন্তঃকরণ দেখিতে পায় না, এই জন্যে তাঁহার সামান্য বাহ্য আকৃতি প্রযুক্ত তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন কোন অজ্ঞান লোক মৃত্তিকাচ্ছন্ন রত্ন কুড়াইয়া পাইলে সামান্য প্রস্তর মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়।

অনন্তর গৃহপতি গায় বলিল, তোমরা এত লোক এখানে আছ, এবং মহোৎসাহ অস্ত্র ধারণে পটু; অতএব যদি সকলের সম্মতি হয়, তবে আইস, আমরা কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া প্রান্তরে গিয়া দেখি, কোন হিতকর্ম্ম করিতে পারি কি

না ? এই স্থান হইতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে সাধুহন্তা নামক এক অসুর থাকে ; তাহার বাসস্থান আমি জানি। সে অনেক চোরের সর্দ্দার, এ অঞ্চলের রাজপথে বড় উপদ্রব করে। অতএব তাহাকে নষ্ট করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

এই কথাতে সকলে সম্মত হইল, মহোৎসাহ ঢাল, খড়্গ, শিরস্ত্র এবং অন্য সকলে বড়শা ও লগুড় হাতে করিয়া চলিল। পরে ঐ অসুরের গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ক্ষীণমনা নামে এক জন তাহার হস্তগত হইয়া আছে। তাহার দাসেরা সেই ব্যক্তিকে পথহইতে ধরিয়া আনিয়া দিয়াছিল।

ঐ দুরাত্মা মাংসাশী, এই নিমিত্ত তাহাকে খণ্ড২ করিয়া খাইবার মানসে তাহার সর্ব্বস্ব লুঠ করিতেছিল। এখন আপন গহ্বরের মুখে শস্ত্রপাণি মহোৎসাহ ও তাহার সঙ্গি-দিগকে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কিসের অন্বেষণ করিতেছ ?

মহোৎসাহ। আমরা তোমারই অন্বেষণ করিতেছি। তুমি যে সকল যাত্রিকে রাজপথহইতে বল পূর্ব্বক ধরিয়া নষ্ট করিয়াছ, তাহাদের হত্যার প্রতিফল দিতে আসিয়াছি ; অতএব বাহিরে আইস। ইহা শুনিয়া সে সসজ্জ হইয়া গহ্বর হইতে বাহির হইল, তখন, তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, তিন চারি দণ্ড পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। পরে বিশ্রামার্থে ক্ষণকাল নিবৃত্ত হইলে সাধুহন্তা বলিল, তোমরা আমার এলাকায় আসিয়াছ কেন ?

মহোৎসাহ। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, আমরা যাত্রি-দের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে আসিয়াছি।

তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিলে সেই অসুর মহোৎ-সাহকে কিঞ্চিৎ হটাইয়া দিল। কিন্তু সে অবিলম্বে আপনার মহৎ উৎসাহ বশতঃ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া ঐ অসুরের

মস্তকে ও পঞ্জরে এমন আঘাত করিল যে, তাহার হস্তহইতে অস্ত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল। পরে মহোৎসাহ অস্ত্রাঘাতে তাহাকে বধ করত তাহার মস্তক হস্তে করিয়া এবং ক্ষীণমনা নামক যাত্রিকে সঙ্গে করিয়া প্রবাসগৃহে ফিরিয়া গেল। গৃহবাসিদিগকে ঐ মস্তক দেখাইবার পর অন্যান্য দুরাত্মার ভয়ের নিমিত্তে দণ্ডাগ্রে স্থাপন করিল।

তাহারা ক্ষীণমনাকে জিজ্ঞাসা করিল; তুমি উহার হস্তে কি প্রকারে পড়িয়াছিলে?

সে বলিল, আপনারা দেখিতেছেন, আমি রুগ্ন, এবং কালের দূত প্রতিদিন এক একবার আসিয়া আমার দরজায় ঘা মারে। সুতরাং ভাবিলাম, ঘরে থাকিলে ভাল হইবে না। এই রূপ চিন্তা করিয়া আমি যাত্রিধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, এবং আমার ও আমার পিতার জন্মস্থান অধ্রুব নামক নগর হইতে প্রস্থান করিয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছি। আমার শরীরে বল নাই, এবং মনেও সাহস নাই; কিন্তু যদি হামাগুড়ি দিয়াও যাইতে হয়, তথাপি আমি স্বর্গযাত্রাতে জীবন যাপন করিব। এই পথের মাথায় যে দ্বার আছে, সেখানে উপস্থিত হইলে তথাকার প্রভু আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া আমার ক্ষীণ শরীর ও দুর্ব্বল মন দেখিয়া, কোনমতে অবজ্ঞা করেন নাই; বরং পাথেয় দ্রব্য দান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আশা রাখিতে আদেশ করিলেন। অর্থকারকের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনিও আমার প্রতি অনেক স্নেহ প্রকাশ করেন। দুর্গম নামক পর্ব্বতে আরোহণ করা আমার দুঃসাধ্য বুঝিয়া তিনি আমার সঙ্গে এক জন ভৃত্য দেন, সে আমাকে বহিয়া পর্ব্বতের উপর লইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন যাত্রিগণহইতেও আমি পথিমধ্যে নানা মতে উপকার পাইয়াছি। তাহাদের কেহই আমার সহিত ধীরে২ যাইতে ইচ্ছুক ছিল না বটে, তথাপি অনেকে নিকট দিয়া গমনকালে আমাকে

সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছে, সুস্থির হও, ক্ষীণমনাদিগকে প্রবোধ দেওয়া আমাদের প্রভুর অভিমত। (১ থিষ ৫ ; ১৪।) এই আশ্বাস দিয়া তাঁহারা আমাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া চলিয়া গেল। অনন্তর যখন আমি আক্রমণ গলিতে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সাধুহন্তা নামক অসুর আমাকে দেখা দিয়া বলিল, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। কিন্তু হায়. আমি দুর্ব্বল, যুদ্ধ করিব কি ? বরং কোন বলকারক ঔষধ পাইলে আমার উপকার দর্শে। তাহাতে সে আসিয়া আমাকে পরাস্ত করিল, কিন্তু সে যে আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আমার এমন অনুমান হয় নাই। এবং সে যখন আমাকে আপনার গুহায় লইয়া যায়, তখনও ভরসা ছিল, বাহির হইব, কেননা আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে যাই নাই। ইহার কারণ এই ; শুনিয়াছি, বল-দ্বারা ধৃত কোন যাত্রির মন যদি প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে থাকে, তবে সে শক্রহস্তে বিনষ্ট হয় না ; পরমেশ্বরের এই নিয়ম। আমি যে সর্ব্বস্ব হারাইব, আমার এমন বোধ ছিল, এবং বাস্তবিক সর্ব্বস্বও গিয়াছে ; কিন্তু তোমরা দেখিতেছ, আমি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। সেই প্রাণরক্ষার আদি-কারণ প্রভু, এবং উপায়স্বরূপ তোমরা, এ উভয়েরই নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার প্রতি যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা জানি; কিন্তু পণ করিয়াছি, দৌড়িতে পারিলে দৌড়িয়া যাইব ; দৌড়িতে না পারিলে ধীরে২ চলিব ; চলিতে না পারিলে হামাগুড়ি দিয়া যাইব। ধন্য প্রভু, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষয় অর্থাৎ আমার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত, এবং গন্তব্য পথও সম্মুখে রহিয়াছে। আর ক্ষীণমনা হইলেও আমার অন্তঃকরণ সেতুশূন্য নদীর পরপারে আছে। অত-এব যিনি আমাকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহার ধন্যবাদ করি।

সরলাত্মা। সভয় নামক যাত্রির সঙ্গে পূর্ব্বে তোমার আলাপ ছিল কি

ক্ষীণমনা। হাঁ, ছিল বৈ কি। সে ধ্বংস্য নগরের উত্তর দিকে চারি অংশ, এবং আমার জন্মভূমি হইতেও তৎপরিমাণ অন্তরে স্থিত মূর্খতা নামক নগরে বাস করিত, তথাপি তাহার সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ আছে, কারণ সে সম্পর্কে আমার খুড়া হয় এবং আমাদের দুই জনের স্বভাব ও আকৃতি প্রায় একরূপ, কেবল আমা অপেক্ষা সে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব।

সরলাত্মা। তবে দেখিতেছি, তুমি তাহাকে জান, এবং তোমাদের পরস্পর যে সম্পর্ক আছে, ইহাও সম্ভব বটে; কেননা তাহার ন্যায় তোমার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, এবং চক্ষুও কিছু টেরা, আর স্বরও প্রায় একরূপ।

ক্ষীণমনা। যাহারা আমাদের উভয়কেই জানিত, তাহাদের অনেকেই এই রূপ বলিত; এবং বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার স্বভাবও আমাতে অনেক বর্ত্তিয়াছে।

এমন সময়ে গায় বলিল, আইস্থন, মহাশয়, সুস্থির হউন; আমি ও আমার গৃহ, এ সকলই আপনকার। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে আজ্ঞা করুন; আমার ভৃত্যগণকে যাহা আদেশ করিবেন, তাহারা মন দিয়া করিবে।

ক্ষীণমনা। আহা, এ কেমন অনপেক্ষিত অনুগ্রহ! ঘোর মেঘমধ্য হইতে যেন সূর্য্য প্রকাশ পাইল। সাধুহন্তা যখন আমাকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছিল, তখন সে কি আমার প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ করিবার কল্পনা করিয়াছিল? সে কি মনে করিয়াছিল যে, সে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিলে পর অতিথিসেবক গায়ের গৃহে আমি আসিব? তথাপি তাই ঘটিল।

এই রূপে ক্ষীণমনা ও গায় আলাপ করিতেছিল, এমন সময়ে এক জন দৌড়িয়া দ্বারে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, এ স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপ্রকৃষ্ট নামে একজন যাত্রী হঠাৎ বজ্রাঘাতে মরিয়াছে।

ক্ষীণমনা। আহা, সে কি মারা পড়িয়াছে? আমার এখানে পঁহুছিবার অল্প দিন বাকি থাকিতে সে আসিয়া আমার সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। এবং সাধুহন্তা যখন আমাকে ধরে, তখন সে আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু দ্রুতগামী প্রযুক্ত রক্ষা পাইয়াছিল। এক্ষণে বোধ হইতেছে, সে মরিবার জন্যে রক্ষা পাইয়াছিল এবং আমি বাঁচিবার জন্য সাধুহন্তার হাতে পড়িয়াছিলাম।

মৃত্যুকর বলি যারে লোকে করে ভয়,
ঘোর বিপত্তিতে তাহা রক্ষাকর হয়।
যেই ঘটনার মুখ মৃত্যুর মতন,
নম্রমনা লোকে তাহা বিতরে জীবন।
হইলাম আমি ধৃত রক্ষা হৈল তার,
ফলিল উহার মৃত্যু জীবন আমার।

এই সময়ে মথির সহিত করুণার বিবাহ হইল, এবং গায় ফৈব্বী নাম্নী আপন কন্যাকে মথির ভ্রাতা যাকোবকে সম্প্রদান করিল। পরে তাহারা প্রায় দশ দিবস পর্য্যন্ত যাত্রিদের রীতিক্রমে গায়ের গৃহে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিল।

অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইলে, গায় তাহাদের নিমিত্তে ভোজের আয়োজন করিল, এবং তাহারা ভোজন পান করিয়া আমোদিত হইল। প্রস্থান কালে মহোৎসাহ বাসা খরচের হিসাব চাহিলে গায় বলিল, আমার গৃহে ভোজন পানের নিমিত্তে যাত্রিদিগের টাকা লাগে না। প্রতি বৎসর যাত্রিদিগকে আতিথ্য করিতে আমার যত ব্যয় হয়, তাহা দয়ালু শোমিরোণীয় পুনরাগমন সময়ে পরিশোধ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। (লূক ১০; ৩৪-৩৫।)

মহোৎসাহ। "হে প্রিয়, সেই ভ্রাতৃগণের, হাঁ, বিদে-

শিদের প্রতি তুমি যাহা২ করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসী ব্যক্তির যোগ্য কর্ম্ম। তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে। যদি তুমি ঈশ্বরের যোগ্য রূপে তাহাদিগকে প্রস্থাপন কর, তবে উত্তম কর্ম্ম করিবে।" (৩ যোহন ৬।)

তখন গায় ক্ষীণমনাকে পথে পান করিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ পানীয় দ্রব্য দিয়া বিশেষ প্রেম প্রকাশ করিল, এবং আপন কন্যা ও জামাতা প্রভৃতি সকলকে বিদায় করিল।

---

১২ অধ্যায়।

দ্বার হইতে যাত্রিদের বাহির হইবার সময়ে ক্ষীণমনা বিলম্ব করিবার লক্ষণ দেখাইল, তাহাতে মহোৎসাহ বলিল, হে ক্ষীণমনা, তুমি আমাদের সঙ্গে আইস; আমি তোমারও পথদর্শক হইব; তুমি ইহাদের সমানাংশী হইবে।

ক্ষীণমনা। হায়, উপযুক্ত সঙ্গী না পাইলে আমি চলিতে পারিব না। তোমরা সকলেই যুবা ও বলবান, কিন্তু দেখিতেছ, আমি অতি দুর্ব্বল; পাছে পীড়াদি প্রযুক্ত আমি তোমাদের ভারস্বরূপ হই, এই জন্য পশ্চাতে যাইতে চাহি। আমার মন অতি ক্ষীণ; অন্য লোকে যাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, তাহা অসহ্যতর হইয়া আমাকে আরও ক্ষীণ করিয়া ফেলে। দেখ, আমি হাস্য শুনিতে ভাল বাসি না, ও বিচিত্র পরিচ্ছদ দেখিতে পারি না, এবং নিষ্ফল প্রশ্নেও আমার শ্রবণেচ্ছা নাই। অধিক কি বলিব? আমি এমন দুর্ব্বল যে, কাহাকে অনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে দেখিলেও কখন২ আমার বিরক্তি জন্মে। অদ্যাপি আমি ধর্ম্মের সকল কথা জানি না। আমি অতি নির্ব্বোধ খ্রীষ্টীয়ান; প্রভুর নামে কাহাকেও আনন্দধ্বনি করিতে শুনিলে আমার মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, কেননা আমি তাহা করিতে পারি না।

আমি বলবানদিগের মধ্যবর্ত্তি দুর্ব্বল, কিম্বা সুস্থ লোকদের মধ্যবর্ত্তি পীড়াগ্রস্ত, কিম্বা তুচ্ছীকৃত প্রদীপস্বরূপ; অতএব কি করিব, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। "নিশ্চিন্ত লোকের জ্ঞানে মশাল অবজ্ঞার যোগ্য; যাহাদের চরণ স্খলনোদ্যত, তাহাদের নিমিত্ত তাহা বিশ্বাস্য।" (ইয়োব ১২; ৫।) ধর্ম্ম-পুস্তকের এই বাক্যই আমার নিদর্শন হইয়াছে।

মহোৎসাহ। হে ভ্রাতঃ, ক্ষীণমনাদিগকে সান্ত্বনা দিবার ও দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করিবার জন্য আমার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা আছে, অতএব তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। আমরা তোমার অনুরোধে ধীরে২ যাইব, ও প্রয়োজন হইলে তোমার সাহায্য করিব, এবং যে কোন মত বা কার্য্য তোমার অপ্রিয়, তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিব; আর তোমার সাক্ষাতে সন্দিগ্ধ বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত করিব না। তোমার অনুরোধে বরং সকলি স্বীকার করিব, তথাপি কোন মতে তোমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইব না। (১ থিষ ৫; ১৪। রোম ১৪। ১ করী ৮: ৯-১৩। ৯; ২২।)

এ পর্য্যন্ত তাহারা গায়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া উক্ত প্রকার কথাবার্ত্তা করিতেছিল, এমন সময়ে পতনোন্মুখ নামক এক জন যাত্রী যষ্টিদ্বয়ে নির্ভর দিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ক্ষীণমনা বলিল, ওহে, তুমি এখানে কেমন করিয়া আইলে? উপযুক্ত সঙ্গির অভাবে আমি এত ক্ষণ কাতরতা প্রকাশ করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার মনের মত সঙ্গী বট। তোমার আগমনে আমি বড় সন্তুষ্ট হই-লাম, ভরসা করি, আমরা পরস্পরের উপকারী হইতে পারিব।

পতনোন্মুখ। আমিও তোমাকে সঙ্গী পাওয়াতে বড় আহ্লাদিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের এরূপ মিলন হইয়াছে; আমরা যেন ইহার পরে পরস্পর পৃথক্ না হই, এই নিমিত্ত আমার এক গাছি যষ্টি তুমি লও।

ক্ষীণমনা। তোমার এই শুভ আকাঙ্ক্ষায় বাধিত হইলাম; কিন্তু আমি তোমার যষ্টি চাহি না, কেননা খোঁড়া হইবার অগ্রেই খুঁড়িয়া চলিতে আমার ইচ্ছা নাই। আবশ্যক হইলে হয় ত লইব; কোন সময়ে তদ্দ্বারা কুক্কুর হইতে রক্ষা হইতে পারা যাইবে।

পতনোন্মুখ। ভদ্র, আমাতে বা আমার যষ্টিতে যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই বলিও।

তদনন্তর তাহারা সকলে তথাহইতে প্রস্থান করিল, মহোৎসাহ ও সরলাত্মা অগ্রে২ চলিল, তৎপরে খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পরিবার চলিল, সকলের শেষে ক্ষীণমনা ও যষ্টিধারি পতনোন্মুখ, এই দুই জন চলিল।

অনন্তর সরলাত্মা মহোৎসাহকে বলিল, হে ভদ্র, এক্ষণে আমরা পথে আছি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব কালীয় যাত্রিদের বিষয়ে কোন২ হিতজনক কথা বল।

মহোৎসাহ। আমি সম্মত আছি। পূর্ব্বকালে নম্রতা নামক উপত্যকাতে আপল্লুয়োনের সহিত খ্রীষ্টীয়ানের যে প্রকার সংঘটন হইয়াছিল, এবং মৃত্যুচ্ছায়া স্থলী দিয়া গমন কালে তাহার যে কষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয়, সে সকল তোমরা শুনিয়াছ। এতদ্ব্যতীত কামুকী নাম্নী স্ত্রী, প্রথম আদম, অসন্তুষ্ট এবং লাজুক, এই চারি জন দুর্বৃত্তের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বিশ্বাসী নামক যাত্রির যে২ কষ্ট হইয়াছিল, তাহাও অবশ্য শুনিয়া থাকিবে।

সরলাত্মা। হাঁ, সে সমস্ত বিষয় শুনিয়াছি। তাহাদের মধ্যে লাজুক অক্লান্ত ছিল এবং তজ্জন্যই সে বিশ্বাসির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশদায়ক হইয়াছিল।

মহোৎসাহ। হাঁ, তাহা সত্য; এবং তাহার নাম যে বিলক্ষণ বিপরীত, বিশ্বাসির এই কথা যথার্থ।

সলরলাত্মা। হে ভদ্র, বাচালের সহিত বিশ্বাসী

খ্রীষ্টীয়ানের যে স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে স্থান কোথায়? বাচালও মহা খল ছিল।

মহোৎসাহ। সে অতি দুঃসাহসী মূঢ় ছিল; তাহার ন্যায় অনেক লোক এখনও আছে।

সরলাত্মা। হাঁ, সে বিশ্বাসিকে প্রায় ভুলাইয়াছিল।

মহোৎসাহ। সত্য, কিন্তু তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিবার এক উত্তম উপায় খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল।

অনন্তর যে স্থানে খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসির সহিত মঙ্গলবাঞ্ছক দেখা করিয়া, মায়াহট্টে তাহাদের প্রতি কি২ ঘটিবে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলে, পথদর্শক বলিল, দেখ, এই স্থানে মঙ্গলবাঞ্ছক খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসির দেখা পাইয়া, মায়াহট্টে তাহাদের কি২ ক্লেশ ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত করিয়াছিলেন।

সরলাত্মা। এই বটে? তাহা হয় ত তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন পাঠ বোধ হইয়াছিল।

মহোৎসাহ। তা বটে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আশ্বাসও দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাহারা দুই জন সিংহতুল্য বীর ছিল; তাহাদের সাহস শৈলের ন্যায় অটল। তাহারা বিচারকর্ত্তার নিকটে কেমন নির্ভয়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কি স্মরণ হয় না?

সরলাত্মা। হাঁ, স্মরণ হয়। বিশ্বাসী বড় ধৈর্য্যের সহিত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল।

মহোৎসাহ। তাহাতে অনেক আশ্চর্য্য ফলও দর্শিয়াছিল; জনশ্রুতি আছে যে, তাহার মৃত্যু ভোগ দেখিয়া আশাবান প্রভৃতি অনেকে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইয়াছিল।

সরলাত্মা। এ সকল বিষয় তুমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ; ইহার বৃত্তান্ত আরও কিছু বল, শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

মহোৎসাহ। তবে শুন। মায়াহট্ট পার হইয়া গেলে

পর খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে যত লোকের দেখা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বহুচেষ্ট নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত ছিল।

সরলাত্মা। বহুচেষ্ট কে?

মহোৎসাহ। সে এক জন প্রধান শঠ ও পাকা কপট। সে সাংসারিক লোকদের অভিমত ধর্ম্মাচরণ করিত, কিন্তু এমন চতুর যে, তদ্দ্বারা তাহার কখন কোন হানি বা ক্লেশ হইত না। প্রয়োজন মতে সে নূতন২ ধর্ম্মমত অবলম্বন করিত, এবং এই রূপ মতান্তরকরণকার্য্যে তাহার স্ত্রীও তাহার সঙ্গী ছিল। অধিক কি বলিব? এক মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য মত অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সহজ কর্ম্ম ছিল; এবং এ প্রকার রীতি যে ভাল, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সে তর্ক করিত। কিন্তু আমি শুনিতে পাই, এত চেষ্টা সত্ত্বেও বহুচেষ্টের শেষদশা বড় মন্দ হইয়াছিল; এবং ঈশ্বরভক্ত লোকদিগের নিকটে তাহার কোন সন্তান যে কখন প্রশংসিত হইয়াছে, এ কথা কখন শুনিতে পাই নাই।

ইতাবসরে যাত্রিরা ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াতে দূরহইতে মায়াহট্ট দেখিতে পাইল। আপনাদিগকে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী দেখিয়া কি প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া যাইবে, এ বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। এক এক জনে এক২ প্রকার কথা বলিতে লাগিল, শেষে পথদর্শক বলিল, তোমরা জান, আমি যাত্রিদের পথদর্শক হইয়া অনেক বার এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছি। সে জন্য কুপ্রীয় ম্নাসোন (প্রেরিত ২১; ১৬।) নামক এক জন প্রাচীন শিষ্যের সহিত আমার পরিচয় আছে; আমরা তাহার বাটীতে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, তবে চল, তথায় যাওয়া যাউক।

বৃদ্ধ সরলাত্মা সম্মত হইল, বলিল, এ পরামর্শ উত্তম। খ্রীষ্টীয়ানী ও ক্ষীণমনা প্রভৃতি সকলেই সম্মতি দিল।

পরে নগরের প্রান্তভাগে পৌঁছিতে২ দিবা অবসান হইল, কিন্তু তাহাতে কোন হানি হইল না, কেননা মহোৎসাহ ঐ গৃহে যাইবার পথ বিলক্ষণ অবগত ছিল।

সেই বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে মহোৎসাহ দ্বারে আঘাত করিয়া এক ডাক দিল। সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে বৃদ্ধ গৃহপতি তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। সকলে প্রবেশ করিল। পরে গৃহস্বামী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা অদ্য কত দূর হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, অদ্য তোমার মিত্র গায়ের বাটী হইতে আসিতেছি। সে বলিল, আঃ, এত পথ! তোমরা বড় শ্রান্ত হইয়া থাকিবে, অতএব বসিয়া বিশ্রাম কর। তাহারা সকলে যাইয়া বসিল।

পরে পথদর্শক তাহাদিগকে বলিল, হে ভদ্রগণ, কুণ্ঠিত হইও না; বোধ হয়, তোমাদের আগমনে আমার এই বন্ধু বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

তাহা শুনিয়া ম্নাসোন বলিল, সত্য, তোমাদিগের শুভাগমনে আমি পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা২ চাহ, আজ্ঞা কর; আমরা সাধ্যানুসারে সে সকল যোগাইব।

সরলাত্মা। অল্প ক্ষণ হইল, আমরা উত্তম আশ্রয়স্থান ও সৎসঙ্গ, এই দুই বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতেছিলাম; এক্ষণে উভয়ই পাওয়া গেল।

ম্নাসোন। এ কেমন আশ্রয়স্থান, তাহা তোমরা দেখিতেছ; এবং সঙ্গ কি প্রকার, তাহাও পরীক্ষাদ্বারা জানা যাইবে।

মহোৎসাহ। এক্ষণে কি যাত্রিদিগকে তুমি বিশ্রাম স্থানে লইয়া যাইতে পার? তাহাতে সে, পারি, বলিয়া প্রত্যেককে স্ব২ গৃহ দেখাইয়া দিল; এবং যাবৎ শয়নকাল উপস্থিত না হয়, তাবৎ সকলের একত্র বসিয়া ভোজনাদি

করিবার উপযুক্ত একটী প্রশস্ত ভোজশালাও তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল।

তাহারা সেখানে বসিয়া পথশ্রান্তি হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলে, সরলাত্মা গৃহপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, এ নগরে ধার্ম্মিক কেহ আছে কি ?

ম্নাসোন। জনকতক আছে ; কিন্তু অধার্ম্মিকদের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

সরলাত্মা। কি প্রকারে তাহাদের সাক্ষাৎ পাইতে পারা যায় ? কেননা সমুদ্রগামি নাবিকদিগের পক্ষে নক্ষত্র ও চন্দ্রের প্রকাশ যদ্রূপ, যাত্রিদের পক্ষে ধার্ম্মিক লোকের দর্শন তদ্রূপ।

তখন গৃহপতি পদাঘাতদ্বারা শব্দ করাতে কৃপা নাম্নী তাহার কন্যা উপরে আইল ; সে তাহাকে বলিল, কৃপে, তুমি যাইয়া চূর্ণমনা, ধর্ম্মশীল, সাধুপ্রিয়, অসত্যশঙ্ক এবং অনুতাপী, এই কএক জনকে বল যে, অদ্য আমার গৃহে কএক জন বন্ধু আসিয়াছেন, তাঁহারা তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন।

কৃপা গিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে পরস্পর নমস্কার ও সম্ভাষণানন্তর সকলে একত্র বসিল।

ম্নাসোন বলিল, হে প্রতিবাসি মিত্রেরা, তোমরা দেখিতেছ, এই কয়েকজন বিদেশি আসিয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই যাত্রী ; ইহাঁরা অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, এবং সিয়োন পর্ব্বতে যাইতেছেন। পরে সে খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, এ কে, জান ? ইহাঁর নাম খ্রীষ্টীয়ানী। খ্রীষ্টীয়ান নামে যে প্রসিদ্ধ যাত্রী বিশ্বাসী নামক সঙ্গির সহিত আমাদের এই নগরে ঘোর দৌরাত্ম্য ভোগ করিয়াছিল, এ তাহারই ভার্য্যা।

এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলে চমৎকৃত হইয়া বলিল, কৃপা যখন ডাকিয়াছিল, তখন আমরা যে খ্রীষ্টীয়ানীকে দেখিতে পাইব; এমন প্রত্যাশা করি নাই; এ আমাদের অনপেক্ষিত সৌভাগ্য। পরে তাহারা খ্রীষ্টীয়ানীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, এ যুবকেরা কি খ্রীষ্টীয়ানের পুত্র? খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হাঁ, ইহারা তাঁহারই সন্তান। ইহা শুনিয়া তাহারা যুবকদিগকে বলিল, তোমরা প্রেমে যে রাজার সেবা করিতেছ, তিনি তোমাদিগকে পিতার ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গে আপনার কাছে লইয়া যাউন।

এই রূপে তাহারা সকলে বসিলে পর সরলাত্মা চূর্ণমনা প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, এক্ষণে তোমাদের নগরের অবস্থা কিরূপ?

চূর্ণমনা। হাটের সময়ে যে এখানে বড় গণ্ডগোল হইয়া থাকে, তাহা ত বুঝিতেই পার। ব্যস্ত সময়ে আমাদের অন্তঃকরণ সুস্থির রাখা বড় কঠিন। যাহারা এমন স্থানে বাস করে, এবং যাহাদিগকে এ নগরস্থ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে প্রতিদণ্ডে সাবধান হইবার নিমিত্তে পুনঃ২ চেতনা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সরলাত্মা। এক্ষণে তোমাদের প্রতিবাসিরা ক্ষান্ত আছে, কিম্বা উপদ্রব করিয়া থাকে?

চূর্ণমনা। তাহারা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসী এখানে যে অত্যাচার সহিয়াছিল, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ; সম্প্রতি এখানকার লোকেরা অনেক শিষ্টভাবে আছে, বোধ হয়, বিশ্বাসীর রক্তপাত জন্য অপরাধ অদ্যাপি তাহাদের পক্ষে গুরুতর ভারস্বরূপ হইয়া আছে। কেননা তাহাকে দগ্ধ করণাবধি তাহারা লজ্জা প্রযুক্ত আর কাহাকেও দগ্ধ করে নাই। তৎকালে পথে চলিতে আমাদের সাহস হইত না, কিন্তু এক্ষণে স্বচ্ছন্দে চলা

করিয়া থাকে। আর সে সময়ে খ্রীষ্টকে স্বীকার করা বড় ঘৃণার বিষয় ছিল, এক্ষণে আমাদের এই বৃহৎ নগরের কোন২ স্থানে ধর্ম্ম অতি সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

চূর্ণমনা যাত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, পথে তোমাদের কি ঘটিয়াছিল? এবং পল্লীগ্রামের লোকেরা তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল?

সরলাত্মা। পথিকদের প্রতি যেরূপ ঘটিয়া থাকে, আমাদের প্রতিও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। কখন২ পরিষ্কার, কখন বা অপরিষ্কার পথ পাইয়াছিলাম, কখন ঊর্দ্ধগমন কখন বা অধোগমন করিতে হইয়াছে; এই রূপে আমাদের গমনপথের সমতা ছিল না। বায়ু সর্ব্বদা আমাদের অনুকূলে বহে নাই। এবং পথে যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা যে সকলেই বন্ধু ছিল, তাহাও নহে। যাত্রায় প্রবৃত্ত হওনাবধি স্থানে২ আমাদের ভারি২ আপদ ঘটিয়াছে; এবং পরে যে কি ঘটিবে, তাহাও বলিতে পারি না। "ধার্ম্মিকের ক্লেশ অবশ্যই ঘটিবে," এই প্রাচীন বাক্য যথার্থ।

চূর্ণমনা। আপনি যে আপদের কথা বলিলেন, বলুন্ দেখি, পথিমধ্যে কি২ আপদ ঘটিয়াছিল?

সরলাত্মা। আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আমাদের পথপ্রদর্শক মহোৎসাহকে জিজ্ঞাসা কর। ইনি সমস্ত বৃত্তান্ত ভালরূপে বলিতে পারেন।

এই কথা শুনিবামাত্র মহোৎসাহ বলিতে লাগিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে পথের মধ্যে তিন চারি বার আক্রান্ত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ, খ্রীষ্টিয়ানী ও তাহার পুত্রেরা দুই জন দুরাত্মার হাতে পড়িয়াছিল। এবং পাছে তাহারা উহাদের প্রাণ হিংসা করে, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। পরে রক্তপাতী, গদাহস্ত এবং সাধুহন্তা, এই তিন জন অসুরে

আমাদিগকে আক্রমণ করে বরং শেষোক্ত সাধুহন্তার উপরে আমরাই আক্রমণ করিয়াছিলাম। তাহার বিবরণ বলিতেছি, আমাদের এবং সমস্ত মণ্ডলীর আতিথ্যকারি গায়ের গৃহে কিঞ্চিৎ কাল প্রবাস করিবার পর আমরা এক দিন অস্ত্রধারণ করিয়া বাহিরে যাইয়া যাত্রিদের কোন শত্রুর অনুসন্ধান পাই কি না, দেখিবার মনস্থ করিলাম। কারণ শুনিয়াছিলাম, সেই অঞ্চলে এক জন ভয়ঙ্কর শত্রু বাস করে, সেই দেশের নিবাসী হওয়াতে সে কোথায় থাকে, তাহা গায় আমাদের অপেক্ষা ভাল জানিত, অতএব তাহাকে অগ্রগামী করিয়া সেই সাধুহন্তার বাসস্থানের নিকটে যাইয়া, ইতস্ততঃ উঁকি মারিয়া দেখিলাম, শেষে তাহার গুহাদ্বারের উদ্দেশ পাওয়া গেল। তাহাতে আমরা হৃষ্টচিত্ত ও সাহসী হইয়া গুহার নিকটে যাইয়া দেখিলাম, সে বলপূর্ব্বক আমাদের এই বন্ধু ক্ষীণমনাকে স্বীয় জালে ধরিয়া ইহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত। কিন্তু আমাদিগকে দেখিয়া সেই দুরাত্মা অধিক লভ্যের আশায় লুব্ধ হওয়াতে, এই নিরুপায় ব্যক্তিকে গুহার মধ্যে রাখিয়া আপনি বাহিরে আইল। তখন আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলাম, সেও আমাদিগকে যথাসাধ্য আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু শেষে পরাস্ত হইয়া সে ভূমিশায়ী হইলে, আমরা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার ন্যায় অন্য দুরাত্মাদিগের ভয় প্রদর্শনার্থে পথের পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিলাম। এই বিবরণের সত্যতা বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে, সিংহের মুখ হইতে উদ্ধৃত মেষশাবকস্বরূপ এই ক্ষীণমনাকেই জিজ্ঞাসা কর।

ক্ষীণমনা। এই বিবরণ সত্য। আমি শঙ্কা ও সান্ত্বনার সহিত ইহার প্রমাণ পাইয়াছি; ফলতঃ সেই অসুরকে আমার অস্থিহইতে মাংস ছিঁড়িতে উদ্যত দেখিয়া শঙ্কা হইয়াছিল; পরে আমার উদ্ধারার্থে মহোৎসাহ এবং তাহার অনুসন্ধি-

দিগকে সশস্ত্র হইয়া আসিতে দেখিয়া, আমার সান্ত্বনা জন্মিয়াছিল।

ধর্ম্মশীল। সাহস এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, এই দুই বিষয় যাত্রিদের বড় প্রয়োজনীয়। কেননা সাহস না থাকিলে তাহারা পথের শেষ পর্য্যন্ত কখনও যাইতে পারে না; এবং আচরণ মন্দ হইলে, লোকের নিকটে যাত্রির নাম পর্য্যন্ত ঘৃণাস্পদ হয়।

সাধুপ্রিয়। বোধ হয়, এ প্রকার উপদেশ তোমাদিগকে দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু এই পথে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আপনাদিগকে পৃথিবীতে বিদেশী এবং বৈরাগ্য-বিশিষ্ট না দেখাইয়া বরং যাত্রাতে বিরক্তমনা দেখায়।

অসত্যাশঙ্ক। এ কথা বাস্তবিক যথার্থ; যাত্রিদের ন্যায় তাহাদের বস্ত্রও নাই, সাহসও নাই; তাহারা সরল-ভাবে চলে না, বক্র গতিতে চলে; তাহাদের জুতা অস-মান ও বস্ত্র ছিন্ন। ইহাতে তাহারা আপন প্রভুর অপমান জন্মায়।

অনুতাপী। এই সকল বিষয়ের নিমিত্তে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। কেননা এই প্রকার দোষ ও কলঙ্কের দূরীকরণদ্বারা পরিষ্কৃত না হইলে যাত্রিদের বাঞ্ছানুসারে তাহাদের স্বভাব ও যাত্রাধর্ম্ম শোভাযুক্ত হয় না।

এই প্রকারে তাহারা সকলে বসিয়া পরস্পর কথোপ-কথনে কিছু কাল যাপন করিলে পর ভোজ প্রস্তুত হইল, এবং তাহারা আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে গেল।

তাহারা হট্টস্থিত ম্নাসোনের বাটীতে বহু দিবস অব-স্থিতি করিল। এই অবসরে ম্নাসোন কৃপা নাম্নী আপন কন্যার সহিত খ্রীষ্টীয়ানীর পুত্র শমুয়েলের ও মার্থা নাম্নী কন্যার সহিত যূষফের বিবাহ দিল। তৎকালে নগরস্থ লোকদের বিপক্ষতা পূর্ব্ববৎ না থাকাতে, যাত্রিরা ঐ স্থানে

এই রূপে অনেক দিন বাস করিয়া নগরস্থ অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইল, ও তাহাদের সহিত যথাসাধ্য প্রণয় স্থাপন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ করুণা স্বীয় রীত্যনুসারে দরিদ্রদিগের উপকারার্থে বহুল পরিশ্রমসহ অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিত, তাহাতে দরিদ্রেরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহার ধন্যবাদ করিত; এই রূপে করুণা সেই স্থানেও খ্রীষ্টধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ হইল। কৃপা, মৈত্রী ও মার্থারও প্রশংসা করা উচিত, কেননা ইহারা বিলক্ষণ সুশীলা ছিল ও লোকদের যথাসাধ্য উপকার করিত। উক্ত চারি জন বহুপ্রজা হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত মতে জগতে খ্রীষ্টীয়ানের নাম রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা হইল।

যাত্রিদের ঐ স্থানে প্রবাস সময়ে বিকটাকার এক জন্তু অরণ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, নগরের অনেক লোককে সংহার করিতে, এবং তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে কাড়িয়া লইয়া আপন শাবকদের স্তন্যপান অভ্যাস করাইতে লাগিল। সে এমন ভয়ঙ্কর যে, নগরবাসিদের মধ্যে কেহ তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাইত না, তাহার আগমনের শব্দমাত্র শুনিয়া সকলেই পলায়ন করিত।

পৃথিবীস্থ সমস্ত জন্তু হইতে ঐ জন্তুর আকার প্রকার বিভিন্ন ছিল। তাহার শরীর নাগের তুল্য, এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশটী শৃঙ্গ ছিল। ঐ জন্তু অনেক শিশুকে নষ্ট করিত, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সে একটী স্ত্রীলোকের বশীভূত ছিল। (প্রকাশিত ১৭ ; ৩।) ঐ জন্তু মনুষ্যদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিত; যাহারা আত্মার পরিত্রাণ অপেক্ষা শারীরিক জীবন রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত, তাহারা তাহার বন্দোবস্তে সম্মত হইয়া তাহার অধীন হইত।

মহোৎসাহ, এবং যাত্রিগণের দর্শনার্থে যাহারা ম্নাসোনের বাটীতে আসিত, তাহারা সকলে একপরামর্শ হইয়া, ঐ

গ্রাসকারী জন্তুর গ্রাস হইতে নগরস্থ লোকদিগকে মুক্ত করিবার মানসে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার পণ করিল।

মহোৎসাহ, চূর্ণমনা, ধর্ম্মশীল, অসত্যশঙ্ক, অনুতাপী, এই কএক জনে অস্ত্রধারণ করিয়া ঐ জন্তুর সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিল; সে তাহাদিগকে দেখিয়া, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত আস্ফালন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা অস্ত্র-বিদ্যাতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিল, এজন্য ঐ জন্তুকে এমন আঘাত করিল যে, সে পরাস্ত হইয়া নিজ আবাসে পলাইয়া গেল। তাহারাও ম্নাসোনের গৃহে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইল।

ঐ জন্তু বিশেষ২ মাসে আপন গহ্বরহইতে বাহির হইয়া নগরস্থ লোকদের বালকগণকে আক্রমণ করিত। অতএব সেই২ সময়ে পূর্ব্বোক্ত বীর পুরুষেরা ঐ জন্তুর অপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি পুনঃ২ আক্রমণ করিল, তাহাতে সে কালক্রমে ক্ষত বিক্ষত ও পঙ্গু হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় নগরস্থ বালক-গণের উপর আর উৎপাত করিতে পারিল না। এবং কেহ২ অনুমান করে যে, ঐ প্রকার আঘাতেই তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইবে।

এই হিতজনক কার্য্যের নিমিত্ত মহোৎসাহ ও তাহার সঙ্গিগণ নগরে যথেষ্ট খ্যাতাপন্ন হইল; বিশেষতঃ ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, এরূপ লোকেরাও তাহাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল; এ নিমিত্তে নগরে বাস কালে যাত্রিদের প্রতি কেহ বড় দৌরাত্ম্য করিল না। তথাপি পেচ-কের ন্যায় দিবান্ধ ও পশুর ন্যায় স্থূলবুদ্ধি কএক জন ইতর লোক তাহাদের বীরত্বে ও কার্য্যে মনোযোগ না করিয়া তাহা-দিগকে অবজ্ঞা করিত।

১৩ অধ্যায়।

অনন্তর গমনকাল উপস্থিত হইল, যাত্রিরা প্রস্থান জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহারা বন্ধুগণকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিল, এবং প্রার্থনাদ্বারা নিজ রাজার হস্তে পরস্পরকে সমর্পণ করণে কিছু কাল ব্যয় করিল। বন্ধুগণ সাধ্যানুসারে দুর্ব্বল, বলবান এবং স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় পাথেয় দ্রব্য আনিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত করিল। (প্রেরিত ২৮; ১০।)

তাহারা যাত্রা করিল, বন্ধুগণ যত দূর পারিল, তাহাদের সঙ্গে২ গেল; এবং পরস্পরকে রাজার রক্ষণাবেক্ষণে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া আইল। যাত্রিরা স্বীয় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলের অগ্রে মহোৎসাহ চলিল; কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালকেরা দুর্ব্বল হওয়াতে সকলকেই ধীরে২ যাইতে হইল। তাহাতে পতনোন্মুখ ও ক্ষীণমনা মনের মত সঙ্গী পাওয়াতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল।

নগরনিবাসি বন্ধুদের নিকটহইতে বিদায় হওনের অল্প ক্ষণ পরে যাত্রিরা বিশ্বাসির বধস্থানে উপস্থিত হইল; তথায় তাহারা কিঞ্চিৎ কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যিনি বিশ্বাসিকে তৈছ [illegible] লছ হত্যারূপ ক্রুশ সহ্য করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ করিল, এবং মৃত্যুযন্ত্রণাতে বিশ্বাসির ধৈর্য্যে আপনাদের যে উপকার দর্শিয়াছিল, তাহা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিল।

তদনন্তর তাহারা খ্রীষ্টীয়ান ও বিশ্বাসির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিশ্বাসির মরণের পর খ্রীষ্টীয়ানের সহিত আশাবানের কি প্রকারে দেখা হইয়াছিল, এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে২ অনেক পথ চলিয়া গেল, পরে রূপার আকরবিশিষ্ট লজ্জা নামক পর্ব্বতের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে দীমাঃ রূপার আকর দেখিয়া যাত্রাহইতে নিবৃত্ত হইয়া

ছিল, এবং বহুচেষ্টও আকরের গর্ত্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছিল, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহারা মনে২ লোভহইতে সাবধান থাকিতে স্থির করিল। অনন্তর তাহারা কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া লভ্য পর্ব্বতের সম্মুখে স্থিত পুরাতন স্তম্ভ, অর্থাৎ সিদোম নগরের ও তন্নিকটবর্ত্তি দুর্গন্ধি হ্রদের অনতিদূরে যে লবণস্তম্ভ আছে, তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা লোভান্ধ হইয়া যে এরূপ স্থানে বিপথগামী হয়, ইহাতে খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় সেই যাত্রিরাও চমৎকৃত হইল। শেষে তাহারা বিবেচনা করিয়া বুঝিল, লোভি ব্যক্তিদের চক্ষু যদ্দ্বারা মুগ্ধ হয়, তদ্দ্বারা পরের যে অনিষ্ট জন্মিয়াছে, তাহা তাহাদের নিকট অতিশয় লঘু বোধ হয়।

আমি দেখিলাম, যাত্রিরা রমণীয় নামক পর্ব্বতশ্রেণীর এপারস্থ নদীর তীর পর্য্যন্ত গেল। নদীর উভয় পার্শ্বে অতিশয় সুন্দর বৃক্ষ; সেই বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিলে পীড়া দূর হয়। এবং তথাকার মাঠ সমস্ত বৎসর হরিদ্বর্ণ থাকে, এবং সেই স্থানে যাত্রিরা নিরাপদে শয়ন করিতে পারে। (গীত ২৩ ; ২।)

এই নদীতীরস্থ মাঠে অনেক মেষালয় ছিল, বিশেষতঃ যাত্রিকী স্ত্রীদিগের শিশুরূপ মেষশাবকদের প্রতিপালনার্থে এক বাটী নির্ম্মিত ছিল। আর ঐ শাবকদের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করণে ও তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বহন করণে ও গর্ব্ভবতীদিগকে অতি মৃদু গতিতে গমন করাইবার জন্য নিপুণ এক জন পালক সেই বাটীতে ছিলেন, তিনি তাহাদের প্রতিপালনে নিযুক্ত ছিলেন। (ইব্রী ৫ ; ২। যিশা ৪০ ; ১১।)

খ্রীষ্টীয়ানী চারিটী পুত্রবধূকে বুঝাইয়া বলিল, তোমরা আপন২ সন্তানগণকে এই প্রতিপালকের হস্তে সমর্পণ কর। এই জলের নিকটস্থ গৃহে আশ্রয় পাইলে উত্তমরূপে তাহাদের লালন পালন হইবে, এবং ভাবি কালে তাহাদের কেহ হারাইয়া যাইবে না। কেননা ইনি ভ্রান্ত কিম্বা

হারাণ সকলকে স্বস্থানে পুনর্ব্বার আনিবেন, এবং ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বান্ধিয়া দিবেন, ও পীড়িতদিগকে সুস্থ করিবেন। (যিরি ২৩; ৪। যিহি ৩৪; ১১-১৬।) এখানে কদাচ তাহাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব হইবে না, এবং এই স্থানে তাহারা দস্যু তস্কর হইতে রক্ষা পাইবে; কেননা ইঁহার নিকটে যাহারা রক্ষিত আছে, ইনি প্রাণ থাকিতে তাহাদের এক জনকেও নষ্ট হইতে দিবেন না। আর দেখ, এই স্থানে তাহারা উত্তম শিক্ষা ও চেতনা পাইয়া সৎপথে চলিবার জন্য সুশিক্ষিত হইবে; ইহা সামান্য লাভ নয়। অধিকন্তু, তোমরা দেখিতেছ, এ স্থানে অতি মিষ্ট জল, রমণীয় মাঠ, সুগন্ধি পুষ্প এবং সুপথ্য ফলোৎপাদক নানা প্রকার বৃক্ষ আছে। বাল্‌সিবূবের উদ্যানস্থ বৃক্ষের শাখা প্রাচীরের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়াতে মথি যে ফল খাইয়াছিল, এ ফল সেই ফলের ন্যায় নয়, বরং ইহা খাইলে অসুস্থের স্বাস্থ্য লাভ ও সুস্থের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়।

তাহারা এই পরামর্শ গ্রাহ্য করিল এবং আপন২ সন্তানদিগকে ঐ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। বিশেষতঃ উহা দুর্ব্বল ও অনাথ শিশুদের আশ্রয়স্থান এবং তাহাদের ভরণ পোষণ জন্য ব্যয় রাজকোষহইতে দত্ত হয়, ইহা শুনিয়া তাহারা আরও সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর তাহারা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গি আশাবান উপপথ নামক মাঠে প্রবেশ করে, এবং আশাভঙ্গ নামক অসুর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সংশয়দুর্গে বদ্ধ হয়, যাত্রিরা যখন সেই সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইল, তখন বসিয়া কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিল। ফলতঃ তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা এত লোক, এবং আমাদের অগ্রগামী মহোৎসাহ এমন মহাবীর যে, বোধ হয়, যদি আমরা সেই

দুরন্তকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে, তাহার গড় ভাঙ্গিতে, এবং তন্মধ্যে কোন যাত্রী কারাবদ্ধ থাকিলে, তাহাকে মুক্ত করিতে পারিব। অতএব অগ্রে তাহাই করা যাউক, পরে পুনরায় স্বপথে যাইব। তাহাতে এক জন বলিল, অপবিত্র ভূমিতে যাওয়া কি উচিত? আর এক জন বলিল, ভাল উদ্দেশ্য থাকিলে যাওয়া যাইতে পারে। শেষে মহোৎসাহ বলিল, শেষের কথাটী সর্ব্বথা গ্রাহ্য নহে; কিন্তু পাপ প্রতিরোধ, মন্দ পরাজয় এবং বিশ্বাসরূপ উত্তম যুদ্ধ করণার্থ আমাকে আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। আশাভঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহার সহিত সেই উত্তম যুদ্ধ করিব? অতএব আমি তাহার প্রাণ ও দুর্গ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। আমার সঙ্গে কেহ যাইবে? তখন বৃদ্ধ সরলাত্মা বলিল, আমি যাইব। আর খ্রীষ্টীয়ানীর চারি পুত্র মথি, শমূয়েল, যাকোব এবং যূষফ বলিল, আমরাও যাইব, কেননা তাহারা তখন যুবা ও বলবান ছিল। এই রূপ পরামর্শ করিয়া আপনারা যাবৎ ফিরিয়া না আইসে, তাবৎ স্ত্রীলোকদিগকে রাজপথে রাখিয়া, তাহাদের রক্ষার্থে ক্ষীণমনা ও যষ্টিধারি পতনোন্মুখকে রাখিয়া গেল। কেননা সেই দুরন্ত আশাভঙ্গের দুর্গ নিকটবর্ত্তী হইলেও স্ত্রীলোকেরা রাজ পথে ছিল, সুতরাং তাহাদের রক্ষার জন্য একটী ক্ষুদ্র বালককে নিযুক্ত করিলেও তাহারা নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিত। (যিশা ১১; ৬।)

মহোৎসাহ, বৃদ্ধ সরলাত্মা এবং উক্ত চারি জন যুবা পুরুষ আশাভঙ্গের অন্বেষণে সংশয়দুর্গের দিগে যাইতে লাগিল। দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রবেশ করণের জন্য খুব জোরে আঘাত করিতে লাগিল; তাহাতে সেই বৃদ্ধ অসুর শঙ্কানাম্নী ভার্য্যার সহিত দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ও? কাহার এত বড় সাহস যে, অসুর আশাভঙ্গকে এমন বিরক্ত করে? মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমি রাজার



দূতা; স্বর্গীয় রাজধানীতে গমনকারি যাত্রিদের পথপ্রদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, আমার নাম মহোৎসাহ। অতএব আমার প্রবেশার্থে এই দণ্ডে দ্বার খুলিয়া দেও, এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; কেননা আমি তোমার মাথা কাটিবার এবং তোমার এই সংশয়দুর্গ ভাঙ্গিবার জন্য আসিয়াছি।

ইহা শুনিয়া আশাভঙ্গ ভাবিল, আমি অসুর, মনুষ্যের সাধ্য কি আমাকে পরাস্ত করে? পূর্ব্বে আমি কোন২ স্বর্গ-দূতকে পর্যন্ত পরাভব করিয়াছি, অতএব এখন এই মহোৎ-সাহকে কি ভয় করিব? ইহা ভাবিয়া সে সজ্জীভূত হইয়া, অর্থাৎ মস্তকে লৌহ শিরস্ত্র এবং বুকে অগ্নিময় বুকপাটা এবং চরণে লৌহ পাদুকা দিয়া বড় এক লগুড় হাতে করিয়া দুর্গ-হইতে বহির্গত হইল। তখন ঐ ছয় জন তাহাকে অগ্র পশ্চাৎ ঘেরিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল তাহাতে তাহার পত্নী শঙ্কা স্বামির সাহায্যার্থে নিকটে আইলে, বৃদ্ধ সরলাত্মা এক আঘাতে তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। উভয় পক্ষ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, শেষে আশাভঙ্গ ভূমিতে পতিত হইল, কিন্তু প্রাণত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। সে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল। তাহার এমন কঠিন প্রাণ যে, কোন মতে বাহির হইল না। কিন্তু অবশেষে মহোৎসাহ হইতে তাহার মৃত্যু হইল, কেননা সে যতক্ষণ না তাহার মস্তক ছেদন করিল, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়িল না।

পরে তাহারা সংশয়দুর্গ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। আশা-ভঙ্গের মৃত্যু হওয়াতে সেই কার্য্য অতি সহজ হইয়াছিল তথাপি তাহাতে সাত দিন লাগিল। দুর্গমধ্যে খাদ্য অভাবে মৃতকল্প নিরাশ নামক এক ব্যক্তি ও ভয়াকুলা নাম্নী তাহার কন্যা কারাবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে তাহারা জীবন্ত পাইয়া উদ্ধার করিল। তদ্ভিন্ন গড়ের উঠানে মৃত মনুষ্যের দেহ এবং

কারাকূপে রাশীকৃত মাথার খুলি এবং অস্থি দেখিয়া, তাহারা অতিশয় চমৎকৃত ও দুঃখিত হইল।

অনন্তর মহোৎসাহ ও তাহার অনুচরেরা এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া নিরাশ এবং তাহার কন্যা ভয়াকুলাকে আশ্রয় দান করিল, কেননা তাহারা দুরাত্মা আশাভঙ্গের সংশয়দুর্গে বদ্ধ থাকিলেও ধার্ম্মিক ছিল। পরে তাহারা ঐ অসুরের কবন্ধ প্রস্তররাশির নীচে পুতিল ও তাহার মুণ্ড হস্তে লইয়া, রাজপথে অপেক্ষাকারি আত্মীয়গণের নিকটে আসিয়া আপনাদের কার্য্য দেখাইল। আশাভঙ্গের মস্তক দেখিয়া ক্ষীণমনা ও পতনোন্মুখ অতিশয় আমোদ করিতে লাগিল। তাহাদের এই প্রকার আনন্দ দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পুত্রবধূ করুণা বীণা প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে লাগিল, তাহার এই প্রকার যন্ত্র বাদনে নিপুণা ছিল। পতনোন্মুখ নিরাশের কন্যা ভয়াকুলার হাত ধরিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে লাগিল। যষ্টি অবলম্বন না করিলে সে নাচিতে পারিত না বটে, তথাপি এমন তালে২ পা ফেলিতে লাগিল, এবং ঐ কন্যাটীও বাদ্যানুসারে এমন নাচিল যে, তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। এই নিরাশের নৃত্য বাদ্যাদি বড় একটা ভাল লাগিল না; কেননা ক্ষুধায় সে মৃতকল্প হইয়াছিল, এজন্য নৃত্য অপেক্ষা বরং আহারের অধিক আকাঙ্ক্ষী ছিল। অতএব আপাততঃ আরামের জন্য খ্রীষ্টীয়ানী নিজ শিশি হইতে তাহাকে কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস দিল, পরে তাহার জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করিল, তাহাতে বৃদ্ধ ভদ্র লোকটী অল্পক্ষণের মধ্যে সবল হইয়া উঠিল।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে পর, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, ভাবি কালে যেন কোন পথিক আশাভঙ্গের ভূমিতে না যায়, এই উদ্দেশে খ্রীষ্টীয়ান যে স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অথচ রাজপথের পার্শ্বে মহোৎসাহ এক বৃহৎ

পূতিয়া আশাভঙ্গের মস্তক তাহাতে টাঙ্গাইয়া দিয়া, তাহার নীচে প্রস্তরখণ্ডে এই পদ্যটী লিখিল,—

পূর্ব্বকালে এই স্থানে ছিল এক বীর,
আশাভঙ্গ নাম তার বিকটশরীর।
শুনিয়া যাহার নাম হৈত বড় ভয়,
তাহার মস্তক এই জানিবে নিশ্চয়।
সংশয় নামক দুর্গে করিত নিবাস,
সম্পূর্ণরূপেতে তাহা হয়েছে বিনাশ।
শঙ্কা নাম্নী ভার্য্যা এক আছিল তাহার,
মহোৎসাহ বীর তারে করেছে সংহার।
নিরাশ নামেতে এক যাত্রী ক্ষীণাকার,
ভয়াকুলা নামে খ্যাতা দুহিতা তাহার।
এই দুই মানবেরে করিবারে ত্রাণ,
মহোৎসাহ মহাবীর্য্য করিল বিধান।
কেহ যদি এ বিষয়ে করয়ে সংশয়,
দৃষ্টি মাত্রে দ্বিধা মন ঘুচিবে নিশ্চয়।
দেখ করিতেছে নৃত্য ভীত যে খঞ্জেরা,
মুণ্ড হেরি ভয়ে মুক্ত হয়েছে তাহারা।

পূর্ব্বোক্তরূপে সংশয়দুর্গ নষ্ট এবং বৃহৎকায় আশাভঙ্গকে বধ করণে বীরত্ব প্রকাশ পাইলে পর, যাত্রিরা পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। যে স্থানে খ্রীষ্টীয়ান এবং আশাবান বিবিধ সুখ ভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সেই রমণীয় পর্ব্বতে তাহারাও আসিয়া পৌঁছিল। তথাকার মেষপালকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ানের যে রূপ সম্মান করিয়াছিল, এক্ষণে এই যাত্রিদিগকেও তদ্রূপ সমাদরে গ্রহণ করিল। মহোৎসাহের সহিত মেষপালকদের পূর্ব্বাবধি পরিচয় ছিল, সুতরাং তাহারা তাহার পশ্চাদ্গামি অনেক লোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, মহাশয়, আপনকার

সঙ্গে অনেক লোক দেখিতেছি, ইহাদিগকে আপনি কোথ পাইলেন? মহোৎসাহ উত্তর করিল,—

এই দেখ খ্রীষ্টীয়ানী সহ পরিজন,
চারি পুত্র আর তাঁর পুত্রবধূগণ।
তারা নাবিকের ন্যায় ধ্রুব লক্ষ্য করে,
এই রূপে স্থির মনে স্বপথ ঠাহরে।
পাপ হৈতে কৃপা প্রতি করে সঞ্চালন,
নতুবা এখানে নাহি আসিত কখন।
তার পরে সরলাত্মা বৃদ্ধ মহাশয়,
অপিচ পতনোন্মুখ জানিবে নিশ্চয়।
যাত্রী হয়ে এই দেখ করিছে গমন,
অশংসয় ইহাদের অকপট মন।
দেখ এই ক্ষীণমনা সেই রূপ নর,
তার ইচ্ছা নাহি ছিল থাকিতে অন্তর।
নিরাশ নামক যাত্রী আসিতেছে পরে,
ভয়াকুলা নাম্নী নিজ কন্যা সঙ্গে করে।
এই স্থানে আমরা কি আতিথ্য পাইব,
অথবা অগ্রেতে গিয়া সন্ধান করিব।
কি করিতে হইবেক বলুন বিশেষ,
জানিতে পারিলে তাহা কার্য্য করি শেষ।

ইহা শুনিয়া মেষপালকেরা বলিল, আপনার এই সঙ্গি সকলে সজ্জন; আমাদের এই স্থানে আপনারা স্বচ্ছে থাকিতে পারেন। এখানে বলবান ও দুর্ব্বল, উভয়ের জ উপযুক্ত সামগ্রী প্রস্তুত আছে। কেননা ইহাদের মধ্যে সকলে অপেক্ষা যে ব্যক্তি ছোট, তাহার প্রতিও আমাদের রাজা কৃপাদৃষ্টি আছে; অতএব দুর্ব্বলতাকে আমাদের গ্রহণে প্রতিবন্ধক জ্ঞান করিবেন না। (মথি ২৫; ৪০।) তদনন্ত মেষরক্ষকেরা যাত্রিদিগকে অট্টালিকার দ্বারের নিকটে লই

হাইয়া বলিল, হে ক্ষীণমনা, হে পতনোম্মুখ, হে নিরাশ, হে ভয়াকুলে, তোমরা ভিতরে আইস। তাহারা পথদর্শককে বলিল, হে বন্ধো, আমরা এই দুর্ব্বলদিগের নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কেননা এই প্রকার লোকেরা আসিতে সন্দেহ করে। কিন্তু তোমাকে ও অন্য সবলদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রয়োজন নাই; তোমরা ত সকলই জান। তখন মহোৎসাহ বলিল, আমি অদ্য দেখিতেছি, প্রভুর অনুগ্রহে তোমাদের মুখ প্রসন্ন; তোমরা আমার প্রভুর প্রকৃত মেষ-পালক বটে। কেননা তোমরা এই দুর্ব্বলদিগকে দূর করিয়া না দিয়া বরং বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের পথ পুষ্পদ্বারা শোভিত করিয়া দিয়াছ। (যিহি ৩৪; ২১।)

অনন্তর পীড়িত ও দুর্ব্বলেরা অগ্রে এবং মহোৎসাহ ও অন্য সকলে পরে প্রবেশ করিল। সকলে বসিলে, মেষপালকেরা দুর্ব্বলদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি খাইতে চাহ? কেননা দুর্ব্বলদিগের ভরণপোষণ ও অশান্তদিগকে চেতনা-দান জন্য সমস্তই আয়োজন করা আমাদিগের উচিত। ইহা বলিয়া তাহারা তাহাদের নিমিত্তে লঘুপাক অথচ সুস্বাদু পুষ্টিকর দ্রব্যের আয়োজন করিল, তাহারা ভোজন পান করিয়া উপযুক্ত স্থানে যাইয়া শয়ন করিল।

মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে কোন২ অদ্ভুত বিষয় দেখা-ইত। পরদিবস প্রাতঃকালে আকাশ অতি নির্ম্মল হইল এবং তথাকার উচ্চ পর্ব্বত সমস্ত শোভা পাইতে লাগিল, তখন যাত্রিরা প্রাতঃকালে আহার করিয়া প্রস্তুত হইল, মেষ-পালকেরা তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া গিয়া পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ানকে যাহা দেখাইয়াছিল, প্রথমে তাহা দেখাইল; পরে তাহাদিগকে কোন২ নূতন স্থানে লইয়া গেল। ফলতঃ প্রথমে তাহাদিগকে চিত্রগিরিতে লইয়া গেল, তাহারা তথায় দৃষ্টি করিয়া দূরে এক জন মনুষ্যকে দেখিতে পাইল, সে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা

পর্ব্বতকে ন্যাচাইতেছিল। তাহারা মেষপালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে? আর উহাঁর কার্য্যের তাৎপর্য্য বা কি? তাহারা বলিল, যাত্রিকের গতির প্রথম ভাগে মহানুগ্রহ নামক, যে ব্যক্তির কথা লিখিত আছে, ইনি তাঁহার পুত্র। আর পথে স্থিত বাধারূপ পর্ব্বত সকলকে বিশ্বাসদ্বারা যে স্থানান্তর করিতে পারা যায়, যাত্রিদিগকে ইহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইনি ঐ স্থানে নিযুক্ত আছেন। তাহাতে মহোৎসাহ বলিল, আমি উহাঁকে জানি; উহাঁর মত্তন লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়। (মার্ক ১১; ২৩, ২৪।)

তৎপরে মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে শুদ্ধগিরি নামক অন্য একটী স্থানে লইয়া গেল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল যে, শুভ্র বস্ত্রপরিহিত কোন ব্যক্তির গাত্রে অবিচার ও মৎসর নামক দুই ব্যক্তি অনবরত কাদা ফেলিয়া মারিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অবিলম্বে সেই কাদা ঝরিয়া পড়িল, ও তাহার বস্ত্র এমন পরিষ্কার দেখাইতে লাগিল যে, বোধ হইল, তাহার বস্ত্রে কাদা লাগে নাই। তাহা দেখিয়া যাত্রিরা জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? মেষপালকেরা উত্তর করিল, উহাঁর নাম ধার্ম্মিক, এবং উহাঁর বস্ত্র চরিত্রের শুদ্ধতার প্রতিরূপ। যাহারা উহাঁর গাত্রে কর্দ্দম ক্ষেপণ করিতেছে, তাহারা উহাঁর সদাচরণ ঘৃণা করে। তোমরা দেখিতেছ, ঐ কর্দ্দম তাঁহার বস্ত্রে লাগিয়া থাকে না; তাহার তাৎপর্য্য এই, নির্দ্দোষ ব্যক্তির নামে অপবাদ দিলে শেষে তাহা সাব্যস্ত হয় না। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ লোকদিগের কলঙ্ক রটাইতে চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা বিফল হয়; কেননা অবিলম্বে পরমেশ্বর দীপ্তির ন্যায় তাহাদের ধর্ম্ম ও মধ্যাহ্নের ন্যায় তাহাদের যথার্থ্য প্রকাশ করিবেন।

তদনন্তর তাহাদিগকে দয়াগিরি নামক আর এক পর্ব্বতে লইয়া যাওয়াতে তাহারা দেখিল যে, তথায় এক ব্যক্তি এক

থান কাপড় কাটিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান দরিদ্রদের নিমিত্তে পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিতেছেন; তথাপি সেই থান কমিয়া যাইতেছে না। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, ইহার মর্ম্ম কি? মেষপালকেরা বলিল, ইহার মর্ম্ম এই, আপন শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশ দরিদ্রদিগকে দান করিবার যাহার ইচ্ছা আছে, তাহার কখন ধনাভাব হয় না। জলসেচনকারি ব্যক্তি জলেতে সিক্ত হয়। দেখ, যে বিধবা এলি ভবিষ্যদ্বক্তাকে ক্ষুদ্র পিষ্টক দিয়াছিল, তাহার জালাতে ময়দার হ্রাস হয় নাই।

অনন্তর মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে অন্য স্থানে লইয়া গেল, সেখানে তাহারা দেখিল যে, মূঢ় ও বুদ্ধিবর্জ্জিত নামক দুই ব্যক্তি একজন কৃষ্ণকায় পুরুষকে গৌরবর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহার অঙ্গ ধৌত করিতেছে; কিন্তু তাহারা যত ধুইল, ততই সে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যাত্রিরা মেষপালকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ইহার ভাব কি? তাহারা বলিল, অধম লোকের গতি এই রূপ। তাহার সুখ্যাতি সংস্থাপনার্থে যত চেষ্টা করা যায়, তদ্দ্বারা সে অবশেষে আরো ঘৃণার্হই হইয়া উঠে। ফিরূশিদিগের এই রূপ গতি হইয়াছিল, এবং অন্য কপটিদেরও হইবে।

পরে মণির ভার্য্যা করুণা স্বীয় শাশুড়ী খ্রীষ্টীয়ানীকে বলিল, মা, যদি আজ্ঞা কর, ঐ পর্ব্বতের গহ্বর, অর্থাৎ উহার মধ্যে নরকগামি উপপথ নামে যে একটা দ্বার আছে, তাহা দেখিতে চাহি। খ্রীষ্টীয়ানী মেষপালকদিগকে এই কথা জানাইল; তখন তাহারা পর্ব্বতপার্শ্বস্থ সেই গহ্বরের মুখে করুণাকে লইয়া গিয়া, দ্বার মোচন করিয়া বলিল, খানিকক্ষণ কাণ পাতিয়া শুন। তাহাতে সে কাণ দিয়া শুনিল, কেহ যেন গর্ত্তের মধ্যে বলিতেছে, আমার পিতা শাপগ্রস্ত হউক, কেননা সে শান্তি ও জীবনের পথে যাইতে আমাকে বারণ করিয়াছিল। আর এক জন বলিতে লাগিল, হায়! শারীরিক প্রাণরক্ষার

আশায় আত্মার পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আমার দেহ খণ্ডং হইলে ভাল হইত। পরে আর এক জন বলিল, যদি পুনর্ব্বার মানবজন্ম হইতে পারে, তবে এ স্থানে যেন আসিতে না হয়, সেই জন্য যত দুঃখ হউক, স্বীকার করিব। এই সকল শুনিতেং করুণার অত্যন্ত ভয় হইল, সে বোধ করিল, যেন তাহার পদতলস্থ ভূমি আর্ত্তনাদ করত কাঁপিতেছে; তাহাতে যুবতীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, ও সে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কাঁপিতেং বলিতে লাগিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে যাহাকে এই স্থানে আসিতে না হয়, সেই ধন্য।

উক্ত সমস্ত বিষয় দেখাইবার পর মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে পুনর্ব্বার অট্টালিকায় লইয়া গিয়া, যথাসাধ্য তাহাদের আতিথ্য করিল। তখন করুণা যুবতী ও গর্ব্ভবতী ছিল, এই জন্য সেই স্থানে কোন দ্রব্য দেখিয়া তাহার লালসা জন্মিল; কিন্তু লজ্জায় চাহিতে পারিল না। তাহার শ্বশ্রু তাহাকে অসুস্থার ন্যায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, ভোজনশালায় এক খানা আর্শি টাঙ্গান আছে; তাহার উপর আমার মন পড়িয়াছে। সে খানা যদি না পাই, তবে, বোধ হয়, আমার গর্ব্ভ নষ্ট হইবে। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, ভাল, মেষপালকদিগকে বলি, বোধ হয়, তাঁহারা তাহা দিতে অস্বীকার করিবেন না। সে বলিল, আমি যে তাহা চাহি, ইহা তাঁহারা জানিতে পাইলে, আমার লজ্জা বোধ হইবে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, না বাছা, এমন দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করা লজ্জার বিষয় নহে, বরং প্রশংসার বিষয়। তখন করুণা বলিল, মা, তবে তাঁহারা তাহা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না, অনুগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা কর।

এ খানি সহস্রের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট দর্পণ। তাহার এক পার্শ্বে দৃষ্টি করিলে দর্শনকারির অবিকল আকৃতি দেখা যায়। আর অন্য পার্শ্ব ফিরাইলে, যাত্রিদের রাজার সুস্পষ্ট

মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর কি আশ্চর্য্য! যাহারা এ বিষয়ে তৎপর, তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, এই দর্পণে তাহারা রাজার মস্তকের কণ্টকমুকুট, এবং তাঁহার হস্ত, পদ ও কুক্ষিদেশের ক্ষত পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছে। অধিক কি বলিব? এই দর্পণের এমন গুণ যে. তাহাতে দর্শকেরা, মৃত অবস্থায় কি জীবদ্দশায়, পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, হীনাবস্থায়, কি ঐশ্বর্য্য-ভোগে, দুঃখের পথে, কি রাজত্বের প্রতাপে, যে কোন অবস্থায় প্রভুকে দেখিতে চায়, সেই অবস্থায় তাঁহার দর্শন পায়। (যাকো ১; ২৩। ১ করি ১৩; ১২। ২ করি ৩; ১৮।)

অতএব খ্রীষ্টীয়ানী একাকিনী জ্ঞানী, পরীক্ষিত, সচেতন ও সরল নামক চারিজন মেষপালকের নিকটে যাইয়া বলিল, আমার একটী গর্ব্বিণী পুত্রবধূ আপনাদের এই গৃহস্থিত কোন দ্রব্য পাইতে বাঞ্ছা করে। আর সে বোধ করে, আপনারা তাহা না দিলে, তাহার গর্ব্ভস্রাব হইতে পারে। ইহা শুনিয়া পরীক্ষিত বলিল, ভাল, তাহাকে ডাক। আমাদের দিবার সাধ্য থাকিলে, সে তাহা নিশ্চয় পাইবে। তাহাতে সে তাহাকে ডাকাইলে তাহারা বলিল, করুণে, তুমি কোন্ দ্রব্য চাহ? বল। তখন সে ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিল, ভোজনশালায় টাঙ্গান বড় আয়নাখানি। তাহাতে সরল ত্বরায় যাইয়া তাহা আনিল ও সকলে অতি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে দান করিল। তখন করুণা প্রণাম ও বন্দনা করিয়া বলিল, ইহাতে বুঝিলাম, আমি আপনাদের অনুগ্রহের পাত্রী হইয়াছি।

অনন্তর মেষপালকেরা অন্যান্য যুবতীদিগকেও স্ব২ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিল। আর তাহাদের স্বামিরা বৃহৎকায় আশাভঙ্গের প্রাণ ও সংশয়দুর্গ নষ্ট করণে মহোৎসাহের যে সাহায্য করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদেরও অনেক প্রশংসা করিল।

পরে মেষপালকেরা খ্রীষ্টীয়ানী এবং তাহার চারিটী বধূর গলায় হার, কর্ণে কুণ্ডল ও কপালে সিঁতি পরাইয়া দিল।

তদনন্তর যাত্রিরা তথাহইতে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলে, মেষপালকেরা তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে বিদায় করিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গিকে পূর্ব্বে যে২ পরামর্শ দিয়াছিল, ইহাদিগকে তাহা দিল না; কারণ ইহাদের সঙ্গে পথ-দর্শক মহোৎসাহ ছিল; পথের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার জানা ছিল। উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ বিপদ নিকটবর্ত্তী হইলে, সে যাত্রিদিগকে পরামর্শ দিতে পারিত, সুতরাং খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গী অপেক্ষা ইহারা অধিক সৌভাগ্যশালী ছিল, কেননা মেষপালকেরা যে২ পরামর্শ দিয়াছিল, খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গী সে সমস্ত বিস্মৃত হওয়াতে তাহা প্রয়োগ করিতে পারে নাই।

তথাহইতে বিদায় হইলে তাহারা এই গান করিতে২ গমন করিতে লাগিল,—

পথেতে অতিথিশালা যাত্রিদের তরে।
কেমন সুন্দর স্থানে আছে থরে থরে।
অকাতরে আমাদিগে সে স্থানে কেমন,
অনুগ্রহ করি সবে করয়ে গ্রহণ।
স্বর্গ লক্ষ্য করি মোরা করেছি গমন,
এই হেতু তারা এত করয়ে যতন।
যাত্রী হইয়াও যেন সুখে থাকি মোরা,
তদর্থে অপূর্ব্ব বার্ত্তা কহিতেছে তারা।
আমাদিগে লোকে যাতে কয়ে যাত্রী জ্ঞান
এরূপ বস্তুও কত করিতেছে দান।

১৪ অধ্যায়।

মেষপালকদের নিকট বিদায় হইলে পর যে স্থানে ধর্ম্ম-ভ্রংশ নগরবাসি পরাঙ্মুখ নামা ব্যক্তির সহিত খ্রীষ্টীয়ানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাত্রিরা ত্বরায় সেই থানে আসিয়া পঁহুছিল। তখন তাহাদের পথদর্শক মহোৎসাহ সেই ব্যক্তির বিষয়ে এই রূপ বলিতে লাগিল, দেখ, এই থানে খ্রীষ্টীয়ান পরাঙ্মুখ নামক এক জনের দেখা পাইয়াছিল; তাহার পৃষ্ঠে রাজদ্রোহ রূপ দোষ অঙ্কিত ছিল। ঐ ব্যক্তির কথা আরও বলি, শুন। সে বিপথগামী হইয়া অবধি কোন মতে কাহারো পরামর্শ শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে সম্মত হয় নাই। পরে সে ক্রুশ ও গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলে, কোন ব্যক্তি তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়াছিল, এই ক্রুশ দেখিয়া এখনও সচেতন হও, কিন্তু সে তাহাতে ক্রোধে দন্তঘর্ষণ ও ভূমিতে পদাঘাত করিয়া কহিল, না, তোমার কথা শুনিব না; আমি নিজ দেশে ফিরিয়া যাইব। আবার সে পথের দ্বার পর্য্যন্ত না পঁহুছিতেং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষক তাহাকে দেখিয়া ফিরাইবার নিমিত্তে তাহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাঙ্মুখ নানামতে তাঁহাকে তাচ্ছল্য করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর যাত্রিরা চলিতে লাগিল। যে থানে ক্ষুদ্রবিশ্বাস নামক যাত্রী দস্যুহস্তে পড়িয়াছিল, সেই থানে আসিয়া সকলে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি নিষ্কোষিত খড়্গ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডল রক্তে অভিষিক্ত। মহোৎসাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? সে বলিল, আমার নাম সত্যাধীর; আমি এক জন যাত্রী; স্বর্গরাজ্যে যাইতেছি। অল্পক্ষণ হইল, এই পথে আসিতেছিলাম, এমন সময়ে তিন জন মানুষ আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া এই তিনটী প্রশ্ন করিল, তুমি কি আমাদের দলভুক্ত হইবে? কিম্বা

যেখান হইতে আসিয়াছ, সেই খানে ফিরিয়া যাইবে? অথবা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে? (হিতো ১; ১১-১৪।) আমি তাহাদের প্রথম প্রশ্নের এই উত্তর দিলাম, আমি বহুদিনের ভাল মানুষ, অতএব এত কাল পরে এখন চোরের দলভুক্ত হওয়া অসম্ভব। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, ভাল, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেও। আমি বলিলাম, যে স্থানহইতে আসিয়াছি, সেখানে যদি আমার অসুখ বোধ না হইত, কখনও ছাড়িয়া আসিতাম না; ফলতঃ সে স্থান আমার অনুপযুক্ত ও ক্ষতিজনক জানিয়া এই পথাবলম্বী হইয়াছি। পরে তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসিল, ভাল, তৃতীয় প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? আমি বলিলাম, এই বহুমূল্য প্রাণ সহজেই ত্যাগ করিতে পারি না। যাহা হউক, এরূপ প্রস্তাব করিতে তোমাদের কোন অধিকার নাই। অতএব সাবধান, আমার গায়ে হাত দিও না, দিলে তোমাদের মন্দ হইবে। কিন্তু ঐ তিন জন, অর্থাৎ অবাধ্য, অবিবেচক ও অনধিকারচর্চ্চক কথা না মানিয়া আমাকে আক্রমণ করণার্থ খড়্গ নিষ্কোষ করিল; আমিও খড়্গ বাহির করিয়া সম্পূর্ণ এক প্রহর পর্য্যন্ত উহাদের সহিত একাকী যুদ্ধ করিলাম। এই দেখ, আমার গাত্রে তাহাদের বীরত্বের চিহ্ন রহিয়াছে, এবং আমারও বীরত্বের চিহ্ন তাহারা কিছু লইয়া গিয়াছে। তাহারা এই মাত্র গেল; বোধ হয়, তোমরা আসিতেছ টের পাইয়া পলায়ন করিয়াছে।

এই সকল কথা শুনিয়া মহোৎসাহ বলিল, এক জনের সঙ্গে তিন জনের যুদ্ধ বড় অসমতুল।

সত্যবীর। এ কথা সত্য বটে; কিন্তু সত্যতা যাহার পক্ষ, অসমতাতে তাহার কি করিতে পারে? উক্ত আছে, "যদ্যপি সৈন্যগণ আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে, তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না। যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংঘটন হয়, তথাপি আমি তাহাতেও সাহস করিব।" (গীত ২৭; ৩)

এতদ্ভিন্ন আমি প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি যে, এক ব্যক্তি এক দল সৈন্যের সহিত একাই যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শিমশোন্ গর্দ্দভের হনুদ্বারা কত শত লোককে নষ্ট করিয়াছিল।

পথদর্শক। কাহারো সাহায্যের জন্যে তুমি চেঁচাইলে না কেন?

সত্যবীর। হাঁ, আমি স্বীয় রাজার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি তাহা শুনিতে পাইয়া, অদৃশ্যরূপে আমার সাহায্য করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

মহোৎসাহ। তুমি যথোচিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ; অনুগ্রহ করিয়া এক বার তোমার খড়্গ খানি দেখাও দেখি।

তাহাতে সে তাহা দেখাইলে, মহোৎসাহ তাহা হস্তে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, এ প্রকৃত যিরূশালমীয় লৌহের অস্ত্রই বটে।

সত্যবীর। তাহাই বটে। যাহার বাহুবল এবং যুদ্ধনৈপুণ্য আছে, তাহার হস্তে এরূপ খড়্গ থাকিলে সে দূতগণের সহিতও যুদ্ধ করণার্থে সাহস করিতে পারে। যত জোরে আঘাত করুক না কেন, খড়্গ ভাঙ্গিবার ভয় নাই; আর ইহার ধার কখন ভোঁতা হইবে না। ইহাদ্বারা অস্থি মাংস আত্মা প্রাণ প্রভৃতি সকলই খণ্ড২ করা যায়। (ইব্রী ৪; ১২।)

মহোৎসাহ। অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করাতে কি তুমি ক্লান্ত হও নাই?

সত্যবীর। যুদ্ধ করিতে২ এই খড়্গের সঙ্গে আমার হাত এঁটে গিয়াছিল; তাহাতে এই উভয় এমন জড়িয়ে গিয়াছিল যে, বোধ হইল, যেন হস্ত হইতেই খড়্গ জন্মিয়াছে, পরে যখন অঙ্গুলি দিয়া রক্ত গড়িয়া পড়িতে লাগিল, তখন আমি আরও অধিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলাম।

মহোৎসাহ। বেস করিয়াছ; তুমি পাপের সহিত যুদ্ধ

করিতেং রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছ। তুমি আমাদের সঙ্গী হইবে। এস, আমাদের সঙ্গে চল, আমরা তোমার সহযাত্রী।

এই রূপে তাহারা তাহাকে সঙ্গে লইল, তাহার ক্ষত সকল ধুইয়া দিল ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্য খাদ্য সামগ্রী দিল। পরে তাহারা সকলে একত্রে চলিল।

সত্যবীর মহোৎসাহের তুল্য বলবান এবং দুর্ব্বল ও রোগিসঙ্গিদিগের উপকার করণে নিপুণ ছিল; সুতরাং মহোৎসাহ এরূপ উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়াতে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পথে তাহার সহিত নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল। প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ দেশীয়?

সত্যবীর। আমি তমোদেশনিবাসী। সেই দেশে আমার জন্ম হইয়াছে, এবং আমার পিতা মাতা অদ্য পর্য্যন্ত তথায় আছেন।

তখন পথপ্রদর্শক মহোৎসাহ চমৎকৃত হইয়া বলিল, তমোদেশে? এই তমোদেশ ও ধ্বংস্য নগর কি একই উপকূলে স্থিত নহে?

সত্যবীর। হাঁ, তাহাই বটে। আমার যাত্রায় প্রবৃত্ত হইবার বৃত্তান্ত এই; সত্যবাক নামক এক ব্যক্তি আমাদের অঞ্চলে আসিয়া খ্রীষ্টীয়ান নামকযে যাত্রী ধ্বংস্য নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার চরিত্রের বর্ণনা করিতে লাগিল, অর্থাৎ কি রূপে সে আপন স্ত্রী পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, যাত্রিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলিল। একটী নাগ পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া যাত্রার বাধা জন্মাইলে, সে কেমন করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল, এবং কেমন করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছিল। স্বীয় প্রভুর বাসাবাটী সকলে বিশেষতঃ স্বর্গপুরের দ্বার-

দেশে সে কি প্রকার সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছিল। কেননা সে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, এক দল তেজস্বি লোক আসিয়া তূরী বাদ্যের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, পরে স্বর্গনিবাসিরা তাহার আগমনে আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া নগরের সর্ব্বত্র ঘণ্টাধ্বনি করায়; সত্যবাক্ এই সকল ও অন্যান্য বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছিল। অধিক কি বলিব? খ্রীষ্টীয়ানের বিষয়ে ঐ ব্যক্তির কথাতে আমার মন তাহার পশ্চাদ্গামী হইতে এমন দৃঢ়রূপে আকর্ষিত হইল যে, পিতা মাতাও কোন মতে আমাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এই প্রকারে আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ পথের এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি।

মহোৎসাহ। তুমি না ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলে?

সত্যবীর। হাঁ, হাঁ; কেননা প্রথমেই যে সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে নয়, ইহাও সত্যবাক্ বলিয়াছিল।

পথপ্রদর্শক। (খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি) দেখ, তোমার স্বামির যাত্রা এবং তাহার পুরস্কারের কথা দিগ্‌দিগন্তর ব্যাপিয়াছে।

সত্যবীর। কি?—এ কি খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী?

মহোৎসাহ। হাঁ, তাহাই বটে; এবং এই চারিটী তাহার পুত্র।

সত্যবীর। ইহারাও কি যাত্রী হইয়াছে?

মহোৎসাহ। হাঁ, ইহারা পিতার অনুগমন করিতেছে।

সত্যবীর। ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আহা! যাহারা পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহাদিগকে স্বর্গের দ্বারে প্রবেশ করিতে দেখিলে, সেই সাধু-পুরুষ কেমন আহ্লাদিত হইবে!

মহোৎসাহ। তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে আপনি স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়াতে যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছে, নিজ স্ত্রী পুত্র-দিগকে স্বর্গপ্রাপ্ত দেখিয়া প্রায় তেমনি আনন্দ লাভ করিবে।

সত্যবীর। তুমি আপনি যখন কথা পাড়িলে, তখন এই বিষয়ে তোমার মত কি, বল দেখি? আমরা স্বর্গে গেলে পরস্পর চিনিতে পারিব কি না? কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করে।

মহোৎসাহ। তোমার কি বোধ হয়, তবে কি তাহারা আপনাদিগকে সেখানে চিনিতে পারিবে?—এবং আপনা-দিগকে সেই সুখ প্রাপ্ত দেখিয়া আনন্দ করিবে? যদি তাহারা মনে করে যে, আপনাদিগকে চিনিবে ও আপনারা আনন্দ করিবে, তবে অন্য সকলকে চিনিতে ও তাহাদের সুখে আনন্দ করিতে পারিবে না কেন? আরও বলি, আত্মীয়গণ আমাদের অঙ্গস্বরূপ। যদিও সেখানে এরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, তথাপি ইহলোকে যাহারা আমাদের অন্তরঙ্গ, স্বর্গে তাহাদিগকে না দেখা অপেক্ষা দেখিতে পাওয়া কি অধিকতর আনন্দের বিষয় নহে?

সত্যবীর। ভাল, এ বিষয়ে তুমি যাহা বলিলে, তাহা বুঝিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার যাত্রী হওনের বিষয়ে কি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর?

মহোৎসাহ। হাঁ, তোমার যাত্রী হওনে কি তোমার পিতা মাতা সম্মত ছিল?

সত্যবীর। না; উঁহারা যে কোন প্রকারে আমাকে ঘরে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন।

মহোৎসাহ। যাত্রা বিষয়ে তাহাদের কি আপত্তি ছিল?

সত্যবীর। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যাত্রা অলসের কর্ম; তোমার এ প্রবৃত্তি কেবল আলস্যমূলক হইয়াছে।

মহোৎসাহ। তাহারা আর কি বলিয়াছিল ?

সত্যবীর। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যাত্রিদের পথ অতি ভয়ানক, এরূপ সঙ্কটময় পথ জগতে আর নাই।

মহোৎসাহ। সে পথে কিং সঙ্কট আছে, তাহা কি তাহারা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছিল ?

সত্যবীর। হাঁ; তাঁহারা অনেক সঙ্কটের কথা বলিয়াছিলেন।

মহোৎসাহ। তবে তার দুই একটী বল দেখি ?

সত্যবীর। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সে পথে নৈরাশ্য নামে একটী মহাপঙ্ক ভূমি আছে, তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান প্রায় ডুবিয়া মরিয়াছিল। আর যাহারা ক্ষুদ্র দ্বারে প্রবেশ করিবার জন্য আঘাত করিবে, তাহাদিগকে বাণ মারিবার জন্য বাল্‌সিবূবের গড়ে ধনুর্দ্ধরেরা প্রস্তুত আছে। এবং সে পথে বন, অন্ধকারময় পর্ব্বত, দুর্গম নামক গিরি, সিংহ এবং রক্তপাতী, গদাহস্ত ও সাধুহন্তা এই তিন জন দুরন্ত অসুরের কথাও বলিয়াছিলেন। অধিকন্তু বলিয়াছিলেন, নম্রতা নামক উপত্যকাতে ভয়ানক একটা ভূত সর্ব্বদাই থাকে; তৎকর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয়ানের প্রাণ প্রায় নষ্ট হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তোমাকে মৃত্যুচ্ছায়া নামক উপত্যকা দিয়া যাইতে হইবে; তাহাও ভূতের বাসস্থান, এবং তথাকার আলোক অন্ধকারস্বরূপ, এবং ফাঁদ পাশ, জাল ও গর্ত্তে পথ পরিপূর্ণ। যে সংশয়দুর্গে আশাভঙ্গ নামক অসুর বাস করে, তাহাও যাত্রিদের পক্ষে সর্ব্বনাশের স্থান। অধিকন্তু তোমাকে সঙ্কটময় মোহভূমি দিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্ব শেষে তুমি সম্মুখে সেতুরহিত এক নদী দেখিতে পাইবে; তাহা পার না হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

মহোৎসাহ। ইহা ব্যতিরেকে তাহারা কি আর কিছু বলে নাই ?

সত্যবীর। হাঁ, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সেই পথ প্রবঞ্চকপরিপূর্ণ; বিশেষতঃ সৎলোকদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য অনেকে পথের ধারে আড়ি পাতিয়া থাকে।

মহোৎসাহ। তাহারা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিল?

সত্যবীর। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, পথের মধ্যে সাংসারিকবুদ্ধি নামক এক জন প্রবঞ্চক ওৎ করিয়া থাকে। আর রীতিসেবক ও কাল্পনিক, এই দুই জন সর্ব্বদা যাতায়াত করে। এবং বহুচেষ্ট, কিম্বা বাচাল কিম্বা দীমার তোমাকে ভুলাইবার সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন স্তাবক নামে এক জন তোমাকে আপন জালে বদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। তাহাও যদি না হয়, তবে অপক্কবুদ্ধি অজ্ঞানের ন্যায় দুঃসাহসী হইয়া স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলে, তুমি হয়ত, তথা হইতে তাড়িত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ গহ্বরে নীত হইবে, এবং তোমাকে উপপথ দিয়া নরকে যাইতে হইবে।

মহোৎসাহ। এই সকল শুনিয়া নিরুৎসাহ হওয়া সম্ভব বটে। যাহা হউক, ইহা বলিয়াই কি তাহারা ক্ষান্ত হইয়াছিল?

সত্যবীর। না, শুন; তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন, সেই পথের প্রশংসিত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পূর্ব্বে অনেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু কিছুই না পাওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া, আপনাদের নির্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত লজ্জিত ও সকল লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছে। ইহার প্রমাণার্থে তাঁহারা কোন২ ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়া বলিতেন, একগুঁইয়া, সুখনম্র, সংশয়ী, ভয়শীল, পরাঙ্মুখ ও বৃদ্ধ নাস্তিক প্রভৃতি কএক জন সুখের আশায় অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু একটী তৃণও লাভ করিতে পারে নাই।

মহোৎসাহ। তোমার উৎসাহভঙ্গের নিমিত্তে তাহারা আর কিছু বলিয়াছিল?

সত্যবীর। হাঁ; তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সভয় নামক এক জন যাত্রী ঐ পথে এরূপ বিপন্ন হইয়াছিল যে, একদণ্ড-মাত্রও তাহার মনে শান্তি হয় নাই। নিরাশ নামক অন্য এক জন সেই পথে ক্ষুধায় প্রায় মরিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের আর একটা কথা আমার মনে হইতেছে, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে খ্রীষ্টীয়ানের জনরব সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে, সে স্বর্গীয় মুকুট পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও শেষে কাল নদীতে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহার পরপারে এক পদ মাত্রও যাইতে পারে নাই; কিন্তু তাহার বন্ধুগণ এ কথা গোপন রাখিয়াছে।

মহোৎসাহ। ইহার কোন কথায় কি তুমি নিরুৎসাহ হও নাই?

সত্যবীর। না আমি তাঁহাদের কথা তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিলাম।

মহোৎসাহ। কেমন করিয়া?

সত্যবীর। সত্যবাকের কথায় আমার অটল বিশ্বাস ছিল; সুতরাং তাঁহাদের কথায় আমাকে নাড়িতে পারে নাই।

মহোৎসাহ। তবে তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সর্ব্বজয়ী করিয়াছে?

সত্যবীর। হাঁ; আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এবং গৃহত্যাগ করিয়া এই পথের পথিক হইয়া, প্রতিরোধকারী সকলকে পরাস্ত করত, বিশ্বাসের বলে এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

সত্য বীর্য্য দেখিবারে চাহে যেই জন,
করুক এখানে সেই নর আগমন।
প্রবল প্রচণ্ড ঝড় কিম্বা মন্দ বায়,
হেলাইতে এক পাদ পারে না তাহায়।

একবার ইচ্ছা হলে যাত্রী হইবার,
দুষ্টের কথায় ক্ষতি হবে না তাহার
যে তাহারে কহে গল্প দেখাইতে ভয়;
আপনিই সেই জন অপ্রতিভ হয়।
তাহাতে করিয়া তার বল বৃদ্ধি পায়,
সিংহের ক্ষমতা কি যে তাহারে হারায়।
যাত্রী হইবার থাকে যার অধিকার,
অসুর না পারে ক্ষতি করিতে তাহার।
ভূত কিম্বা অসুরে সে কিছুই না ডরে,
জানে সে জীবন লাভ হবে এর পরে।
দূরে যায় চিন্তা, নাহি মানে রব কার,
শ্রম করে দিবারাত্র যাত্রী হইবার।

এই সময়ে তাহারা মোহ ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথাকার বায়ু স্বভাবত মানুষকে নিদ্রালু করে। সেই ভূমির সর্ব্বত্র কন্টকবৃক্ষ ব্যাপ্ত, কেবল স্থানে২ বৃক্ষবাটিকা। জনশ্রুতি আছে, এই বৃক্ষবাটিকাতে কেহ একবার বসিলে বা শয়ন করিলে, ইহজগতে আবার গাত্রোত্থান করিতে বা জাগ্রত হইতে পারে কি না, সন্দেহস্থল। এই বনের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে যাইতে হইল; অতএব পাছে কোন ভূত, নাগ, অসুর, বা দস্যু আক্রমণ ও হিংসা করে, এই ভয়ে পথদর্শক মহোৎসাহ সকলের অগ্রে২ এবং সত্যবীর পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিল। স্থানটী অতিশয় সঙ্কটময় বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে খড়্গহস্ত হইয়া চলিতে লাগিল; এবং গমন কালে যাত্রীরা পরস্পর যথাসাধ্য আশ্বাস প্রদান করিল। অধিকন্তু মহোৎসাহের আজ্ঞায় ক্ষীণমনা তাহার অতি নিকটে২ চলিল, এবং নিরাশের প্রতিও সত্যবীরের বিশেষ মনোযোগ ছিল।

এই রূপে বিস্তর দূর যাইতে না যাইতে অতিশয় গাঢ়

কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার আসিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। তাহাতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা এক জন অন্য জন্যকে প্রায় দেখিতে পাইল না, সুতরাং পরস্পর ডাকাডাকি করিয়া চলিল, ফলতঃ তখন পথ দেখিয়া চলিতে পারিল না।

বলবান যাত্রির পক্ষেও এই স্থান দুর্গম; অতএব কোমলচরণ ও কোমলান্তঃকরণ স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের ক্লেশের কথা কি বলিব? যাহা হউক, অগ্র ও পশ্চাদ্গামি দুই জন রক্ষকের উৎসাহ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা কোন মতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল।

কর্দ্দমে পিচ্ছল হওয়াতে এই স্থানের পথ বড় কষ্টকর ছিল। আর দুর্ব্বলদের জন্যে ভক্ষ্য পেয় পাওয়া যাইতে পারে, এমন কোন অতিথিশালা, এই সমস্ত স্থানের কোথাও ছিল না। সুতরং যাইবার সময়ে কাহাকেও কোকাইতে, কাহাকেও বা হাঁপাইতে, কাহাকে বা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে, কাহাকে বা কন্টকবৃক্ষে উছোট খাইয়া পড়িতে, কাহাকেও বা কর্দ্দমে মগ্ন হইতে হইল। বালকদের মধ্যে কেহ২ পাদুকা হারাইয়া ফেলিল, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, আমি পড়িয়া গেলাম; আর কেহ বা ডাকিয়া বলিল, ওহে, তুমি কোথায়? অপর কেহ বলিল, আমি গাছের ঝোপে আট্কা পড়িয়াছি, ছাড়াইতে পারি না।

কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহারা একটী বৃক্ষবাটিকার নিকটে আসিল। দেখিল, তাহা যাত্রিদের সুখে বিশ্রাম করিবার স্থানই বটে; কারণ তাহা অতি স্বর্ণনির্ম্মিত ও লতাদিতে আবৃত, এবং শ্রান্তিযুক্ত লোকদের জন্যে কোমল খট্টাদিতে সুশোভিত। পথের দুর্গতি প্রযুক্ত শ্রান্ত যাত্রিদের পক্ষে এই সকল অতিশয় লোভনীয় ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই তথায় বসিতে ইচ্ছা করিল না। কেননা তাহারা পথদর্শকের প্রবোধবাক্যে

বিলক্ষণ মনোযোগী ছিল, এবং কোন বিশেষ সঙ্কট নিকটবর্ত্তী হইলে সেও এরূপ বিশ্বস্তরূপে তাহাদিগকে চেতনা দিত যে, তাহারা সঙ্কটকালে বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইন্দ্রিয় দমনার্থে এক জন অন্যকে আশ্বাস প্রদান করিত। এই বৃক্ষবাটিকার নাম অলসের স্বর্গ, ফলতঃ কোন২ পরিশ্রান্ত যাত্রী ভুলিয়া এই স্থানে যেন বিশ্রাম করে, এই অভিপ্রায়ে তাহার এই রূপ নাম দেওয়া গিয়াছিল।

ইহার পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা ঐ নির্জ্জন ভূমি দিয়া গমন করিয়া যেখানে পথিকেরা সহজেই পথ হারাইতে পারে, এরূপ এক স্থানে উপস্থিত হইল। দিন হইলে পথদর্শক গন্তব্য পথ অনায়াসে জানিতে পারিত, কিন্তু তখন অন্ধকার প্রযুক্ত তাহার সন্দেহ জন্মিল। অতএব নিকটে চকমকি থাকাতে সে তাহাতে অগ্নি তুলিয়া প্রদীপ জ্বালিল। আপনার সঙ্গে স্বর্গপুরীর পথাদি প্রদর্শক যে নক্সা ছিল, তাহা বাহির করিয়া দেখিল যে, সেই খানে তাহাদের দক্ষিণ ভাগে যে পথটী আছে, সেই পথেই যাইতে হইবে। সে তখন নক্সা না দেখিলে, বোধ হয়, অবিলম্বে সকলেই বিনষ্ট হইত। কেননা তাহাদের কিঞ্চিৎ অগ্রে অপর একটী পরিষ্কার পথের শেষে কর্দ্দমে পরিপূর্ণ অতলস্পর্শ এক গর্ত্ত ছিল। তাহা যাত্রিদের বিনাশের জন্যই শত্রু খনন করিয়া রাখিয়াছিল।

আমি এই সকল দেখিয়া মনে স্থির করিলাম, যে জন যাত্রী হইয়া গমন করে, তাহার নিকটে এই রূপ নক্সা থাকিলে ভাল হয়; কেননা পথের বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে সে তাহা দেখিয়া গন্তব্য পথ নিশ্চয় করিতে পারে।

পরে তাহারা মোহভূমি দিয়া যাইতে২ পথের পার্শ্বে নির্ম্মিত আর একটী বৃক্ষবাটিকার নিকটে উপস্থিত হইল। তথায় অনবধান ও দুঃসাহসী নামক দুই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, এই দুই জন যাত্রা করিয়া এত দূর আসিয়াছিল, পরে

শ্রান্ত হইয়া সেখানে বিশ্রামের নিমিত্ত বসিয়া নিদ্রায় মগ্ন হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া যাত্রিগণ স্থগিত হইল, এবং তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় বুঝিয়া হায়২ করিয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করিল। পরে তাহারা ভাবিল, এখন ইহাদিগকে এই ভাবে ফেলিয়া যাইব, কি জাগাইবার চেষ্টা করিব? খানিক ক্ষণ পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির করিল যে, যদি পারি ত নিকটে গিয়া উহাদিগকে জাগাইয়া দেওয়া যাউক। কিন্তু সাবধান, এই স্থানের সুখে আকৃষ্ট হইয়া আমরা কেহ যেন এখানে না বসিয়া পড়ি।

অনন্তর ভিতরে যাইয়া পথদর্শক ঐ দুই জনকে চিনিতে পারিল, এবং তাহারা উহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন শব্দ বা উত্তর পাইল না। পরে পথদর্শক কোন মতে ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য তাহাদের গা নাড়া দেওয়াতে এক জন বলিল, মাহিনা পাইলে তোমার ধার শোধ করিব। তাহাতে মহোৎসাহ দুঃখিত হইয়া মাথা নাড়িল। অন্য জন বলিল, যতক্ষণ খড়্গ ধরিতে পারিব, ততক্ষণ যুদ্ধ করিব। ইহা শুনিয়া এক জন বালক হাসিয়া উঠিল।

খ্রীষ্টীয়ানী। ইহাদের কথার ভাব কি?

পথদর্শক। ইহারা ঘুমের ঘোরে বকিতেছে। তোমরা ইহাদিগকে মার আর যাই কর, ইহারা এই রূপেই উত্তর করিবে। পূর্ব্বকালীয় যে ব্যক্তি তরঙ্গময় সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের মাস্তুলের উপরিভাগে শয়ন করিয়াছিল, তাহার ন্যায় ইহারাও বলিবে, আমরা কখন্ জাগ্রৎ হইব? (হিতো ২৩; ৩৪,৩৫।) আর বার তাহার অন্বেষণ করিব। মনুষ্যেরা নিদ্রাবস্থায় বিবেচনা বা বিশ্বাস পূর্ব্বক কথা বলে না; যাহা মুখে আইসে, তাহাই বলে। যাত্রা করা এবং এস্থানে বিশ্রাম করা যেমন পরস্পর প্রতিরোধী, ইহাদের কথাও তদ্রূপ পরস্পর

প্রতিরোধী। অনবধান লোকেরা যাত্রা স্বীকার করিলেও শত করা দুই চারি জন মাত্র এই বিপদ এড়াইয়া থাকে। দেখ, এই মোহভূমি যাত্রিদের শত্রুর আশ্রয়-স্থান; ইহা পথের প্রান্তভাগে স্থাপিত, এই জন্য আমাদিগের পক্ষে অতিশয় সঙ্কটযুক্ত; ফলতঃ আমাদের শত্রু বিবেচনা করে, এই নির্ব্বোধেরা পথের প্রায় শেষ পর্যন্ত গেলে অবশ্য ক্লান্ত হইবে; ক্লান্ত হইলে নিশ্চয়ই বসিয়া পড়িবে। এই কারণ মোহভূমি পথের শেষে অর্থাৎ বিয়ুলা নামক ভূমির সীমার নিকটে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব পাছে ইহাদের ন্যায় ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া, কাহারো দ্বারা প্রবুদ্ধ হওনে অক্ষম হয়, এই জন্য যাত্রিরা যেন অতিশয় সাবধান থাকে।

তখন যাত্রিরা ভয়ে কম্পিত হইল, এবং অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়া পথদর্শককে নিবেদন করিল, যেন সে প্রদীপ জ্বালিয়া অবশিষ্ট পথ তাহাদিগকে লইয়া যায়। সে আগুন করিয়া প্রদীপ জ্বালিল, এবং পথ অতি অন্ধকার হইলেও তাহারা তৎসহকারে শেষ পর্যন্ত গমন করিল। (২ পিত ১; ১৯।) কিন্তু বালকগণ অতিশয় শ্রান্তি প্রযুক্ত ক্রন্দন করিতে, এবং যিনি যাত্রিদিগকে স্নেহ করেন, তাঁহার নিকটে সুগম পথের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহাতে অল্প ক্ষণের মধ্যে বাতাস উঠিয়া কুজ্ঝটিকা দূর করিল ও আকাশ কতকটা নির্ম্মল হইল। ফলতঃ তখন মোহভূমি অতিক্রম না করিলেও তাহারা গন্তব্য পথ ও সহযাত্রিগণকে দেখিতে পাইল।

ঐ ভূমির প্রান্তভাগের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা কিঞ্চিৎ সম্মুখে অতিশয় চিন্তাযুক্ত কোন ব্যক্তির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইল। আরো অগ্রসর হইয়া সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি হাঁটু গাড়িয়া, ঊর্দ্ধহস্ত ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, যেন ঊর্দ্ধস্থিত কোন ব্যক্তির সহিত একান্ত মনে কথা কহিতেছে;

কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহারা তাহার কথা বুঝিতে পারিল না।* যতক্ষণ তাহার কথা সমাপ্ত না হইল, তাহারা নিঃশব্দে গমন করিল। পরে সে ব্যক্তি কথা শেষ করিয়া উঠিয়া স্বর্গপুরের দিকে দৌড়িতে লাগিল, তখন মহোৎসাহ উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ওহে বন্ধো, বোধ হয়, তুমি স্বর্গপুরে যাত্রা করিতেছ। তবে চল, এক সঙ্গে যাওয়া যাউক। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি দাঁড়াইল, তাহারা যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিল। তখন সরলাত্মা তাহার মুখ দেখিবা-মাত্র বলিল, ইহাকে যে আমি চিনি!

সত্যবীর। ইহাঁকে চিন—ইনি কে?

সরলাত্মা। ইনি আমার জন্মভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানের লোক, নাম অটলচরণ; ইনি এক জন প্রকৃত যাত্রী।

এই প্রকারে তাহারা একত্র হইলে পর, অটলচরণ বৃদ্ধ সরলাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে পিতঃ, তুমিও যে এখানে? সে উত্তর করিল, হাঁ, তুমিত চাক্ষুষ দেখিতেছ তখন অটলচরণ বলিল, এই পথে তোমার সাক্ষাৎ পাওয়াতে পরম সন্তুষ্ট হইলাম। সরলাত্মা বলিল, তোমাকে হাঁটু গাড়িতে দেখিয়া আমিও আহ্লাদিত হইয়াছি। এই কথাতে অটলচরণ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি কি আমাকে হাঁটু গাড়িতে দেখিয়াছ? সে বলিল, হাঁ, দেখিয়াছি বৈ কি? এবং তাহা দেখিয়াই আমার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়াছে।

অটলচরণ। তাহাতে তোমার কি বোধ হইল?

সরলাত্মা। আর কি হইবে? কোন সৎব্যক্তি পথে যাইতেছে, অবিলম্বে আমাদের সঙ্গী হইবে; এই বোধ হইয়াছিল।

অটলচরণ। তোমার অনুমান যদি যথার্থ হয়, তবে আমার পরম ভাগ্য; অন্যথা আমারই ক্ষতি।

সরলাত্মা। তাহাই বটে; কিন্তু তোমার এই রূপ

চিন্তাতে বোধ হইতেছে, তোমাতে এবং যাত্রিদের রাজাতে সদ্ভাব আছে। কেননা তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভয় রাখে, সেই ধন্য।" (হিতোপদেশ ২৭ ; ১৪।)

সত্যবীর। হে ভ্রাতঃ, বল দেখি, তুমি কি জন্যে হাঁটু গাড়িয়াছিলে? কোন বিশেষ অনুগ্রহ পাইয়া কি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছিলে? অথবা অন্য কোন কারণ ছিল?

অটলচরণ। দেখ, এ মোহভূমি; আসিতে২ মনে ভাবিতে লাগিলাম, পথিমধ্যে এই স্থান অতি সঙ্কটময়; অনেকে এ পর্য্যন্ত আসিয়া এই স্থানে বাধা পাইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। তদ্ভিন্ন লোকেরা যে এ স্থানে কি প্রকারে নষ্ট হয়, তাহাও ভাবিলাম। ফলতঃ যাহারা এখানে মরে, তাহারা কোন উৎকট রোগে মরে না, এবং তাহাদের মৃত্যুতে ক্লেশও বোধ হয় না। কেননা যাহারা নিদ্রাগত হইয়া মরে; তাহারা সচ্ছন্দে ও সুখে পরলোকযাত্রা আরম্ভ করে; এবং সেই রোগে তাহাদের সম্মতি থাকে।

তাহার কথা শেষ না হইতে২ সরলাত্মা জিজ্ঞাসিল, বৃক্ষবাটিকাতে কি নিদ্রাগত দুই ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলে?

অটলচরণ। হাঁ, অনবধান ও দুঃসাহসীকে সেখানে দেখিয়াছি। বোধ হয়, যত দিন না শরীর পচিয়া যাইবে, তাহারা সেই খানে পড়িয়া থাকিবে। (হিতো ১০ ; ৭।) সে যাহা হউক, আমার বক্তব্য শেষ করিতে দেও। আমি পূর্ব্বোক্তরূপে ভাবিতেছিলাম; ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সুবস্ত্রান্বিতা কোন বৃদ্ধা স্ত্রী দর্শন দিয়া আপন শরীর, ধন ও শয্যা, এই তিন বস্তু আমাকে দিতে চাহিল। আমি যে অকিঞ্চন, তীর্থের কাকস্বরূপ, এবং তৎকালে শ্রান্ত ও নিদ্রাকৃষ্ট ছিলাম, বোধ হয়, ঐ ডাইনী তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে যাহা হউক, তাহাকে বারংবার তাড়াইয়া দিলেও সে তাহা না মানিয়া হাস্যবদনে আবার আসিল। আমি রাগান্বিত

হইতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। বরং সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, যদি তুমি আমার ইচ্ছায় সম্মত হও, তোমাকে মহান্ ও অতিশয় সুখী করিব। কেননা আমি জগৎকর্ত্রী, আমাদ্বারাই লোকেরা সুখ প্রাপ্ত হয়।

নাম জিজ্ঞাসিলে সে বলিল, আমার নাম ডিম্বিকা ঠাকুরাণী।

ইহা শুনিয়া তাহার প্রতি আমার আরো ঘৃণা হইল, তথাপি সে আমাকে ভুলাইতে ক্ষান্ত হইল না। এই প্রকারে বিপদগ্রস্ত হওয়াতে আমি তখন হাঁটু গাড়িয়া উর্দ্ধহস্ত হইয়া যাত্রিদের সাহায্যকারীর নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তোমরা আমার নিকটে না আসিতে২ ডিম্বিকা চলিয়া গেল। এই রূপে আপদমুক্ত হওয়াতে আমি না উঠিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদই করিতে লাগিলাম। কেননা ডিম্বিকা আমার মঙ্গল না চাহিয়া যাত্রাতে বাধা জন্মাইবার মনস্থ করিয়াছিল, এরূপ নিশ্চয় বোধ হইতেছে।

সরলাত্মা। সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাহার অভিপ্রায় নিশ্চয় মন্দ ছিল। যাহা হউক, অনুমান হইতেছে, আমি হয়ত পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছি, কিম্বা তাহার কোন বিবরণ পাঠ করিয়াছি।

অটলচরণ। বোধ হয়; তুমি উভয়ই করিয়া থাকিবে।

সরলাত্মা। তাহার নাম ডিম্বিকা ঠাকুরাণী? সে কি ঈষৎ শ্যামবর্ণা দীর্ঘাকারা লাবণ্যময়ী স্ত্রী নয়?

অটলচরণ। হাঁ, তাহাই বটে, তুমি তাহার অবিকল বর্ণনা করিয়াছ।

সরলাত্মা। সে না বড় মৃদুভাষিণী? এবং কথার শেষে না ঈষৎ হাস্যও করিয়া থাকে?

অটলচরণ। তোমার এ কথাও যথার্থ, সে তাহা করে বটে।

সরলাত্মা। তাহার কোমরে না টাকার থলি ঝুলে ? আর টাকাতেই যেন তাহার পরম সন্তোষ, এ জন্য থলিতে হাত দিয়া সর্ব্বদা টাকা নাড়াচাড়া করে না ?

অটলচরণ। যথার্থ বলিয়াছ। সে যদি এখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিত, তুমি তাহার আকার প্রকার ইহা অপেক্ষা উত্তমরূপে বর্ণনা করিতে পারিতে না।

সরলাত্মা। তবে যে জন তাহার মূর্ত্তি লিখিয়াছে, সে উত্তম চিত্রকর ; ও যে জন তাহার বর্ণনা করিয়াছে, সেও সত্যবাদী।

মহোৎসাহ। এই স্ত্রীলোক ডাইনী ; তাহার যাদুতেই এই ভূমি মোহময় হইয়াছে। হাড়িকাঠে আর তাহার ক্রোড়ে মাথা দেওয়া সমান কথা। যে কেহ তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়, সে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া গণ্য। এ দুষ্টা স্ত্রী যাত্রিদের শত্রুগণকে ঐশ্বর্য্য দিয়া প্রতিপালন করে ; (যাকোব ৪ ; ৪।) আর অনেককে লোভ দেখাইয়া যাত্রিধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। সে বড় গল্পে। সে ও তাহার কন্যারা যখন যে যাত্রিকে পায়, তাহার পিছনে২ যাইয়া ঐহিক সুখের প্রশংসা করিতে থাকে। সে অতি নির্লজ্জ গণিকা ; যাহার তাহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রস্তুত। সে যাত্রিদিগকে তুচ্ছ ও পরিহাস করে, কিন্তু ধনবানদিগের অতিশয় প্রশংসা করে। যে কেহ ধনোপার্জনে পটু, সে ঘরে২ তাহারই সুখ্যাতি করিয়া বেড়ায়। সে ভোজ ও মহোৎসব বড় ভাল বাসে ; তাহা যেখানে হয়, সেই স্থানেই যাইয়া থাকে। আপনাকে দেবতা বলিয়া কোন২ স্থানে প্রকাশ করাতে কেহ২ তাহার পূজাও করিয়া থাকে। প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তাহার বিশেষ২ সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সে দৃঢ়রূপে বলে, আমি যে মঙ্গল দি, এমন মঙ্গল আর কেহ দিতে পারে না। এখন যদি কেহ তাহাকে ভালবাসে ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, সে তাহার দ্বিতীয় তৃতীয়

পুরুষের সহিত পর্য্যন্ত বাস করিবার অঙ্গীকার করে। বিশেষ২ স্থানে, বিশেষ২ লোকের নিকটে সে আপন থলিয়া হইতে ধূলার ন্যায় মোহর ছড়ায়। সে লোকের ক্রোড়ে থাকিতে ভাল বাসে, এবং যাহারা তাহার অনুগামী হয়, তাহার প্রশংসা করে, তাহাদিগের প্রতি সে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। সে আপন সম্পত্তির প্রশংসা করিতে কখন ক্লান্ত হয় না; এবং যাহারা তাহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে অন্যাপেক্ষা অতিশয় অধিক প্রেম করে। আর যাহারা তাহার পরামর্শ শুনে, তাহাদিগকে সে রাজ্য ও মুকুট দিবার অঙ্গীকার করে। কিন্তু তাহার এই সকল ছলনায় অনেকে ফাঁশি কাষ্ঠে প্রাণ হারাইয়াছে; আর লক্ষ২ লোক নরকে পড়িয়াছে।

ইহা শুনিয়া অটলচরণ বলিল, আমি যে তাহাকে প্রতিরোধ করিয়াছি, ইহাতে আমার প্রতি ঈশ্বরের কত বড় দয়া প্রকাশিত হইয়াছে! হায়, তাহার কথায় সম্মত হইলে, না জানি আমাকে কোথায় লইয়া যাইত!

মহোৎসাহ। কোথায় লইয়া যাইত, তাহা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ জানে না; কিন্তু সাধারণতঃ নিশ্চয় যে, লোকদিগকে বিনাশে ও নরকে মগ্নকারি মূঢ় ও হানিকর অভিলাষরূপ পঙ্কমধ্যে সে তোমাকে লইয়া যাইত। (১ তীম ৬; ৯।) দেখ, সেই দুষ্টাই অবশালোমকে পিতৃনিদ্রোহী ও যারবিয়ামকে আপন রাজার বিপক্ষ করিয়াছিল। আর সেই স্ত্রী যিহূদাকে বিশ্বাসঘাতক করিয়া তাহার প্রভুকে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। এবং দীমাকে যাত্রিধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিল। সে যে কত হানি করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে রাজা ও প্রজার মধ্যে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে এবং প্রতিবাসিদের মধ্যে এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এবং মনুষ্যের মনের মধ্যে এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া থাকে। অতএব হে অটলচরণ, তোমার যেমন নাম, তেমনি কর্ম্ম

হউক ; তুমি সকলকে জয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিতে যত্ন কর।

ডিম্বিকার এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে যাত্রিদের সকম্প আনন্দ জন্মিল, শেষে তাহারা এই গীত গান করিল ;

যাত্রিদের কত আপদ হয়, আর শত্রু কত জন,
আঃ কত কার্য্যে পাপ জন্মায়, না জানে মর্ত্ত্যগণ। ১
হায়২, যে খাত উত্তীর্ণ হয়, সে ডুবে পঙ্কেতে,
কেহ বা ধূমে করি ভয়, যায় রড়ে অগ্নিতে। ২

---

১৫ অধ্যায়।

আমি আরও স্বপ্নে দেখিলাম, যে স্থানে সূর্য্য দিবারাত্র উদিত থাকে, সেই বিয়ুলা নামক দেশে যাত্রিরা গিয়া পঁহুছিয়া পথশ্রান্তি প্রযুক্ত বিশ্রামার্থে কিছু কাল অবস্থিতি করিল। সেই দেশ যাত্রিদের ভোগ্য, এবং তত্রস্থ উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল স্বর্গরাজ্যের অধিকার ; অতএব তথায় যাহা২ ছিল, তাহা তাহারা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে লাগিল। তথায় অল্প কাল অবস্থিতি করণানন্তর তাহাদের শ্রান্তি দূর হইল। ফলতঃ অনবরত সুস্বরে ঘন্টা ও তূরীবাদ্য হওয়াতে যদিও তাহাদের নিদ্রা হইল না, তথাপি ঘোর নিদ্রাতে যেমন তৃপ্তি হয়, তেমনি তৃপ্তি লাভ হইল। তথাকার পথে তাহাদের গমনাগমন কালে লোকেরা পরস্পর বলিত, অদ্য অনেক নূতন যাত্রী নগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে ; আর কেহ বলিত, অদ্য এত জন যাত্রী নদী পার হইয়া স্বর্ণময় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিত, বোধ হয়, পথে অনেক যাত্রী আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কেননা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে এই মাত্র এক দল তেজস্বি লোক আসিয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে।

পরে যাত্রিরা উঠিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিল। আহা! তাহাতে নানা প্রকার স্বর্গীয় ধ্বনিতে তাহাদের কর্ণ বড়ই তৃপ্ত হইল, ও স্বর্গীয় বিষয় দর্শনে তাহাদের চক্ষু বড়ই প্রসন্ন হইল। সেই ভূমিতে তাহারা যাহা শ্রবণ দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, কিম্বা স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে মনোদুঃখ কিম্বা শারীরিক পীড়াদায়ক কিছুই ছিল না; কেবল যে নদী পার হইতে হইবে, তাহারই জল তাহাদের জিহ্বায় যেন কিঞ্চিৎ তিক্ত বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পান করিবার পর মিষ্ট লাগিল।

পূর্ব্বকালে যে সকল যাত্রী আসিয়াছিল, তাহাদের নাম ও মহৎ কর্ম্মের বিবরণ তথায় কোন পুস্তকে লিখিত ছিল, তদ্ভিন্ন কোন২ যাত্রির পার হওন কালে পূর্ব্বোক্ত নদী কেমন বাড়িয়াছিল, এবং অন্য কোন২ যাত্রির পার হওন কালে তাহা কেমন কমিয়া গিয়াছিল, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সেই গ্রন্থে লিখিত ছিল। ফলতঃ কাহার২ সময়ে সেই নদী প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং কাহারো২ সময়ে তাহার জল বৃদ্ধি পাইয়া তীর লঙ্ঘিয়াছিল।

সে যাহা হউক, যাত্রিরা তথায় থাকিতে২ তাহাদের জন্যে ঐ নগরের বালকেরা রাজার বাগানে গিয়া পুষ্পগুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া অতি প্রেমের সহিত তাহাদিগকে আনিয়া দিত। ঐ উদ্যানে কর্পূর, জটামাংসী, কুঙ্কুম, কেশর, দারুচিনি, কুন্দুরু, গন্ধরস, ধূনা প্রভৃতি প্রধান২ সুগন্ধি দ্রব্যোৎপাদক বৃক্ষ ছিল। যাত্রিরা যৎকালে তথায় থাকিত, তৎকালে তাহাদের শয়নাগার উক্ত সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভে আমোদিত হইত। পরে সময় উপস্থিত হইলে, তাহারা ঐ সকল সুগন্ধি দ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া নদী পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইত।

তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি

করিতেছিল, এমন সময়ে এক দিন নগরের মধ্যে জনরব হইল যে, স্বর্গপুরহইতে এক জন দূত কোন গুরুতর বার্ত্তা লইয়া আসিয়া খ্রীষ্টীয়ান নামক যাত্রির ভার্য্যা খ্রীষ্টীয়ানীর অন্বেষণ করিতেছেন। খ্রীষ্টীয়ানী কোথায় থাকে, দূত তাহা অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে এক খানি পত্র দিলেন। পত্রে এই লেখা ছিল, "হে সাধ্বি, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন; এবং তুমি অমরত্বের বস্ত্র পরিহিত হইয়া দশ দিনের মধ্যে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবে; তিনি অপেক্ষা করিতেছেন।"

দূত পত্রখানি পড়িয়া খ্রীষ্টীয়ানীকে শুনাইলে তিনি যে স্বর্গপুরীর যথার্থ দূত এবং বাস্তবিক খ্রীষ্টীয়ানীকে প্রস্থানের জন্য ত্বরা করাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে প্রেমদজে তীক্ষ্ণীকৃত একটী বাণ দিলেন। বাণটী অল্পে২ খ্রীষ্টীয়ানীর হৃদয় ভেদ করিল; তাহাতে এমন ফল দর্শিল যে, নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই যাইতে হইবে।

খ্রীষ্টীয়ানী যখন বুঝিল যে, এখন আমার সময় উপস্থিত এবং সঙ্গি সকলের অগ্রে আমাকে নদী পার হইতে হইবে, তখন সে পথপ্রদর্শক মহোৎসাহকে ডাকাইয়া আপনার এই সমস্ত বিষয় জানাইল। সে বলিল, শুনিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম; আর সেই দূত যদি আমাকেও ডাকিতেন, আমি আরো আহ্লাদিত হইতাম। পরে খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, কিরূপ আয়োজন করিয়া গমন করা উচিত, পরামর্শ দিউন। তখন মহোৎসাহ তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বলিল, তোমার প্রস্থান কালে আমরাও নদীর তীর পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে২ যাইব।

পরে খ্রীষ্টীয়ানী আপন সন্তানদিগকে ডাকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, তোমাদের ললাটে অঙ্কিত চিহ্ন অদ্যাপি

ষ্ট দেখিতেছি, এবং তোমরা আমার সঙ্গে এত দূর পর্য্যন্ত াসিয়া পঁহুছিয়াছ, এবং আপন২ বস্ত্র এরূপ শুভ্র রাখিয়াছ, াতে আমি অতিশয় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলাম। পরে তাহার যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল, তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিতে লয়া, পুত্র ও বধূদিগকে আজ্ঞা দিল, তোমাদিগকেও ডাকিবার ্য দূত আসিবে, অতএব তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় প্রস্তুত ক।

পথদর্শক ও আপন সন্তানদিগকে এই সকল কথা বলিয়া খ্রীষ্টীয়ানী সত্যবীরকে ডাকাইয়া বলিল, হে মহাশয়, আপনি যমন সকল কার্য্যে আপনাকে বিশ্বস্ত দেখাইয়াছেন, তেমনি রণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকিবেন, তাহা হইলে আমার রাজা াপনাকে জীবনমুকুট দান করিবেন। (প্রকাশ ২; ১০।) মার বিনয় করি, আমার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দি কোন সময়ে তাহাদিগকে পরিশ্রান্ত দেখেন, সান্ত্বনা-াক্য বলিবেন। আমার প্রিয় পুত্রবধূরা বিশ্বস্তরূপে আচরণ করিয়া আসিতেছে; ভরসা করি, শেষাবস্থায় তাহারা অঙ্গী-কৃত ফল পাইবে।

পরে সে অটলচরণকে ডাকাইয়া কিছু না বলিয়া একটী অঙ্গুরীয় দান করিল।

তদনন্তর বৃদ্ধ সরলাত্মাকে ডাকাইল ও তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, ঐ দেখ, এক জন নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রায়েল। (যোহন ১; ৪৭।) পরে সরলাত্মা বলিল, যে দিন তুমি সিয়োনপর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিবে, সে দিন পরিষ্কার হউক, এই আমার বাসনা। আর তোমাকে শুষ্ক চরণে নদী পার হইতে দেখিলে, আমি পরম আহ্লাদিত হইব। ইহা শুনিয়া খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, দিন বাদলা হউক বা পরিষ্কার হউক, আমি যাইবার বাসনা করিতেছি। গমন কালে আকাশ অপরিষ্কার হইলে ক্ষতি নাই, কেননা সেখানে

গিয়া পঁহুছিলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ও অঙ্গের জল শুকাইতে অনেক সময় পাইব।

পরে পতনোন্মুখ নামক সাধু ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে আইলে, সে কহিল, এ পর্য্যন্ত তোমার যাত্রা অতি ক্লেশজনক হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তোমার বিশ্রাম আরো সুখদায়ক হইবে। তুমি সতর্ক হইয়া প্রস্তুত থাক, কেননা অনপেক্ষিত সময়ে দূত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন।

অনন্তর নিরাশ ও ভয়াকুলা নাম্নী তাহার কন্যাটী আইলে খ্রীষ্টীয়ানী তাহাদিগকে বলিল, দুরন্ত আশাভঙ্গের হস্ত হইতে এবং সংশয়দুর্গ হইতে তোমরা যে উদ্ধার পাইয়াছ, তাহা সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্মরণ করা উচিত। সেই উদ্ধাররূপ অনুগ্রহের ফল এই যে, তোমরা নিরাপদে এ স্থানে উপনীত হইয়াছ। অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক হও, এবং সুস্থির হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ভরসা রাখ।

তৎপরে ক্ষীণমনাকে বলিল, তুমি যেন অনন্ত কাল অমরগণের ন্যায় তেজঃ বিশিষ্ট হইয়া প্রাণ ধারণ করত আপন রাজার দর্শনে তৃপ্ত হও, এ জন্যে দুরন্ত সাধুহন্তার মুখ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছ। অতএব তোমাকে পরামর্শ দিই, প্রভুর দয়ার বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও ভীত হওনে তোমার মনের যে প্রবৃত্তি আছে, আহূত হইবার পূর্ব্বে অনুতাপ সহ তাহা পরিত্যাগ কর; নতুবা তিনি যখন আসিবেন, তখন হয়ত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তোমাকে সেই দোষের জন্যে লজ্জিত হইতে হইবে।

অনন্তর খ্রীষ্টীয়ানীর প্রস্থান দিন উপস্থিত হইলে, তাহার গমন দেখিবার জন্য লোকে পথ পরিপূর্ণ হইল; এবং তাহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার নিমিত্তে স্বর্গপুর হইতে অনেক অশ্ব রথ আসিয়া নদীর পরপারে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাতে সে বাহির হইয়া ইঙ্গিতদ্বারা পশ্চাদ্গামি লোকদের



নিকটে বিদায় লইয়া নদীতে প্রবেশ করিল। তখন, "হে প্রভো, তোমার সহবাসে তোমার ধন্যবাদ করিতে আমি যাইতেছি," তাহার এই কথামাত্র শেষে শুনা গেল। পরে উপস্থিত অশ্বরথাদি তাহাকে সকলের দৃষ্টিহইতে লইয়া গেলে তাহার পুত্র মিত্রাদি স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল। খ্রীষ্টীয়ানী স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করণান্তর স্বীয় স্বামীর ন্যায় আনন্দোৎসবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার প্রস্থানে সন্তানগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু মহোৎসাহ ও সত্যবীর আহ্লাদযুক্ত হইয়া সুস্বরে বাদ্য বাদন পূর্ব্বক আমোদ করিতে লাগিল। এই রূপে সকলে স্ব২ স্থানে ফিরিয়া গেল।

কিছু কাল পরে সেই নগরে আর এক রাজদূত পতনোন্মুখের অন্বেষণে আসিলেন। পরে তাহাকে পাইয়া বলিলেন, তুমি পঙ্গু হইয়াও যে প্রভুকে প্রেম ও যে প্রভুর অনুগমন করিয়াছ, তজ্জন্য তৎকর্ত্তৃক আমি তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়া এই সংবাদ দিতেছি, নিস্তারপর্ব্বের পরদিবসে তাঁহার রাজ্যে তাঁহার সঙ্গে ভোজন পানার্থে তিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। অতএব তথায় গমন করিবার জন্যে সসজ্জ হও। তিনি যে বিশ্বাস্য দূত, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই বাক্য বলিলেন, যথা, "আমি তোমার সুবর্ণবাটী ভাঙ্গিয়া রূপার তার নরম করিয়াছি।" (উপ ১২ ; ৬।)

অনন্তর পতনোন্মুখ সহযাত্রিদিগকে ডাকাইয়া বলিল, ঈশ্বর আমাকে ডাকিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন। পরে সে বিষয়ভাগের নিয়মপত্র লিখিবার জন্য সত্যবীরকে অনুরোধ করিল; ফলতঃ যষ্টি ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তাহার আর কোন সম্পত্তি না থাকাতে সে এই আজ্ঞা করিল, আমার যে পুত্র আমার অনুগামী হইবে, সে যেন আমা অপেক্ষা শতগুণে উত্তম হয়, এমন আশীর্ব্বাদের সহিত আমার এই যষ্টিদ্বয় তাহাকে প্রদান করিতেছি। তৎ-

পরে মহোৎসাহ পথে তাহাকে যে সকল সাহায্য ও অনুগ্রহ করিয়াছিল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গমনার্থে প্রস্তুত হইল। শেষে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া বলিল, এই যষ্টিতে আমার আর প্রয়োজন নাই; দেখ, আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে অশ্বরথাদি ওপারে রহিয়াছে। তখন সে নদীতে নামিয়া, "হে অনন্ত জীবন, আইস!" এই কথা বলিয়া পারে গেল।

কিয়ৎকালানন্তর ক্ষীণমনাও সংবাদ পাইল যে, তাহার বাসার দ্বারে দূত আসিয়া শিঙ্গা বাজাইতেছেন। ঐ দূত ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তোমাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; অতএব অত্যল্প কালের মধ্যে তোমাকে তাঁহার তেজোময় মুখের দর্শন পাইতে হইবে, ইহা তোমাকে জানাইবার জন্য আসিয়াছি। আর আমার সংবাদ যে সত্য, তাহার প্রমাণ এই, "গবাক্ষ দিয়া দর্শনকারিণীরা অন্ধীভূত হইবে।" (উপেশক ১২; ৩।) তাহাতে ক্ষীণমনা আত্মীয় বন্ধুগণকে ডাকাইয়া উক্ত সংবাদ ও তাহার প্রমাণসূচক চিহ্ন তাহাদিগকে অবগত করাইয়া বলিল, আমার কিছুই নাই যে, কাহাকেও দিয়া যাই, অতএব দান পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার যে ক্ষীণমন, তাহা আমি ফেলিয়া দিব, কেননা যেখানে যাইতেছি, সেখানে তাহা কোন কার্য্যেরই হইবে না, এবং এখানে তাহা কোন নিরুপায় যাত্রিকেও দিবার যোগ্য নহে। অতএব হে সত্যবীর, আমি গেলে পর আপনি তাহা গোময়রাশিতে পুতিয়া রাখিবেন। অনন্তর প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইলে সে পূর্ব্বগত ব্যক্তিদের ন্যায় নদীতে প্রবেশ করিয়া, "হে আমার বিশ্বাস, হে আমার ধৈর্য্য, আমাকে পরিত্যাগ করিও না," এই কথা বলিয়া পার হইয়া গেল।

বহু দিন গত হইলে পর সেই দূত পুনর্ব্বার আসিয়া নিরাশকে ডাকিয়া সংবাদ দিলেন, হে কম্পিতকলেবর

আগামি প্রভুর দিবসে তোমাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সকল সংশয়হইতে মুক্তি পাইয়া আনন্দধ্বনি করিতে হইবে, অতএব তজ্জন্য প্রস্তুত হও। আর এই কথা যে সত্য, তাহার চিহ্ন গ্রহণ কর। অনন্তর দূত তাহার "ভারস্বরূপ এক ফড়িঙ্গ" তাহাকে দিলেন। (উপ ১২ ; ৫।)

সেই নিরাশের ভয়াকুলা নাম্নী কন্যা এই সকল শুনিয়া বলিল, আমিও পিতার সঙ্গে যাইব। তখন তাহার পিতা বন্ধুদিগকে বলিল, আমি ও আমার কন্যা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল এবং সহযাত্রি সকলের ক্লেশজনক হইয়াছি, তাহা তোমরা বিলক্ষণ জান। সম্প্রতি আমার ও আমার কন্যার বাসনা এই, আমরা গেলে পরে, আমাদের নৈরাশ্য ও ভীতি যেন কখন কাহারো নিকটে আশ্রয় না পায় ; কেননা আমি জানি, আমাদের মরণানন্তর তাহারা অন্যান্য লোকের নিকটে আতিথ্য চাহিবে ; কিন্তু দেখ, স্পষ্ট বলিতে গেলে তাহারা ভূত। আমরা যাত্রার আরম্ভকালে তাহাদিগকে একবার স্থান দিয়া শেষে আর দূর করিতে পারি নাই। ইহার পরে তাহারা অন্যান্য যাত্রিকের নিকটে প্রতিপালনার্থী হইয়া বেড়াইবে। অতএব মিনতি করি, তোমরা আমাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিও।

প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, তাহারা দুই জনে নদীর তীরে গেল। সেখানে, "হে রাত্রি, বিদায় হও ; হে দিন, আইস," নিরাশ এই কথা বলিয়া নদীতে পড়িয়া পার হইয়া গেল। তাহার কন্যাও গান করিতেং গেল ; কিন্তু সে কি গাহিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

তাহার অনেক দিন পরে সেই নগরে রাজদূত আসিয়া বলাত্মার বাসস্থান অনুসন্ধান পূর্ব্বক উদ্দেশ পাইয়া তাহার হস্তে এই লিপি দিলেন, যথা, সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে আপন প্রভুর পিতৃগৃহে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হইবে,

অতএব তোমাকে প্রস্তুত থাকিবার জন্য আদেশ করা যাই-তেছে। আর আমার এই সমাচার যে সত্য, তাহার নিদর্শন এই "বাদ্যকারিনী কন্যারা ক্ষীণ হইবে।" (উপ ১২; ৪।) এই সংবাদ পাইয়া সরলাত্মা বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া বলিল, দেখ আমি মরি, কিন্তু দানপত্র লিখিয়া যাইব না। আমার সরলতা আমার সঙ্গেই যাইবে, এই কথা আমার পরবর্ত্তিদিগকে বলিও। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে সে অবিলম্বে নদী পার হওনার্থে যাত্রা করিল। তৎকালে ঐ নদী বৃদ্ধি পাওয়াতে, কোন২ স্থানে তীর প্লাবিত হইয়াছিল, তথাপি সরলাত্মার কোন বাধা জন্মিল না। কেননা নদী পার হওন কালে সাহায্য পাইবার নিমিত্তে সে জীবদ্দশায় সৎসংকেত নামক এক জনের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিল। সে ব্যক্তি তদনু-সারে তথায় উপস্থিত হইয়া সাহায্য করত তাহাকে পার করিয়া দিল। "প্রভুর অনুগ্রহের জয় হউক," শেষে এই কথা বলিয়া সরলাত্মা লোকান্তরে গমন করিল।

পরে জনরব হইল, সরলাত্মাকে সংবাদ দিবার জন্য যে দূত আসিয়াছিলেন, তিনি সত্যবীরকেও তদনুরূপ সমাচার দিয়া তাহার সত্যতার এই প্রমাণ দিয়াছেন, "উনুইতে তাহার কলস ভগ্ন হইয়াছে।" (উপ ১২; ৬।) এই সংবাদ অবগত হইয়া সত্যবীর বন্ধুগণকে ডাকাইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া বলিল, আমি পিতার গৃহে চলিলাম। বড় কষ্টে এ পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছি বটে, তথাপি এক্ষণে তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করি না। যে জন যাত্রাতে আমার অনুগামী হইবে, তাহাকে আমার খড়্গ দিব। আর আমার সাহস ও নৈপুণ্য যে পাইতে পারিবে, তাহাকেই দিব। কিন্তু আমার শরীরের এই সকল আঘাত চিহ্ন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব; কেননা যিনি আমার পুরস্কারদাতা, তাঁহার পক্ষ হইয়া যে আমি যুদ্ধ করিয়াছি, এই আঘাত চিহ্ন সকল তাহার প্রমাণ

তাহার প্রস্থানের দিন অনেকে নদী পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল, তাহাতে সে, "হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়?" এই কথা বলিয়া নদীতে নামিল। অনন্তর গভীর জলে নামিয়ে "হে কবর, তোমার জয় কোথায়?" (১ করি ১৫; ৫৫।) এই কথা বলিয়া নদী পার হইয়া গেল। তখন পরপারে বিস্তর তূরীধ্বনি হইল।

তদনন্তর যাত্রিরা মোহভূমিতে যে অটলচরণকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছিল, তাহার জন্য আহ্বানপত্র আনীত হইল। ফলতঃ রাজদূত অনাবৃত এক খানি পত্র হস্তে করিয়া তাহাকে আনিয়া দিলেন; তন্মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল, লোকান্তরে গমনার্থে প্রস্তুত হও, কেননা তুমি যে আর এত দূরে থাক, তোমার প্রভুর এমন অভিলাষ নহে। এই কথাতে অটলচরণ বিস্ময়াপন্ন হইলে দূত বলিলেন, আমার বার্ত্তা যে সত্য, এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই; দেখ, তাহার প্রমাণ দিতেছি; "কূপে তোমার চক্র ভগ্ন হইয়াছে।" (উপ ১২; ৬।) তখন অটলচরণ পথদর্শক মহোৎসাহকে ডাকাইয়া বলিল, মহাশয়, যাত্রাকালে অল্প দিন মাত্র আপনাকে সঙ্গী পাইয়াছিলাম; কিন্তু যদবধি আপনাকে জানিয়াছি, তদবধি আপনি আমার হিতকারী হইয়াছেন। দেখুন মহাশয়, আমি আপন স্ত্রী ও পাঁচটী শিশু সন্তানকে ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আর আপনি যে অন্যান্য যাত্রিদের পথপ্রদর্শক হইবার নিমিত্তে নিজ প্রভুর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, ইহা নিশ্চয় জানি। অতএব বিনয় করি, যখন তথায় ফিরিয়া যাইবেন, তখন আমার পরিজনগণের নিকটে লোক পাঠাইয়া, আমার প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, ও ঘটিবে, তাহা জানাইবেন! বিশেষতঃ আমি শুভ যাত্রা করিয়া এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি, সম্প্রতি পরম সুখ পাইবার আশাতে প্রফুল্লচিত্ত আছি, আমার বাটীতে এই সমাচার দিবেন। অধিকন্তু খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার স্ত্রী খ্রীষ্টী-

যানীর বিবরণ তাহাদিগকে জানাইবেন, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ানী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কিরূপে খ্রীষ্টীয়ানের পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে, ও কোথায় গিয়া পঁহুছিয়া খ্রীষ্টীয়ান কেমন সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও অবগত করাইবেন। পরিজনগণকে দান করণার্থ প্রার্থনা ও নেত্রজল ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই নাই, ইহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলে আপনি আমাকে বাধিত করিবেন; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহা সফল হইতে পারে।

এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া প্রস্থান সময়ে অটলচরণ ত্বরা করিয়া নদীতীরে গমন করিল। সে সময়ে নদীর জল স্থির ছিল, এ জন্য সে তাহার মাঝখান পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইয়া কিছু ক্ষণ তীরস্থ সঙ্গিদের প্রতি বলিল, দেখ, এই নদীতে অনেকে ভয় পাইয়াছে। আর আমিও কত বার ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি সচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া আছি, কেননা যদ্দিন নদী দিয়া ইস্রায়েলদের গমন কালে নিয়মসিন্দুক বহনকারি যাজকগণের চরণ যাহাতে স্থাপিত ছিল, আমার চরণও তাহাতেই স্থাপিত আছে। (যিহোশূয় ২ ; ১৭।) এই জল জিহ্বাতে তিক্ত এবং উদরের পক্ষে শৈতিক বটে, কিন্তু গন্তব্য স্থানের উৎকৃষ্টতা এবং পরপারে স্থিত সুসজ্জ জনতার আলোচনাতে আমার মন দৃঢ় আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত হইতেছে। এক্ষণে আমি যাত্রার সীমাতে উপস্থিত হইয়াছি, ক্লেশের দিন শেষ হইয়াছে। আমার নিমিত্তে যাঁহার মস্তকে কন্টকমুকুট ও বদনে থুথু দত্ত হইয়াছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। পূর্ব্বে আমি প্রতিশ্রুত ও বিশ্বাসজীবী ছিলাম, এখন দর্শনজীবী হইতে যাইতেছি। যাঁহার সহবাসে আমার পরম প্রীতি, তাঁহার সহিত থাকিব। প্রভুর প্রশংসা শ্রবণে সর্ব্বদা আমার মনের আমোদ হইত; আর যে যে স্থানে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতাম, সেই২ স্থানে

পদার্পণ করিতে প্রয়াস করিতাম। আমি তাঁহার নাম কস্তূরীর ন্যায় সর্ব্বাতিরিক্ত সুগন্ধরূপে মান্য করিতাম, ও তাঁহার স্বর আমার কর্ণে অতি সুশ্রাব্য ছিল। সূর্য্যোদয় দর্শনাভিলাষিদের অপেক্ষা আমি তাঁহার মুখশ্রী দেখিতে অধিক ইচ্ছা করিতাম। তাঁহার বাক্য সকল অতি সুখাদ্য ও মহৌষধিস্বরূপ জানিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। তিনি আমার অবলম্বন হওয়াতে আমি নিজ দোষ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। তিনি আপন পথে গমনার্থে আমার চরণদ্বয় সবল করিয়াছেন।

এই সময়ে অটলচরণের মুখের আকৃতি অন্যথা হইল, এবং তাহার বলশালি শরীর অনেক নত হইল। শেষে সে, "আপনার নিকটে যাইতেছি, আমাকে গ্রহণ করুন," এই কথা বলিয়া তীরস্থ লোকদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইল।

পরন্তু যাত্রিগণের একে২ ঊর্দ্ধ গমন ও সুন্দর দ্বার দিয়া স্বর্গপুরে প্রবেশ করণকালে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে আগত অশ্বরথ এবং তূরী ও বংশীধারী ও বীণাবাদক প্রভৃতি বাদ্যকর ও গায়কগণেতে পরিপূর্ণ আকাশপথের তেজে দর্শনকারি জনগণের মন বিস্ময়াপন্ন ও সুখে মগ্ন হইল।

আমি আর কিছু কাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম কিন্তু তখন খ্রীষ্টীয়ানীর পরিজন অর্থাৎ চারিটী পুত্র, ও পুত্রবধূ ও তাহাদের সন্তানগণ নদীর ওপারে গমন করে নাই। তাহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। অল্প দিন হইল, এক জনের কাছে শুনিয়াছি, তাহাদের বাসস্থানের মণ্ডলী যেন বৃদ্ধি পায়, এ জন্য তাহারা তথায় আর কিছু দিন থাকিবে।

প্রয়োজন বশতঃ যদি আমাকে পুনর্ব্বার সেই অঞ্চলে যাইতে হয়, তবে কেহ তাহাদের শেষ বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা

করিলে বর্ত্তিতে পারিব। সম্প্রতি পাঠক মহাশয়গণের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

BHOWANIPORE:

Printed by B. M. Bose, for the Calcutta Christian Tract and Book Society, at the Saptahik Sambad Press, 1877